INDEX

CORRIGENDA

to the " Head lines " of the Assembly Proceedings for the 22nd March, 1985

"Head lines" are to be read	At Pages
1. Government Bills	29,31,33 and 35
2. Discussion on the Incident of Killing and Missing of Persons at Swetroy of Kamalpur	39,41,43,45,47 and 87

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE COSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala, on Friday, the 22nd. March, 1985 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Amarendra Sharma, Speaker the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, the Deputy Speaker, 9 (Nine) Ministers and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মি: স্পীকার ঃ আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়ার বৃহত্তম বাজারটি সংস্কার করার কোন উদ্যোগ সরকার নিচ্ছেন কি ?

২। উক্ত বাজারে নতুন শেড নির্মানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ দিনের অসুবিধা দূরীকরণের কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। হ্যাঁ।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বাজারটির শেড নির্মানের উদ্যোগ নেবেন। কি কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়ার বৃহত্তম বাজারে শেড নির্মানের জন্য সরকারের কৃষি বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই জন্য ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৫০ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত শেড নির্মান কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

তাছাড়া ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়াতে একটি সুপার মার্কেট স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে ৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়েলস্ সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৃষি বিভাগ থেকে কোন বাজারে যখন শেড নির্মানের জন্য এই ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয় পরে সেটা আবার বাতিল হয়ে যায় এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ছেছুবাজারের শেড নির্মান সম্পর্কে।

শ্রী বাদল চৌধুরী : মি: স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী।

সৈয়দ বসিত আলী : মি. স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৪২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় পি, ডবলিও, ডি-র বিভিন্ন ঠিকাদারীর কাজে বর্তমানে কতজন বহিরাগত ঠিকাদার কাজ করছেন ;

২। গত ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঐসব বহিরাগত ঠিকাদার কত টাকার কাজ করেছেন ;

৩। ত্রিপুরায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার থাকা সত্বেও বহিরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় ঠিকাদার নিয়োগের কারন কি ?

উত্তর

সকল প্রশ্নের উপর—তথ্য সংগ্রহাধীন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী : মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৪৯।

শ্রী বাদল চৌধুরী : মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৪৯।

প্রশ্ন—১। বাজার উন্নয়ন প্রকল্পে এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের কতগুলি বাজারে শেড বা স্টল ইত্যাদি সরকারী উদ্যোগে খোলা হয়েছে ?

উত্তর : ১৩১টি বাজারে।

প্রশ্ন—২। ১৯৭৭ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত শেড বা স্টলের সংখ্যা কত ছিল ?

উত্তর : ৫০টি।

প্রশ্ন—৩। খোয়াই বিভাগের কল্যানপুর বাজারের প্রস্তাবিত বাজার শেড ও স্টল নির্মান কার্য্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর : এই বাজারের প্রস্তাবিত নির্মানকার্য্যের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুমোদন ১৯৮৫ ইং সনের জানুয়ারী মাসে পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে নির্মানকার্য্যের প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। আগামী আর্থিক বৎসরে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন—৪। এই বাজারটিকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে রেগুলেটেড মার্কেট আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না ?

উত্তর : বর্তমান আর্থিক বৎসরে সম্ভব নয়।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কল্যানপুর বাজারে শেড এবং স্টল নির্মান করবার জন্যে পি, ডবলিউ, ডি, ১৯৭৮ ইং সনে একটি প্লেন তৈরী করে কিন্তু পরে ১৯৭৯ ইং সনে পি, ডবলিউ, ডি-এর হাত থেকে বিষয়টি চলে যায় কৃষি দপ্তরে। তারপর থেকেই সে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এখন সেখানে কতটা স্টল এবং শেড হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মি: স্পীকার স্যার, ১৯৭৪-৭৫ ইং সন পর্য্যন্ত এই কাজটি পি, ডবলিউ, ডি, করত। পরে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে, এই কাজ কৃষি দপ্তরই করবে। তবে কল্যানপুরে যে কাজ মধ্যে বন্ধ হয়েছিল সেটা টাকার অভাবে বন্ধ হয়েছিল। এখন টাকা পাওয়া গেছে, সুতরাং এখন সেটা করা হবে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী : মি: স্পীকার স্যার, এই কল্যানপুর বাজারটি খোয়াই মহকুমার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই বাজারেই সবচেয়ে বেশী তরী তরকারী, শাক, সব্জী ইত্যাদি আমদানী রপ্তানী করা হয়। সুতরাং এই বাজারের গুরুত্ব বিচার করে এই বাজারকে রেগুলেটেড বাজার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মি: স্পীকার স্যার, আমাদের হাতে বর্তমানে ৪টি রেগুলেটেড বাজার

রয়েছে। আমরা আশা করি যে ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা ২৮টি বাজারকে রেগুলেটেড বাজার হিসাবে নিয়ে আসব। সুতরাং ঐ সময় এটাকে চিন্তা ভাবনা করা যাবে।

শ্রী তরনীমোহন সিংহ ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনবাড়ী বাজারটিতে যদি এইভাবে শেড নির্মান করা যায়, তবে সেখানকার জনগনের অনেক উপকার হবে। এই সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

মি: স্পীকার ঃ আপনার এই প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়।

সৈয়দ বাসিত আলী সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক বাজার রয়েছে সেগুলিকে সরকার অধিগ্রহন করেননি। অথচ এই সব বাজারে স্থানীয় কৃষকরা তাদের শাকসব্জি ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে থাকেন এবং এতে করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন—সেসব বাজারগুলিতে শেড নির্মান করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ মি. স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতে কৃষকরা যাতে বসে তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করতে পারেন তার জন্য আমরা শেড নির্মানের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় বর্তমানে আমরা ২৯টি বাজারের শেড নির্মানের কাজ হাতে নিয়েছি। আগামী আর্থিক বছরে আমরা আরো বেশী বাজারকে হাতে নিতে পারব আশা করছি। এই ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাও গ্রহন করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০ ।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার— ৫০।

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সনের বন্যায় রাজ্যের যেসব কৃষি জমি টিলার ধ্বস নামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ;

২। হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ জমি উদ্ধারকৃত হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। বেশীর ভাগ জমি উদ্ধার করা হইয়াছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি অনেকবার আকর্ষণ করা হয়েছিল যে, অমরপুরের জামুকছড়া এবং ফন্নাছড়া এবং আরও কয়েকটা গাঁওসভা আছে—সেখানে গত ১৯৮২-৮৩ সালের বন্যাতে এত বেশী ধ্বস পড়েছিল যে অনেকগুলি জমি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখনও সেগুলি উদ্ধার করা হয় নি। সেগুলির উদ্ধারের কেন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—এই তথ্য আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে দিতে পারি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—আমি এ বছর যখন ফলাছড়াতে গিয়েছি তখন দেখলাম যে একটা জমিতে একজন মহিলা বসে চোখের জল ফেলছে। তার মাত্র দুই কানি জমি এবং সেটা ধ্বসের কবলে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই বামফ্রন্টের আমলে সাধারণ মানুষের চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কি গতি আছে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী—১৯৮৩ ইং সনে জমিতে ধ্বস পড়ে ১৫৯ হেক্টার-এ। সেখানে আমরা প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি এবং ১৯৮৪ ইং সনে ১৭০ হেক্টার জমি উদ্ধার করা হয়েছিল। এটা তো আমাদের কর্মচারীদের ইচ্ছা থাকলেও কোন কোন জায়গায় যেতে পারছে না। বিশেষ করে নগেনবাবুরাই বাধা দিচ্ছেন।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে, যে পরিমাণ জমির মাটি সরাতে গিয়ে ৫০০ মেনডেজের কথা আছে সেখানে বাস্তবে দেখা যায় যে ১২০০ মেনডেজের দরকার হয়ে যায়। ফলে প্রকৃতপক্ষে আপনারা যে বলেছিলেন যে এত টাকা দিয়ে এত পরিমাণ জমি উদ্ধার করব, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কম পরিমাণ জমি উদ্ধার করতে পেরেছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী—আমি তো বলেছি যে, আমরা বেশীর ভাগ জমি উদ্ধার করেছি। এখনও কিছু কিছু বাকী আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা—অ্যাডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৫৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৪।

প্রশ্ন

১। সরকারের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধীনে রাজ্যে কোন্ কোন্ মহকুমায় বৈদ্যুতিক জেনারেটর আছে ;

২। অমরপুরে বৈদ্যুতিক জেনারেটার বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। যদি এরূপ পরিকল্পনা না থাকে তবে তার কারণ ;

৪। থাকিলে কবে নাগাদ এটা বসানো হবে বলে আশা করা যায় ;

৫। মহারাজা বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজে বৈদ্যুতিক জেনারেটার আছে কি না ;

৬। না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। সব মহকুমাতেই বৈদ্যুতিক কম বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটার আছে। ত্রিপুরার একমাত্র বিদ্যুত সরবরাহের কেন্দ্র গোমতী পাওয়ার হাউস অমরপুর সাব-ডিবিশনে অবস্থিত। অমরপুর শহরে অধুনা ৩৩ কে.ভি. সাবষ্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ চালু করা

হয়েছে। তাছাড়াও উদয়পুর থেকে গোমতী-আসামের গ্রিড লাইনের বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। দুরকম সরবরাহ ব্যবস্থা থাকার জন্য অমরপুরে নতুন কোন জেনারেটর দরকার নাই।

২। নতুন কোন জেনারেটারের জন্য নয়।

৩। যেহেতু সরবরাহের বিকল্প বন্দোবস্ত আছে নতুন জেনারেটার বসানোর প্রয়োজন নেই।

৪। ১নং জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৫। হ্যাঁ, আছে।

৬। ৫নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জওহর সাহা—আমরা প্রায়ই দেখছি যে বিদ্যুত ব্যবস্থা, বিশেষ করে অনেক সময় থাকছে না অমরপুরের কি অবস্থা, বিশেষ করে হাসপাতালগুলিতে প্রায়ই অন্ধকার থাকে এবং সেখানে কেরোসিনের ব্যবস্থা থাকে না ফলে অন্ধকারে থাকতে হয় রোগীদের। তাই অমরপুরে একটা বৈদ্যুতিক জেনারেটার বসানো দরকার সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—আমি বলেছি য অমরপুর বাদে সব মহকুমাতেই জেনারেটর রয়েছে আমাদের। আমরা বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে জেনারেটার রেখেছি জরুরী জল সরবরাহের জন্য, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য। অমরপুরে আমরা প্রথম গোমতী থেকে বিদুত পাচ্ছি, অপর দিকে আসাম থেকে আনছি। যার ফলে অমরপুরে আমাদের জেনারেটার বসানোর কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রী জওহর সাহা—হাসপাতালের এবং জলসরবরাহের ক্ষেত্রে অমরপুরে বিদ্যুত ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত, সে আসাম থেকেই আনা হোক বা গোমতী থেকেই দেওয়া হোক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, সেখানে বিদ্যুতের অব্যবস্থার ফলে রোগীদের অন্ধকারে থাকতে হয় ? এটা দূর করার কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—এখন কোন সম্ভাবনাই নাই, আমি বলেছি। ১০ মেগাওয়াটের মত সব শুদ্ধ বিদ্যুত ব্যবস্থা আছে। গোমতী থেকে আমরা পাই ৮·৬ মেগাওয়াট। বাকী বিদ্যুত বাইরে থেকে আনতে হয়। তবে এইরকম অ্যাকিউট বিদ্যুত ক্রাইসিস অমরপুরে আছে, এইরকম খবর আমাদের কাছে নাই। তবে পাওয়ার ক্রাইসিস মাঝে মাঝে হয়। ১ কিলোওয়াট জেনারেট করতে এখন প্রায় আড়াই টাকা খরচ হয়, যেখানে ৬৫ পয়সা আমরা নিচ্ছি। সেজন্য জেনারেটার ষ্ট্যাণ্ডবাই আছে বিভিন্ন জায়গায় চালু করার জন্য।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জানেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং তদন্ত করে যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—তবুও আমি তদন্ত করব। যেহেতু গোমতী কাছাকাছি সেজন্য

তীর্থমুখে জেনারেটার ষ্ট্যাণ্ড বাই করে রাখার ব্যবস্থা করব।

শ্রীসমীর দেব সরকার — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে খোয়াইতে দুইটি জেনেরেটার আছে, সেগুলি অনেক পুরানো এবং তার মধ্যে বলতে গেলে একটা একেবারেই অচল আর অন্য যেটা আছে, সেটাও ১/৪ অংশ শক্তির যোগান দেয়। সেই হিসাবে আমারা লক্ষ্য করছি যে খোয়াইতে দুইটি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটার দেওয়ার যে কথা ছিল, তার মধ্যে অন্ততঃ একটি জেনারেটার এক্ষুনি বসাবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — স্যার, আমি এটা পরিস্কার করে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা নতুন করে আর কোন ডিজেল জেনারেটার এই রাজ্যে বসাইতে চাই না। কারণ আমরা ইতিমধ্যে বড়মুড়ায় দুইটি গ্যাস থার্মাল বসাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি, তাছাড়া আসাম এবং লোকটাক থেকেও আমাদের বিদ্যুত আনার ব্যবস্থা আছে। ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে যাতে আরও বেশী পরিমাণে বিদ্যুত এই রাজ্যে উৎপাদন করা যায়, তার জন্যও আমরা সচেষ্ট আছি। কাজেই নতুন করে আর কোন ডিজেল জেনারেটার আমরা স্থাপন করতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার — শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ — স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার — ৬৭।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা — স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭,

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিভাগে গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, থাকিলে তাহার কাজ কত দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উক্ত কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য সর্বমোট কত একর জমির প্রয়োজন হবে ?

৩) এই গো-প্রজনন কেন্দ্রটির সাইড সিলেক্শান করা হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে, তবে কোথায় ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ?

৪) উক্ত গো-প্রজনন কেন্দ্রটির স্থান নির্ধারন করার জন্য বা জমি পাওয়ার জন্য এখানকার বি, ডি, সির সাথে কোন যোগাযোগ হয়েছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ধর্মনগরে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হিমায়িত বীর্য্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে। জায়গা হস্তান্তরিত কাজ সম্পন্ন হইলেই কেন্দ্রটি চালু করা হইবে।

২) মোট ২৩৮ একর জমির প্রয়োজন হইবে।

৩) হাফলং চড়াতে জায়গা নেওয়ার ব্যবস্থা চলিতেছে।

৪) স্থান নির্ধারণ করার জন্য বি, ডি, সির সঙ্গে পরামর্শ হয় নাই। পশুপালন দপ্তরই স্থান

নির্ধারণ করিয়াছে।

শ্রীসমীর কুমার নাথ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উক্ত কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে মহকুমা শাসক কত কানি জমির প্রয়োজন তা নির্ধারনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা — ধর্মনগর মহকুমার হাফলংছড়ার নিকটবর্তী স্থানে হিমায়িত বীর্য-সংরক্ষনের কেন্দ্রটি স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য মোট ৬৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীও দিয়েছেন। এই কেন্দ্রের জন্য ২৩৮ একর জমির প্রয়োজন হবে বলে অনুমাণ করা হয়েছে এবং এই জমির জন্য মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে যাতে এই জমি কেন্দ্রের অধিকর্তার হাতে হস্তান্তরিত করা হয়।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কেন্দ্রটি হাফলং ছড়াতে স্থাপনের কথা বলছেন তা যাতে কৈলাসহর-ধর্মনগর রাস্তার পাশে গঙ্গানগরে স্থাপন করা যায়, যেখানে নাকি প্রচুর সরকারী খাস জমি রয়েছে সেজন্য বি, ডি, সির তরফ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধর্মনগর-কৈলাশহরের পশু পালন দপ্তরের নেতৃস্থানীয় কিছু লোকদের আত্মীয়-স্বজনের জমি যেগুলি হাফলংচড়ায় বাংলাদেশের বর্ডারে রয়েছে। সেখানে কেন্দ্রটি স্থাপন করলে তাদের বাড়ী ঘরকে মূল্যবান করে তোলা যায় তার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অথচ গঙ্গানগর একটা ভাল জায়গা একেবারে মেইন রাস্তার পাশে রয়েছে, এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? অথবা গঙ্গানগরেই এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে পশু পালন দপ্তরের অফিসাররা নিজেরা মহকুমা অফিসারের সংগে পরামর্শ করে এই জায়গাটা সিলেক্‌শান করেছিল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বি, ডি, সির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য, শ্রীসমর কুমার নাথ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সংগে এই স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করবেন বলে পশুপালন দপ্তরের কর্তৃপক্ষ একটা নির্দিষ্ট তারিখে আসবেন বলে সারাদিন ওদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়েও আসলেন না কেন ? তার থেকেই মনে হচ্ছে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে একটা চক্রান্ত চলছে এবং এই কেন্দ্রটি স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে যাতে কোনরকম চক্রান্ত না হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কেন্দ্রটির স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে যাতে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, সেজন্য বলতে চাইছি যে এই প্রজেক্টটা

Questions & Answers

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার জন্য সাইট সিলেকশান ও প্রজেক্ট রিপোর্ট ইত্যাদি তৈরী করার ব্যাপারটা যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের উপর ছেড়ে দেওয়াই আমাদের সবার পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ এই ধরনের একটা প্রজেক্ট করতে হলে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য দিক বিচার বিবেচনা করে এর জন্য প্রয়োজনীয় সাইট সিলেকশন করতে হবে এবং আমি আশা করব যে, এই প্রজেক্ট যারা তৈরী করবেন, দপ্তর, বি. ডি. সি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যারা আছেন, তারা সবাই মিলে সাইট সিলেক্শন করবেন। এখানে আমি বিশেষ কোন একটা সাইট এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য করবনা। এটা সত্যিই একটা ভাল প্রজেক্ট, তার জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্জুরী ও এপ্রুবাল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পাওয়া গিয়েছে, আমার আশা যে সকল স্তরের জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় এই প্রজেক্টা ত্রিপুরাতে চালু হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : কোয়েশ্চান নং ৬৯

প্রশ্ন	উত্তর
১. আগামী আর্থিক বছরে রাজ্যের কোন কোন নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?	নিম্নলিখিত নদীগুলির উপর আগামী আর্থিক বছরে স্থায়ী সেতু নির্মানের পরিকল্পনা আছে : ক) উত্তর ত্রিপুরা জেলার মনু নদীর উপর পেচারথল হইতে চেবরী রাস্তায় ফটিকরায় নামক স্থানে পাকা সেতু তৈরীর পরিকল্পনা আছে। খ) ধর্মনগরে বাগবাসা রাস্তার জুরী নদীর উপর। গ) খোয়াই নদীর উপর পহাড়মুড়া অথবা অজগর টিলার নিকটবর্ত্তী স্থানে।
২. ইহা কি সত্য যে খোয়াই নদীর উপর পহারমুড়া ব্রীজ তৈরীর জন্য সার্ভের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ?	হ্যাঁ
৩. সত্য হলে উক্ত সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী কোন স্থানে এবং কবে থেকে এ ব্রীজ তৈরীর কাজ আরম্ভ হবে ?	এই বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ নদীর গতিপথ সংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪. উক্ত পস্তাবিত ব্রীজ এবং তৎসংলগ্ন রাস্তা নির্মানের জন্য আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ কত করা হইয়াছে ?	৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।
৫. না হয়ে থাকলে তার কারণ ?	উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।
৬. খোয়াই নদীর উপর শান্তিনগর (কল্যানপুর থানা) এলাকায় ব্রীজ তৈরীর জন্য কোন পরিকল্পনা অছে কি না ?	এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী আর্থিক বছরে যে যে নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মানের কথা বললেন— বিলোনীয়ার মূহুরী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মানের কাজ আরম্ভ করে সেটা এখন বন্ধ আছে সেই সেতুটি করার কাজ আবার চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং সেটা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এই ব্রীজটা নির্মানের জন্য আমরা মেসার্স গ্যানান ও ডানকার্লিকে দিয়েছিলাম— বর্তমানে সেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজটা সাময়িকভাবে মূলতুবী রয়েছে মাটির স্তর নিয়ে কিছু ডিসপাটু এরাইজ করায়— সেটা এখন আর্বিট্রেশনে আছে। ইত মধ্যে আমারা ব্যালেন্স ওয়ার্কের এষ্টিমেট করে তার ভার বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এষ্টিমেট তৈরী করেছি। আমরা আশা করছি, খুব শীঘ্রই ব্যালেন্স ওয়ার্কের জন্য আমরা টেণ্ডার কল করতে পারব।

সৈয়দবাসিত আলী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কৈলাসহর সংলগ্ন মনু নদীর পশ্চিম পারে ৫টি টি গার্ডেন আছে কাজেই চণ্ডীপুর কনষ্টিটিয়্যুন্সীতে মনু নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, সেই এলাকায় একটা সেতু নির্মানের কাজ চলছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে মনু, জুরী ও খোয়াই এই তিনটি নদীর উপর সেতুর নির্মানের কাজ আরম্ভ হয়েও এখন বন্ধ আছে সেগুলি আগামী আর্থিক বছরে সেগুলির জন্য টাকা বরাদ্দ করার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, বাজেটে টাকা আমরা রাখব এই কথা আমি আগেই বলেছি।

শ্রী জওহর সাহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ গাঁওসভাতে গোমতী নদীর উপর একটা সেতু দেওয়ার জন্য বি. ডি. সি. তে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানান হয়েছিল, এই কথা জানা আছে কি না ? কারণ এই এলাকায় যদি একটা সেতু হয় তাহলে একটা বিরাট এলাকার জনসাধারনের যোগাযোগের খুবই সুবিধা হয়— এই কথা বিবেচনা করে এই গাঁওসভায় একটি সেতু নির্মানের জন্য সরকার ব্যবস্থ্যা করবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাঙ্গামাটিতে একটা এস. পি. টি. ব্রীজ আছে এবং সেখানে একটা স্থায়ী ব্রীজ করার জন্য প্রস্তাব আছে এবং সেটি বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সেই ব্রীজটি বীরগঞ্জ গাঁওসভার মধ্যে পরে কি না এখনই আমি বলতে পারছি না—তবে এত কাছাকাছি আর একটি ব্রীজ করা সম্ভব নয়।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—কোয়েশ্চান নং—২৩৬।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং— ২৩৬।

উত্তর	প্রশ্ন
১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া পশু হাসপাতালে পল্‌ট্রির জন্য নির্মিত কিছু ঘর দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় বেশ কিছু মূল্যবান সম্পত্তি নষ্ট সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে ?	হ্যাঁ, ইহা সত্য। তবে বিলোনীয়া মুরগী সম্প্রসারণ কেন্দ্রের যাবতীয় মূল্যবান জিনিষপত্র উদয়পুর মুরগী পালন খামারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।
২। বিলোনীয়ার Poultry Demonstration Centreটি বর্তমানে বন্ধ থাকার কারণ কি ?	বিলোনীয়া মুরগী সম্প্রসারণ কেন্দ্রটি বন্ধ হইয়াছিল যখন উদয়পুর জিলা মুরগী সম্প্রসারণ কেন্দ্রে যাবতীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল।
৩। উক্ত সেণ্টারটি পুনরায় চালু করার ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন কি না ?	না, বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।
৪। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া বিভাগীয় হাসপাতালে ষাঁড় না থাকায় এতদঅঞ্চলে উন্নত ধরনের গো-প্রজননে ভীষণ অসুবিধা হইতেছে ?	না, ইহা সত্য নহে। কৃত্রিম প্রজননের কাজ উদয়পুর হইতে সিমেন সংগ্রহ করিয়া করা হইতেছে।
৫। সত্য হইলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি না ?	প্রশ্ন উঠে না।
৬। মহকুমা ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন পল্‌ট্রি ফার্ম তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ	না, বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

করিবেন কি না ?

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিলোনীয়া মহকুমার একটা পশু হাসপাতালের কাছে একটা পোলট্রি ডেমোনেস্ট্রেশান ফার্ম ছিল সেখানকার মূল্যবান জিনিষপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেছেন কিন্তু এছাড়া সামান্য সেমি পার্মানেন্ট কনষ্ট্রাকশানগুলি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে সেগুলি নষ্ট হওয়ার পথে। আর তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না, উদয়পুরে এই ফার্ম্মটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতিদের আর্থিক উন্নতির জন্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসর সকল মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য সারা ভারতবর্ষেই পোলট্রি ফার্মের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই কথা চিন্তা করে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য মহকুমা ভিত্তিক পোলট্রি ডেমোনেস্টেশান সেন্টার খোলার প্রয়োজনীয়তা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সাপ্লীমেণ্টারী কোথায়। আপনার বক্তৃতা বন্ধ রাখুন····· (ইণ্টারাপশান)

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—না—এটা করা হলে সাধারণ মানুষের পোলট্রির ডিম পেতে অসুবিধা হচ্ছে······

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা আপনার বক্তব্য হতে পারে, আপনি সাপ্লিমেণ্টারী করুন........

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—রিফ্রেজারেটারের অসুবিধার জন্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা না থাকায় প্রজনন-এর ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে, ফলে উন্নত জাতের গোপ্রজনন হচ্ছে না এই কথা মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছে কি না অথবা সরকার এই ব্যাপারে কোন তথ্য নেবেন কি না ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিলোনীয়ায় এই গো-প্রজনন সেন্টারটি ১৯৬৬ সালে চালু হয়েছিল এবং ১৯৭০ সালে বন্ধ হয়ে যায়। সেখানকার সম্পদগুলি উদয়পুর বিভাগে আমরা বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছি। আমরা গো-সিমেন্ট উদয়পুর কেন্দ্রে রেগোলার সাপ্লাই করে আসছি। বিশেষ কারণে হয় তো দুই এক দিন বাদ যেতে পারে। কিন্তু তাতে প্রজনন ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি যে, কি পরিমাণ উন্নত ধরণের গরু কৃত্রিম প্রজননের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—কৃত্রিম গো-প্রজননের ক্ষেত্রে আমরা সারা ভারতবর্ষে দেখছি শতকরা ৪০ থেকে ৪৩ ভাগও সফল হয় না। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ সফল হচ্ছে। সিমেনট পাঠাতে অনেক সময় অসুবিধা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি

উত্তর ত্রিপুরা থেকে এনে সিমেনটের অভাবটা পূরণ করতে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী তরণী মোহন সিনহা।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮১, ইণ্ডাসট্রিজ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরাতে ধুপ শিল্প গড়ার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১) সরকারের কোন নিজস্ব পরিকল্পনা নাই
২) না থাকিলে ভবিষ্যতে উক্ত ধূপ শিল্প গড়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কি ?	২) হঁ্যা, বেসরকারী উদ্যোগে কেহ ধূপ শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা করলে অথবা কোন সমবায় সমিতি উহা স্থাপন করিতে চাহিলে সরকার হইতে সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ১৯৮৩/সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ ধূপ শলা বাহিরে চলে যায়। ত্রিপুরাতে এই শিল্পের এত সম্ভাবনা আছে অথচ সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে সরকার এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার—সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে না। তবে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যদি নিজ উদ্যোগে এগিয়ে আসে তাহলে সরকার সবরকম সাহায্য করবে।

শ্রীভানু লাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি কোন বেকার এই শিল্প গড়ে তুলতে চায় তাহলে বিপননের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে কোন সাহায্য করা হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :— নলছড়ে একটা শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে। সেখানে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় দেড়শো কর্মী সেখানে কাজ করছেন। সেখানে বিকিকিনির ব্যাপারে সেই সংস্থাকে আর্থিক ৪/৫ লাখ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই রকম ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮২, পাবলিক ওয়াক´স ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সোনামুড়ায় গোমতী নদীর উপর প্রস্তাবিত আর. সি. সি ব্রীজ নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?	১) এই ব্রীজের নির্মান কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীরসিকলাল রায় — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত অধিবেশনেও বলা হয়েছিল যে, এই গোমতী নদীর উপর ব্রীজ তৈরী করার ব্যাপারে কাগজপত্র ঠিক করা হচ্ছে, একটা তোরজোর নেওয়া হচ্ছে। সেটা কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — গত ১২ ২-৮৫ ইং সালে কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহন দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে মঞ্জুরী পেলে আমরা কাজ সুরু করে দেব।

শ্রীরসিকলাল রায়—এর আগের অধিবেশনেও বলা হয়েছিল যে, এই সরকারের গাফিলতিতে ব্রীজের কাজ সুরু হতে সময় লাগছে। তাহলে আমি কি আশা করতে পারি যে, অতিসত্বর সরকার এর ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—এই সরকারের গাফিলতিতে কাজ সুরু হচ্ছেনা এ ধরনের কথা কোন সময় বলা হয় নাই। গত ১২-২-৮৫ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি, সেখান থেকে মঞ্জুর হয়ে আসলে পরে ডিপার্টমেন্ট থেকে এস্টিমেন্ট করে আবার পাঠানো হবে। এখানে উল্লেখ করতে পারি, আমরা ৬১টি ব্রীজ অনুমোদনের জন্য লিখেছিলাম তার মধ্যে ৩/৪ বছর হয়ে গেল মাত্র ১২টার মঞ্জুরী পেয়েছি। মঞ্জুরী পেলে আমরা কাজ আরম্ভ করে দেব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনিল কুমার চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১০১। ইণ্ডাস্টি্‌ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার— মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চন নং ১০১

প্রশ্ন	উত্তর
১) এন. ই. সি. এর উদ্যোগে কুমারঘাটে ফ্রুট প্রোসেসিং সেণ্টারটির কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?	এন. ই. সি. এর একটি সংস্থা Neramal আগামী ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে ফ্রুট প্রোসেসিং সেণ্টার স্থাপনের কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—এই ফ্রুট প্রোসেসিং এর জন্য কোন জমি নেওয়া হয়েছে কি না এবং কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার—৬. ৯০ শতক এক জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই প্রসেসিং সেণ্টার সম্পন্ন হলে কত লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং কত পরিমাণ ফল সংরক্ষন করা যাবে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— স্যার, এইটা সঠিকভাবে এখন আমার কাছে নেই, তবে এই ফল সংরক্ষন কেন্দ্রটি হলে আমাদের রাজ্যে যে ফল উৎপাদন হয়, বিশেষ করে আনারস তার সবটাই কনজাম্পশান করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী ও শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— কোয়েশ্চান নং ১০২ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকাব ঃ— কোয়েশ্চান নং ১০২ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কাগজকল স্থাপনের যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল বর্ত্তমানে তাহা কি অবস্থায় আছে ?

২। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ বক্তব্য কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং আগামী ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের বার্ষিক যোজনায় দৈনিক ৩০ টন উৎপাদনক্ষম কাগজকল স্থাপনের প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল, ত্রিপুরা প্রস্তাবিত কাগজকলের কাঁচামাল এবং দৈনিক ১০ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাগজকল স্থাপনের উদ্যোগ সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে।এতদ্ব্যতীত বনগাঁও ও লামডিং ব্রডগেজ রেল অথবা নূতন রেল লাইন সংযোজিত হইলে কাগজকল স্থাপনের আর কোনও বাধা থাকিবেনা।

২। পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য হইল বর্ত্তমানে যে কাগজকল স্থাপিত আছে এবং যেগুলি

স্থাপিত হইতে যাইতেছে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা ২১. ৬ লক্ষ টন। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন হয় মাত্র ১৩. ৫ লক্ষ টন। ৭ম পরিকল্পনার শেষে এই উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাঁড়াবে ২৩. ১৭ লক্ষ টন এবং উৎপাদন হবে মাত্র ১৭. ৪০ লক্ষ টন। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনায় দেশের যে চাহিদা তাহাতে নূতন কাগজকল স্থাপন করা সম্ভব হইবেনা। এতদ্ব্যতীত হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন পূর্বাচলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ৩টি বড় ধরনের কাগজকল স্থাপন করিতে যাইতেছে। অতএব প্ল্যানিং কমিশন সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক যোজনায় কোনও টাকা অনুমোদন করেন নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কাগজকলের জন্য বেশ কয়েক বছর আগে একবার অনুমোদন এসেছিল। তারপর বামফ্রন্ট সরকার আসার পর রাজনৈতিক স্বার্থে এখান থেকে কাগজকলটি অন্য রাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— স্যার, কুমারঘাটে কাগজ কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করাও হয়েছিল এবং এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কেন্দ্রে জনতা সরকারের সংগে আলোচনা চলেছিল যে, ইরান এবং ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে এটা করা যায় কিনা। তারপর বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানিগুলি ও চেয়েছিল এখানে কাগজকল করার জন্য। কিন্তু যেহেতু এটা সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের মাধ্যম ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়, তাই এ ব্যাপারে তার কিছু হয়নি। তবে যে প্রশ্নটি মাননীয় সদস্য করেছেন যে রাজনৈতিক কারনে এটা অন্যত্র সরানো হয়েছে কিনা এটা আমরা জানিনা, তবে শুনেছি যে অরুনাচলে একটা কাগজকল তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব করেছেন। আমাদের এখানে কাঁচামাল রয়েছে এবং ভিত্তিপ্রস্তর ও স্থাপন করার পরও আজ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন এটা মঞ্জুর করছেন না। তবে সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি ৭ম যোজনায় এখানে কাগজকল করা যায় কিনা এবং এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন ফিজিবীলিটি রিপোর্ট তৈরী করার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাত্র দুই বা আড়াই মাস আগে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ পদযাত্রা করে তিনটি কেন্দ্রে জমায়েত হয়—কৈলাশহর, আগরতলা এবং উদয়পুরে। সেখানে তারা দাবী তুলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে কাগজকল স্থাপন করতে হবে এবং এর আগেও এই দাবীকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ পালিত হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ লোক এই বন্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন। এই সমস্তগুলি রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার--স্যার এটা ভিন্ন প্রশ্ন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বরাবরই আন্দোলন করে

আসছে, এ ছাড়া দীনেশ সিং কমিটিও সুপারিশ করেছিলেন এখানে একটি কাগজ কল করার জন্য এবং গভুর্নরও এখানে কাগজ কল করার জন্য লিখেছেন। বর্ত্তমানে এটা কি অবস্থায় আছে তা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এখনও জানান নি, বলা যায় এটা এখনও ঝুলে আছে।

শ্রী নকুল দাস— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রস্তাবিত কাগজ কল যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কত লোকের কর্মসংস্থান হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার—স্যার, রাজ্য সরকার দৈনিক ৩০ টন উৎপাদনক্ষম কাগজ কল স্থাপনের প্রস্তাব রেখেছেন। এটা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে, তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে কমেন্ট করা কঠিন কত লোকের কর্মসংস্থান হবে।

শ্রী রসিকলাল রায়—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কল স্থাপন করার জন্য কবে অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং কেন এটা ক্যানসেল করা হলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার—স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার লেটার অব ইনটেন্ট দিয়েছেন এবং কুমারঘাটে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিপ্রস্তর এখনও জীবিত আছে।

শ্রী রসিকলাল রায়—স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম, কবে অনুমোদন করা হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকারের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

> "গত ২০.৩.৮৫ ইং গভীর রাত্রে কং (ই) সমর্থক দুর্বৃত্তগন ও কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল মিলিতভাবে আগরতলার খেজুর বাগানে আক্রমন ও বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ এবং গবাদি পশু নিহত করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়কে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী সমীর দেব সরকার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হচ্ছে—

"গত ২০.৩.৮৫ ইং গভীর রাত্রে কং (ই) সমর্থক দুর্বৃত্তগন ও কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল মিলিতভাবে আগরতলার খেজুর বাগানে আক্রমন ও বাসগৃহে অগ্নি সংযোগ এবং গবাদি পশু নিহত করা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৫শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—আমি আজ আরও একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়বস্তু হলো—

"জিরানীয়া ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে ১৯৮৪ ইং সনের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং রাজ্যের অন্যত্র ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং মৃত্যু সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়কে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী ভানুলাল সাহা—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি হচ্ছে—

"জিরানীয়া ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে ১৯৮৪ ইং সনের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং রাজ্যের অন্যত্র ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং মৃত্যু সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী খগেন দাস—স্যার, আগামী ২৫শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়ের নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

> "গত ১৬ই মার্চ রাতে আগরতলা শহর সংলগ্ন আইরমারা গ্রামে মৎস্যজীবি ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী শ্রী রঞ্জিত দাসের বাড়ীতে কং (ই) সমর্থক গুন্ডা বাহিনী কর্তৃক আক্রমন ও বাড়ীর আবাল বৃদ্ধাবনিতাদের আহত করা সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৭.৩.৮৫ ইং রাত্র ১২-৫ মিঃ সময় আগরতলা পশ্চিমে থানাধীন কালাটিলা সাকিনের মৃত ভুবন দাসের পুত্র শ্রী নরেশ দাস থানায় উপস্থিত হইয়া এই মর্মে জানায় যে, সে লোক মারফতে সংবাদ পায় যে আইরমারা সাকিনে দুই দলের মধ্যে মারাত্মক শান্তি ভঙ্গের কারন আশংকা আছে। কিন্তু কি কারনে শান্তি ভঙ্গের আশংকা বিদ্যমান সে সেই বিষয়ে সঠিক সংবাদ জানাইতে পারে নাই। পশ্চিম থানার সাব ইনেসপেকটার শ্রীচন্দন চক্রবর্তী অত্র থানায় ইহা ডাইরীভুক্ত করেন (নং ৮১৩ তাং ১৭.৩.৮৫ ইং) এবং এস. আই. শ্রীসুবোধ দেবকে উক্ত ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে এস. আই. শ্রীসুবোধ দেব আরও কয়েকজন কর্মী নিয়া ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌছানোর পর অত্র হাইরমারা সাকীনের শ্রীসুখলাল দাসের পত্নী শ্রীমতী ভাগীরথী দাস এই মর্মে এজাহার করেন যে, গত ১৬.৩.৮৫ ইং রাত্র অনুমান ১১টার সময় তাহাদের ঘরে অজ্ঞাত লোকে ইট-পাটকেল ছুড়িতে থাকে—তখন তাহার স্বামী ইহার প্রতিবাদ করিলে হাইরমারা সাকিনের শ্রীকেশব ঘোষ, শ্রীযাদব ঘোষ, সুবেদার ব্রজেন্দ্র দাস তাহার তিন ছেলে শ্রীবিজয় দাস, শ্রীবিদ্যাসাগর দাস, শ্রীদুঃখী দাস, শ্রীমানিক ঘোষ ও শ্রীপ্রদীপ দাস আরও কয়েকজন হাতে দা, লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সংবাদ দাত্রীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লাঠি দিয়া বাড়ি দেয়, তারপর ঐ সাকীনের শ্রীভজন দাসের বাড়ী এবং শ্রীরঞ্জিত দাসের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া শ্রীভজন দাসের মাতা শ্রীমতী রাধারাণী দাস (৬০), শ্রীরঞ্জিত দাসের মাতা শ্রীমতী ক্ষীরবালা দাস (৫৫) ও স্ত্রীকে দা ও লাঠি দিয়া মারাত্মক জখম করে।

অত্র সংবাদ এস. আই সুবোধ দেব সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া থানায় প্রেরন করেন। এস. আই শ্রীচন্দন চক্রবর্ত্তী আগরতলা পশ্চিম থানার মোকদ্দমা নং ২৪ (৩) ৮৫ ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৩২৬ ধারা মূলে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এস. আই শ্রীসুবোধ দেবের উপর তদন্তের ভার ন্যস্ত করা হয়।

এস. আই, শ্রীসুবোধ দেব তদন্তকালীন এজাহারে বর্ণিত শ্রীকেশব ঘোষ, পিতা মৃত বিপিন বিহারী ঘোষ, সাং হাইরমারা গত ১৭. ৩. ৮৫ ইং গ্রেপ্তার করেন এবং ঐ দিনই কোর্টে প্রেরণ করেন এবং ঐ দিনই সে কোর্ট হইতে জামীনে মুক্তি পায়। অন্যান্য বিবাদীগণ গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য পলাতক আছেন। তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য জোর তল্লাসী চালানো হইতেছে।

তদন্তকারী অফিসার বিবাদীর বাড়ী সংলগ্ন হইতে কিছু বোমা উদ্ধার করেন। বর্ত্তমানে

সেখানে পুলিশ মোতায়েন আছে। মামলাটি তদন্তধীন আছে।

প্রকাশ থাকে উক্ত মোকদ্দমায় এফ, আই, আর, বর্ণিত অন্যান্য সমস্ত আসামী গত ২০. ৩. ৮৫ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে আত্ম সমর্পন করে এবং ঐ তারিখে আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পায়। তবে আসামী শ্রীবিজয় দাস এখনও আদালতে হাজির হয় নাই। বর্ত্তমানে সে পলাতক আছে। যাহারা আদালতে আত্মসমর্পন করিয়াছে তাহাদের নাম ঃ—

১। শ্রীব্রজেন্দ্র দাস।
২। শ্রীবিদ্যাসাগর দাস।
৩। শ্রীদুঃখী দাস।
৪। শ্রীযাদব ঘোষ।
৫। শ্রীমানিক ঘোষ।
৬। শ্রীপ্রদীপ দাস।

শ্রীনকুল দাস—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে এস. আই. ব্রজেন্দ্র দাস আসামী, যখন পুলিশ অফিসাররা তার বাড়ীতে তদন্ত করতে যান, এখানে বলা হয়েছে বিবাদীদের বাড়ী সংলগ্ন হইতে কিছু বোমা পাওয়া গিয়াছে। এস. আই শ্রীব্রজেন্দ্র দাসের ঘরেই তিনটি তাজা বোমা পাওয়া গিছে এবং এই যে আসামীরা এরা সবাই এলাকার বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে পরিচিত এবং শ্রীরঞ্জিত দাস তিনি মৎস্যজীবি ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী, নেতৃস্থানীয় কর্মী, দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবি ইউনিয়ন যাতে না করে তার জন্য সাসাচ্ছিল, যে-হেতু কন্ট্রোলে আসেনি তার জন্য অতর্কিতে এই সমস্ত আক্রমন করেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা? এই এস. আই-এর ঘরে ৩টি বোমা পাওয়া সত্বেও তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হলো, এই ঘটনাগুলি শুধু এখনই নয় অন্যান্য সময়েও আমরা দেখি যে কোর্টে আসলেই সঙ্গেসঙ্গে জামিন এবং অনেক সময় দেখা যায় বাড়ীতে বসে ঠিক হয় প্রথম কোর্টে আসবে তারপর তাকে জামিনে নিয়ে আসবে। এই যে কোর্টের ভূমিকা এবং কংগ্রেস (আই)-এর ভূমিকা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা এবং এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, খুবই দুঃখজনক যে আগরতলায় এবং অন্যান্য কয়েকটি সাব-ডিভিশনে বিচার দপ্তর যে সব আসামীকে ছেড়ে দিচ্ছেন, অত্যন্ত সিরিয়াস ক্রাইম তাদের সঙ্গে সঙ্গে জামীন দিয়ে দিচ্ছে, খুনের আসামী, বলাৎকারের আসামী, ডাকাতের আসামী অগ্রিম জামিন পাচ্ছে নতুবা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। স্যার, জুডিসিয়ারিকে এক্জিকিউটিভ থেকে সেপারেট করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে আমরা লড়াই করেছি এবং লড়ে আমরা এই অবস্থায় এসেছি যে জুডিসিয়ারি ইন-ডিপেণ্ডেন্ট থাকুক যাতে পুলিশের কথামতো কাজ না করে। এক্জিকিউটিভ

যদি জুডিসিয়ারি হয় তাহলে সেখানে সঠিক বিচার হবেনা। আজকে দেখছি যে সেই জুডিসিয়ারি পাপাচারের মধ্যে তার একটা অংশ লিপ্ত, টাকা পয়সা খাচ্ছেন না কি খাচ্ছেন তা এখানে বলতে চাচ্ছিনা। কিন্তু স্যার, একটা কেইস আমার কাছে এসেছে সেটা হচ্ছে যে নারীকে ধর্ষন করা হয়েছে সেই নারী হাকিমের কাছে বিবৃতি দিতে চেয়েছেন কিন্তু সেই বিবৃতি নেওয়া হয়নি। অপরপক্ষে যে বলাৎকার করেছে তাকে জামিনদার করা হয়েছে। এখানে আগরতলা শহরে বিশেষ করে এমন একজন বিচারক রয়েছেন যিনি এই আসনের যোগ্য নন্। আমি সব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই আসনের যোগ্য নয়, তা না হলে কি এটা হতে পারে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জায়গায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ? অন্যান্য ডাকাতদের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ? স্যার, আমি বিনা বিচারে আটকের পক্ষপাতি না।

তাকে সংগে সংগে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য ডাকাতদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, একজনকেও আমি বিনা বিচারে আটক রাখার পক্ষপাতী না। হ্যাঁ জামিন নিশ্চয় পাবে। পুলিশকে সুযোগ দেবেন না তদন্ত করার ? তাকে কাসটডিতে রাখবেনা ? সে যেমন খুশী মামলা প্রভাবিত করবে ? ১টা, ২টা, ৩টা খুন করার পর এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। স্যার, আমি দুঃখিত যে এর সংগে পুলিশ জড়িত। নিশ্চয়ই যদি প্রমাণ হয় যে পুলিশ এই অপরাধের সংগে জড়িত তাহলে কঠোর শাস্তি যাতে হয় সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া হবে।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার; এই ঘটনায় আইরমারার ব্রজেন্দ্র দাস এস, আই, তার সংগে তখন দ্বিজ দাস কনষ্টেবল, তাদের বাড়ীতে তাজা বোমা। তাদের বাড়ীতে তাজা বোমা রেখে পুলিশ আসে। এই সমস্ত তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এইসব তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে ঘটনা, এই ঘটনায় এইখানে শাসকদল তার লোকদের দিয়ে সেখানে কতগুলি ঘটনা ঘটিয়েছে। যেমন, আমি বলছি, একজন মহিলা, তাকে দিয়ে কিছু তুক-তাক করে বীরেন্দ্র দাসকে হত্যা করা হয়েছে এবং আরও এই ধরনের প্রচেষ্টা চলছে এবং বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি সি, পি, আই, (এম) না কর এবং সেখানে তাদের দল এই ধরনের মিথ্যা মামলা তৈরী করার সৃষ্টি করছে এবং উপর মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তাদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। এখানে আর একটি কথা বলতে চাই, এখানে যে পুলিশ কর্মচারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এইগুলি এইজন্য করা হয়েছে, ঘটনার সংগে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয় এবং তারা শাসকদলের এসোসিয়েশনের সদস্য নন। এইখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিচারক সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে আসীন তিনি এই ধরনের বিচারকের উপর যদি কটাক্ষ করেন তাহলে আমরা কি

অনুভব করতে পারি ? আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই ঘটনাগুলি সত্যি কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, একজন স্কুলের হেডমাষ্টার অভিযোগ করছেন যে তুক-তাক করে সব মানুষ হত্যা করছেন। তুকতাকের ডিক্‌শনারীর অর্থ আমার জানা নেই। তবে ১০০ বৎসর আগে মানুষ যখন নিরক্ষর ছিল, অন্ধকারে ছিল তখন মানুষ এইসব বিশ্বাস করত। তিনি একজন স্কুলের হেডমাষ্টার, তিনি ছাত্রদের শিক্ষিত করছেন।

মিঃ স্পীকার—এখানে কেউ হেডমাষ্টার নেই। মাননীয় সদস্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার—আমি বল্‌ছি স্যার, আমি যা বলেছি উনি বুঝেছেন কিনা জানিনা। আমি বলছি তাদেরকে বলা হচ্ছে তুক-তাক করে হত্যা করা হবে এবং বীরেন্দ্র দাস নামে একজন লোককে, মুখে রক্ত বেরিয়ে উনি মারা গেছেন। হয়ত অন্য কারণে উনি মারা যেতে পারেন। কিন্তু এদের তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছে যে তোমরা যদি সি, পি, আই, (এম) না কর তাহলে তোমাদেরও এই দশা হবে। সেই কারণে এই মহিলার বিরুদ্ধে একটা জনবিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল। জনবিক্ষোভের এইযে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা ? এইটা কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। জনগনের মধ্যে যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ, আমি সেই কথাটা বলতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এইটা খুব দুঃখজনক মাননীয় মজুমদার বলেছেন যেসব প্রচার করে ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করার পর ওরা তাকে গিয়ে মারপিট করলেন। এইটা একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। এর বিরুদ্ধে যেখানে জনমত গড়ে তোলার কথা সেখানে তাকে ঘেরাও করে, সেখানে খুন করার চেষ্টা করা ? সেটাই উনি সমর্থন করছেন ? স্যার, এইটা খুবই দুঃখজনক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার। বিচারকের সম্পর্কে যে সমস্ত অভিমত, আমি জানি বাইরে হয়ত বলা যায় যেকোন কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে। এর উপরে কোর্টে অ্যাপিল করা যেতে পারে। কিন্তু হাউসে এই সমস্ত বিচারকের সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়না। এইটা বে-আইনী। আমি জানতে চাই, এই সমস্ত বক্তব্য অ্যাক্‌সপানজ করা হবে কিনা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এইটা এইখানে বিচারকের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা হয়নি। বিচার ব্যবস্থার উপর সাধারন একটা অবজারভেশান মাত্র।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, যে কথা আমি এইখানে বলছি, এই কথা বাইরেও আমি বলব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—উনি স্পেশিফিক্যালি বলেছেন। একজন বিচারকের বিরুদ্ধে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যরা বসুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—স্যার. বিচারক নিরপেক্ষভাবে রায় দিতে পারবেন কিনা এইজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। কারন এইটা পরোক্ষভাবে একজন বিচারকের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের যে আস্থা সেটা কোথায় যাবে এর জন্য আমরা উদ্বিগ্ন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের আমি বসার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা বসুন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি খুবই দায়িত্ব নিয়ে বলছি, প্রশ্নটা এইখানেই শুধু উঠেনি। চীফ্ মিনিস্টারদের কনফারেন্সে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে এইটা আলোচিত হয়েছে যে জুডিশিয়েরী এবং অ্যাকজিকিউটিভ আলাদা করা হয়েছিল, এইটা চলাটা ঠিক কিনা। এবং সেখানে কংগ্রেস (আই) এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে। যে জুডিশিয়েরী তারা সমানভাবে খুনের আসামী ছেড়ে দিচ্ছে। পুলিশের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তা আমার কথা নয়। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কথা। এবং সেইটাই এইখানে আমি উপস্থিত করছি। যে পুলিশকে কাজ করতে হবে। যদি এই কথা হয় তাহলে ৩টা খুন করার পর যে আসামী গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ডিমরেলাইজড হয়ে যাবে। সে আর তাকে গ্রেপ্তার করতে যাবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এইখানে খুনের আসামীর সমর্থক যারা তাদের সঙ্গে কথা বলছিনা।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য বসিদ আলী মহাশয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ২১.১০.৮৪ ইং তারিখে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর জেলার জেল হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে ৩ জন উগ্রপন্থীর পলায়ন সম্পর্কে"। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। এখন আমি বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন মাননীয় জেল মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে আমি অনুরোধ করেছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারিব।

মি: স্পীকার - মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি, নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা আদালত চত্বরে কয়েকজন সি, পি, এম সমর্থক এড্ভোকেট ও ৩-৪ জন সি. পি, এম সমর্থক সমাজ-বিরোধী কর্তৃক ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুভাষ চন্দ্র সাহাকে মারধোর করা সম্পর্কে।" এখানে মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন, আমি তাঁর বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মি: স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতরনীমোহন সিনহা মহাশয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং রাত্র প্রায় ৮-৯টায় পঃ কাঞ্চনবাড়ী ফরেষ্ট কর্পোরেশানে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদ্বারা ফরেষ্টার অমরেন্দ্র দেব, রাজমিস্ত্রী রসময় পালকে হত্যা এবং বেনীমাধব চক্রবর্ত্তী, ফরেষ্ট গার্ড ও প্রভাষ মালাকার রাজমিস্ত্রীর সহকারীকে আহত করা ও টাকা পয়সা লুট করা সম্পর্কে।" মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন, আমি তাঁর বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির

উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৫ই মার্চ, মঙ্গলবার, দামছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ড ও পুলিশের গুলি চালানো সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—বিগত ৫.৩.৮৫ ইং তারিখে বেলা অনুমান ২-৩০ মিঃ-এর সময় দামছড়া বাজারস্থিত শ্রীনৃপেন্দ্র মালাকারের ঘরের উনান হইতে আগুন লাগিয়া পার্শ্বস্থ স্থানীয় ৫১ জন বাসিন্দার ৫৫টি ঘরে আগুন ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। আগুন লাগার সংবাদ পাইয়া ধর্মনগর অগ্নিনির্বাপক ষ্টেশনের গাড়ী বেলা অনুমান ৪-৩০ মিঃ-এর সময় উপস্থিত হয়। স্থানীয় অধিবাসী ও অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী প্রায় ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত প্রচেষ্টা চালাইয়া আগুন আয়ত্বে আনে। আগুনে ৫৫টি ঘর মালামাল সহ পুড়িয়া যায় এবং ইহাতে আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে।

অগ্নি নির্বাপনের গাড়ী আগুন নিবাইবার কাজ শেষ করিয়া ধর্মনগরের দিকে রওয়ানা হইবার উদ্যোগ করিলে স্থানীয় ৪০/৫০ জন অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া গাড়ীটিকে আটক করে এবং গাড়ীটিকে কোন অবস্থায় ধর্মনগর যাইতে দিবে না বলিয়া শাসায় ও দামছড়া অগ্নি-নির্বাপকের ষ্টেশন খুলিতে হইবে এই দাবী করিতে করিতে অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের উপর চড়াও হয়। উত্তেজিত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ ইট পাটকেলও ছুড়িতে থাকে। ইটপাটকেলের আঘাতে নিম্নবর্নিত দমকল কর্মী সামান্য আহত হন। যারা আহত হইয়াছেন তাহাদের নামধাম, (১) শ্রীকৃপাময় ভট্টাচার্য্য—ফায়ারম্যান। (২) শ্রীপ্রহ্লাদ সিং—ফায়ারম্যান। অগ্নি নির্বাপনের গাড়ী ও তাহার কর্মীদের রক্ষা করিবার জন্য কোন রকম উপায় না দেখিয়া স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দুই জন উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য শূন্যে দুই রাউণ্ড গুলি ছোড়েন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত জনতা ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে। অগ্নি-নির্বাপকের গাড়ী পরে নিরাপদে ধর্মনগর ফিরে যায়।

এই ঘটনা ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর ষ্টেশন অফিসার শ্রীঅমরচান্দ সিং-এর অভিযোগমূলে দামছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ১০৭, ৩৫৩, ৩২৫ ধারা মতে মোকদ্দমা নং ১(৩)৮৫ নথিভুক্ত করা হয়। মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

ইহা একটি দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা মাত্র। ইহাতে কোন নাশকতামূলক কার্য্য বলিয়া জানা যায় না। উল্লেখ থাকে যে ধর্মনগরের অগ্নি নির্বাপক গাড়ী ঘটনাস্থলে দামছড়া বাজারে বেলা অনুমান ৪,৩০ মিঃ-এ পেঁছায়। তারা চেষ্টা করেছে যাতে তাড়াতাড়ি পেঁাছিতে পারেন। কাজেই এই ঘটনা যেটা ঘটেছে তাতে জনসাধারনের বিক্ষোভের কারণ থাকলেও আমরা আশা করব যাতে অগ্নি নির্বাপক গাড়ীগুলি কোন জায়গায় বিঘ্নিত না হয়, এইটা একটা যন্ত্র কোন জায়াগায় রাস্তায় বিকল হয়েও কিছু বিলম্ব ঘটতে পারে, তারা অত্যন্ত নিজের জীবনকে বিপন্ন

করে একটা কাজ করছেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব যারা এখানে বিধায়ক রয়েছেন তারা জনসাধারনকে বলবেন যে, সমস্ত কিছু বিধংসী আগুনে পুড়ে যাওয়াতে বিক্ষোভের কারণ থাকলেও সেটাকে সংযত করা প্রয়োজন। নতুবা অগ্নি-নির্বাপক কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় যেতে দিধাগ্রস্ত হন। কাজেই এই সব কথা চিন্তা করেই ঘটনাটা যদিও ঘটেছে তবু ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সেই জন্য আমি হাউসের মাধ্যমে জনসাধারনের কাছে অনুরোধ রাখছি।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যেদিন দামছড়া বাজার অগ্নিদগ্ধ হয় সেই দিন দমকল বাহিনীর কর্মীরা সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাদের প্রসংশনীয় কাজের জন্য এলাকাবাসী তাদের প্রসংশা করেন এবং বিনা প্ররোচনায় পুলিশ মদমত্ত অবস্থায় গুলি ছুড়ে ও রাত্রিবেলা ধর্মনগরের সি, আই, সেখানে গিয়ে এই মদমত্ত পুলিশদের সঙ্গে মিটিং করেন এবং তাদের আত্মরক্ষার তাগিদে একটা বিবৃতি তৈরী করে পাঠান। আসলে সেখানে কোন উত্তেজিত জনতা ছিলেন না। দমকল বাহিনীর কর্মীরা যখন ক্ষিদা পেয়েছে তখন সেখানে যে ঘরগুলি পুরেনি সেই ঘরের মালিকরা তাদের বিনা খরচায় খাওয়ায়। সেখানে এই যে পুলিশ বাহিনী মদ খেয়েছিলেন তারা দমকল বাহিনীর দুই এক জন কর্মীকেও মদ খাইয়েছে এবং মদমত্ত অবস্থায় গাড়ীর ভিতরে মারামারিতে লিপ্ত হয়, কাজেই যদি কেউ আহত হয় তাহলে নিজেদের মধ্যেও মদমত্ত অবস্থায় ধস্তাধস্তির ফলে হতে পারে। সেখানে কোন ঘটনা ঘটেছে বলে কোন খবর নাই। ঘটনা ঘটার কয়েক ঘন্টা পর সেখানকার স্থানীয় মহকুমা শাসক সহ আমি নিজে সেখানে উপস্থিত হই এবং সেখানকার শত সহস্র মানুষ বলে যে, এই ধরনের কোন ঘটনা এখানে নাই। তাহলে এই অপপ্রচার পুলিশ দপ্তর থেকে কয়েকজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাজানো হয়েছে তার উপযুক্ত তদন্ত করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা যদি হয়ে থাকে তাহলে খুব দুঃখ জনক, নিশ্চয়ই এইটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— এই যে দামছড়া লেম্পসের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ হল এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, দামছড়া লেম্পস পরিচালক কমিটির মিটিং এ যে সব সিদ্ধান্ত হয় এই গুলি কোপারেটিভ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয় না এবং রিজুলেশানগুলিকে চাপা দিয়ে রাখা হয়। কাজেই মেনেজিং ডাইরেকটারের যে ভূমিকা এইটাকে চাপা দেওয়ার জন্য এই অগ্নিকাণ্ডের কোন ঘটনা ঘটেছে কি না ? কারণ লেম্পসের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে আগুন লেগেছে, এইটা তদন্ত করে দেখা হবে কি না যে, এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এইটা সঠিক কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমি কোপারেটিভ দপ্তরকে বলব এই সব বিষয়ে তদন্ত করার জন্য।

শ্রী জহর সাহা : স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান ছিল, আমি বৃহস্পতিবারে সেটাকে জমা দিয়েছিলাম। তারপর একটা সর্ট ডিসকাসশান ছিল, আবার একটা রেফারেন্স পিড়িয়ডে একটা ব্যাপার ছিল।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য কলিং এটেনশানতো তিনটার বেশী আমরা দিতে পারি না। সুতরাং আজকে তিনটা হয়েছে। যাই হোক আনপার সমস্ত ব্যাপারটা আমি এখন বলতে পারছি না। আপনি আমার রুমে যাবেন আমি দেখে বলতে পারব।

Hon 'ble Members.

I like to inform the House that the term of the office of Members of 5 elected committees viz. Committee on public Accounts, Committee on Public Undertakings, Estimates Committee Committee on the Welfare of Scheduled Tribes, and Committee on the Welfare of scheduled Castes 9 and nominated Committees viz, Business Advisory Committee, Rules Committee, Petition Committee, Privilege Committee, Delegated Legislation Committee. Committee on Absence of Members from the Sittings of the House, House Committee, Library Committee, & Govt. Assurance Committee will expire on 31/3/85. As many of the Committees could not yet complete their business and finalise reports, I feel that the existing Committees will fiunction till the new committees are elected on nominated in the next session of the House. I think the House is of consensus opinion in this reqard.

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS

অধ্যক্ষ মহাশয় : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : 'লেয়িং অব রিপ্লাইড টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান।' গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় উপ-সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি আন-স্টার্ড পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬-এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

(ANNEXURE-'C')

Shri Abhiram Debbarma : Mr Speaker sir, I beg to lay before the House the reply of postponed question no. 6 of Shri Subodh Ch. Das.

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত প্রশ্নের উত্তর নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫-র উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫-র উত্তর পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা কর্তৃক আনীত গত বিধান সভার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান ৮৫-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— 'The Tripura Cinemas (Regulation) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 1 of Tripura)

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী খগেন দাস— Mr. Speaker Sir, I beg to move That The Tripura Cinemas (Regulaton) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 1 of 1985) be taken into Consideration'

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যদি কেউ আলোচনা করতে চান তাহলে করতে পারেন, আর না হয় আমি ভোটে যেতে পারি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া— মি: স্পীকার স্যার, আমি একটু আলোচনা করতে চাই এখানে প্রশ্ন

হল ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটকে অথারাইজ করে দেওয়ার পর যেখানে একজন অফিসারকে দেখাশুনার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেখানে এসবের কি দরকার ছিল। এই বিলের ক্লজ নং ৫-এ বলা হয়েছে যদি কেউ সিনেমা চালাতে চান তাহলে তাকে সেকুৎরিটি বাবৎ একটা গ্যারান্টি দিতে হবে। এই গ্যারান্টি দেওয়া বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের পক্ষে অসম্ভব সেখানে গর্ভার্ণমেন্টকে নিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টেট গভার্ণমেন্ট যে সমস্ত প্রভিশন সরবরাহ করেছেন তাতে আছে স্ট্যাট গর্ভার্ণমেন্ট যখন যে ফ্লিম চালাতে বলবেন তখন সে ফ্লিম চালাতে হবে। অনেকগুলি ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন পালন করতে বলা হলে পালন করতে হবে। এখানে এত বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি থাকলেও তা এখান থেকে কনট্রোল করা হবে। এই বিলের ৪ নং ধারাটা উথড্র করে যাতে নেওয়া হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এখানে বলা হয়েছে এই অ্যাক্ট না মানা হলে ফাইন দিবে। প্রত্যেক দিন ১000 টাকা দিতে হবে এবং ডিলে হলে আরও বেশী দিতে হবে। এটা ত একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আবার বলা হয়েছে সিনেমা হল মালিক এরেষ্ট হলে তার লাইসেন্স কেন্সেল হয়ে যাবে। কাজেই এটা আক্রোশ নিয়ে করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে আক্রোশ নিয়েই করা হবে। যাতে কোন আক্রোশমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তারজন্য এই প্রভিশনগুলি বাতিল করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সিনেমা বিল এখানে এনেছেন তার সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল—মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া যে ধারাগুলির কথা বলেছেন সেগুলি থাকার ফলে অনেক সময় সরকারের যদি কারোর উপর কোন আক্রমণ থাকে তাহলে প্রয়োগ করতে পারেন। আমি আশা করব যাতে সে রকম না হয়ে নিরপেক্ষ-ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। ফিল্ম সেন্সর থাকা ভাল তবে তার সম্পর্কে আমার কথা হল তারজন্য কতগুলি গাইড-লাইন থাকা দরকার। সেটা কোন ব্যক্তিগত বা দলগত না হয়ে যাতে ডেজাইরেবল ফিল্ম দেখান যেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটি সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আনা হয়েছে। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যারা যে কথাগুলি এখানে বলছেন আমি বুঝতে পারছিনা এই কথাগুলির কি যুক্তি থাকতে পারে। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি ঠিক নয়, কারণ কোন রাজ্যে যখন একটা সরকার থাকে

তখন সে সরকার দেখেন কি করে সমাজটাকে সু-শৃঙ্খল রাখা যায়। সরকারের যেমন খুশী তেমন হতে পারেনা। উনি যে কথাটা বলতে চাইছেন সেটা হতে পারেনা।

শ্রীকেশব মজুমদার—আজকে গোটা রাজ্যের মানুষ এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আর আমরা জনগন কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে এই বিধান সভায় এসেছি। এই অপসংস্কৃতির যাতে আর সমাজে ছড়িয়ে পরতে না পারে সমাজকে কলুষিত করতে না পারে তারজন্য আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজের প্রতি এই দায়িত্ববোধ যদি আমাদের না থাকে তবে আমাদের কর্তব্য হানি হবে। কিন্তু মাননীয় নগেনবাবু যা বললেন তাতে উনাদের মত জনপ্রতিনিধির যে সামান্যতম সামাজিক দায়িত্ববোধ রয়েছে সেটা বুঝা গেল না। আমরা যেমন খুশী খাব, যেনন খুশী চলব এটা তো হতে পারেনা। এই বোধ যদি গোটা সমাজে চলতে থাকে তবে সে সমাজ কলুষিত হয়ে যাবে। সেজন্য এই অপসংস্কৃতিকে সমাজ থেকে দূর করবার জন্যে এখানে যে বিল আনা হয়েছে " Tripura Cinemas (Regulation) Bill, 1985 (Tripura Bill no. 1 of 1985.)."

বিলকে পুরাপুরি সমর্থন করছি এবং আমি আশা করছি যে, এই হাউসের সকল সদস্য এই বিলটিকে সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস মি: স্পীকার স্যার, এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে আমি বলতে চাই যে, চোর গরু চুরি করে বর্ডারের দিকে রওয়ানা হলো। পথে সে ধরা পড়ল এবং গরুটাকে পাওয়া গেলে সে চোরটিকে ছেড়ে দিতে হবে এই ধরনের কথা মাননায় নগেনবাবু বলেছেন। আমি বিস্মিত হলাম নগেনবাবুর কথা শুনে যে, যে অন্যায় করল সাজা দেওয়া হবেনা এই রকম রাজত্ব বামফ্রণ্ট সরকার করবে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সিনেমা অটোগ্রাফি এ্যাক্ট ১৯৫২ এই আইনের দুটি অংশ রয়েছে। ২ নং অংশ অনুসারে সিনেমা বইগুলি তৈরী হবার পর সেগুলিকে পরীক্ষা করা হয় এবং তারপর সেটা দেখাবার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এবং এই নিয়ম সারা ভারতবর্ষে চলছে। আর ২ নং অংশে রয়েছে সিনেমা লাইসেন্স দেবার বিধান সমূহ। এই অংশটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং আমাদের রাজ্যে যখন এই আইনটি চালু করা হলো তখন আমাদের রাজ্য ছিল একটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য। ১৯৭২ সালে যখন এটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় তখন আমাদের নিজস্ব একটি আইন করার প্রয়োজন বোধ হলেও সেটা করা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে তাদের নিজস্ব আইন তৈরী করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে যে সিনেমা অটোগ্র্যাফি এ্যাক্ট সেটা ১৯১৮ সালের সিনেমা

অটোগ্রাফির অনুরূপ অর্থাৎ ঐ আইনকে ১৯৫২ সালে নতুন করে করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের সিনেমা অটোগ্রাফি আইনটি এই রাজ্যে চালু করা হয়, কারণ তখন আমাদের ত্রিপুরা ছিল ইউনিয়ন টেরিটরি। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে আইন তৈরী করতে গিয়ে দেখা গেল যে এতে আইনগত কিছু অসুবিধা রয়েছে। তার জন্য আমরা এই বিলটির মাধ্যমে "The Tripura Cinemas Regulation) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 1 of 1985).

এমন একটা আইন করতে চাই যা, সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও সেই আইন রয়েছে। অর্থ্যাৎ এই বিলের মাধ্যমে আমরা যে আইন করছি এবং অন্যান্য রাজ্যে যে আইন চালু রয়েছে তা মূলত একই মাননীয় নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে সিনেমা প্রদর্শনের জন্য একটা সিকিউরিটির প্রশ্ন রয়েছে তা ঠিক। তাই আমরা সিনেমা প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স দেবার আগেই দেখি যে যেখানে সিনেমা প্রদর্শন করা হচ্ছে স স্থানে কোন পি, এস, রয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় সিকিউরিটি সেখানে নেই, সেখানে আমরা সিনেমা প্রদর্শনের জন্য লাইসেন্স দিই না। তারপর যে সকল ফিল্মে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল ছবি রয়েছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রন করবার জন্যও এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, এই আগরতলা শহরেও প্রায়ই হিন্দি ফিল্মিগুলিতে অশ্লিল ছবি উলঙ্গ নারীদের ছবি দেখানো হচ্ছে। আর সেই সকল কুরুচিপূর্ণ ফিল্মগুলির সামনে রয়েছে প্রচণ্ড ভীড়। অথচ যদি কোন ভাল বাংলা ছবি দেখানো হয় তাহলে সেই বই যতই ভাল হোকনা কেন সেখানে তেমন কোন ভীড় হয়না। আজকে হিন্দি ছবিতে বিভিন্নভাবে খুন, ডাকাতি রাহাজানি, ধর্ষন ইত্যাদি দেখানো হচ্ছে সে পদ্ধতিতে বাস্তব ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীরা ডাকাতি খুন রাহাজানি ইত্যাদি করছে। ফলে দেশে অপরাধ প্রবনতা ক্রমশঃ বাড়ছে। আগরতলা শহরে দেখা যায় যে হলে এইরূপ অশ্লীল ছবি দেখানো হচ্ছে সেসব হলেই ভীড় থাকে বেশী এবং সেখানেই ছুরি মারা, মারামারি ইত্যাদি লেগেই আছে, পুলিশকে দিয়েও অনেক সময় সেখানে আইন শৃংখলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই চিত্র যে শুধু ত্রিপুরায় দেখা যাচ্ছে তা নয়, সে চিত্র সারা ভারতবর্ষেই দেখা যাচ্ছে। এই সকল কুরুচিপূর্ণ ছবি যেখানে একদিন বা দুদিন দেখানোর কথা সেখানে দেখা যায় যে এক মাস বা তারও বেশী সময় ধরে দেখানো হচ্ছে। ফলে সে সকল ক্ষেত্রে আমরা তাদের লাইসেন্স বাতিল করবার ব্যবস্থা করছি এই আইনের মাধ্যমে। তবে এই আইন দ্বারা যে সিনেমা ফিল্মের কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শন একেবারে বন্ধ করা যাবে তা নয়, তবে আমরা যতটুকু পারি চেষ্টা করছি যাতে এই অপসংস্কৃতিকে সমাজ থেকে ক্রমশঃ দূর করা যায়। সুতরাং আমি আশা করব যে, এই যে, বিল "The Tripura Cinemas (Regulation) Bill, 1985 (Tripura

Bill No 1, of 1985)." সেটিকে মাননীয় সদস্যরা সকলেই সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Cinemas (REGULATION) Bill, 1985 (Tripura Bill NO. 1 of 1985)." বিবেচনা করা হউক।

(The motion put and PASSED by voice vote)

অধ্যক্ষ মহাশয়—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি বিলের। অন্তর্গত ১ নং হইতে ১১ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(The question was put and PASSED by voice vote.)

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—"বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(The question was put and PASSED by voice vote.)

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"The Tripura Cinemas (REGULATION) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 1 of 1985)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Khagen Das—Mr. Speaker, Sir,I beg to move that "The Tripura Cinemas (REGULATION) Bill, 1985) Tripura Bill No. 1 of 1985)" be Passed.

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবিত। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"The Tripura Cinemas (REGULATION) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 1 of 1985) পাশ করা হউক।"

(The Motion was put and PASSED by voice vote).

শ্রসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটি কথা এখানে উত্থাপন করতে চাই যে, এই রাজ্য সরকার ত্রিপুরা নন্-গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশনের সভাপতিকে বদলী করেছেন এবং এই বদলীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে এসোসিয়েশনকে ভেঙ্গে দেওয়া যায় এই বদলীর মাধ্যমে।

অধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় সদস্য, এটা তো বিলের ব্যাপার নয়। আপনি এটা পরে বলতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—তাঁকে আগরতলাতেই এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলী করা হয়েছে। সেজন্য হাউসের সময় নষ্ট করার কোন দরকার নেই। এটা কি বদলী ?

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"The Tripura Eyes (Authority for use for Therapeutic purposes) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1985)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Eyes (Authority for use for Therapeutic purposes) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1985) be taken into consideration.

অধ্যক্ষ মহাশয়—যদি এই বিলের উপর কেউ আলোচনা করতে চান তাহলে করতে পারেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ত্রিপুরা 'আইজ' বিল যেটা আনা হয়েছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারে একটা চমৎকার আইন এবং এমন অনেক দেখা যায় যে চোখের দৃষ্টির অভাবে অন্য একজনের চোখ পাওয়া গেলে সেই চোখ দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিদানের কাজে লাগানো যায়। এই আইনে রাখা হয়েছে যে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও যদি চক্ষু দান করে যেতে পারেন দৃষ্টিহীনদের জন্য। কাজেই এই দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আমরা এটাকে অভিনন্দন জানাই। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলটির কতগুলি ভাল দিক নিশ্চয়ই আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক দৃষ্টিহীন আছে। চক্ষু না পাওয়ার কারণে তারা জীবনে কিছুই দেখতে পায় না। জীবনটাই তাদের ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের দেশে চক্ষু দানটা অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু সেই সংগে আমাদের সামাজিক দিকটাও দেখা দরকার। যেমন একজন রোগী মারা গেছে, তার কমাপটেন্ট অর্থারিটি যদি বলে বা মৃত ব্যক্তি যদি আপত্তি না করে তাহলে কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু সামাজিক দিকটাও দেখতে হবে। একজন বাবার ৪ ৫ জন ছেলে আছে এবং একজন যদি বলে যে বাবার চক্ষুটা নিয়ে নাও, কিন্তু বাকী সন্তানদের আপত্তি থাকতে পারে। তাহলে আর নেওয়া হবে না। এটা হতে পারে। সর্বসম্মতভাবে যদি দানটা হয় তাহলে ভাল হয়। হয়ত হাসপাতালে গেল এবং বলল আমি মালিক এবং তাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হল এবং সে বললো যে নিয়ে নিন। কিন্তু তার পরিবারের লোকেরা রাজী হলো না।

কাজেই আমরা শিক্ষা দীক্ষায় এবং মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর, সেজন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া যেভাবে চক্ষুটা নিয়ে নেওয়া হবে এটা যদি তারই আর একজন আত্মীয়কে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়ত সমস্যা সৃষ্টি নাও হতে পারে।

অধ্যক্ষ মহাশয়—The Houes stands adjourned till 2 PM, to-day. The Member speaking will have the floor.

(The HOUSE met again at 2 P,M, with Hon'ble Speaker in the Chair.)

Mr. Speaker—আমি, এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মি: স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম যে কোন আন-আইডেন্টিফাইড ডেথ বডি যদি থাকে, তাহলে তার থেকে চোক্ষ নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত আইডেন্টিফাইড ডেথ বডি আছে, তার চোক্ষ তুলে নেয়াটা কতটা সামাজিক দিক থেকে বিবেচ্য হবে, সেটা বিবেচনার করার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। বিশেষ করে ৮ নং ধারার ১ নং এবং ২ নং ক্লজে যে কথাটা বলা হয়েছে যে, এই আইন যদি পাশও করা হয় এবং এই আইন অনুযায়ী কাজ করা হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় আইন ইণ্ডিয়ান প্যানেল কোড অনুযায়ী সেটা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। কাজেই এই আইন পাশ করার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দরকার, বিশেষ করে যেখানে বলা হচ্ছে যে, এই আইন পাশ না হলেও এর সংস্থানগুলি অনুযায়ী কাজ করা যাবে। আবার এটাতেই বলা হচ্ছে যে এটা সেণ্ট্রাল ল-এর বিরোধী, কাজেই সব দিক বিবেচনা করলে এটা বলা যাতে যে এর জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাগবে। কাজেই বিলেরই বিভিন্নধারার মধ্যে একটা বিরোধ রয়েছে, এখানে এই বিলের ৮ নং ধারায় যা বলা হচ্ছে সেটাই সত্য, না কি এই বিলের অন্যান্য ধারাগুলিতে যেটা বলা হচ্ছে সেগুলিই সত্যি এটা আমার কাছে বড়ই অসপষ্ট মনে হচ্ছে। কাজেই আমি এই সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে ক্লারিফিকেশান চাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে চক্ষু দান সম্পর্কিত যে বিলটি এসেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। কারণ এই বিলে অন্ধজনে আলো দেওয়ার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একজন লোক মারা গেলে তার যে মৃতদেহ পড়ে থাকে, সেটাকে কেউ কবর দেন আবার কেউ বা পুড়ান, এর মধ্যে বৈশিষ্ট কিছু নেই, কিন্তু মৃত ব্যাক্তি যদি তার মৃত্যুর আগেই যে কোন অন্ধ লোককে তার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে আলো দিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে যেতে পারেন, তাহলে সেটা নিশ্চয় সামাজিক ভাবে শুধু উপকারীই নয়, তা

প্রশংসার যোগ্য। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি আমার আন্তরিক সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীজহর সাহা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে যে বিলটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তা সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্ধজনে আলো দেওয়ার মত যে ব্যবস্থা এই বিলে রাখা হয়েছে, সেজন্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে এই বিলের কয়েকটা ধারা নিয়ে মাননীয় সদস্য নগেন বাবু যে কথাগুলি বলেছে, সেগুলি যাতে গভীর মনোযোগ সহকারে বিবেচিত হয়, কারো মনে যাতে কোন রকম সন্দেহ না থাকে, সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সংগে একটা চোখ তুলে নিয়ে, সেটাকে রক্ষনা বেক্ষণ করা, সহজ ব্যাপার নয়, কোন লোক তার সংকল্পের কথা মৃত্যুর আগে জানিয়ে দিলেন, তারপর তার মৃত্যুর পর অন্ধজনে আলো দেওয়ার জন্য তার মৃতদেহ থেকে চোখ উঠিয়ে নেওয়া হল, কিন্তু সেটা যদি পরবর্তী সময়ে সত্যি কোন অন্ধ লোককে আলো দিতে অসমর্থ হয়, তাহলে যিনি সংকল্প করে গেলেন, তার সেই সংকল্প ফলবতী হল না, এটা বড়ই দুঃখের ও অনুতাপের হবে, অন্তত তার না হউক তার আত্মীয়স্বজনের কাছে তো হবেই। কাজেই এই ধরণের যাতে কিছু না হয়, সেজন্য আমাদের সর্ব প্রকারে সচেষ্ট হবে। আমাদের এখানে চোখ তুলে নেওয়া এবং সেই চোখ আবার আর একজনের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া, এটা বড়ই জটিল, তার জন্য প্রয়োজনীয় স্পেশালিষ্ট দরকার এবং সেই সংগে চোখগুলি প্রিজার্ভ করে রাখার পুর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার দরকার। কাজেই এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে সব ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীখগেন দাস—মিঃ স্পীকার, স্যার, অন্ধজনে আলো দেওয়ার যে বিল এই হাউসে এসেছে, তা এখানে আনার আগেই আমরা এই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আইন দপ্তরের সংগে খুটি নাটি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছি এবং আইন দপ্তর তার সব দিক পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই আইনের বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে কোন রকম অসামঞ্জস্য নাই। এই বিলের আসল যে উদ্দেশ্য সেটা হল যাদের চোখ ডেমেজ হয়ে গিয়েছে, যে চোখ দিয়ে যারা আর পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছে না, তাকে সেই আলো ফিরিয়ে দেওয়া। এটা দেখা যায় যে, মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তার চোখের যে সুক্ষ্ম কণাগুলি আছে, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় না, কিছু সময় জীবিত থাকে। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির চোখ থেকে চোখ তুলে নিয়ে যদি কোন অন্ধ লোকের চোখের মধ্যে সেটা আধা ঘণ্টার মধ্যে লাগানো যায় তাহলে খুবই ভাল। সাধারণতঃ ভাল ফ্রিজ হলে তুলে নেওয়া চোখটা ১২ ঘণ্টার জন্য জীবিত রাখা যায়, আর তার চাইতে খারাপ ফ্রিজ হলে সেটা ৪ ঘণ্টার মতো জীবিত রাখা যায়। সেই তোলা চোখ যদি দুই ঘণ্টার মধ্যে রাখা যায়, তাহলে ভালই হয়।

তারপর মাননীয় সদস্য জহরবাবু যে কথা বলেছেন, আইন না থাকার জন্য এটা ব্যবহার করা

যাচ্ছে না, কাজেই এটা করতে হলে আগে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে আইন, তারপরে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেশালিষ্ট। এই স্পেশালিষ্টরাই হচ্ছে আমাদের আইনের ভাষায় কম্পিটেন্ট অথরিটি। এই কাজের জন্য আমাদের যথেষ্ট ও অভিজ্ঞ স্পেশালিষ্ট আছে। সুতরাং কেউ যদি চোখ ডোনেট করতে চান, যদি আইন না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তি চাখ ডোনেট করলেও সেটাকে কাজে লাগানো যাবে না। সেই জন্যই আমরা এই আইনটা করছি, যাতে যারা অন্ধজনে আলো দিতে চান, তারা যদি তাদের মৃত্যুর আগে চোখটা ডোনেট করে যান, তাহলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখটা তুলে নিয়ে প্রিজার্ভ করতে পারি অথবা সঙ্গে সঙ্গে কোন আকাঙ্ক্ষিত অন্ধ লোক আলো ফিরে পেতে চাইলে, তা চোখে লাগানো যেতে পারে এ্যাজ এ ট্রিটমেণ্ট পার্পাস বাই দি কম্পিটেন্ট অথরিটি। আমাদের এই রাজ্যে অনেক আই স্পেশালিষ্ট রয়েছেন, আমরা তাদের সহযোগিতায় আই ব্যাঙ্কও খুলতে পারি। তাছাড়া আমরা চেষ্টা করব এই কাজ বাস্তবায়নের জন্য এন, ই, সি থেকে আর্থিক সাহায্য ছাড়াও স্পেশালিষ্ট এনে সেই সুযোগটা বাড়িয়ে দেওয়া। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক্ষুনি কর্ণিয়া ট্রেন্সপ্লেনটেশান করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাটা হয়তো এক্ষুনি অন্যান্য জায়গাতে করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেই সব জায়গাতেও যাতে এটা করা সম্ভব হয়, সেজন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে। আমাদের রাজ্যে এখন পর্যন্ত এই ধরনের নয় জন স্পেশালিষ্ট আছেন, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা তাদের কাজে সহযোগীতা করতে পারব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ জনকে আলো দেওয়ার ব্যবস্থাও আমরা করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলি সম্পর্কে বলেছিলাম বিশেষ করে এটা সেণ্ট্রাল ল' বিরোধী হতে পারে সেই সম্পর্কে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলেন নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—বিলটার সব খুঁটি নাটিই পরীক্ষা করা হয়েছে। এমন কি দরকার হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও নেওয়া যেতে পারে। কাজেই আর কোন অসুবিধা নাই।

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"The Tripura Eyes (Authority for use for Theracutic purposes Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1985)। এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Khagen Das—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Eyes (Authority for use for Therapeutic purposes) Bill, 1985 (Tripura Bill No 6 of 1985) be taken into consideration.

মি: স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত

প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"The Tripura Eyes (Authority for use for Therapuetic purposes) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1985) বিবেচনা করা হউক"।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার—আমি, এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১০নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপ গণ্য করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১০নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হয়)।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, 'বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক'।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হয়)।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—'The Tripura Eyes (Authority for use for Therapeutic purposes) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of. 1985) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন'। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura EYES (Authority for use for Theraputice purpose) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1985) পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"The Tripura Eyes (Authority for use for Threaputice purpose) Bill, 1985) (Tripura Bill No. 6 of 1985)" পাশ করা হউক।

(বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য সূচী হল—"কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডারে সেত্বরাইতে সশস্ত্র টি. এন. ভি. হামলায় ৪ জন খুন ও ৩ জন নিখোঁজ সম্পর্কে" আলোচনা আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করব তিনি যেন আলোচনা উক্ত বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—মি: স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জার বিষয় যে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর থেকে ত্রিপুরাতে এই যে ইনসার্জেন্সী তথা সন্ত্রাষবাদী কার্য্যকলাপ সুরু হয়েছে সেটা আমরা লক্ষ্য করে আসছি। আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় ইতিহাসে যে সন্ত্রাষবাদ বা ইনসার্জেন্সী যা কোন কালে ত্রিপুরার ট্রাইবেল, নন্‌ট্রাইবেল বা মাইনরিটি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলনা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে ,৭৮ সাল থেকে ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে ত্রিপুরার এই সন্ত্রাষবাদ সুরু হয়েছে এবং, ৮০ সালে যে ভয়াবহ দাংগা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বা বামফ্রন্ট সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সেটা ত্রিপুরাবাসীর অজ্ঞাত নয়। এই দাংগার পিছনে কারা ছিল সেটা বামফ্রন্ট সরকার জানে এবং জানে বলেই বামফ্রন্ট সরকার এর জন্য একটা ইনকোয়ারী পর্য্যন্ত করতে রাজী হয় নাই। কারণ এই ভয়াবহ দাংগার যদি প্রকৃত ইনকোয়ারী হয় বামফ্রন্ট সরকারই সেজন্য অভিযুক্ত হবেন সেজন্য ইনকোয়ারী করাতে রাজী হয় নাই। ত্রিপুরায় একের পর একটা এই রকম ঘটনা চলছে—এ বিজয় রাঙ্খল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে কলোজডোর মিটিং করে চলে গেল চুনী কলই মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ দূত মিটিং করে চলে গেল···

মি: স্পীকার - মাননীয় সদস্য, আপনার আলোচনা মূল বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—হ্যাঁ, স্যার, আমি তাই রাখছি ঘটনাগুলি কেন আসছে সেটাই আমি প্রমাণ করতে চাইছি—এইগুলি ডি-লিংক নয় এইগুলির লিংক আছে। যদি এই ব্যাপারে প্রপার ইনকোয়ারী হয় তাহলে হয়ত বামফ্রন্ট সরকারের অনেক মন্ত্রী মহোদয় জড়িত হয়ে পরবেন সেজন্যই এটা তাঁরা চাইছেন না—মাননীয় মন্ত্রীরা যখন বলেন তখন পাঞ্জাবের কথা, বলেন মিজোরামের কথা, বলেন নাগাল্যাণ্ডের কথা—আমি শুধু ত্রিপুরার কথাই বলছি। এ' টি. এ. খাঁন, আগরতলা ওয়েষ্ট পুলিশ ষ্টেশনে বসে চুনী কলইর সংগে ৪ ঘন্টা বসে আলোচনা করেছেন কেউ জানলা না, কি তাদের আলোচনা হয়েছে। এই ভাবে একটার পর একটা ঘটনা চলছে— সর্বত্র—আর একটা কথার অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা, ত্রিপুরায় কতজন উগ্রপন্থী আছেন সেই সংখ্যাটা এখনও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাচ্ছেন না। তাদের সংখ্যাটা মুখ্যমন্ত্রী জানেন—কিছুদিন আগেও এ ইনসার্জেন্সীতে যারা যুক্ত আছেন তাদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করেছেন। উনি জানেন, ত্রিপুরায় কতজন উগ্রপন্থী আছেন এবং তারা কারা। মুখ্যমন্ত্রী উদের প্রবোধ দিয়ে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন এরপর আবার বলছেন যে আমরা রাজনৈতিক সমাধান চাই। মিঃ স্পীকার

স্যার, খুন না লুঠ হয় ব্যাঙ্ক লুঠ হয়, সিকিউরিটি পার্সন্যাল খুন হয়, সরকারী কর্মচারী খুন হয়, দিন মজুর খুন হয় এইগুলি কোন ডিলিংক ঘটনা নয় এইগুলি দিনের পর দিন চলছে। কমলপুর সাবডিভিশনে একই জায়গায় দিনের পর দিন এই ধরণের আক্রমণ চলছে, পুলিশ ফাঁড়ির চোখের উপর ষ্টেট ব্যাঙ্ক লুঠ হয়, সেখানে ৮ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তারপরও কিন্তু তারা সেই সব এলাকা থেকে পালিয়ে যায় নাই। তারা আশে পাশেই আছে পুলিশ জানে তাহা কোথায় আছে। লেফ্‌ট ফন্ট্রের যারা মদতদার তাদের কেডার, তাদের মন্ত্রী তাদের এম, এল, এ, তাদের যোগসাজশে কমলপুরের আশেপাশেই তারা লুকিয়ে আছে। সেখানে কোন কম্বিং হয় না। মুখ্যমন্ত্রী জানেন এই টি, এন, ভি,র একস্ট্রিমিষ্ট যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে তিনি রাজী নন।

মিঃ স্পীকার—আপনার আর দুই মিনিট সময় আছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য—দুই মিনিটে আমার হবে না, আমাকে ৫ মিনিট দিতে হবে—তারপর ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স যারা আছে তাদের ইল্লীগেল করতে তিনি রাজী নন—ডিস্টাবড এরিয়া ডিক্লার করতে তিনি রাজী নন। ঐ উগ্রপন্থীরা ভাল বন্দুকগুলি রেখে দিয়ে কিছু ভাঙ্গা বন্দুক নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে ৩০ হাজার টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে। বেশী দুরের কথা নয় এই কিছু দিন আগে উত্তর ত্রিপুরার ডিস্ট্রিক মেজিস্ট্রেটের পার্সন্যাল সিকিউরিটির ষ্টাফ শ্রীহিমাদ্রী দেববর্মা—সে তার সার্ভিস রিভলবার নিয়ে উগ্রপন্থীর দলে মিশে গিয়েছিল তাকে বাংলাদেশেও দেখা গিয়েছে। তার কিছু দিন পর এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন এখন তাকে পুলিশ কাষ্টডিতে রাখা হয়েছে। এরপরও কি বলতে হবে যে বামফ্রন্ট সরকারের মদত নাই ? মিজোরামে যখন ইন্সাজেন্সী হয় তখন এম এন এফ'র সংখ্যা ছিল ৩ হাজার, নাগাল্যাণ্ডে যখন হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার এর উপর। আর আমাদের এই ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী ১০০ থেকে ১৫০ জনের বেশী হবে না। এরাই ত্রিপুরায় ইনসার্জেন্সী চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ইচ্ছা করলেই তাদের দমন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা করবেন না। আমাদের ত্রিপুরাতে ৯ থেকে ১০ বেটেলিয়ান সি আর পি এর লোক আছে, কেন তাদের এদেরকে কেন কাজে লাগানো হয় নি ? কার স্বার্থে কাজে লাগানো হয় নি ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দলের স্বার্থে তাদেরকে কাজে লাগানো হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, ওরা বলছেন যে নাগাল্যাণ্ডে, মিজোরামে, পাঞ্জাবে দমন করতে পারছে না। পাঞ্জাবের সঙ্গে কি ত্রিপুরার তুলনা হয় ? সেখানে ঘরে ঘরে মিলিটারী। তবু সেখানকার ইনসারজেন্সি দমন করার জন্য রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। নাগাল্যাণ্ড, আসাম ও মিজোরামেও প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকভাবে এই সমস্ত ইনসারজেন্সির মোকাবিলা করার জন্য

চেষ্টা চলছে। এখানে ইনসারজেন্সি বাড়িয়ে বাড়িয়ে অশান্ত ত্রিপুরাকে আরও অশান্ত করে তুলেছে এই বামফ্রন্ট সরকার। যার জন্য নিরীহ মানুষ দিনের পর দিন নিহত হচ্ছে। আজকে রাজধানী থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আর এখান থেকে দিল্লীকে বলা হচ্ছে টাকা পাঠাও, সি আর পি পাঠাও। এই দিক দিয়ে যারা মরছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা করে। আমি জানি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চোখের জল কোন টেষ্ট টিউব ধরে রাখছে কি না ঐ সমস্ত পরিবার যারা নিহত হচ্ছে। আমরা কালকে যে বিক্ষোভ দেখিয়েছি, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দুই একটা ঘটনা হলে হত, দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। শুধু কথা বলে, তাদের আত্মীয়কে ডেকে এনে স্যারেনডারের কথা বলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দলের স্বার্থে এই ইনসারজেনসিকে কাজে লাগাচ্ছেন। এটা দিনের পর দিন বেড়েই যাবে। এক বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাই তার জন্য দায়ী। এই বামফ্রন্ট সরকারের ইনসারজেনসি দমনের অনীহাই এটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই আমি বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা—আমাদেরকে অন্তত: পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি যে, আরও আধ ঘন্টা সময় হাউসের বাড়িয়ে দেওয়া হউক। যারা বলতে চাচ্ছেন তারা বলবেন। আমাকে যেতে হবে বলে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, প্রথমে এই হাউসের পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যে সাতজন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ সি, আই, এর দালাল বাংলাদেশে ঘাটি করেছে তাদের দ্বারা নিহত হলেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আমাদের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করছি। এটা কোন দলগত ব্যাপার নয়। দলমত নির্বিশেষে আমরা আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখে এই সাতজন লোক তারা কেউ মাছ ধরতে, কেউ কাঠ জোগাড় করতে বনে যান কিন্তু আর বাড়ীতে ফিরে আসেনি নি। আমাদের পুলিশ প্রথমে তাল্লাসী করে চার জনে মৃতদেহ সুরমা সাতরাইয়ের কাছাকাছি পায়। তার পরের দিন অনুসন্ধান করে ২১ তারিখ সকালে আরও তিন জনের মৃতদেহ কাছাকাছি এলাকা থেকে খোঁজে বের করে আনে। যারা নিহত হয়েছেন তাদের নাম মাণিক নমঃশূদ্র, মৃত নরুওমের ছেলে, দিগেন্দ্র নমঃশূদ্র, মৃত ব্রজেন্দ্র নমঃশূদ্রের ছেলে, যোগেন্দ্র নমঃশূদ্র ও তার ছেলে, শংকর দাস, আরেকজন সুধীর দাস, গিরিশ দাসের ছেলে, যতীন্দ্র দাস ও অনিল দেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনাবলী কিভাবে হয়েছে তার প্রত্যক্ষ রিপোর্ট নিয়ে মাননীয়

ডেপুটি স্পীকারের কাছে এই হাউস শুনবেন। আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলতে চাই যে বিষয়টি দলীয় বিষয় হিসাবে না নিয়ে এটাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে। সমস্যাকে কোন দলের সমস্যা বলে চিহ্নিত করতে চাইছি না এটা মনে রাখতে হবে যে ত্রিপুরার চারদিকে বাংলাদেশে কি ঘটছে সেটা মাননীয় সদস্যরা জানেন। সেখানে সামরিক শাসন। জনগণ সেখানে যুদ্ধ করে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এটা সকলেরই জানা। যে কারণে নিহত হলেন শ্রীমতী গান্ধী, যে কারণে বিভিন্ন জায়গায় খুন সন্ত্রাস চলছে, যে কারণে একটা অংশের লোককে উত্তেজিত করে আরেকটা অংশের লোকের উপর খুনসন্ত্রাস চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজও পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে প্রকাশ্য দিবালোকে দিল্লীতে সোভিয়েত অ্যামবেসেডারকে গুলী করে খুন করা হয়েছে। কি কারণে করছে? ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্য, ভারতবর্ষকে দুর্বল করার জন্য। এই ভাবে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করছে। এটা মনে রাখা দরকার। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, ১৯৮০ সালের কথা। তার আগেই তো নাগাল্যাণ্ডের সংসা। মিজোরামের সমস্যা, আসামের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরায়ও একইভাবে চলছে, যারা অন্ধ তারা দেখতে পাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ঘটনার উদ্দেশ্য কি এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তদন্ত রিপোর্টে, এটা টি. এন. ভির কাজ, যারা সন্ত্রাসবাদী তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্য কি? তারা রেখেছিল পোস্টার। এই হাউসের সামনে দেখানো হয়েছে। তারা বলছে যে এখানে ত্রিপুরাতে যে গভর্ণমেন্ট সেটা রিফিউজি গভার্ণমেন্ট। তাহলে কি ট্রাইবেল আর নন্ ট্রাইবেলের মধ্যে যুদ্ধ। বাংগালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? এখানে তো শতকরা ৭০ জন বাংগালী। বাংগালীর বিরুদ্ধে লড়াই হবে। না, এটা যারা মদত দিচ্ছে তারাও বুঝে। তাহলে শ্লোগান কেন? খালিস্তানের শ্লোগান কেন? এই শ্লোগান আমেরিকা থেকে, সেখান থেকে এই শ্লোগানের সৃষ্টি হচ্ছে।

সেই কেন্দ্র হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্য বাদের সি, আই. এ. কেন্দ্র, সেখান থেকে শ্লোগান উঠেছে—মুসলমানদের একটা রাজ্য আছে, হিন্দুদের একটা রাজ্য আছে, শিখদের একটা রাজ্য চাই, খৃষ্টানদের একটা রাজ্য চাই। এটা কোন নূতন কথা নয়। আজকে সোনামুড়াতেও একদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর একদিকে মুসলমান ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট, সোনামুড়া শহরকে গরম করে দিয়েছে। যে শহরে আজকে ৭ বৎসর ধরে হিন্দু-মুসলমানে কোন ঘটনা হয়নি। আজকে সেখানে রামদা তৈরী করা হচ্ছে। সেটা কি সোনামুড়ার সদস্যরা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। আমি বলছি, ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে সেখানে কোন বিশৃংখলা না হয় তার জন্য চেষ্টা করতে। তার মধ্যে সি, পি, আই, (এম) কংগ্রেস কোন কথা নয়। একদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অপরদিকে মুসলিম ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট অজস্র টাকা ঢালছে যাতে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের একটা দাঙ্গা হয়। আজকে গুজরাটে যা হচ্ছে তার পেছনেও উস্কানি আছে। বিভিন্ন

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা সেখানে রয়েছে। যে গুজরাট এলাকা শান্তিপূর্ণ ছিল, সেই গুজরাটে, গতকাল খবরের কাগজ দেখলাম, একটা বাচ্চা মেয়েকে পর্যন্ত তারা খুন করেছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন। তারা আমাদের বলেছেন যে-আপনাদের আমরা সাহায্য করব এই সমস্যার সমাধান করার জন্য। যারা আত্মসমর্পণে বিরোধী দলের নেতা ক্ষুব্ধ, তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে "আপনি যা করেছেন তার তুলনা নেই, বিনন্দ জমাতিয়া সহ ৩00 লোককে আপনি আত্মসমর্পণ করালেন!" স্যার ওরা নেতৃত্বকে মানছেন না। উনাদের নেতারা বলছেন এই সব সমস্যার সমাধান করতে হলে সব দল মিলে বসে একটা সূত্র বের করতে হবে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এখানে দলাদলির কোন প্রশ্ন নয়। যারা সমগ্র জাতির শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সহযোগিতা চাই। এটা আমরা সব সময় বলেছি, ইন্দিরা গান্ধীও এটা জানতে, আজকে রাজীব গান্ধীও এটা জানেন। এই সব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন দলাদলিকে প্রশ্রয় দেই না। আসাম সমস্যা সম্পর্কে একত্রে বসেছি যতবার ডাকবেন ততবার একত্রে বসব। আমাদের দেশকে শক্তিশালী করতে হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, যেভাবে এখানে কথাবার্তা হচ্ছে তাতে একটা সারকেলই খুশী হবে। সেই সারকেল হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা ত্রিপুরাতেও কাজ করছে। কি কথা বলা হচ্ছে—খবরের কাগজ পড়লে আপনারা দেখতে পারবেন যে, রাজ্য সরকার সি. আর. পি-কে কাজ করতে দিচ্ছেন না। "দৈনিক সংবাদের" কথাটাই এখানে বমি করলেন আমাদের বিরোধী দলনেতা। কে সি. আর. পি-কে কাজ করতে দিচ্ছে না? সি. আর. পি-র অবাধ ক্ষমতা আছে, যে কোন সময় যে কোন জায়গায় যাওয়ার ক্ষমতা আছে। স্যার, আরেকটা অপপ্রচার এখানে চালানো হচ্ছে—সেটা হচ্ছে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিন তো যে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে? আসলে এখানে ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করতে হবে, টি. এন. ভি কে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে এবং সবশেষে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। স্যার, ওদের অল্রাইজ কেউ করবে না, জনসাধারণ ওদের অল্রাইজ করার জন্য নয়। ওরা জানেন যে বে-আইনী ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই বে-আইনী ঘোষণা করা আজকে নূতন কথা নয়। এই বে-আইনী ঘোষণা করা এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এম. এন. এফকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু ওদেরকে দমন করা যায়নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি খুশী হয়েছি যে পার্লামেন্টে এই প্রশ্নটি উঠেছে এবং পত্রিকার সংবাদ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়টি নিয়ে জেনারেল এরশাদের সংগে আলোচনা করবেন কিন্তু এই আলোচনার উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। আমরা জানি এর একমাত্র পথ হচ্ছে, প্রথমতঃ—যারা খুনী, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের সাহায্য নিতে হবে,

আমাদের যে শক্তি আছে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে—যারা তাদের নৈতিক সাহায্য দিচ্ছেন, প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছেন, তাদের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের জন্য টাকা তুলছেন, সেই সব শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এটা এখন সবচেয়ে বড় কাজ। আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করছি, তাদের হাত শক্ত করবেন না। বিচ্ছিন্নতাবাদের সংগে আপোষ করে তাদের হাতকে শক্ত করা হচ্ছে, টি. এন. ভির হাতকে শক্ত করা হচ্ছে, খুনীদের হাতকে শক্ত করা হচ্ছে। এই ভূমিকা একেবারেই সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে নেওয়া হচ্ছে। ভোটে তো সি. পি. আই (এম)-কে সরানো যাবে না, কাজেই রাষ্ট্রপতির শাসন আনতে গেলে টি. এন. ভিকে দিয়ে সন্ত্রাসবাদ চালাতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশা করব যে, এই হাউস অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এটা আলোচনা করবেন এবং বিরোধী-দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে যে সব পজিটিভ সাজেশান রাখবেন, আমরা নিশ্চয়ই তা কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করব। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, এই আলোচনা যাতে আমেরিকান লোকদের খুশী করার জন্য না হয়, দেশের মানুষকে খুশী করার জন্য হয়, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—এই আলোচনাটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে আরও আধা ঘন্টা বাড়িয়ে দিলাম। টি. ইউ জে. এস ব্লক থেকে এ সম্পর্কে একজনই মাত্র বক্তব্য রাখতে পারবেন। সুতরাং আপনাদের মধ্যে কে বক্তব্য রাখবেন নিজেদের মধ্যে ঠিক করে বক্তব্য রাখুন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—মিঃ স্পীকার স্যার, সম্প্রতি কমলপুরে যে সাধারন মানুষ টি.এন.ভিদের হাতে নিহত হলেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে উত্তর ত্রিপুরায় এই ধরনের খুন, জখম দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। কারণ কয়েক মাসের ব্যবধানে উত্তর ত্রিপুরার করাতিছড়া, লালছড়ায়, মনু-ছৈলেংটায় এবং ঊনকোটিতে যে মানুষগুলি নিহত হলেন তাদের মধ্যে বাঙ্গালী রয়েছেন, ট্রাইবেল রয়েছেন। টি.এন.ভি নামধারী কিছু সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের এই অবাধ গতি এবং নরহত্যা কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না, সরকার কেন যে ব্যর্থ হচ্ছেন সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। তাই এই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সব সময় একটা অপপ্রয়াস এবং অপরের উপর দোষারোপ করা হয়, এই যে নীতি এটা খুবই নিন্দনীয়। একটা সমস্যা যখন সৃষ্টি হয়, এই ধরনের একটা জাতীয় সমস্যা, এই ধরনের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য বিরোধী দল এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা করে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানসিকতা এই বামফ্রন্ট সরকারের নেই বলেই আজ সমস্যা এত জটিল হয়ে দাড়াচ্ছে। খুন, সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি এইগুলি সব কংগ্রেস (আই). টি, ইউ, জি, এদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং অক্ষমতা চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। এটা নিয়ম নয়, এটা উচিত নয়। আজকে উগ্রপন্থীদের যে সমস্যা এটা উনি বলছেন রাজনৈতিক ভাবে ছাড়া সমাধান করা যাবে না কিন্তু তার জন্য কি প্রশাসন একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকবে, সরকার কিছু করবে না? তা তো হতে পারে না।

কিন্তু উনি প্রতিটি ঘটনার জন্য দোষারোপ করছেন যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই কে। তার জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়া হোক, শুধুমাত্র ব্লেইম দিয়ে কোন সমস্যার সুরাহা হয় না। উপজাতি যুব সমিতির অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন একজন প্রাক্তন প্রধান নিহত হয়েছেন। সেখানে তিন জন বাঙ্গালী মারা গেছেন, তিন জন টি. ইউ. জি. এসের ট্রাইবেল মারা গেছেন। কাজেই এইভাবে চাপা দেওয়ার অপপ্রয়াসকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বুঝতে হবে এই সব ঘটনা এটা বিচ্ছিন্ন নয়, এটা সুপরিকল্পিত। সেই পরিকল্পনা হচ্ছে, সামনে জেলা পরিষদের নির্বাচন। কাজেই প্রত্যন্ত এলাকায় পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করা, নির্বাচনের আগে একটা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে হবে, তা না হলে এই ত্রিপুরায় পাহাড়ী-বাংগালী উভয় অংশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কংগ্রেস (আই) বিচ্ছিন্নতাবাদের সংগে হাত মিলিয়েছে, সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী কে? বিচ্ছিন্নতাবাদী হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতি, এটা পরোক্ষ ভাবে বলছেন। প্রত্যক্ষভাবে বলেননি,

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি রুলিং পার্টি পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে।)

কারন উনার এতটুকু সাহস নেই, আমরা উনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, প্রমান নেই, সেজন্য সাহস নেই, বলতে পারেন নি। আর যখন সি. পি. এম. মুসলীম লীগের সংগে আঁতাত করে নির্বাচনে, এটা বিচ্ছিন্নতাবাদ হয় না? পাঞ্জাবে আলাদা রাষ্ট্র চাই, আলাদা সংগঠন চাই, এটাকে যারা সমর্থন করেন তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়? জম্মু কাশ্মীরের খেলার মাঠে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পতাকা তুলে ধরা এটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়? আর যখন ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি এখানকার পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের তাদের সংবিধানের রক্ষাকবচ, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চায়, এটাই তখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদ হয়। কারন এই কমিউনিষ্ট পার্টি সি. পি. এম-এর মহৎ উদ্দেশ্য এটাকে সাধন করার জন্য উপজাতি যুব সমিতি কাজ করে না, তাই উপজাতি যুব সমিতির উপর এই রাগ। চুনী কলই এবং দেবব্রত কলই যাদের সংগে এই উগ্রপন্থীদের প্রত্যহ যোগাযোগ রয়েছে, তাদের আজকে কারা মদত দিচ্ছে? এটা যদি আমরা প্রতিবাদ করতাম যে উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থী সি পি. এমের শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া অমুক অমুক খানে এই ঘটনা করেছে, অমুক অমুক খানে লুট করেছে, খুন করেছে? কিন্তু এখন কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে, বিনন্দ জমাতিয়া উগ্রপন্থী নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, তিনি নাকি একজন দেশ প্রেমিক, আজকে যারা খুন খারাপি করছে আর কয়েকদিন পরে আপনার চোখে দেশ প্রেমিক হয়ে দাড়াবে, একজন সংগ্রামী হয়ে দাড়াবে, শহীদ হয়ে থাকবেন, স্মরনীয় হয়ে থাকবেন, বরনীয় হয়ে থাকবেন। কাজেই মিঃ

(রেড লাইট)

স্পীকার স্যার, এই ধরনের যে মানসিকতা এটাকে তীব্র ভাষায় ঘৃণা জ্ঞাপন করছি এবং আমি

অনুরোধ করছি শাসক দলকে, এই ধরনের মানসিকতা বাদ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সৌহার্দ্যের জন্য যেন প্রকৃত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসুন। উগ্রপন্থী উপজাতি যুব সমিতিরই হোক, কংগ্রেস (আই) এরই হোক, সি. পি. এমেরই হোক, উপজাতি যুব সমিতি এটা বার বার বলছে এই সব ডাকাতদের ডাকাত হিসাবে চিহ্নিত করুন, উগ্রপন্থীদের উগ্রপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করুন। কিন্তু তাদেরকে যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এটা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক, আরও বিপদজনক এই যে উপজাতি যুব সমিতির যারা গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী তাদের প্রতি এই সমস্ত কটাক্ষ করে, তাদের প্রতি এই সমস্ত অন্যায় অভিযোগ এনে তাঁরা উপজাতি যুব সমিতির কিছু লোককে বিগড়ে দিচ্ছেন, যার ফলে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারেন। শ্রীনৃপেন বাবু নিজেই বলেছেন, 'আমি যদি উপজাতি হতাম, তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম।"

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—এই ভাবে তিনি উপজাতিদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো তিনি যেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেন। উপজাতি যুব সমিতি যে কোন প্রকার, সর্ব প্রকার সাহায্য-সহায়তা করবে এবং আন্তরিকতার সংগে করবে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—নির্দল থেকে একজন বলবেন, দুই জন বলার উপায় নেই, কারন ৫ মিনিট সময় আছে।

শ্রীজওহর সাহা—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে বর্তমানে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি আমার বক্তব্য শুরু করার আগে গত কয়েক দিনে রাজ্যে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের দ্বারা যে সমস্ত নিরীহ জাতি, উপজাতি নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার সদগতি কামনা করে এবং তাদের পরিবার, পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে বিগত বেশ কিছু দিন যাবৎ আমরা আলোচনা করেছি রাজ্যের মধ্যে যে অস্থিরতার পরিবেশ, রাজ্যে যে আইন শৃঙ্খলা নেই সেই সম্পর্কে। আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনগুলির মধ্যে বেশ সময় আমরা নিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে আমাদের বুঝতে হবে যে শাসক দল এবং ট্রেজারী বেঞ্চ এইটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেখছেন। এই যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এইটাকে অত্যন্ত হালকাভাবে তারা করে নিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বিগত দিনগুলিতে কংগ্রেসের আমলে দেখতে পাই, জাতি এবং উপজাতির মধ্যে কিরূপ সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার

ক্ষমতা দখল করার পরে জাতি উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন রকম উস্কানীমূলক বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলস্বরূপ উগ্রপন্থীর তৎপরতা, উগ্রপন্থীর সৃষ্টি। আমরা জানি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কার্য্যকলাপ তৎপর। বিশেষ করে ভারতবর্ষের শক্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে তারা, কিন্তু অপর দিকে দেশের ভিতর যে অপর একটা শক্তি কাজ করছে, যেকথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমি জানিনা, এই দোষটা কার উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিজের দোষটাকে উনার কাঁধে না রেখে অন্যের উপর সি, আই, এর কথা বলে বিরোধী দলের উপর কটাক্ষ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাই, ত্রিপুরাতে প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন কোথাও না কোথাও প্রতিদিন ১জন, ২জন, ৭জন খুন হচ্ছে! কি প্রতিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে? প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নাই। শুধুমাত্র এক ফোটা চোখের জল এবং বিরোধীদের প্রতি অত্যাচার। এই হচ্ছে উপেন্দ্রী প্রতিকারের নমুনা। আসল কথা হল মাননীয় সদস্য শ্যামাচরনবাবু বলেছেন সামনে এ, ডি, সির নির্বাচন। সি, পি, আই (এম) কে ক্ষমতায় থাকতে হবে। ক্ষমতা দখল করতে হবে। আবারও সেই ১৯৮০ সালের মত জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়ে আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। পুলিশের কথা, সি, আর পির কথা বলা হচ্ছে। তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, কমলপুরের এই যে ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে কয়দিন বিবৃতি দিয়েছেন? পুলিশ সেখানে সক্রিয়? গত জুন মাসে অমরপুরে সংগঠিত হয়েছিল। নিরীহ বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছিল। ২দিন পরে সি, আর, পি, এবং পুলিশ সেখানে গিয়েছিল। তারপরও আমাদের বলতে হবে যে সি, আর, পি, এবং পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। সি, আর, পিকে কাজ করতে এই সরকার বাধা দিচ্ছে। মূল কথা হল, এই সরকার যারা আক্রমণ সংগঠিত করেছেন তাদের চালিয়ে নেওয়ার জন্য যথাসময়ে পুলিশকে সেখানে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, সি আর পিকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিভিন্ন ক্যাম্পে সি, আর, পি, ক্যাম্পে, বি, এস, এফ ক্যাম্পে গিয়ে তাদের কমাণ্ডারদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তারা অনেক জায়গায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তারা বলেছেন যে, আমরা যদি পুলিশের সাহায্য চাই, আমরা এখানকার রাস্তাঘাট ঠিক করে চিনি না, আমরা যদি বলি আমাদের গাইড দাও আগের দিন ৩টার সময় বললে পরদিন ৩টার সময় পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায়। কার নির্দেশে এগুলি হচ্ছে? এগুলি তলিয়ে দেখতে হবে। পুলিশকে যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলেও কিছুটা উগ্রপন্থী দমন হত। ত্রিপুরায় একটি উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে এই দৃষ্টান্ত সরকার দিতে পারবেন না। কাজেই পুলিশকে এবং সি, আর, পিকে, দিয়ে যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করা হত তাহলে উগ্রপন্থী মোকাবেলা করা সম্ভব হত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেটা হল এই ত্রিপুরার

বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি দীর্ঘদিন উগ্রপন্থী ভূমিকায় আত্মগোপন করেছিলেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার কোথায় উগ্রপন্থী থাকতে পারে তা আমরা না জানতে পারি কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তা ভালভাবেই জানেন। যদি সত্যিই তিনি আন্তরিকভাবে উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিতেন তাহলে উগ্রপন্থীদের দমন করা যেত। আসল কথা হল বিরোধীদের আক্রমণ করা, বিরোধীদের উপর অত্যাচার করা তাদের উদ্দেশ্য। এই কারণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যভাবে এইটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে উগ্রপন্থী তৎপরতা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করব উনি যেন এইসব দৃষ্টিকোন প্রত্যাহার করে উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার জন্য আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেন, আমরাও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই ঘটনাটি পরশু দিন রাতে শোনার পর কাল সেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি যা দেখেছি, শুনেছি লোকমুখে তাই আমি বলছি। ১৯/৩/৮৫ইং ডুলুবাড়ীর বামনছড়ার মহাবিলের মদনপুর একটি ছোট গ্রাম। মোট ৭ জন এবং যেন কিছু লোক গিয়েছিল শ্বেতরাইছড়াতে বাঁশ কাটতে, লাকড়ী কাটতে, ছন কাঁটতে, কিছু মাছ ধরতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অনেকই ফিরে আসে। ৭ জন ফিরে আসেনি। সেখানকার গাঁও প্রধান শ্রী মহানন্দ দাস এবং ছোট শুরসা গাঁওসভার প্রধান পুলা গোয়ালাকে নিয়ে গিয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনরা তাদের খুঁজতে যায়। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার ফলে সেই পাহাড়ে জঙ্গলে ঢুকতে তারা ভয় পায়। কাছেই একটা পুলিশ ক্যাম্প ছিল (সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ানের) সে ক্যাম্পে যায়। সেই ক্যাম্পে জানানোর পর তারা কিছুদূর অগ্রসর হয়, ভয়ে আতংকিত হয়ে তারা অবার ফিরে এসে কলমপুর থানায় খবর পাঠায়। সেখান থেকে দারোগা পুলিশ, সি, আর, পি নিয়ে আসে। এসে তল্লাসী করার পর কাউকেই পাওয়া যায়নি। ২০ তারিখে দেখা গেল ৩টা মৃতদেহ পাওয়া গেল। সেই ৩টা মৃতদেহ হচ্ছে মাণিক নমঃশূদ্র, আর একজনের নাম সুধীর দাস, আর একজনের নাম হচ্ছে যতীন্দ্র দাস এবং পুলের অপর দিকে দক্ষিণ দিকে পাওয়া যায় যাকে তার নাম অনিল দেব। এই ৪ জনকে এক-এক কিলোমিটার দূরে দূরে তাদেরকে নৃশংসভাবে পিছমোড়া করে বেঁধে যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সেই জাতি, ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে রাজনীতি নির্বিশেষে এমন কাজের নিন্দা করার মত ভাষা নেই। সেইরকম এই যেখানে পৈশাচিক পাশবিক পৃথিবীর ডিক্‌শনারীতে নেই এইটাকে নিন্দা করার মত ভাষা। নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তারপর সেখান থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে আনার পর সন্ধ্যা হয়ে আসে এবং সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি এসে পড়ে। বৃষ্টি আসার দরুন বাকী ৩টা মৃতদেহ

উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। একটি মাছের ডোলা, শিলেটি ভাষায় যাকে বলে খলুই, কিছু দুর গিয়ে একটা খলুই পাওয়া যায়। সেই খলুইকে চিহ্ন করে আমাদের গাঁও প্রধান এবং আমাদের ২০০ জন কর্মী পাহাড়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে যায় এবং সেখানে ২টা খুঁটি গেড়ে আসে, যাতে পরের দিন খুঁজতে সুবিধা হয়। পরের দিন আরও কিছু দুর গিয়ে সেই শ্বেতরাইছড়ার আরও নীচে বাংলাদেশ বর্ডার থেকে ২ কিলোমিটার মধ্যে তাদেরকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বেদনার বিষয় হচ্ছে একটি দশ বৎসরের যোগেন্দ্র নমঃশূদ্রর ছেলেকে পাওয়া যায়। এটা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না, ভাষা আসেনা এরা কিভাবে এই শিশুটাকে হত্যা করল। এর কি দোষ? পৃথিবীতে পাপ পুণ্য সে ত কিছু বুঝেনি। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, উপজাতি যুবসমিতি বুঝেনি। বুঝেনি অমুক জিন্দাবা, তমুক জিন্দাবাদ। এখনও তার মুখ থেকে তার মায়ের দুধের গন্ধ যায়নি। যারা এই শিশুটাকে হত্যা করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃনার ভাষা আমার নেই। তারপর কি করে ঘটনা ঘটল। দেখা গেল নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের সেই রোডের মাঝখানে সাইকার বাড়ী নামে একটা পাড়া আছে সেই পাড়াতে ৭ জন উগ্রপন্থী তিনটা রাইফেল-এর সঙ্গে দা টাক্কল, ভোজালীও ছিল, ওরা সেখানকার কোন একটা রাজনৈতিক দলের প্রধানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং ওর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে ৮টা নাগাদ তারা রওয়ানা দিয়ে বাচ্চামুড়াতে এসে সেখানে একটা বাচ্চামুড়ার পাশ দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে ছেট্রাই ছড়া, সেই ছড়া দিয়ে এসে এবং সেখান দিয়ে আসার পথে 8 নম্বর পোলের আগে ৫ নম্বর পোল নামে একটা পোল আছে, সেখানে তিন জন শ্রমিক কাজ করে এবং তাদের কনট্রাকটার একজন ট্রাইবেল কনট্রাকটার এবং সে বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের সদস্য। তার সঙ্গে এসে উগ্রপন্থীরা কথা বলে, কিন্তু তাকে কোন ভয় দেখায় না এবং তার শ্রমিকদেরকেও কোন ভয় দেখায়নি। কারণ এই ব্রীজের কনট্রেকটার-এর ছেলেও উগ্রপন্থীদের দলের একজন সক্রিয় সদস্য। তারপর তারা সেখান থেকে চলে আসে 8নং পোলে যেখানে কিছু দিন আগে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রী মোহনলাল দাস ও নারায়ণ দাসকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছিল এবং তার পাশে একটা নোটিশ লিখে দেওয়া হয়েছিল যে, এখানে বাঙ্গালী থাকতে পারবে না। সেখানে আসার সময় মাণিক দেব পাশেই লাকড়ী কাটছিল তাকে হত্যা করে, সেই পোলের কর্মরত পাঁচ জন শ্রমিক আমি ইনকোয়ারির স্বার্থে তাদের নামটা বলছি না, তারা দেখে যে উগ্রপন্থীরা আসার পর সেখানকার বাঙ্গালী কনট্রাকটারের সঙ্গে কথা বলে। বাঙ্গালী কনট্রেকটার উগ্রপন্থীদের আসতে দেখে একটা গাছ তলায় চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ উগ্রপন্থীরাও সেই গাছ তলায় চলে যায়, সঙ্গে সেখানে একজন বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের শিক্ষক নেতাও ছিলেন, তারা সবাই বসলেন এবং আলোচনা করলেন অবশেষে দেড় হাজার টাকা ঐ উগ্রপন্থীদের দেওয়া হল। সেখান ওয়ার্কার যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল ছিলেন। উগ্রপন্থীরা তাদের কোন ক্ষতি করেনি, তারা শুধু অবাক হয়ে গেল কনট্রাকটারের সঙ্গে

উগ্রপন্থীদের লেনদের দেখে। সেখান থেকে সকলে মিলে বাড়ী ফিরার সময় দেখে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডকে। এখন এখানে প্রশ্ন যেটা হচ্ছে সেটা হলো জনগনের মনে প্রশ্ন, এই লোকগুলির নির্মম হত্যাকাণ্ডের ষ্টেটমেন্ট আমি প্রত্যেকটা শ্রমিক ও মানুষকে জিজ্ঞাসা করে এসেছি, বানানো বা শুনা গল্প নয়। মাননীয় অশোক বাবু ও মাননীয় শ্যামা বাবু ও মাননীয় জহর বাবু তাদের বক্তব্যে যে কথা বলেছেন। আমি সেই কথায় যাচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই দরকার এবং এর বিপক্ষে কোন বিবেকবান মানুষ থাকতে পারে না; আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেই যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার উত্তর দিকে হচ্ছে বিরাট পাহাড় লনথরাই, তার পশ্চিম দিকে কমলপুরের মরাছড়ায় বি, এস, এফ ক্যাম্প, পূর্ব দিকে হচ্ছে গোলকপুরের পাশে ছাগলডেপার কাছে বি এস এফ ক্যাম্প। এই দুইটা বি এস এফ ক্যাম্পের মাঝ খানের দূরত্ব হচ্ছে ৩০ কি মি এবং এই ৩০ কিঃ মিঃ জায়গাটা আন প্রটেকটেড সেখানে কোন বি, এস, এফ-এর পেট্রোল নাই। ফলে সেখানে অবাদে যে কিছু করে বা যে কোন রকম অপরাধ করে বাংলাদেশে হেসে খেলে চলে যেতে পারে। কাজেই বর্ডার পোষ্টগার্ডটা যদি খারাপ হয়, সেটা যদি ছিড়া হয়, তাতে যদি স্থিলটা না থাকে তাহলে তার জন্য নৃপেন বাবুদের সমালোচনা করে কি লাভ হবে? তার জন্য নিশ্চয়ই কেন্দ্রকে দায়ী করতে হয়। কারণ এত বড় একটা এরিয়াকে প্রটেকশান দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ সেখানে আর আগেও একটা ঘটনা ঘটেছে মোহনলাল দাস ও নারায়ন দাস তাতে মারা গেছে। তবুও সেখানে একটা বি, এস, এফ, ক্যাম্প বসানোর ভাগ্য ত্রিপুরা বাসীর কপালে আজও জুটল না। দ্বিতীয়তঃ হলো-এই যে মানুষগুলিকে খুন করছে তার জন্য আমি অতি বিনীত ও বিনম্রভাবে সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের কাছে প্রশ্ন করছি, যে আপনারা বলতে পারেন যে এই সমস্ত মানুষগুলি যখন এই ভাবে খুন হয়েছে তখন আপনার দলের কোন লোক কি গ্রামের কি শহরের, কি উপজাতি যুব সমিতির, কি কংগ্রেস দলের, বলুন যে ওমুক লোকটা খুজতে গিয়েছেন, উল্টা দিকে পোষ্টমর্টেম যখন হচ্ছে হাসপাতালে তখন আপনারা নির্মমভাবে বলেছেন যে, সি, পি, এম-এর ৭ টা ভোট কমল। একদিকে মানুষ মুছে অন্য দিকে আপনারা উল্লাসে করছেন আমাদের ৭ টা ভোট কমল বলে। এর বিরুদ্ধে বলার মত আমার কোন ভাষা নাই, আমি শুধু আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, বলুন একটা লোকের নাম যারা এই দুর্গত মানুষদের খোঁজ করতে গিয়েছিল, শশ্মানে পুড়বার সময় গিয়েছিল। সেই সন্তানহারা মানুষদের, সান্তনা দিতে গিয়েছিল। বাঙ্গালী কাটুক পাহাড়ী কাটুক এই সমস্ত শ্লোগান তারা ছড়িয়েছিল এদিকে হাসপাতালের ভিতরে সমস্ত মা বোনেরা আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ১৫/২০ জন কংগ্রেসী লোক আমাকে বলছে, গো ব্যাক, আমি বলেছি কোথায় যাব? এইটাকি আপনার পৈতৃক

জমিদারী ? এইটা আমার কমলপুর আমার ত্রিপুরা রাজ্য, আমার ভারতবর্ষ, এখানে কোথায় আমি গো ব্যাক করব ? সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যদি আপনারা ওকালতি করতে চান তাহলে আপনারা ব্যাক করতে পারবেন, দুই দিন পরেই আপনাদেরকে গো ব্যাক করতে হবে। যারা এই এলাকাটাকে বাঙ্গালী মুক্ত করার জন্য নোটিশ দিয়েছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বিচ্ছিন্ন করুন, তাদের সঙ্গ বাতিল করুন সমস্ত সম্পর্ক যদি গণতন্ত্রের পক্ষে ভারতের সংহতিকে রক্ষা করতে হয়, আপনারা এগিয়ে আসুন ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বকে যদি সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান, এবং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। ভুললে চলবে না যে, এইটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যারা চিনি বাগানে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে সেই ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার কোন তফাৎ নাই, তাদের কাজেই হচ্ছে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা, বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত এই মার্ডার ফোর্স। এই ঘটনাগুলি সবই ঘটছে বর্ডার এলাকার কাছে যেমন, চিনি বাগান থেকে বর্ডার বাংলাদেশ বর্ডারটা তিন কিঃ মিঃ দূর হবে, এখানেও যেখানে ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে বাংলাদেশ বর্ডারও তিন কিঃ মিঃ দূর। আমি যতটুকু খবর পেয়েছি সেখানকার গ্রামবাসীদের, জিজ্ঞাসা করে তা হল, বাংলাদেশের চান পাড়ার কাছে একটা ট্রাইবেল গ্রাম আছে তৈমনুং সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে বি, ডি, আর-দের সহযোগীতায় সেখানে লুট চলছে মানুষ খুন হচ্ছে, তার পর সেই খবর এস, সাহার কাছে দেওয়ার পর তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরার এই সমস্যার শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির একার নয় এই সমস্যা সমস্ত জনগণের, সমস্ত রাজনৈতিক দলের, আতো মানুষের এই সমস্যার সমাধান করবেন, তারপরতো কংগ্রেস আর কমিউনিষ্ট দেশ গড়া। আগে মানুষগুলিকে বাঁচান তার পর পার্টি করবেন এবং এই মানুষদেরকে বাঁচাবার তাগিদে এবং গণতন্ত্রের সংহতিকে মজবুত করার জন্য আপনারা দয়া করে এগিয়ে আসবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে, আমাদের সময় ছিল আধা ঘণ্টা আমি তাকে বাড়িয়ে আরও আধা ঘণ্টা করেছি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার—স্যার, আমার একটু বলার আছে, আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করব।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভায় আমরা যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার জন্য দাবী করেছিলাম, সেটা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওনারা ওনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে কুৎসিত ও কদর্য্যভাবে বিরোধীদেরকে যেভাবে আক্রমন করেছেন তাতে সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না।

সেটাকে উপলব্ধি না করে তারজন্য কোন রকম সক্রিয় ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ওনারা যেভাবে আক্রমন করেছেন তার প্রতিবাদে আমরা সভা ত্যাগ করলাম।

[সমস্ত কং (ই) টি, ইউ, জে, এস, এবং দুইজন নির্দল সদস্যের সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান]

—প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান—

মি: স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান"। আজকের কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

এখন প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপিত করতে।

তিনি যেহেতু সভায় উপস্থিত নাই সেহেতু ওনার প্রস্তাবটি উত্থাপিত হচ্ছে না, সুতরাং এই প্রস্তাবটিকে বাদ দেওয়া হলো।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি পরবর্তী রিজলিউশানে যাচ্ছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে। যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উপস্থিত নাই, সেহেতু এটি, ফলস্-থ্রো হল।

এবার ৩য় রিজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীভানুলাল সাহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি। রিজলিউশানটি হল—"ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশকৃত ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার বরাদ্দ (১৯৮৪-৮৫ ইং অর্থ বর্ষের) অবিলম্বে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী পুনর্বিবেচনা করতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে।"

মিঃ স্পীকার—যেহেতু এই রিজলিউশনের উপর অন্য কোন সংশোধনী নেই সেহেতু আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীভানুলাল সাহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম একটা প্রস্তাব এই বিধানসভায় আনতে হল, তার কারণ ৮ম অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ৮৪-৮৫ বর্ষে ভারতবর্ষের সব রাজ্যকে আরও ১,৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল এবং তারমধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ৩০ কোটি

টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার এবারের অর্থ কমিশনের সুপারিশ মানেননি। আগে যেভাবে অর্থ কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার মানতেন এবারে অর্থ কমিশনের ১৯৮৪-৮৫ সনের সুপারিশ না মেনে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেছেন যে ১-৪-৮৫ ইং তারিখের আগের সুপারিশ মানা হবে না, শুধু ১-৪-৮৫ ইং তারিখ থেকে সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে অনুন্নত রাজ্যগুলি যে সীমিত সুযোগ ও আর্থিক অনুদান পেত তা থেকে বঞ্চিত হল। এই ১,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে শুধু ত্রিপুরা নয় পশ্চিমবঙ্গও পাওনা ছিল। এই দুই রাজ্য বঞ্চিত হল। যেসব রাজ্য ১-৪ ৮৫ ইং থেকে অর্থ কমিশনের রায় মেনে নিয়েছেন আমরা ধরে নিতে পারি যে, তারা অ-সাংবিধানিকভাবে মেনে নিয়েছেন। অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে শুধু আমাদের রাজ্য নয় অনেক রাজ্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের রাজ্য শতকরা ৯০ ভাগ সাহায্য বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়ে থাকে সেখানে এই ৩০ কোটি টাকা না পাওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যের প্রভুত ক্ষতি হয়েছে। যে টাকার সুপারিশ হয়েছিল সে টাকার সুপারিশ না মানার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আমাকে সভায় আনতে হল। কেন্দ্রে যে সরকার বর্তমানে আছেন তারা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু কাজে ধনতান্ত্রিক বাজেট রচনা করেন। পরিকল্পনা কমিশন বা অর্থ কমিশনের যে রায় সেগুলিকে তারা পদদলিত করেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেটা প্রমাণিত হল। এই ৩০ কোটি টাকা দিয়ে আমাদের রাজ্যের সমস্ত সমস্যা শেষ হয়ে যাবে না, কিন্তু আমাদের এখানে বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন, বিধবাদের ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন, এ. ডি. সির রাস্তা-ঘাট তৈরী, বিদ্যালয়গুলি তৈরী ও সংস্কার এবং পাঠাগার প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্যকে সে টাকা থেকে বঞ্চিত করেছেন। প্রয়োজনের চেয়ে যেখানে বরাদ্দ কম সেখানে এভাবে টাকা কেটে নেওয়ার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের বক্তব্য থাকবে। ১৯৮৪-৮৫ সনের এই ৩০ কোটি টাকা না পাওয়ার ফলে আমাদের অনেক কাজ ব্যাহত রয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা—কিন্তু তারা বলেছেন যে এই টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা তার জন্যই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখি যে এই কথা ঠিক নয়। আমরা দেখেছি যে বিশেষ বিশেষ রাজ্যকে তাদের পাওনা দেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করছেন না। দেখা যায় যেখানে বিরোধী দল কর্তৃক সরকার পরিচালিত হচ্ছে সে সব রাজ্যগুলির পাওনাগণ্ডাকে সেখানে আক্রমন করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি, বিগত লোকসভার নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যারা এসেছেন তারা বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার নাকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা এনেছেন। তার জন্য

তাদেরকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আর আমাদের রাজ্যের উপর দোষ চাপিয়ে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার যে টাকা পান সে টাকা কিভাবে তারা খরচ করেছেন তার কোন হিসাব তারা দিতে পারেন না। এই সব কথার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের জন্য যে টাকা খরচ করার কথা ছিল সে টাকা পুরোপুরি গায়েব করে দিয়েছেন। আমার জিজ্ঞাসা যে তারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কি উন্নতি সাধন করেছেন ? উন্নতি সাধন তো আমরা দেখিনা। কারণ ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের যে বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার পেশ করেছেন তাতে ৩,৫০০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। তবে এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করতে হয় তা তাদের জানা আছে। কারন তারা টাকা ছাপাতে পারেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তো আর টাকা ছাপাতে পারেন না। আর রাজ্যগুলিকে একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে ফেলে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছেন। তাই তো আমরা দেখি যে তাদেরই তৈরী অর্থ কমিশন, তাদেরই তৈরী পরিকল্পনা কমিশন যে ছিটেফোটা আমাদের জন্য বরাদ্দ করলেন তার মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা আমাদের দিতে চান না। তাই এই অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের রাজ্যের যে আরো ৩০ কোটি টাকা দেবার কথা সে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার স্রেফ মেরে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বারবার দাবী করা হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিশ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে দাবী মানেন নি। তাই আমরা এই বিধানসভায় এই প্রস্তাব গ্রহন করব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করব যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন অবিলম্বে রাজ্যের হাতে এই ত্রিশ কোটি টাকা তুলে দেন। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন সময়ে যখনই এই অর্থ কমিশনের সুপারিশের কথা এই বিধানসভায় আলোচনার জন্য এসেছে তখনই বিরোধী দলের সদস্যরা তার বিরোধীতা করেছেন। কেন্দ্রের এই দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্যে। তারা বলেছেন যে, টাকা নাকি আমাদের প্রচুর পরিমানে দেওয়া হয় কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সে টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ করে ফেলেন। আমরা দেখি যে, এই অর্থ কমিশনের নিকট পরিকল্পনা কমিশনের নিকট রাজ্যের উন্নতির জন্য ন্যূনতম অর্থ খরচ করার জন্য যে দাবী করা হয় সে দাবী তারা মানেনা। এই রাজ্যের বেকার ভাতা দেবার প্রশ্নে আমরা বার বার অর্থ কমিশনের নিকট, পরিকল্পনা কমিশনের নিকট অর্থ দাবী করেছি কিন্তু আমাদের সে দাবীকে বারবারই অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, এ. ডি. সি. এলাকার মধ্যে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এ. ডি. সি. কাজ করেছে। এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এ. ডি. সি. এলাকায় দু চারটি গ্রোথ্‌ সেন্টার ইত্যাদি করা হয়েছে এবং এতে জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

সর্বোপরি আজকের দিনে যা প্রয়োজন যে, অর্থ ব্যতীত কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব নয়। আর এই অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি রাজ্যের

দরিদ্র উপজাতি জনগণের একটা অংশকে ভুল পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আমরা দেখলাম যে মণিপুরের বিশ্বেশ্বর সিংহ তিনি জেলে থেকেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা ও চরম বঞ্চনাই মানুষকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজকে দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত। তারা কাজ করে নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চায়। কিন্তু তারা কাজ পায় না। আমাদের রাজ্যে টি, এন, ভি, যারা হয়েছে তাদের টি, এন, ভি, দলে যাবার পেছনে প্রধান কারণ হলো তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা। এই অর্থনৈতিক সমস্যায় ফলে ধীরে ধীরে উপজাতি যুবকদের মনে বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে এবং এই বিক্ষোভকে কাজে লাগায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এমনিতেই তারা আমাদের দাবী পরিকল্পনা অনুযায়ী কম অর্থ সেংকসান করেন, তারপর যদি আবার সে অর্থ না দেওয়া হয় তাহলে এই অনগ্রসর ত্রিপুরার অনুন্নত উপজাতি লোকেদের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে পরিকল্পনা সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না। এই ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতিরা আজকে না খেয়ে মরছে আর তাদের বাঁচাবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন। সে পরিকল্পনকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে তো টাকার প্রয়োজন, কিন্তু সে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। আর বামফ্রন্ট সরকার যে অর্থের জন্য দাবী করেছেন তার বিরোধীতা করছেন এই সভায় কংগ্রেস (আই) দলের সদস্যরা।

কাজেই এই বিধানসভায় আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যে রাজ্য সরকারের যে দাবী সে দাবীকে যেন কেন্দ্রীয় সরকার পুনরবিবেচনা করেন। আমি আশা করি, এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এই সভায় সম্মান পাবে এবং রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :- মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা এই সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে আমরা আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই হাউসে আমরা দেখেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই দাবী প্রস্তাবকে কোন গুরুত্ব দেননি। তাই এই প্রস্তাবটিকে আবার হাউসে আনতে হয়েছে আলোচনা করার জন্য। আমাদের রাজ্যের সামগ্রিকভাবে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা সে দুরবস্থার কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের পাওনা বুঝিয়ে দেবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এই যে অর্থ কমিশন, যে কমিশন গঠন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীকে

চেয়ারম্যান করে। আবার এই চেয়ারম্যান যিনি হন তিনি আবার কেন্দ্রে যে সরকার রয়েছে সেই দলেরই লোক হন। এই কমিশন যখন একটা রিকমেণ্ডেশন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করেন কোন রাজ্যকে কত দিতে হবে। এই কমিশন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত হয়। ফলে সেখানে যদি এই কমিশনে সুপারিশ না মানা হয় তার অর্থ হলো ভারতের সংবিধানকে না মানা। কাজেই এইভাবে কেন্দ্রে যারা বসে আছেন তারা এই আইনকে এই সংবিধানকে মানছেন না। গণতান্ত্রিক মানছেন না।

আজকে বুঝতে হবে যে রাজ্যগুলিকে যদি বেশী না দেওয়া হয় তাহলে রাজ্যগুলি চলতে পারেনা এবং আমাদের সামগ্রিক যে ট্যাক্সেশান ব্যবস্থা, আমরা জানি যে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা। একটা রাজ্য কত টাকা ট্যাক্স তুলতে পারে? এটাও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেন্দ্র কত টাকা তুলতে পারে এটাও আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আমরা দেখি শতকরা ৮৫ ভাগ ট্যাক্স কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করেন। ইনকাম ট্যাক্স, কর্পোরেশান ট্যাক্স এবং অন্যান্য যাবতীয় ট্যাক্স কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করেন। অন্য দিকে রাজ্যগুলোর হাতে ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা অত্যন্ত-সীমিত। তারা জমির উপর ডাইরেক্ট ট্যাক্স এবং সেলস্ ট্যাক্স বসাতে পারেন। আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে জমির খাজনা সামান্য। ফরেষ্টের উপর কিছু খাজনা বসানো যায়। তাও সাড়ে সাতকানি পর্যন্ত জমির খাজনা ত্রিপুরায় মকুব। কাজেই সমস্ত টাকাটা কেন্দ্রে যাচ্ছে। যেখানে ৮৫ ভাগ কেন্দ্র আদায় করছে এবং বড় রাজ্য থেকে ট্যাক্স বেশী আদায় করে, ছোট রাজ্য থেকে কম। তার জন্য কমিশন হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিশনের সুপারিশ তারা মানছেন না। তাহলে রাজ্যগুলি কিভাবে চলে? সেজন্য আজকে প্রশ্ন আসছে যে রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা চাই। যদি একটা রাজ্য আইন পাশ করে তাহলে কেন্দ্র যদি পরে সেই আইনটা পাশ করে তাহলে কেন্দ্রের আইনটা কার্যকরী হয়। কেন্দ্র যদি আগে করে তাহলে রাজ্যগুলি পাশ করতে পারেনা। অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। রাজস্ব ক্ষমতা, বিদেশ থেকে ঋণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তাহলে টাকাও নাই, ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতাও নাই। ঋণ করার ক্ষমতাও নাই। তাহলে রাজ্য কি করে চলে? এই জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছি যে রাজ্যগুলির হাতে ক্ষমতা দিতে হবে যাতে রাজ্যেগুলি নিজের আইন তারা তৈরী করতে পারে। জনগণের আশা আকাঙ্খা যাতে পূরণ করতে পারে, যাতে তাদের সামগ্রিক বিকাশ সাধন করতে পারে সেই ক্ষমতা দিতে হবে। বরং যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতাও কার্টেল করে সমস্ত ক্ষমতা, কি রাজনৈতিক ক্ষমতা, কি অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সমস্ত ক্ষমতা হচ্ছে কেন্দ্রের হাতে। কাল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে একটা মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতাও রাজ্যগুলির হাতে নাই। একটা রাস্তা তৈরী করবে, সেজন্য দিল্লীতে দৌড়াতে হবে, তাদের অনুমোদন আনতে হবে। কাজেই এই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কুক্ষিগত ক্ষমতা কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে। ৩৫৬ বলে একটা আর্টিকল আছে, তার বলে

রাজ্যপালের এক কলমের খোঁচায় রাজ্যগুলিকে ভেঙে দিতে পারেন। রাজ্যপাল কেন্দ্রের দ্বারা নিযুক্ত হন এবং মন্ত্রীসভা গঠিত হয় জনগণের ভোটের দ্বারা। কিন্তু রাজ্যপাল সেই জনগণের মত না নিয়েই মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে পারেন। যেমন আমরা কাশ্মীরে বা অন্ধ্রে, সিকিমে দেখেছি। আমরা দেখলাম মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং ২৪ ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন, ২৪ ঘন্টা পরে তিনি গভর্ণর হয়ে গেলেন। কি চলছে ভারতবর্ষের মধ্যে ? কাজেই রাজ্যগুলি যদি কাজ না করতে পারলো তাহলে মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে। কাজেই আমরা যখন বলি কাজ করার জন্য ক্ষমতা দাও, টাকা দাও তখন কেন্দ্র টাকা না দিয়ে বলে যে পুলিশ নাও, মিলিটারী নাও। নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে, মিজোরামে আজকে মিলিটারী। এসমা, মিসা, নাসা, কোপেপোসা, এই সমস্ত দিয়ে মানুষকে অত্যাচার করে দমন করে রাখে। লাঠি দিয়ে, গুলি দিয়ে দেশকে চালাতে হবে। এটাই হচ্ছে কেন্দ্রের নীতি। কিন্তু মানুষ আর সহ্য করতে পারছে না। আজকে ক্ষোভে, দুঃখে মানুষ বিভ্রান্তির পথকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও কেউ কেউ বিচ্ছিন্নতার পথকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ কেউ তাদের সংগে হাত মেলাচ্ছে। আজকে পাঞ্জাবের মধ্যে খালিস্তানের দাবী উঠেছে। আজকে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতার দাবী উঠেছে। কিন্তু সেগুলি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা নাই। একটু আগেও দেখলাম যে, যখন উগ্রপন্থী দ্বারা ৭ জন লোক নিহত হয়েছে সেই কাজকে বিরোধী দলের লোকেরা সমর্থন করছে উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে। কাজেই ৩৭ বৎসর ধরে যারা উগ্রপন্থীর দিকে যাচ্ছে, যখন মানুষকে তারা খুন করার ট্রেনিং দেয় তখন কংগ্রেস(আই) তাদের সাহায্য করছে রাজনৈতিকভাবে। এই হচ্ছে কংগ্রেসের ভূমিকা। কংগ্রেসরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে তাদের শেলটার দিয়ে এসেছে। তাদের যদি বলি সুযোগ সুবিধা দাও, সেই সুবিধা তারা দিচ্ছে না। কাজেই ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি যেমন ইংরেজেরা করেছিল সিডিউলড কাস্ট করে, সিডিউলড ট্রাইবস করে, জাতিগত ভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে সেইভাবে মানুষকে ভাগ করে রাখতে চায় মূল শত্রুকে যাতে তারা চিনতে না পারে। এই সুযোগে তারা রাজত্ব চালাতে পারবে। এটাই হচ্ছে কংগ্রেসের নীতি।

এই নীতির জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করতে পারছি না। কারণ কেন্দ্র আমাদের চাহিদা মত টাকা দিচ্ছে না, পয়সা দিচ্ছে না, ফলে যে কাজ আমরা রাজ্যের মানুষের জন্য করতে চাই, সেই কাজ করতে পারছি না। অন্য দিকে তারা নতুন করে দাঙ্গা বাঁধানোর উস্কানি দিচ্ছে, নতুন করে কি ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন, যাতে করে এই রাজ্যের গরীব মানুষগুলি ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে, কারণ গরীব মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং রেলের জন্য সংগ্রাম করে, কাগজকলের জন্য সংগ্রাম করে, জুট মিলের জন্য সংগ্রাম করে, শিল্প কারখানার জন্য সংগ্রাম করে, তাহলে এই ছোট রাজ্য যার মোট জনসংখ্যা ২২ লক্ষের মতো, তার মধ্যে যে ১ লক্ষ কর্মচারী রয়েছে, যারা নাকি ৫ লক্ষ লোককে খাইয়ে রাখে, আজকে

এখানে যদি রেল হয়, কাগজ কল হয়, জুটমিল হয় তাহলে আরও ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং তারা আরও ৫/৬ লক্ষ লোককে খাওনোর ব্যবস্থা করতে পারে। আমদের দেশের মাটির নীচে জল, উপরে জল সেই জলকে আমরা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আরও কয়েক লক্ষ লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২০ লক্ষ লোককে দুই বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। কেন আজকে ৩৭ বছর পরেও আমাদের দেশের শতকরা ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতে হয়, কেন আজকে আমাদের দেশটা বেকারীত্বে ভরে গিয়েছে ? কেন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের লোকগুলিকে নরক যন্ত্রনায় ভোগ করতে হয় ? এগুলি তো আমাদের দেশে হওয়ার কথা নয়। আমাদের দরকার হল কিছু টাকার, ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট বারে বারে এই কথাই বলে আসছেন। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, সংগ্রাম করে দিল্লীর আনচ্ছুক হাত থেকে টাকা আদায় করে আনতে হবে এবং এনে রাজ্যের যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান করতে হবে। এতো আমরা চিরদিন বলে আসছি, কিন্তু সেই জায়গায় কংগ্রেস(আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা নাই। দিল্লীর বিরোধী শাসন ব্যবস্থার মধ্য থেকেও আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে আনতে হবে। তারা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে ৩০ কোটি টাকা দেয়নি, তারা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে প্রায় ২ হাজার কোটি থেকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু তাদের দলের মন্ত্রী বা লোক যারা আছেন, তাদের বলে দিয়েছেন, বাপু বেশী চেচিয়ো না, তোমাদের অন্যভাবে ধরে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্টকে তো আর এই রকম কিছু বলতে পারেননা যে বাপু তোমরা চেচিওনা, তোমাদের অন্যভাবে ধরে দেওয়া হবে। কাজেই সমগ্র শাসন ব্যবস্থার উপর, শাসন কাঠামোর উপর ওরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, ওরা এখনও বলছে যে, কেন্দ্রে যে সরকার আছে, রাজ্যগুলিতেও সেই সরকার চাই, আর তা না হলে রাজ্যগুলির কোন উন্নতিই হবেনা। কেন্দ্র রাজ্যে বিরোধী সরকার থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তেই সংঘাত অনিবার্য। কাজেই এই দিক থেকে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটা হল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস। এটা আজকে কংগ্রেসও স্বীকার করছে এবং স্বীকার করেছে বলেই সারকারিয়া কমিশন বসানো হয়েছে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনর্নিধারন করার জন্য, কারণ রাজ্যগুলিকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে, কেন্দ্র যদি এভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন, তাহলে রাজ্যগুলি কোন দিনই শক্তিশালী হতে পারবেনা এবং তার সংগে সংগে কেন্দ্রও শক্তিশালী হতে পারবেনা। ফলে দেশ আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই মাননীয় সদস্য, এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রকে এটা না করে কোন উপায় নাই, কেন্দ্রকে আরও অধিক ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি রাজ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, রাজ্যগুলির স্বেচ্ছা মিলনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্র আরও শক্তিশালী হতে পারে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা মহোদয়, ৮ম অর্থ কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩০ কোটি টাকা পাওনার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে বঞ্চনা করেছেন, তা পাওয়ার জন্য যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা খুবই দুঃখের ও লজ্জার যে ভারতের মানুষ ইংরেজ আমলেও লড়াই করেছে, এর পরেও আমরা লড়াই করেছি, আবার আগামী দিনেও ভারতের মানুষকে লড়াই করতে হবে, তারই সরকারের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারের বিরুদ্ধে। এই বিধানসভার সামনে যে প্রস্তাব এসেছে, তাতে এটাই মনে হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে তার জমিদারী বলে মনে করেন। এটা শুধু আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, তারা গোটা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা মনে করেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুনও তারা আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছেন। রাজ্যগুলি কি পাবে, না পাবে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জির উপর নির্ভর করে। এই গত নির্বাচনের সময়ে এই রাজ্যে ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী প্রণব বাবু এসেছিলেন, এক দিন পত্রিকায় দেখলাম যে আমেরিকানরা তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন, তিনি নাকি বিশ্বের ৫জন অর্থমন্ত্রীদের একজন। অবশ্য উনার নাম্বারটা ওরা লেখেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি আর মন্ত্রী থাকলেন না, এটা তাদের পার্টির নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম বিশ্বের মধ্যে তিনি এক নম্বরে পৌছলেন কি করে? তিনি তো গোটা ভারতের মানুষকে ঠকিয়ে দিলেন, রাজ্যগুলিকে ঠকিয়ে দিলেন। এজন্য অর্জুন সিং তো একবার তাকে বলেই ফেললেন, মশাই আপনার জন্যই তো আমরা টাকাগুলি পেলাম না। জানি না, এর জন্যই অর্জুন সিং-এর মুখ্যমন্ত্রীত্ব গিয়েছে কিনা? আসলে এটা হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাবার জন্য আমাদের সবারই লড়াই করতে হবে। কিন্তু এই লড়াইটা তো সহজ ব্যাপার নয়, যে সারকারিয়া কমিশন বসেছে, সেখানেও আমাদের এর জন্য লড়াই করতে হচ্ছে, সেখানে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক কি হবে, তা বিবেচনা করা হবে। আগের দিনে তো কৃষকেরা লড়াই করে জমিদার থেকে কিছু আদায় করতে পারতেন, কিন্তু এখন সেই জমিদার না থাকলেও আদায় করা সহজ নয়। কেন্দ্র তার স্বার্থরক্ষা করছে সব দিক থেকে, রাজ্যগুলির স্বার্থও যে ওদের রক্ষা করার প্রয়োজন, সেটা তারা আদৌ ভাবছেন না। এখানে তো একজন সদস্য বলেই ফেলেছেন যে, ওরা নাকি নিজেদের তৈরী সংবিধানও মানতে চাইছেন না। কেন মানবেন? সংবিধান যখন তৈরী করা হয়েছিল, তখন যে যে পরিস্থিতি ছিল, সেই অনুযায়ী সংবিধান তৈরী হয়েছিল। এখন তো আর সেই পরিস্থিতি নেই, সেটা কিছুটা হলেও পাল্টে গেছে। ওদের শ্রেণী স্বার্থরক্ষা করার জন্য, ওদের পুঁজিটাকে বাড়াবার জন্য, ওদের জমিদারী ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্য আগের পরিস্থিতিতে যে সংবিধান তৈরী হয়েছিল, সেটা এখন ৩৭ বছর পরে এসে তাদের আর স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না। আগে ভারতের মানুষগুলি রামধনু গান শুনলেই রাস্তায় বেরিয়ে আসতো, গান্ধীবাদে মাতোয়ারা হয়ে

যেত। আজকে কিন্তু আগের মতো সেই ভাবাবেগ নাই। ভারতের মানুষগুলি আগের মতো ভাবাবেগে চলতে চাইছে না, তারা আজকে কিছুটা যুক্তির মধ্যে এসে পৌছেছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সংবিধান যারা যারা লিখেছিলেন, তারা তো ভবিষ্যত মানুষের পক্ষে কোন কোন জায়গায় কিছু লিখে গেছেন যেগুলি আজকে আর তাদের স্বার্থে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। কাজেই এই ধরনের সংবিধানকে তারা কেন মানবে? যে সংবিধান দিয়ে তাদের শ্রেণী স্বার্থরক্ষা হয় না সেই সংবিধানকে মানার কথা আসে কি করে? ভারতে আজকে সেই রকম একটা সরকার বসে আছে যাদের মধ্যে সংবিধান মানার কোন যুক্তি থাকতে পারে? কারণ ওরা ভাল করে জানেন, কোনটা সাংবিধানিক আর কোনটা অসাংবিধানিক। কতগুলি আমরা দেখছি, যেটা অশোক বাবু এই বিধানসভার মধ্যেই বলেছেন যে, বাজেট পেশ না করে ভোট অন এ্যাকাউন্টস আনা যায় না। আমার প্রশ্ন কিন্তু রাজ্য চলবে কি করে? আইনে সেই প্রভিশন আছে—তবু তিনি একটা বই কোথায় থেকে নিয়ে এসে দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, বাজেট পেশ না করে ভোট অন এ্যাকাউন্টস হয় না। আমরাও কিছু বই যোগার করে দেখিয়েছি যে, না বাজেট পেশ না করেও ভোট অন এ্যাকাউন্টস হয়। অশোক বাবু যে এই বইগুলির কথা জানেন না, তা নয়। তিনি জানেন, তবু রেফারেন্স হিসাবে এমন বইগুলি দেখালেন যেখানে উল্টোটা লেখা আছে। রাজ্যের কাজ চালাবার জন্য দুই তিন মাসের ভোট অন এ্যাকাউন্টস নেওয়া যায়। এটা আইনের প্রভিশন। এটা তারা করবেন, কেন না, ওটা দিয়ে যে তাদের স্বার্থরক্ষা হবে না, আর এগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলাই হল তাদের আসল কাজ। কাজেই এটা তাদের কোন ব্যাপারই নয়, তারা রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করছেন, গোটা ভারতের মানুষগুলিকে বঞ্চিত করছেন। সেজন্য গোটা ভারতের মানুষকে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং লড়াই করে তাদের চাহিদা, সেটা আদায় করতে হবে, এটাই হচ্ছে সঠিক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি ওদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পর্কে একথাগুলি বলছি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ যাতে কোন অবস্থাতেই দুই বেলা দুই মুঠো খেয়ে পড়ে না বাঁচতে পারে।

রাজ্যগুলির ঘাটতি হল কি না সেটা আলাদা কথা কিন্তু ছাড় দিতে হবে। আজকে যেখানে সংবিধানে উল্লেখ আছে যে আমরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা করব। প্রজাতন্ত্রের কথা লিখা থাকে সেই প্রজাতন্ত্রের প্রজাদের প্রজাত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাই আজকে দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক সেক্টারের হাত থেকে তুলে নিয়ে প্রাইভেট সেক্টারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আজকে উদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে উরা এই সব করছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বিধানসভায় এর আগেও এই রকম প্রস্তাব পাশ করেছি, বিবেচনার জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তু উরা কোন বিবেচনা করেন নাই। উরা মনে করেন যে এটা উদের জমিদারী, আমরা উদের প্রজা কিন্তু এই রাজ্যের উন্নতির জন্য কোনরূপ চিন্তা করতে রাজী

নয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজের কল দরকার—দরকার অন্যান্য শিল্প কারখানা গড়ে তোলার। যদি আমরা সেগুলি গড়ে তুলতে পারি তাহলে ত্রিপুরার বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের কিছুটা অন্তত ব্যবস্থা হতে পারে। একটা রাজ্যের সমস্ত বেকার ছেলেদের সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করা সেটা সম্ভব নয়। সেটা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আছে যেমন চীনে আছে সোভিয়েট রাশিয়াতে আছে। কিন্তু আমাদের এখানে নাই। আমাদের এখানে ট্রাইবেলরা যারা আছে তাদের জন্য গত ৩০ বছর যাবত কিছুই ভাবা হয় নাই, উরা কিছু করে নাই তাদের উন্নতির জন্য, তাদের জাতি হিসাবে বিকশিত করার জন্য, উরা উদের নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্যার, এই ব্যবস্থা শুধু আমাদের এই ত্রিপুরায়ই নয় এই ব্যবস্থা আজকে গোটা ভারতবর্ষের। কাজেই তাদের জন্য কিছু করতে গেলে রাজ্য সরকারের হাতে টাকার দরকার—কিন্তু স্যার, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত টাকা কেন্দ্রের হাতে কতগুলি ড্রেইন আছে সেই ড্রেইনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের হাতে সঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখান থেকে আর ফিরত আসছে না এবং সেখান থেকে ফিরত আসার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই রাজ্যগুলিকে তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং এই যে ব্যবস্থা এটা ঠিক নয় তার জন্য এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে তাই আমি যেমন এটাকে সমর্থন জানাচ্ছি আবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথা বলতে চাই যে, এই বিধানসভায় যে সব মাননীয় সদস্য আছেন শুধু তাদের কথায়ই এটা হবে না, তার জন্য গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। যেমন ভাবে আমরা অন্যান্য সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের, ঠিক তেমন ভাবে আজকে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। আজকে তার বিরুদ্ধে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি সংগে সংগে আবার আমি এই কথাও সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে ভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে তখন আমাদের লড়াই সংগ্রাম-এর মাধ্যমে আমাদের দাবী আদায় করতে হবে। এটা শুধু টাকার প্রশ্ন নয় এটাতে রাজ্যের পাওনার প্রশ্ন জড়িত, এই প্রস্তাবের সংগে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের ভাগ্যের প্রশ্ন জড়িত, তাই আমাদের কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে আমাদের সকলকে এক হয়ে আদায় করতে হবে এই বলে প্রস্তাবকে আবার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় পূর্তমন্ত্রী

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান – মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আজকে এই যে ৩০ কোটি টাকার ব্যাপারে যে প্রশ্ন এসেছে বা যে দাবী ওঠেছে আজকে ত্রিপুরা এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যটি ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম রাজ্য।

এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজন আছে। শুধু তাই নয় এর সংগে সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িত আছে। সংবিধান অনুযায়ীই কমিশন গঠিত হচ্ছে এবং সেই অর্থ কমিশনের রিকমেনডেশন ভারত সরকার কার্য্যকর করতে সাংবিধানিক মতে বাধ্য। কিন্তু আমরা দেখি তারা সেই রিকমেনডেশন কার্য্যকর করলেন না। আমাদের রাজ্য অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য, বন্চিত রাজ্য, দারিদ্র রাজ্য। বড় বড় রাজ্যের কাছে এই ৩০ কোটি টাকর মূল্য ততটা নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে এর মূল্য যথেষ্ট। দিল্লীর ক্ষমতায় যারা বসে আছেন তারা প্রায়ই পবিত্র সংবিধানের কথা বলেন। এর পরিবর্ত্তণ হয় না। ৫০ বার অন্ততঃ তাদের প্রয়োজনে সংবিধানকে পরিবর্ত্তন করেছেন। আমাদের মত দরিদ্র রাজ্যের মধ্যে ৫০ হাজার শিক্ষিত বেকার, আর অর্ধ শিক্ষিত মিলে প্রায় ৮০ হাজার বেকার আছে। গ্রামের মধ্যে তিন সাড়ে তিন লক্ষ ক্ষেত মজুর, দিন মজুর বেকার আছে। এখানে কয়েক কিলোমিটার রেল লাইন আছে। পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নাই এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরক পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হয়। বাহির থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রীয় বেশী দামে আনতে হয়। গ্রামের কৃষকরা যে উৎপাদন করে, উৎপাদিত জিনিসের দাম সব চাইতে কম। কাজেই ৩০ কোটি টাকার মূল্য অনেক খানি। ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষিত বেকার প্রায় আড়াই কোটি তার সংগে গ্রামীণ বেকার মিলিয়ে ১৩/১৪ কোটি হবে। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যান্য গরীব রাজ্যও আছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে পুঁজি নিয়োগ কম হচ্ছে। গুজরাট মহারাষ্ট্র সেখানে একটা প্রোজেকটের জন্য, একটা কারখানার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় আমাদের রাজ্যে যে হারে বিনিয়োগ করছে তাতে এই রাজ্যের যে উন্নয়নের গতি দেখছি তাতে বলা যায় এই রাজ্যকে উন্নত করতে কয়েকশো বছর লাগবে। বিধানসভায় কাগজ কল, রেল লাইন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সবশেষ খবর ওরা বলছে যে পেঁচার থল পর্য্যন্ত রেল আসবে। মাত্র ৭ মাইল কুমারঘাট পর্য্যন্ত কবে হবে বলতে পারছে না। আমরা হয়তো মরে ভুত হয়ে যাব। ১৯৫৮ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে রেলের জন্য আন্দোলন করেছি। ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীনতার পর বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরাকে রেললাইন দ্বারা সংযুক্ত করা হবে। দশ বছর অপেক্ষা করার পর ১৯৫৮ সালে আন্দোলন করলাম। আমাদের মত গরীব রাজ্য যেখানে মানুষ অনাহারে মরে, কাজ পায় না সেখানে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ঐ এশিয়ান গেমসের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। বন্চিত নিপীড়িত মানুষের টাকা দিয়ে পাঁচ তারা হোটেল করছে যেখানে একদিনে ৫০০ টাকা খরচ হয়। আমার রাজ্যে প্রতিদিন গরীব মানুষ দিন মজুর আমাদের কাছে আসছে এবং বলছে যে আমরা মন্ত্রীদের দয়া চাই না, আমরা চাই কাজ। পরিশ্রম করে নিজেদের পরিবার এবং নিজে বাঁচতে চাই। ভারতের সংবিধানে যে বিধান আছে সেই বিধান আছে সেই বিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলি টাকা পাচ্ছে না, বন্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর-

পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বন্চিত। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বেশীর রাজ্যই ট্রাইবেল অধ্যুষিত। আজকে এখানে উগ্রপন্থী, এক্সট্রিমিস্টদের কথা বলা হচ্ছে। তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? আজকে ওরা ভাবছে যে ৩৭ বছরে আমাদের কি হয়েছে? আজকে ৩৭ বছর পর আমাদেরকে জুম চাষ করতে হয়, ইতুঁরে জুম খেলে আমার উপায় নাই। আমার কি হল? আমাদের ভারতের সংগে থেকে লাভ কি? আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সি. আই. এ, ওদেকে বুঝাচ্ছে যে ভারতের সংগে থেকে লাভ কি? এইভাবে তারা নাগাল্যাণ্ড, আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব সর্বত্র শ্লোগান তুলছে কোথাও খালিস্তান, কোথাও স্বাধীন ত্রিপুরা আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য খুনি বাহিনী সৃষ্টি করছে। দিল্লীতে কংগ্রেস ৩৭ বছর এবং ত্রিপুরাতে ৩০ বছর রাজত্ব করেছে। দিল্লীর কংগ্রেস সরকার রাজ্যগুলির ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে দিয়েছে। রাজ্যগুলি তার ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। কেন্দ্রের হাতে নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় থাকবে। বাকী ক্ষমতা রাজ্যের হাতে দেওয়া দরকার। সমস্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক তাদের হাতে। আমরা এই বিধানসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েক হাজার রিক্সা শ্রমিক যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের অর্দ্ধেক টাকা রাজ্য সরকার মুকুব করে দেবেন আর বাকী অর্ধেক টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তো রাজী হলেন না। এ' টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি তাদেরকে তো দেখছি হাজার হাজার কোটি টাকা সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে, বেকডেটেড বলে ব্যাঙ্কের টাকা মুকুব করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বেলা হচ্ছে না কেন? কেন্দ্রে এই ৩৭ বছর কংগ্রেসী শাসনের ফলে আজকে এই ত্রিপুরায় দারিদ্র, বেকারত্ব এবং অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি রয়েছে। আমাদের এখানে শিক্ষা সম্প্রসারণ হয় নাই, হাসপাতালগুলিতে ঔষধপত্র পাওয়া যায় না। সমগ্র হাসপাতালে ঔষধপত্র ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না।

যে সমস্ত কোম্পানীগুলি ঔষধ সরবরাহ করে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা সরকারের কাছ থেকে পাবে। আজকে হাজার হাজার ভূমিহীন রয়েছে, গৃহহীন রয়েছে, ২০ হাজারের মত জুমিয়া পরিবার রয়েছে, তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এই সমস্ত জরুরী-ভিত্তিক সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৩০ কোটি টাকা চেয়েছি। আজকে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার মুষ্টিগত করে রাখবে আর রাজ্য সরকারগুলি বার বার টাকার জন্য তাদেরকে ধর্ণা দেবে এটাতো হতে পারে না। পরিকল্পনা কমিশন দিল্লীতে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। সেই আলোচনা সন্তোষজনক না হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ওয়াক আউট করলেন এই বৎসরের পরিকল্পনার জন্যও আমরা ওদের কাছে বেশী টাকা পয়সা চেয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মত অনগ্রসর রাজ্যে প্রচুর করণীয় কাজ রয়েছে, এখানে প্রচুর বেকার রয়েছে সুতরাং সামগ্রিক উন্নতির জন্য আমাদের অনেক টাকার দরকার, আমাদেরকে এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে।

সংবিধানে লেখা আছে যে সমস্ত রাজ্যগুলি পশ্চাদপদ সেগুলির উন্নতির জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। আমরা তো ভিক্ষা চাই না দয়া চাই না। পরিকল্পনা কমিশন থেকে আমাদের বলা হল ১৯৮৩-৮৪ ইং সালে যে টাকা আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেই টাকাই দেওয়া হবে, তার বেশী নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা বৈঠক থেকে ওয়াক-আউট করলেন। আমার জানা নেই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এ রকম একটি আলোচনা বৈঠক থেকে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াক করেছিলেন কিনা। ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যের প্রতিবাদে ত্রিপুরাবাসী তথা সমস্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এরকম একটি আলোচনা বৈঠক ওয়াকআউট করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও তার ফয়সালা হলো না। আমরা ৭০ কোটি টাকা পাব বলে ধরে নিয়ে মার্চ মাসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছিলাম। সে টাকাও আমাদের দেওয়া হয় নি। যে কথা উনারা বলেন সে কথাও উনারা রাখেন না। আজকে এই ৩০ কোটি টাকা পেলে কি ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা স্বর্গরাজ্য বানিয়ে ফেলতে পারব? তা তো নয়। আসলে এটা আমাদের অধিকারের প্রশ্ন।

ত্রিপুরা দরিদ্র রাজ্য, তাই এই ৩০ কোটি টাকার অনেক দাম আছে। ত্রিপুরা উন্নতির জন্য যদি আমরা ২ কোটি টাকা বেশী খরচ করি, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে চোখ রাঙ্গান যে টাকা বাঁধ করে দেব। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তো ১৭০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন, আগামী বছরে তা বেড়ে হয়তো ৪ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছবে। এই ঘটতি বাজেট পূরণ করা জন্য তারা হয়তো বিদেশ থেকে খন আনতে পারবেন, কিন্তু আমরা তো ৪ পয়সাও অন্য থেকে আনতে পারব না। এমনকি হরিয়ানা থেকে যদি নগদ পয়সায় খাদ্য দ্রব্য কিনে আনতে চাই তাওতো আমরা পারি না। কোন রাজ্যকে যদি রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিশাতে একগণ্ডা জায়গাতে স্কুল ঘর তৈরী করতে চায়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এই ভাবে চতুর্দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করে রেখেছেন। কাজেই আমাদের এই সাংবিধানিক অধিকারগতের প্রশ্নে অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে, বৈষম্য এবং বনচনা নিরসনের প্রশ্নে আগামী দিনে এই বিধানসভায় আরও প্রস্তাব পাশ করতে হবে এবং বিধানসভার বাইরেও ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হতে হবে। আজকে যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় এনেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় যদি তাঁর জবাব ভাষণ রাখতে চান, তাহলে রাখতে পারেন।

শ্রীভানুলাল সাহা—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বক্তব্য রাখছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো।

"ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশকৃত ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার বরাদ্দ (১৯৮৪-৮৫ইং অর্থ বর্ষের) অবিলম্বে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া দাবী পুনর্বিবে করতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারে অনুরোধ করছেন।"

(রিজলিউশা নটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এই সভা আগামী ২৫শে মার্চ, সোমবার, ১৯৮৫ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 5

Name of M. L. A. Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon 'ble Minister-In-Charge of the P.W. Deyartment be pleased to State.

১) প্রশ্ন : উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্যন্ত রাস্তাটি নিম্মাণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

১) উত্তর : সঠিক সময় এখন বলা সম্ভব নয় কারণ উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ কর্তৃক রাস্তাটির সম্পূর্ণ অংশের মঞ্জুরী এখনো পাওয়া যায় নাই।

২) প্রশ্ন : ঐ রাস্তাটির দৈর্ঘ্য মোট কত কিঃ মিঃ হবে এবং

২) উত্তর : ২৫.২২ কিঃ মিঃ

৩) প্রশ্ন : তারমধ্যে কত কিলোমিটার রাস্তার মাটি কাটা হয়েছে এবং কত কিঃ মিঃ রাস্তার মাটি কাটা এখনও হয়নি ?

৩) উত্তর : ক) কিঃ মিঃ রাস্তার মাটির কাজ শেষ হয়েছে।

খ) ১.৭৬ কিঃ মিঃ মাটির কাজ অগ্রগতির দিকে।

গ) বাকি ১৭.৪৬ কিঃ মিঃ রাস্তার মাটির কাজ এখনও আরম্ভ করা হয়নি।

Admitted Starred Question No. 6.

Name of member : Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be pleased to state.

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সেচের আওতাভুক্ত কত হেক্টর কৃষি জমিতে ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছরে বোরো ধানের চাষ করা সম্ভব হয়েছে ?

২। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে সেচের আওতাভুক্ত কত হেক্টর জমিতে বোরোধান চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ; এবং

৩। ১নং এবং ২নং প্রশ্নে বর্নিত সেচের আওতাভুক্ত বোরো ধান চাষ কৃত ভুমি ত্রিপুরার মোট সেচের আওতাভুক্ত ভূমির শতকরা কত ভাগ তার হিসাব ?

ANSWER

Minister Incharge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সেচের আওতাভুক্ত আনুমানিক ২৫,৫০০ হেক্টর জমিতে ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছরে বোরোধানের চাষ করা সম্ভব হয়েছিল (মৌসুমী বাঁধ ওভারফ্লো ইত্যাদি সহ)।

২। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে সেচের আওতাভুক্ত জমিতে বোরোধান চাষ করার যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

	ব্লকের নাম	জমির পরিমাণ (হক্টরে)
১।	পানিসাগর	৫৫০
২।	কাঞ্চনপুর	২০০
৩।	কুমারঘাট	১২০০
৪।	ছামনু	৬৭০
৫।	সালেমা	৫০০
৬।	খোয়াই	১৫৫০
৭।	তেলিয়ামুড়া	১৯৫০
৮।	জিরানিয়া	২০০০
৯।	মোহনপুর	৯০০
১০	বিশালগড়	৩৮০০
১১।	মেলাঘর	৩৭০০
১২।	ননব্লক	১৮০
১৩।	মাতার বাড়ী	৩৯০০
১৪।	অমরপুর	১৪৫০
১৫।	ডুম্বুর নগর	৩৫০
১৬।	বগাফা	১৪০০
১৭।	রাজনগর	১০৫০
১৮।	সাঁত চাঁদ	১২৫০
	মোট ত্রিপুরা—	২৬,৬০০

৩। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে সেচের আওতাভুক্ত বোরো ধান চাষকৃত জমি মোট সেচের আওতাভুক্ত জমির আনুমানিক শতকরা ৬১'৮৯ ভাগ ছিল। ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী সেচের আওতাভুক্ত বোরো ধানের জমি মোট সেচভুক্ত জমির শতকরা ৬২ ভাগ ধার্য্য করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. (31)

Name of the M. L. A.—শ্রীসৈয়দ বসিত আলি।

Will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। কৈলাসহর টাউন সংলগ্ন স্থানে ডায়েরী সেন্টার স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ এবং কোথায় স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister Incharge—Shri Abhiram Debbarma.

১। কৈলাসহর টাউন সংলগ্ন কোনও স্থানে সরকারের আপাততঃ কোন ডেয়ারী সেন্টার চালু করার পরিকল্পনা নাই তবে কৈলাসহর সংলগ্ন চিনি বাগান এলাকায় বেলকাম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি N.C.D.C. হইতে সাহায্য নিয়া চিনি বাগান এলাকায় একটি ডায়েরী সেনটার চালু করার পরিকল্পনা নিয়াছেন।

২। ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের শেষ নাগাদ সেনটারটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Admitted Starred Question No. 44

Name of Member—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

QUESTION

১। শিল্প বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যে কতটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে ? (স্থানের নামসহ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।)

২। খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে একটি সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ সরকার নিবেন কি ?

ANSWER

১। শিল্প বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যে মোট ৯ (নয়)টি সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। স্থানের নামসহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক)	কৈলাসহর মহকুমার কৈলাসহরে—	১টি
খ)	কমলপুর মহকুমার কমলপুরে—	১টি
গ)	খোয়াই মহকুমার খোয়াই ও তেলিয়ামুড়ায়—	২টি
ঘ)	সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরে—	১টি
ঙ)	উদয়পুর মহকুমার উদয়পুরে—	১টি
চ)	অমরপুর মহকুমার অমরপুরে—	১টি
ছ)	বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়ায়—	১টি
জ)	সাব্রুম মহকুমার সাব্রুমে—	১টি

২। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুরে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র খোলার কোনও পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No. 45

Name of Member—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

QUESTION

১। বর্তমানে রাজ্যে কতটি চা-বাগান আছে ?

২। এর মধ্যে কতটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং কতটি সরকারী পরিচালনাধীন ?

৩। খোয়াই বিভাগের খোয়াই চা-বাগান ও কল্যাণপুর চা-বাগানের উন্নতি সাধনে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৪টি চা-বাগান আছে।

২। উক্ত চা-বাগানগুলির মধ্যে ৪৩টি বেসরকারী মালিকানাধীন, ৯টি শ্রমিক সমবায় ভিত্তিক এবং ২টি ত্রিপুরা চা-উন্নয়ন নিগমের পরিচালনাধীন।

৩। খোয়াই চা-বাগানে সম্প্রতি একটি শ্রমিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখন পর্যন্ত ঐ সমবায় সমিতিকে সরকার হইতে কোনও রূপ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় নাই। প্রকাশ থাকে যে উক্ত শ্রমিক সমবায় সমিতি এখন পর্য্যন্ত কোনও সাহায্যের জন্য আবেদন করে নাই।

কল্যাণপুর চা-বাগান বেসরকারী মালিকানাধীন হেতু উহার উন্নতির জন্য কোনও আর্থিক সাহায্য বিবেচনা করা হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চা-বাগানগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অথবা ফাইনান্শিয়েল ইন্সটিটিউশন হইতে ঋণ গ্রহণ করে।

Admitted Starred Question No. 52

Name of Member—Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

ক) রাজ্যে খাদ্য শস্যের (চাল ও গম) উৎপাদনের পরিমান কত ? (১৯৮১-১১৮৪ পর্যন্ত পৃথক পৃথক হিসাব)।

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury).

ক) ১৯৮১-৮২ হইতে ১৯৮৩-৮৪ ইং পর্যন্ত রাজ্যে চাউল ও গমের উৎপাদনের বৎসর ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

(মে: টন হিসাবে)

বৎসর	চাউল	গম	মোট খাদ্য শস্যের পরিমাণ
১৯৮১-৮২	৩,৫০,০৩৮	৮,১০০	৩,৫৮,১৩৮
১৯৮২-৮৩	৪,১৯,৬৫০	৬,০০০	৪,২৫,৬৫০
১৯৮৩-৮৪	৩,৭৮,৬০০	৫,৬৪০	৩,৮৪,২৪০

Admitted Starred Question No. 73

Name of M. L. A.—Sri Mono Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : ১৯৮৫ ইং সনে কাঞ্চননগর বেতাগা ভায়া লাউগাঙ রাস্তাটি মেরামত করার এবং প্রশস্থ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২। উত্তর : প্রশস্থ করা এবং ইম্প্রুভমেণ্ট করার কাজ আগামী ৮৫-৮৬ সালে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন : না থাকিলে তাহার কারণ।

৩। উত্তর : ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন : চিত্তামারা হইতে বীরচন্দ্র ভায়া পাটখলা রাস্তাটি ইট বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪। উত্তর : হ্যাঁ। আগামী ৮৫-৮৬ সালে কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 80

Name of Member—Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। ফটিকরায় বাজারে ব্যবসায়ীদের জন্য নির্মিত শেড্গুলি ভেঙ্গে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় সেগুলি পুনর্নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। কাঞ্চনবাড়ী বাজারে ব্যবসায়ীদের জন্য শেডগুলির নির্মাণ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। পুনর্নির্মানের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কাঞ্চনবাড়ী বাজার শেডের কাজ অসমাপ্ত থাকার মূলে ইঞ্জিনীয়ারিং মালপত্র সময়মত না পাওয়ায়। আশা করা যায় চলতি মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হইবে।

Admitted Starred Question No. 85

Name of Member—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। সম্প্রতি খাস চৌমুহনী বাজারে সেল হল ঘর নির্মান করার জন্য কণ্ট্রাকটার নিযুক্ত করা হইয়াছিল কি ?

২। হয়ে থাকলে উক্ত সেল হল ঘর নির্মানের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। হাঁা।

২। স্থান নির্বাচনে বিরোধ দেখা দেওয়ায় নির্মান কাজ শুরু করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 86

Name of Member—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। সোনামুড়া সেল হল ঘরটি ভেঙ্গে নূতন করে গড়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। সোনামুড়া বাজারে কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্মিত কোন সেল হল নাই। কাজেই সরকার কর্তৃক ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 105

Name of Member : Sri Sunil Kr. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state-

১। ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাঙ্গাছড়া ও মহারাণীপুরের— watershed management এর কাজ কতদুর সম্পন্ন করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। রাঙ্গাছড়া ও মহারাণীপুর ওয়াটার শেড্ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং তারিখ পর্যন্ত যে সকল কাজগুলি সুস্পন্ন হয়েছে তাহা এইরূপ :—

কাজের বিবরণ	রাঙ্গাছড়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা	রাঙ্গাছড়া অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	মহারাণীপুর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা	মহারাণীপুর অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
১। ভূমি ও জল সংরক্ষণের কাজ				
ক) গ্রেড্ড বাঁধ	১২০ কানি	১১২·৫ কানি	৯৩৭ কানি	২৬৮·৭৫ কানি
খ) লুঙ্গা জমিপুন-উদ্ধার	৪৬২ ”	৪৬২ ”	১৫০ ”	১৫০ ”
গ) পরিধির নালা	২৩·২০ কিমি	২১·৪০ কিমি	২২ কিমি	৯·৬ কিমি
ঘ) জলাধার	লক্ষ্যমাত্রা ছিলনা	৩টি	৭টি	২টি
ঙ) ভূমি উন্নয়ন	ঐ	৭৫ কানি	—	—
চ) জল নিকাশী নালা	০·৫ কিমি	০·৫ কিমি	—	—

কাজের বিবরণ	রাঙ্গাছড়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা	রাঙ্গাছড়া অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	মহারাণীপুর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা	মহারাণীপুর অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
২। ফলের চাষ ও ফল বাগান				
ক) মাদার অরচারড্	১টি	১টি	১টি	১টি

খ) নারকেলের চারা বিতরণ	৩,০০০	২,৫০০	১৫,০০০	১০,০০০
গ) লিচুর চারা বিতরণ	৩০০০	৭৮৮০	১২,০০০	১১,০৭৯
ঘ) কমলালেবুর চারা বিতরণ	১০,৫০০	১০,২০০	১,০০০	১,০০০
ঙ) পেপের চারা বিতরণ	৭০০	৬৫০	—	—
চ) আনারসের তেউর বিতরণ	৫০,০০০	৫০,০০০	৩০,০০০	২৪,৬০০
ছ) আমের চারা বিতরণ	—	—	লক্ষ্যমাত্রা ছিলনা	১০০

কাজে বিবরণ	রাঙ্গাছড়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষমাত্রা	রাঙ্গাছড়া অর্জিত লক্ষমাত্রা	মহারাণীপুর নির্দ্দিষ্ট লক্ষমাত্রা	মহারাণীপুর অর্জিত লক্ষমাত্রা
৩। কৃষি ফসলের প্রদর্শনী ও মিনিকিট বিতরণ				
ক) আড়হর ডালের বীজ		৯৮ কেজি,		৪০০ কেজি,
খ) ধান ”		৩৫০ ”		১১১০ ”
গ) মেস্তা		৪০ ”		—
ঘ) বাদাম		২৫০ ”		—
ঙ) সরিষা	৫ মে: টন	৫১২ ”	৩ মেঃ টন	১৭৪ ”
চ) তিল		১৩৭ ”		—
ছ) ভুট্টা		২০০ ”		১৫০ ”
জ) মাসকলই		১০০০ ”		১০২৫ ”
ঝ) মুগ—		৫০০ ”		—

ঞ)	আলু—	১২০০ ,,			—
		৪২৮৭ কে.জি.			
ট)	আঁখ	১৮৯০০ কে.জি.			
ঠ)	গম বীজ —	—	—		৮০ কে.জি,
ড)	অন্যান্য ডাল বীজ				৬০ ”
ঢ)	সব্জীর বীজ				৪ ”
					৩০০৩ কে.জি.
৪।	কৃষি কাজের জন্য কলের লাঙ্গল	২টী	২টী	১টী	২টী
৫।	যোগাযোগের রাস্তা	১ কি,মি,	১ কি,মি,	২.৭ কি,মি,	৩ কি,মি,
৬।	শ্রম দিবস সৃষ্টি	—	৩৯.৩০৫	—	৩৭৫৭৫

Admitted Starred Question No. 117

Name of M.L.A. : Sri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of thc PWD be pleased to state-

১। প্রশ্ন : সারারাজ্য টাউনহলগুলির মধ্যে কোন কোন টাউনহলের নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য কত টাকা আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে তার হিসাব,

১। উত্তর: টাউনহল নির্মাণ কার্যের জন্য নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি হইতে প্রাপ্ত টাকার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক)	কমলপুর টাউনহল	—	৫,৫৪,৩৫৩ টাকা।
খ)	ধর্মনগর ,,	—	৫,০০,০০০ ”
গ)	কৈলাসহর ,,	—	৫.৫০,০০০ ”
ঘ)	খোয়াই ,,	—	৮,৫০.৯০০ ”
ঙ)	আগরতলা ,,	—	৩১,৭৯,৪১০ ”
চ)	অমরপুর ,,	—	৫,০০,০০০ ”
ছ)	উদয়পুর ,,	—	৪,৯১,২৯৫ ”

জ) সোনামুড়া ,,	—	৪,৫০,০০০ ”
ঝ) বিলোনিয়া ,,	—	৫,৫০,০০০ ”
ঞ) সাব্রুম ,,	—	৫ ৫০,০০০ ”

১। প্রশ্ন : উক্ত টাউনহলগুলির মধ্যে কোন কোন হলের নির্মাণ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন্ কোন্ হলের কাজ এখনও অসমাপ্ত আছে তার বিবরণ,

২। উত্তর : যে সকল টাউনহলের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) ধর্মনগর টাউনহল।

খ) খোয়াই ,,

গ) উদয়পুর ,,

যে সকল টাউনহলের নির্মাণ কার্য্য অসমাপ্ত রয়েছে তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) কমলপুর টাউনহল।

খ) কৈলাসহর ,,

গ) আগরতলা ,,

ঘ) অমরপুর ,,

ঙ) সোনামুড়া ,,

চ) বিলোনিয়া ,,

ছ) সাব্রুম ,,

৩। প্রশ্ন : যেগুলির নির্মাণ কার্য্য এখনও অসমাপ্ত আছে সেগুলির নির্দ্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

৩। উত্তর : নির্দ্ধারিত সময়ে টাউনহলগুলির নির্মাণ কার্য্য শেষ না হওয়ার কারণ নিম্নে দেওয়া হইল

কমলপুর টাউনহল : আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য এবং উক্ত কাজের ঠিকাদার কর্তৃক শিলিং এর কাজ সময়মত করিতে না পারার জন্য।

কৈলাসহর টাউনহল : চুক্তিপত্রে নির্দ্দিষ্ট কাজের ভলিউম ভেঙ্গে যাওয়ায় নির্দ্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি।

আগরতলা টাউনহল : এই কাজটির একস্টিক্স ট্রিটমেন্ট, ভেন্টিলেশন, মিউরেল ইত্যাদি কাজের জন্য বাইরের এক্সপার্টের পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। বর্তমাণ মিউরেটিং এবং ভেন্টিলেশন ছাড়া অন্যান্য কাজ শেষ হওয়ার পথে।

অমরপুর টাউনহল : এই কাজ আরম্ভ করার পর নোটিফায়েড্ এরিয়া অথরিটি সিটিং এরেঞ্জমেন্ট বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান। এই ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করার জন্য বেশ

কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকে। পরে সিটিং এরেঞ্জমেন্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এই সিদ্ধান্তে আসারপর পুনরায় কাজ আরম্ভ হয়। অনেকদিন কাজ বন্ধ থাকার ফলে প্রথম ঠিকাদার কাজ চালিয়ে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করায় পুনরায় দরপত্র আহ্বান করে নতুন ঠিকাদারকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে হয়।

সোনামুড়া টাউনহল : মাটি পরীক্ষা করার পর নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃক নির্ব্বাচিত জায়গাটি টাউনহল নির্ম্মানের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় এবং এখনও কোন ভাল জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় এই কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

বিলোনিয়া টাউনহল : ঠিকাদারের আকস্মিক মৃত্যুতে কাজটি অসমাপ্ত ছিল। বর্ত্তমানে বাকী কাজ পুনরায় হাতে নেওয়া হয়েছে

সাব্রুম টাউনহল : প্রাথমিক অবস্থায় জায়গা বাছাই করিতে কিছু সময় নষ্ট হয়েছিল। ফলে কাজটি সময়মত শেষ করা সম্ভব হয়নি।

Admitted Starred Question No. 121

Name of member : Shri Bhanu Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state-

QUESTION

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে সরকার সমগ্র রাজ্যে নারিকেল চাষের জন্য কি উদ্যোগ নিয়েছেন তার বিবরণ ;

২। এই চাষের জন্য সরকার জনসাধারণকে কি কি সুবিধা প্রদান করেন তার বিবরণ ;

ANSWER

Minister in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে সরকার কর্তৃক রাজ্যে নারিকেল চাষের জন্য যে

সকল উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

কৃষকদের মধ্যে নায্যমূল্যে নারি কলের চারা বিতরণ করা হইয়াছে।

স্বল্পমূল্যে নারিকেলের চারা বিতরনের উদ্দেশ্যে বহিঃ রাজ্য হইতে ভালজাতের নারিকেলের বীজ সংগ্রহের জন্ম পরিবহন খরচ ভর্তুকী হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে।

স্থানীয় নারিকেল চাষীদের নিকট হইতে নায্যমূল্যে ভালজাতের নারিকেল বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সংগৃহীত বীজ হইতে রাজ্যের সরকারী ফল বাগানে চারা উৎপাদন করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের অধীন নারিকেল উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ত্রিপুরার নারিকেল চাষীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতি হেক্টর নারিকেল চাষের প্রারম্ভিক পাঁচ বৎসরের সর্বোচ্চ ১২,৫০০ টাকা খরচের উপর শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকী দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে খাস জমিতে নারিকেল চাষের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের পুর্ণবাসনের প্রস্তাব ৭ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রাজ্যের নারিকেল চাষীদের মধ্যে ভাল জাতের নারিকেল চারা বিতরণের উদ্দেশ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের আর্থিক অনুদানে পরিচালিত নারিকেলের বীজ খামার এলাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

উপজাতি ও তপশিলি জাতি নারিকেল চাষীদের বিনামূল্যে নারিকেল চারা বিতরণ করা হইয়াছে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় নারিকেল উন্নয়ন বোর্ড আগরতলায় একটি আঞ্চলিক অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

নারিকেল উন্নয়ন বোর্ড জিরানীয়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বেলবাড়ীতে ৪০ হেক্টর পরিমিত জায়গায় একটি আধুনিক নারিকেলের প্রদর্শনী খামার ও নারিকেল চারা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য প্রয়োজনীয় ৪০ (চল্লিশ) হেক্টার খাস জমি ত্রিপুরা সরকার বিনা মূল্যে নারিকেল উন্নয়ন বোর্ডকে হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৫ (পাঁচ) হেঃ পরিমিত জায়গায় নারিকেল উন্নয়ন বোর্ড ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্দ্যোগে প্রতি বছর ১ (এক) লক্ষ উন্নত মানের নারিকেলের চারা উৎপাদনের উদ্দ্যোগ

নেওয়া হইয়াছে।

২। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির সবরকম সুবিধা নারিকেল চাষীরা ভোগ করিবেন।

Admitted Starred Question No. 125

Name of Member—Smti. Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state.

QUESTION

১। কমলপুর মায়াছড়ি গ্রামে দিয়াশলাই তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ;

২। ঐ কারখানায় কতজন বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে ; এবং

৩। উক্ত কারখানায় বাৎসরিক উৎপাদন কত ?

ANSWER

১। কমলপুর মায়াছড়ি গ্রামে দিয়াশলাই তৈরীর কারখানা স্থাপনে কোনরূপ সরকারী অর্থ ব্যয়ীত হয় নাই।

২। উক্ত কারখানা ঘরটি এখনও চালু হয় নাই ; চালু হইলে ৬০ জন মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে।

৩। যেহেতু কারখানা ঘরটি এখনও চালু করা হয় নাই সেহেতু উৎপাদনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 127

Name of the M. L. A.—শ্রীমতি গীতা চৌধুরী

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাধাকিশোরনগর ক্যাটেল ফার্মের প্রারম্ভ থেকে ১৯৮৪ ইং পর্যান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ ঐ ফার্মকে মোট কত টাকা অনুদান দিয়েছেন তার হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge—Shri Abhiram Debbarma.

১। উক্ত সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদ থেকে ক্যাটেল ফার্মের জন্য ৬৫.৯৫ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গিয়েছে।

Admitted Starred Question No. 128

Name of Member—Smti. Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

QUESTION

১। গত ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ইং তারিখে ধর্মনগরস্থিত পূর্বাশার শাখার কত টাকার পণ্যাদি চুরি হয়েছে ? এবং

২। উক্ত চুরির ব্যাপারে কোন তদন্ত হয়েছে কিনা ?

৩। হলে তার রিপোর্ট ?

ANSWER

১। গত ১১-১২-৮৪ ইং তারিখে ধর্মনগর পূর্বাশা বিক্রয় কেন্দ্র হইতে নগদ ১,৫৯৩·১৩ টাকা এবং প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী ৫২,১৫৩·৪০ টাকার পণ্য সামগ্রী চুরি গিয়াছে।

২। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 154

Name of the M. L. A.—শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION

১। জম্পুইজলা সাব ব্লক অন্তর্গত মধ্য ঘনিয়ামারা গাঁওসভার অধীনে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge—Shri Abhiram Debbarma.

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 156

Name of M. L. A.—Sri Buddha Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : জম্পুইজলা সাব্ ব্লক অন্তর্গত রতনপুর গাঁওসভা গাবদি বাজার হইতে গোবিশ পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে পূর্ত্ত বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে কিনা ?

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে উক্ত রাস্তার সংস্কারের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হবে।

২। উত্তর : উক্ত রাস্তাটির জরীপের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অর্থানুমোদন সাপেক্ষ আগামী আর্থিক বছরে এই কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 157

Name of Member—Shri Buddha Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state.

QUESTION

১। জম্পুইজলা সাব ব্লক অন্তর্গত রতনপুর গাঁওসভা, উজান পাঠালিয়া গাঁওসভার ভিতরে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। আগামী ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। ১নং ও ২নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে পুন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 161

Name of M. L. A.—শ্রীতারিনি মোহন সিনহা।

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION

১। নালকাটা পশুপালন মিশ্র ফার্মে বর্তমানে কি কি জাতের পশু আছে ও তাদের সংখ্যা কত,

২। উক্ত ফার্মে বর্তমানে কতজন সরকারী কর্মচারী ও কতজন শ্রমিক আছে,

৩। উক্ত ফার্মে সরকারী ব্যয়ে নির্মিত ঘরগুলি ব্যবহৃত না হয়ে তালা বন্ধ অবস্থায় থাকার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge—Shri Abhiram Debbarma.

১। নালকাটা মিশ্র পশু পালন খামারের পশুগুলির হিসাব :—

ক) বলদ—১১টি, খ) শুকর—২৯টি।

২। উক্ত ফার্মে মোট ১৬ জন কর্মচারী আছেন। তন্মধ্যে ৩ জন অফিসার (২ জন গেজেটেড শ্রেণীভুক্ত), ৩ জন ষ্টকসুপারভাইজার ও ১০ জন ডি. আর. ডাবলিউ আছেন। এছাড়াও দৈনিক ৫৫ জন শ্রমিক এস. আর. ই. পি.-তে কাজ করিতেছেন।

৩। নালকাটা মিশ্র ফার্মে একটি মাত্র অফিস ঘর আছে। এবং বাকি সব শুকর ইত্যাদি রাখিবার ঘর। কাজেই ঐগুলি তালা বন্ধ থাকে না।

Papers laid of the Table
(Questions & Answers)
Admitted Sterred Question No. 163

Name of Member— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Science, Technology and Environment Department be Pleased to state-

QUESTION

১। রাজ্যের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার এপর্যন্ত কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন,

২। এটা সরকার অবগত আছেন কিনা যে শহরের জনবসতি অঞ্চল সমূহে ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে গজিয়ে ওঠা ছোট ছোট কারখানা ইত্যাদির ধোঁয়া, গ্যাস্ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করছে,

৩। জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলে এইসব কলকারখানা স্থাপনের অনুমোদন বা ছাড়পত্র মঞ্জুর করার পূর্বে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয়টি পরীক্ষা করা হয় কিনা ?

ANSWER

১। রাজ্যের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ' নামক একটি দপ্তর খুলিয়াছেন। তাছাড়া রাজ্যের কতগুলি দপ্তরের কিছু কিছু কর্মসূচী ইতিমধ্যেই চালু করা হইয়াছে।

২। হ্যাঁ, সরকার অবগত আছেন।

৩। ইহা সত্য যে পূর্বে কলকারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশ দূষিত হওয়ার ব্যাপারে ততটা নজর দেওয়া হয়নি এবং সেইহেতু জনবসতি অঞ্চলে প্রচুর কলকারখানা বিদ্যমান।

বর্তমানে সরকার এই বিষয়ে খুব সচেতন এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর স্থাপন করা হইয়াছে। এই দপ্তর কলকারখানা স্থাপনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে উপযুক্ত নির্দেশ দিবে।

Admitted Starred Question No. 167

Name of M.L.A.—Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be Pleased to State—

QUESTION & ANSWER

১। প্রশ্ন—উদয়পুর টাউনহল নির্মাণে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল।

১। উত্তর—উদয়পুর টাউনহল নির্মাণে ৪,১৭,০০০ টাকার এস্টিমেট অনুমোদিত হইয়াছিল। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির নিকট হইতে এই কাজের জন্য মোট ৪,৯১.১৯৫,২৩ টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

২। প্রশ্ন—তারমধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

২। উত্তর—তার মধ্যে ৪,৭৪,৮৭২.৪৩ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩। প্রশ্ন—কোন ঠিকাদার দ্বারা এই টাউনহল নির্মাণের কাজ করানো হয়েছে।

৩। উত্তর—শ্রীপরিমল সাহা জনৈক ঠিকাদারকে এই টাউনহলের কাজ দেওয়া হয় এবং শ্রীঅরুণ সাহা পাওয়ার অফ Attorney বলে কাজ করান।

৪। প্রশ্ন—উক্ত ঠিকাদারকে কিসের ভিত্তিতে ওয়ার্ক অরডার দেওয়া হয়েছিল।

৪। উত্তর—উক্ত ঠিকাদারকে টেণ্ডারের ভিত্তিতে এই কাজের ওয়ার্ক অরডার দেওয়া হয়েছিল।

৫। প্রশ্ন—পূর্ত বিভাগের কোন অফিসারের তত্ত্বাবধানে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

৫। উত্তর—পূর্তবিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার সাউদার্ন ডিভিসন নং ১ এর তত্ত্বাবধানে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল।

৬। প্রশ্ন—এটা সত্য কিনা উক্ত টাউনহল নির্মাণের কিছু দিনের মধ্যেই উহার দেয়ালের সিমেন্ট বালি, প্লাষ্টার ঝরে পড়ছে।

৬। উত্তর—দেয়ালের কিছু কিছু অংশের প্লাষ্টার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং এই অংশ পরে কন্‌ট্রাকটর নিজ খরচে মেরামত করিয়াছে।

৭। প্রশ্ন—সত্য হলে কিসের ভিত্তিতে ঠিকাদারকে পেমেন্‌ট দেওয়া হয়েছিল ?

৭। ঠিকাদার নিজ খরচে ঐ অংশগুলি মেরামত করার পরেই তাহাকে পেমেন্‌ট দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 168.

Name of M. L. A. :- Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to State.

(১) প্রশ্ন ঃ উদয়পুর কাকড়াবনের সড়ক নির্মানের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

(১) উত্তর ঃ উদয়পুর-কাকড়াবন সড়ক এর সংস্কারের কাজ ৭/২/৮৫ ইং তারিখ আরম্ভ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 172

Name of M. L. A. :- Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the P. W. Deptt. be pleased to State :-

(১) প্রশ্ন ঃ কমলপুর মরাছড়া আমবাসা রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

(১) উত্তর : হ্যাঁ।

(২) প্রশ্ন : যদি থাকে তবে ইহার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

(২) উত্তর ঃ রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট ব্রীজ এবং কালভার্ট নির্ম্মানের কাজ ত্বরান্বিত করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 173

Name of M. L. A.—Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে, আমবাসা কমলপুর রাস্তায় লুৎমাছড়ার উপর নবনির্মিত কোয়াড্রন ব্রীজটি সম্প্রতি একটি মালভর্তি গাড়ীসহ ভেঙ্গে পড়েছে, এবং

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই ব্রীজটির নির্মান কার্য্যের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সরকার তদন্ত করে দেখেছেন কিনা ?

২। উত্তর : হ্যাঁ। তদন্তনাধীন আছে।

৩। প্রশ্ন : যদি দেখে থাকেন, তবে তার বিবরণ ?

৩। উত্তর : ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 174

Name of Member—Shri Rudreswer Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, বর্তমান আর্থিক বছরে কমলপুর মহকুমায় ৩৩ কেঃভিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে না,

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ, এবং

৩। ইহাও কি সত্য যে উক্ত মহকুমায় গ্রামীন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে আছে ?

ANSWER

১। হঁ্যা।

২। সাবষ্টেশনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইলেও, আমবাসা কমলপুর ৩৩ কে ভিঃ লাইন টানার জন্যে প্রয়োজনীয় খুঁটি বসানোর জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে। তাছাড়াও প্রয়োজনীয় মালপত্রের অভাব।

৩। হঁ্যা।

Admitted Starred Question No. 189

Name of Member—Shri Kashab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state.

QUESTION

১। রাজ্যে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (টি. এস. আই. সি.) কি কি শিল্প গড়ে তুলেছেন ;

২। শিল্প ছাড়া অন্য কি কি সার্ভিস এই কর্পোরেশন দিয়ে থাকে ;

৩। ইহা কি সত্য উক্ত কর্পোরেশন একটি মোটর পার্টস এর দোকান করেছেন এবং অধিকাংশ সময় সেখানে প্রয়োজনীয় পার্টস থাকে না ;

৪। সত্য হলে, আরও প্রয়োজনীয় মোটর পার্টস, রিক্সা ও সাইকেলের পার্টস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এই দোকানটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে কিনা ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (টি. এস. আই. সি.) কর্তৃক যে সমস্ত শিল্প চালু করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

ক) ফল সংরক্ষন কেন্দ্র, অরুন্ধুতীনগর।

খ) ঔষধ তৈরীর কারখানা, বাধারঘাট।

গ) কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট করার কারখানা, অরুন্ধুতীনগর।

ঘ) পাগ মিলের ইট প্রস্তুত করার কারখানা। (ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে মোট ১৩টি)।

ঙ) গ্রামীন খাদ্য সংরক্ষন ও পুষ্টি কেন্দ্র, কুমারঘাট।

২। শিল্প ছাড়া কর্পোরেশন কর্তৃক অন্য যে সকল সার্ভিস দেওয়া হইয়া থাকে তাহা নিম্নরূপ :—

ক) বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল সরকারী দপ্তরে, সরকারী সংস্থায় এবং রেজিষ্টিকৃত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিতে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা।

খ) ঐ সকল সংস্থায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা।

গ) বিহার বা উত্তর প্রদেশ হতে আমদানীকৃত দেশী মদ ও দেশে উৎপাদিত বিদেশী মদ বিক্রয় করা। এবং

ঘ) মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ, টায়ার, টিউব ইত্যাদি বিক্রয় করা।

৩। ক) হ্যাঁ।

খ) ইহা সত্য নহে যে অধিকাংশ সময় সেখানে প্রয়োজনীয় পার্টস থাকে না।

৪। রিক্সা ও সাইকেলের পার্টস বিক্রয়ার্থে দোকানটিকে সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Admitted Statrred Question No. 190

Name of member : Sri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। ভারতীয় বীজ কর্পোরেশন থেকে ত্রিপুরা সরকার গত পাঁচ বৎসরে কত পরিমান কৃষি বীজ আমদানী করেছেন।

২। ত্রিপুরায় বীজের চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট কিনা।

৩। ত্রিপুরায় একটি বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কৃষি দপ্তর কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা ;

৪। যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে তার বিবরণ ?

ANSWER

Minister-In-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ভারতীয় বীজ কর্পোরেশন অর্থাৎ এন, এস, সি এবং এস, এফ, সি, আই থেকে গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে মোটামোটি প্রায় ২১৫৮ মে: টন বীজ আমদানি করা হইয়াছে।

২। না।

৩। ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে

৪। এন, এস, সিকে ত্রিপুরায় একটি আঞ্চলিক অফিস ও পরিমাণ মত বীজ মজুত রাখতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ত্রিপুরায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বীজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারী কৃষি খামারের উন্নয়ন এবং রেজিষ্টার্ড কৃষকের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ সংগ্রহ ও গুদামজাত করে রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। এতে বিভিন্ন বীজ কর্পোরেশনের উপর বীজের জন্য নির্ভরতা কমে যাবে এবং কৃষকদের যথাসময়ে বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

তাছাড়া এস, এফ, সি, আইকে ত্রিপুরায় একটি বীজ পরিবর্দ্ধন খামার স্থাপন করে বীজ উৎপাদন করতে অনুরোধ করা হইয়াছে ও এস, এফ, সি, আই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে এবং খামার স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গাও দেখা হইতেছে।

স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নেশান্যাল সিড প্রজেক্ট এর আওতায় ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার ১টি পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থাদি রূপায়িত হওয়ার পর ফসল বোনার সময়ে আনক আগেই ত্রিপুরায় বীজ গুদামজাত হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায় এবং এই গুদামজাত বীজ একটি বীজ ভাণ্ডারের চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 191

Name of Member : Sri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state-

QUESTION

১। ১৯৮৪ ইং সনে ত্রিপুরায় বন্যায় ও অতিবর্ষণে জুম ধান, বোরোধান, আউষ ধান ও আমন ধানের শষ্য হানি হয়েছে কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেক ফসলের ক্ষতির পরিমান কত ?

৩। রাজ্যে ফসল উৎপাদনে সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ কত ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। হ্যা।

২। ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিসাবে এইরূপ :—

ফসলের নাম	ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ টাকার হিসাবে
জুমধান	২৯.০৮
বোরোধান	৪৫৬.৪৮
আউসধান	২১৯.৮০
আমনধান	৬.৮৮
	৭১২.২৪

৩। বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিসাবে ৮৩৩.৪৯ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question No. 195

Name of Member—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

QUESTION

১। মাছমারা চা বাগানে কত সংখ্যক উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ?

ANSWER

১। মাছমারা চা বাগানে ৫০০ উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দিবার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 196

Name of Member—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department (Electrical) be pleased to state.

QUESTION

১। রাজ্যে "নন্ কনভেনশনাল এনার্জি" সৃষ্টি এবং ব্যবহারের জন্য কোথায় কি কি স্কীম্ চালু করা হয়েছে, এবং

২। জমিতে জলসেচের জন্য সৌরশক্তি চালিত পাম্প গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ব্যবহারের কোন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কি না ?

ANSWER

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের বিকল্প শক্তি হিসেবে "নন্ কনভেনশনাল এনার্জিকে" নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন—

ক) সেচের কাজে।

খ) এলাকা বৈদ্যুতিকরনের কাজে।

গ) গরমজল তৈরী করার কাজে।

ঘ) জল পরিশোধনের কাজে।

ঙ) বেতার যন্ত্র চালু করার কাজে।

চ) ফসল শুখানোর কাজে।

ছ) ধোঁয়াহীন চুল্লী তৈরীর কাজে।

জ) স্বল্প কায়িক শ্রমের দ্বারা হস্তচালিত পাম্প ব্যাবহারের কাজে।

ঝ) বায়ো-গ্যাস প্রকল্প তৈরীর কাজে ইত্যাদি।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 197.

Name of Member—Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. (Electricity) Deptt. be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে গোমতী জল বিদ্যুতের পাওয়ার চ্যানেল ডিজাইন বিদুৎ উৎপাদনের অনুমতি ক্ষমতার পরিপূরক নয়,

২। সত্য হইলে, গোমতীর অনুমিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কি না ?

ANSWER

১। না।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 206

Name of M.L.A. :- Sri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the PWD Department be pleased to state.

১। প্রশ্ন : বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত এগ্রি-প্রডিউস মার্কেট হইতে পূর্বলক্ষী বিল পর্য্যন্ত রাস্তাটির কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

১। উত্তর : প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে কাজটি আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। প্রশ্ন : আগামী বর্ষার পূর্বেই উক্ত কাজ সম্পন্ন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। উত্তর : আগামী বর্ষার পূর্বে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

৩। প্রশ্ন : না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

৩। উত্তর : এই কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ করিতে হইবে। জমি অধিগ্রহণ করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

Admitted Starred Question No. 209

Name of Member : Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত এগ্রিকালচার অফিস থেকে সম্প্রতি টাকা চুরি হয়েছে—বলে সরকার অবগত আছেন কিনা ?

২। যদি অবগত থাকেন, তবে মোট কত টাকা চুরি হয়েছে এবং ঐ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে কি না ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে তা উদ্ধারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

৪। ঐ অফিসে সর্বোচ্চ কত টাকা রাখার দরকার আছে ?

ANSWER

২। কৃষি অফিসে কোন টাকা চুরি হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। কৃষি অফিসে Iron-safe আছে। তবে তাহাতে কত টাকা রাখা যায় তাহা বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question. No. 211

Name of Member : Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। গত ১৯৮৩-৮৪ সালের বন্যায় বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত দঃ চড়িলাম, পূর্বলক্ষী বিল, নবিনগর, পাণ্ডবপুর, বিশালগড়, রাউতখলা গাঁওসভার বেশ কিছু কৃষকের জমিতে বালি জমে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

ক) উক্ত জমির বালির কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকার কোন টাকা মঞ্জুর করেছেন কি ?

খ) যদি টাকা মঞ্জুর করে থাকেন, তাহা হলে কত টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ক) হ্যাঁ।

খ) ১৯,২০৮ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরই বালু সরানোর কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 213

Name of M. L. A. :- Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P W D be pleased to state-

১। প্রশ্ন : জুলাইবাড়ী থেকে আইলমাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : থাকলে কবে নাগাদ তাহার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

২। উত্তর : আগামী ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন : না থাকলে তাহার কারণ ?

৩। উত্তর : ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Sterred Question No. 215

Name of M.L.A. Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Department be Pleased to state-

১। প্রশ্ন : ধর্মনগর মহকুমার ইচাইনুতনবাজার হইতে কালাছড়া পর্যন্ত পি. ডব্লিও. ডি রাস্তাটির এবং রাণীবাড়ী হইতে ব্রজেন্দ্রনগর পি. ডব্লিও. ডি রাস্তাটির ইটসলিং এর কাজ সমাপ্ত না হওয়ার কারণ ?

১। উত্তর : (ক) ইচাইনতুনবাজার হইতে কালাছড়া রাস্তা.

ধর্মনগর মহকুমার ইচাইনতুনবাজার হইতে কালাছড়া রাস্তাটির ইটের সলিং-এর জন্য ৩,১৪,৩০০ টাকার মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। কাজটি বর্তমানে অগ্রগতির দিকে। কাজটি ৩১-৩-৮৫ সালের মধ্যে শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খ) রাণীবাড়ী হইতে ব্রজেন্দ্রনগর রাস্তা

আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য রাণীবাড়ী হইতে ব্রজেন্দ্রনগর রাস্তাটির সোলিং-এর কাজ আগে করা সম্ভব হয় নাই। এই কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন : ইচাইলালছড়া মহাদেববাড়ী হইতে চুরাইবাড়ী বাজার পর্যান্ত পি.ডব্লিও.ডি রাস্তাটি এবং কদমতলা হইতে ৪০ দ্রোপ ভায়া রাজনগর পর্য্যন্ত পি. ডব্লিও. ডি রাস্তায় ইট সলিং না হওয়ার কারণ, এবং।

২। উত্তর : ক) ইচাইলালছড়া মহাদেববাড়ী হইতে চুরাইবাড়ী বাজার পর্যান্ত রাস্তা

মঞ্জুরীকৃত এসটিমেট এ সলিং-এর কাজ ধরা হয় নাই। এই কারণে সলিং এর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

খ) কদমতলা হইতে ৪০ দ্রোপ ভায়া রাজনগর পর্য্যন্ত রাস্তা এই নামের কোন রাস্তা পূর্ত্তদপ্তরের বই-এ নাই।

৩। প্রশ্ন : চুরাইবাড়ী হইতে রাণীবাড়ী পি. ডব্লিও. ডি রাস্তার মেটেলিং কার্পেটি, এর কাজ কতদিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৩। উত্তর : চুরাইবাড়ী হইতে রাণীবাড়ী রাস্তার মেটেলিং কার্পেটি এর কাজ মার্চ ১৯৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 217

Name of Member : Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জুট মিলে লোকসানের পরিমাণ কত, (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত মিলের লোকসান বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

৩। ঐ লোকসান হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা জুট মিলে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে ১৯৮১ সালের ১৬ই নভেম্বর। ঐ তারিখ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত মোট নগদ ক্ষতি ও নীট ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৪২১·৭১ ও ৬৪৯·২৮ লক্ষ টাকা।

২। মিলের লোকসান বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেন—

ক) প্রত্যেকটি মেশিনকে যাহাতে উৎপাদনের কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

খ) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানেও শ্রমিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গ) এখানকার ঢালাইঘর Foundry) এবং Workshop কে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু যন্ত্রাংশ তৈরীর চেষ্টা চলছে।

ঘ) মিলে উৎপাদনকালে অপচয় বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ঙ) উৎপাদনের মান বজায় রাখার জন্য সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

চ) উপযুক্ত মূল্যে এখানকার পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩। মিলে লোকসান হওয়ার কারণগুলি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থাকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান।

খ) শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা।

গ) সব কয়টি মেশিনে পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার সীমিত প্রয়োগ।

ঘ) কলিকাতা থেকে আনীত যন্ত্রাংশে পরিবহণ ব্যয়ের আধিক্য।

Admitted Starred Question No. 220

Name of Member—Sri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৪ ইং সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ১৯৮৫ ইং সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কয়টি গাঁও প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়ছে ?

ANSWER

১। ১৯৮৪ ইং সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ১৯৮৫ ইং সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লক অফিস এবং পঞ্চায়েত অধিকার মিলিয়ে মোট ১৭(সতর) জন প্রধান এবং ১(এক) জন উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 221

Name of Member—Shri Rabindra Debbarma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

QUESTION

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি গাঁও পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত অফিস ঘর আছে ?

ANSWER

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে ৫০৮টি গাঁও পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত অফিস ঘর আছে।

QUESTION

২। ইহা কি সত্য যে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত অফিস ঘর না থাকায় পঞ্চায়েত কমিটির মিটিং করতে অসুবিধা হচ্ছে ?

ANSWER

২। হ্যাঁ। কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলি তাদের নিজস্ব পাঠাগার এবং স্থানীয় প্যাক্স/ল্যাম্পস অফিস গৃহে পঞ্চায়েতের মিটিং পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

QUESTION

৩। সত্য হলে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা ?

ANSWER

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 231

Name of M.L.A.—Sri Sudhir Ranjan Mazumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : রাজ্যে বর্তমানে (১৫-২-৮৫) পর্যন্ত শিক্ষিত বেকারদের দ্বারা গঠিত কয়টি রেজেষ্টিকৃত ঠিকাদার সংস্থা আছে।

১। উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। প্রশ্ন : রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নির্মান, সংস্কার ইত্যাদি কার্যে উক্ত সংস্থাগুলিকে ঠিকাদারী কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কিনা ?

২। উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। প্রশ্ন : যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮৪-৮৫) কয়টি সংস্থাকে কত টাকার ঠিকাদারী দেওয়া হয়েছে ?

৩। উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 235

Name of the M. L. A—শ্রী ফইজুর রহমান

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটি এখনও চালু হয় নাই।

২। সত্য হইলে চালু না হওয়ার কারণ,

৩। ইহাও কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার ইছাইলালছড়া পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটির গৃহ কে বা কাহারা পুড়িয়ে দিয়েছে,

৪। সত্য হলে এ ব্যাপারে সরকার তদন্ত ক্রমে দুস্কৃতিকারীদের ধরতে পেরেছেন কি না;

৫। উক্ত মহকুমায় মহেশপুর বাজারে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

Minister-In-charge Shri Abhiram Debbarma

১। হ্যাঁ, কেন্দ্রটি এখনও চালু হয় নাই।

২। কেন্দ্রটি শীঘ্রই চালু করার ব্যবস্থা করা হইবে।

৩। হ্যাঁ, ইছাইলালছড়া পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটি পুড়িয়ে দেওয়া হইয়াছে।

৪। পুড়িয়ে দেওয়ার সংবাদ স্থানীয় আরক্ষা দপ্তরকে জানানো হইয়াছে।

৫। বর্তমানে এইরূপ কোনও পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No.249

Name of Member Srî Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। সোনামুড়া মহকুমার ২০নং নলছড় বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার নওয়াছড়া নদীর উভয় পার্শ্বে বন্যায় কৃষকদের যে সকল জমিতে বালু জমেছে সেই সকল জমি হইতে বালি সরিয়ে জমিকে চাষ যোগ্য করার কোন ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করবেন কিনা ?

ANSWER

Minister-In-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। প্রাথমিক ভাবে যে সকল জমিতে ৪″ হইতে ১২″ (চার ইঞ্চি হইতে বার ইঞ্চি) পর্যন্ত বালি জমিয়াছে সে সকল জমি হইতে বালি সরানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question 250

Name of Member—Sri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be please to state

QUESTION

১। সোনামুড়া মহকুমার খাস চৌমুহনী বাজারটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২ উপরোক্ত বাজারটি বর্ত্তমান স্থান হইতে সরিয়ে আমতলীতে স্থাপনের জন্য এলাকার জনসাধারণ সরকারের নিকট সম্প্রতি কোন আবেদন করছেন কিনা,

৩। করে থাকলে তদনুযায়ী আমতলীতে ঐ বাজারটি স্থাপন করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কি না।

ANSwER

Minister-In-charge of Agriculture (Shri Badal choudhury)

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। স্থান নির্দ্ধারণের দায়িত্ব কৃষি মহকুমা ভিত্তিক কমিটির উপর ন্যাস্ত আছে। কমিটির প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 251

Name of M.L.A.—Sri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমায় বটতলী হইতে দুর্লভনারায়ণ হয়ে যে রাস্তাটি তক্সাপাড়া পর্যান্ত গিয়াছে সেই রাস্তাটি গত বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে উক্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচলের এবং লোকজনের যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে ?

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : সত্য হলে উক্ত রাস্তাটির প্রয়োজনীয় মেরামতির ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

২। উত্তর : বটতলা হইতে দুর্লভনারায়ণ পর্যান্ত রাস্তাটি পূর্ত্ত দপ্তরের রাস্তা। এই রাস্তাটি

আগামী বর্ষার পূর্বে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করিবার পরিকল্পনা আছে।

৩। প্রশ্ন: নলছড় হইতে মান্নারাণী হয়ে যে রাস্তাটি কুমারিয়াকুচা গিয়াছে তাহা সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। উত্তর: এই রাস্তাটি পূর্ত্ত দপ্তরের অধীন নহে। কাজেই এই রাস্তার সংস্কারের ব্যাপারে পূর্ত্ত দপ্তরের কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। প্রশ্ন: নলছড় হইতে কিল্লামুড়া হইয়া যে রাস্তাটি বগাবাসা গিয়াছে ঐ রাস্তাটির সংস্কারের কাজ আরম্ভ করার পর বন্ধ করে রাখার কারণ কি ?

৪। উত্তর: রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ও মাটির ব্যবস্থা সাপেক্ষে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। বর্তমানে কাজ চলিতেছে।

৫। প্রশ্ন: কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটির সংস্কারের কাজ পুনরায় আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। উত্তর: ৩ কি.মি. রাস্তার সলিং-এর কাজ ১৯৮৫ সনের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাকী অংশের কাজ আগামী আর্থিক বছরে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 259

Name of Member —Shri Diba Ch. Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. (Electricity) Department be pleased to state.

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরার নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা :—

ক) কাঁঠালছড়া গাঁও পঞ্চায়েতে নেপাল টিলায়,

খ) ধূমাছড়া বাজার হইতে বৈরাগী পাড়া হয়ে বৃষকেতন সাধু পাড়া পর্যন্ত,

গ) কমলপুর মহকুমার ডলুবাড়ী হইতে কমলাছড়া গ্রাম পর্যন্ত,

২। যদি ঐরূপ পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্যন্ত তা রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায়,

৩। ঐরূপ কোন পরিকল্পনা না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, আছে।

ক) নেপালটিলা, আগামী আর্থিক বছরে বৈদ্যুতিকৃত করা হবে।

খ) সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব আপাততঃ নেই। ধূমাছড়া বাজার আগেই বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে।

গ) সম্প্রসারণের প্রস্তাব আগামী আর্থিক বছরে করা হবে। ডলুবাড়ী ও কমলাছড়া আগেই বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে।

২। আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে।

৩। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 277

Name of M. L. A.—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be Pleased to State—

১। প্রশ্ন : চন্দ্রপুর থেকে বল্দাখাল হয়ে যে রাস্তাটি চৌদ্দদেবতার বাড়ী পর্যন্ত গিয়াছে সে রাস্তাটি বিগত বন্যায় বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা সরকার অবগত আছেন কিনা ?

১। উত্তর ঃ হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : অবগত থাকিলে উক্ত রাস্তাটি মেরামত করার জন্য সরকার ব্যাবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

২। উত্তর : রাস্তার মাটি ভরাটের জন্য রাস্তার পার্শ্বে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে মেরামতের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে।

Admitted Starred Question No. 278

Name of Member—Sri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state.

QUESTION

১। জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত রাধাকিশোর নগর গাঁও সভায় এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ না করার কারণ কি, এবং

২। তথায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

ANSWER

১। সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাভাব।

২। এই রকম অনেকগুলি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 282

Name of Member :- Sri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to State :-

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে সুফলা সারের প্রায়ই অভাব ঘটে।

২। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রতিবছর ব্যবহৃত বিভিন্ন সারের পরিমাণ কত ?

৩। এই সার সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture—Sri Badal Choudhury.

১। কখনও কখনও কোথাও কোথাও সাময়িক অভাব ঘটে।

২। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যান্ত প্রতিবছর ব্যবহৃত বিভিন্ন সারের পরিমাণ এইরূপ :—

মেট্রিক টন হিসাবে

সারের নাম	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪
১। ইউরিয়া	২০৬৯'৫৪	২৩৮৫'২৮	২৩৬১'০৮	৪১৩৬'৭০	৩২০৩'০৭	৪৭৭৩'২৯	৩৭৮৭'৬১
২। সুপার—							
ফসফেট	৩৫৭'২৪	৯৪৯'৩৫	৭৯৮'৮৯	১৫৯৩'৪৫	৭৩৩'৭৪	৭৯৬'৮৮	৩৬২'৭০
৩। মিউরেট—							
অব পটাশ	১৯০'৩৫	৩৩০'৪৮	৩১৭'২৭	৫৩৪'৯৯	৩৭০'৯৯	৪৬৩'৭৫	৫৫৪'৯২
৪। সুফলা							
	১৫:১৫	৪৫০'৪৪	১০৯৩'৩৪	৫৭৩'৩৬	৬৮৭'২১	৯৬৩'১১	৮৬১'৭৫	১১৫৩'১৫

৫ ।	সুফলা ২০:২০	—	—	—	৩৯৬'৭৪	৩৩৯'২২	৪৪'৮৫	—
৬ ।	কেলসিয়াম এমুনিয়াম নাইট্রেট	—	—	—	৫১'২১	৩৬'১১	৩৫'১০	৩৮'৭০
৭ ।	রকফসফেট	—	—	৮৩'৪৮	৩১৪'৩১	৯৬১'৯৩	৯০৭'০৭	৮৩৫'৭২
৮ ।	ডাই এমোনিয়া ফসফেট	—	—	—	৩৪'১৬	—	২৯'৮৬	৩০'৪৯
		৩৩৬৭'৫৭	৪৭৫৮'৪৫	৪১৪২'০৮	৭৭৪৮'৭৭	৬৬০৮'১৭	৭৯১২'৫৫	৬৭৬৩'২৯

৩। সুফলা তথা অন্যান্য সারের নিয়মিত সরবরাহের প্রধান বাঁধা হল দূর দূরান্তস্থিত সার উৎপাদনকারী সংস্থা হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার ত্রিপুরায় আনা ও তার মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে যে সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে তা হল ঃ—

ক) কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে সার বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াগন বরাদ্দ করা হয়।

খ) ওয়াগণ চলাচল ব্যাপারে ত্রিপুরার সার পরিবহন অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

গ) বর্তমানে HFC ৫০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া ও 1PL 800 মেঃ টন পটাশ সার বাফার ষ্টকে সব সময় রাখার কথা। কিন্তু এই মজুদের পরিমাণ এখনও নিয়মিত করতে HFC সক্ষম হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ রাখা হয়েছে যাতে ইউরিয়ার মজুত ভাণ্ডার ১০০০ মেঃ টন করা হয় এবং নিয়মিত ভাবে তা মজুত রাখা হয়। তাছাড়া ৫০০ মেঃ টন রকফসফেট ও ১০০০ মেঃ টন সুফলা সারের নিয়মিত মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার অনুরোধ করা হয়েছে। বর্তমানে পটাশ সারের সরবরাহ ও বাফার ষ্টক-এর পরিমাণ সন্তোষ জনক বলা চলে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি যদি কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়ণ করেন তাহলে ত্রিপুরায় রাসায়নিক সারের নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 318

Name of M. L. A.—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত সাতড়ুবিয়া চৌমুহনী হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রাস্তাটির পিচ্ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১। উত্তর : এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ তাহার কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়, এবং

২। উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন : না থাকিলে তার কারণ ?

৩। উত্তর : অর্থের স্বল্পতার জন্য এই পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admitted Statrred Question No. 320

Name of Member : Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। ক) ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত গামছা কবরা গ্রামের গ্রামসেবক কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন পূর্বে বন্ধ করে দেওয়া হইয়াছে ;

খ) যদি সত্য হয়েও থাকে তবে তাহার কারণ ;

গ) পুনরায় উক্ত গ্রামসেবক কেন্দ্রটি খোলার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ;

ঘ) যদি ঐরূপ সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহন করে থাকেন তবে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

ঙ) যদি খোলার ব্যবস্থা না করেন তবে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-In-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। গামছা কবরা গ্রামসেবক কেন্দ্রটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই।

ক) প্রশ্ন উঠে না।

খ) "

গ) "

ঘ) "

Admitted Starred Question No. 322

Name of Member—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state.

QUESTION

১। মোহনপুর ব্লকে জনসাধারণের সুবিধার্থে কারেন্ট এর বিল জমা দেওয়ার জন্য মোহনপুর একটি ব্রাঞ্চ অফিস খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি ব্রাঞ্চ অফিস খোলার পরিকল্পনা থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তা খোলা হবে

বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকে তবে তার কারণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। আগামী আর্থিক বৎসরে খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩। ১নং ও ২নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 379

Name of Member—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার ইছাইকাশেমনগর, ব্রজেন্দ্রনগর, গোবিন্দপুর চুরাইবাড়ী প্রভৃতি Seed Store এ সার, বীজ, কিটনাশক ঔষধ, স্প্রে মেশিন সময়মত কৃষকরা পান না।

২। সত্য হলে এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। বর্তমানে ইছাইকাশেমনগর এবং চুরাইবাড়িতে সীড ষ্টোর আছে। এই ষ্টোরগুলিতে

কখনও কখনও নানাহ কারণে সরবরাহ অনিয়মিত হওয়া অসম্ভব নহে।

২। কৃষি বিভাগ সার, বীজ কীটনাশক ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহের জন্য সব সময়েই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিবহণ ও অন্যান্য রাজ্য থেকে সার, বীজ ইত্যাদির অনিয়মিত ও কখনো কখনো অনিশ্চিত সরবরাহের জন্য মাঝে মাঝে কোথায়ও কোথায়ও সরবরাহ সব সময় নিয়মিত রাখা এখনও সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 383

Name of M.L.A.—Sri Samir Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Department be pleased to state-

QUESTION & ANSWER

১। প্রশ্ন : দীবলবাক কালাছড়া রাস্তায় কজওয়ে নির্মাণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

১। উত্তর : ৬৮ ৪২৩ টাকা।

২। প্রশ্ন : ইহা কি সত্য কণ্ট্রাকটরের কারচুপীতে উক্ত কজ্ওয়ে নির্ম্মাণের কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে।

২। উত্তর হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন : সত্য হইলে উক্ত কণ্ট্রাকটরের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং

৩। উত্তর : এই বিষয়টি ইতিমধ্যে তদন্ত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন : উক্ত কজ্ওয়ে নির্ম্মাণের কাজ কবে পর্য্যন্ত পুণরায় আরম্ভ হবে এবং কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। উত্তর: কাজটি পুণরায় আরম্ভ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে মে নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 387

Name of Member—Sri Kali Kr. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে S.R.E.P. এর মাধ্যমে মহারাণী ওয়াটার শেড নির্মাণের যে কাজটি করানো হচ্ছিল চাউলের অভাব হেতু বর্তমানে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ?

২। সত্য হলে, উক্ত কাজটি সুষ্ঠভাবে করানোর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture—Sri Badal Choudhury.

১। ইহা সত্য নহে, বর্তমানে কাজ চলিতেছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 389

Name of Member : Shri Kali Kr. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় কয়টি কৃষি বীজাগার আছে ;

২। আগামী আর্থিক বৎসরে আরো বীজাগার খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

৩। থাকিলে কোন্ কোন্ ব্লকে কয়টি বীজাগার খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ৩৪০টি কৃষি বীজাগার আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে ও বি ডি সির অনুমোদন ও সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরো ৩৬টি বীজাগার খোলা যাইতে পারে বলে আশা করা যায়। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব :—

ব্লকের নাম	কৃষি বীজাগার খোলা যাইতে পারে বলে আশা করা যায় তাহার সংখ্যা
১। জিরাণীয়া—	৬টি
২। কমলপুর—	১টি
৩। পানিসাগর—	২টি
৪। কাঞ্চনপুর—	১১টি
৫। মাতার বাড়ী—	৮টি
৬। সাত চান্দ—	৮টি
	মোট— ৩৬টি

Admitted Starred Question No. 396

Name of Member—Shri Kali Kr. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য মহারাণী ওয়াটার শেডে প্রত্যেক বেনিফিসিয়ারীকে একটি করে কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল।

২। সত্য হলে প্রত্যেককে কার্ড দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৩। কার্ড দেওয়া না হইলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture—Shri Badal Choudhury.

১। হঁ্যা।

২। ১০০টি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে।

৩। ক্রমে সব পরিবারকেই কার্ড দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 397.

Nameof Member—Shri Samir Kr Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state.

QUESTION

১। বিগত বন্যায় ধর্মনগর মহকুমার যে সকল কৃষি জমিতে বালি জমেছিল ঐ জমি হতে

বালি সরানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের ছিল কিনা।

২। থাকিলে তদনুয়ায়ী মোট কত একর জমি হতে বালি সরানো সম্ভব হয়েছে।

৩। যে সকল জমি হতে এখনও বালি সরানো হয়নি সে সকল জমির বালি সরানোর কাজ পুণরায় আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৪। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। হ্যাঁ।

২। ৪″ হইতে ১২″ বালি পড়া ৩৬ হেক্টর জমি হইতে বালি সরানো হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, আরো ২৫ (পচিশ) হেক্টর জমির বালি সরানোর কাজের জন্য ওর্য়াক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে ।

৪। কৃষি দপ্তর হইতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই।

ANNEXURE—"B"

Admitted Uustarred Question No. 1.

Name of Member—Shri Subodh Ch. Das and
Shri Samr Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P.W. Deptt (Electrical) be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি

গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়েছে (গ্রামের নাম সহ তার বিবরণ) ?

ANSWER

১। মোট ৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক গ্রামের নাম সহ পূর্ণ বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম :		গ্রামের নাম :	সেন্সাস কোড্ নং
বগাফা	ক)	চন্দ্রমোহন জমাতিয়া পাড়া	৫৩
	খ)	চন্দ্রনাথ চৌধুরী পাড়া	২২৫
অমরপুর	ক)	পাঞ্জিহাম চৌধুরী পাড়া	৪০৪
মাতাবাড়ী	ক)	দেওয়ান ছড়া আগা	৪৫
	খ)	নাজিলাবাড়ী	৪৭

Admitted Starred Question No. 7

Name of Member--Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. Department (Electrical) be pleased to State.

QUESTION

১। ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়েছে, এবং

২। এর ফলে কোন গাঁও পঞ্চায়েতে কতটি পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন ?

ANSWER

১। নিম্নে বিস্তৃত দেয়া হল।

পানিসাগর ব্লক :

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম :	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২ ৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
রাগনা	....	....	....	....	১
ভাগাপুর	....	....	....	....	১
বরুয়াকান্দি	....	১	....	....	....
উত্তর হুরুয়া	....	১	....	....	....
দক্ষিণ হুরুয়া	১	....	....	....	....
কামেশ্বর	১	....	....	....	....
বাগবাসা	....	....	....	১	....
হাফলং	....	১	....	....	....
দেওয়ানপাশা	....	....	....	১	....
উগ্যাখালি	২	....	....	....	....
কুত্তি	৫	....	১	....	....
কদমতলা	....	১	....	....	....
সরসপুর	৪	....	....	....	২
সাত সঙ্গম	....	২	....	....	....
ব্রজেন্দ্রনগর	১	....	....	....	....
চোড়াই বাড়ী	২	২	১	১	....
বিষ্ণুপুর	১	১	১	১	....
প্রত্তোকরায়	....	৩	১	....	....
জলাবাসা	....	....	....	৩	....
পানিসাগর	২	....	....	....	....
বিলথই	১	....	....	....	১
দক্ষিণ পদ্মবিল	২	....	....	....	....
উত্তর পদ্মবিল	১	....	....	....	....
রোয়া	১	১	....	....	....
	২৪	১৩	৪	৭	৫

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম :	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
	২৪	১৩	৪	৭	৫
দেওছড়া	১	....	১	....	....
রামনগর	....	১	....	....	....
ইছাইলালছড়া	১	....	....	....	...
বালিধুম	....	১	১	....	....
রাণীবাড়ী	....	....	১	....	....
জুরি রিজার্ভ ফরেষ্ট	....	১	....	....	....
	২৬	১৬	৭	৭	৫

মোট ৬১টি

কাঞ্চনপুর ব্লক

কাঞ্চনপুর	....	....	২	....	....
তুইছামা	....	১	....	....	....
শান্তিপুর	১	১	....	....	....
দশমনিপাড়া	১	....	....	....	....
কালাগাং	....	....	....	১	....
পশ্চিম সাতনালা	১	২	২	....	....
পূর্ব সাতনালা	১	....	২	....	....
উজান মাছমারা	....	....	৩	....	....
কাঞ্চনছড়া	...	....	১	....	....
শিবনগর	....	....	১	...	....
পশ্চিম হাম্পাই	....	....	....	২	....
দামছড়া	১	....	....	....	....
পেঁচারথল	....	১	....	....	....
নালকাটা	....	....	....	....	১
বাগাইছড়া	....	....	....	১	....
নবীনছড়া	....	....	....	২	....
রহমছড়া	....	২	....	....	....
	৫	৭	১১	৬	১

মোট ৩০টি।

বিঃ দ্রঃ— ১৯৮৫ইং সনের জানুয়ারী পর্যান্ত সংখ্যা প্রদত্ত হল।

২। ব্লকভিত্তিক পরিবার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল :

ব্লকের নাম :	মোট গাঁওসভার পরিমান	উপকৃত পরিবার সংখ্যা
পানিসাগর	৩০টি	১৮৭টি
কাঞ্চনপুর	১৭টি	৩০৮টি

Admitted Un-Starred Question No.8

Name of Member—Srî Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় সরকার পরিচালনাধীন কোন বিভাগে কয়টি ফলের বাগান আছে (বাগানের নাম সহ)

২। ঐসব বাগানের কোনটিতে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছেন ? এবং

৩। ১৯৮২–৮৩ইং আর্থিক বছরে কোন বাগান থেকে সরকার কত টাকা আয় করেছেন তার হিসাব ?

ANSWER

Minister-In-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। মোট ৫২টি ফলের বাগান আছে। বাগানের নাম সহ তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

বিভাগ	ফলের বাগানের নাম
১। সদর	১। বাধারঘাট
	২। গুরুপদ কলোনি

বিভাগ	ফলের বাগারে নাম
৩। বিশ্রামগঞ্জ	
	৪। লেম্বুছড়া
	৫। বেলবাড়ী
	৬। নারিকেল বীজ বাগান, বড়জলা।
	মোট ৬টি
১। সোনামুড়া	৭। পাহারপুর।
	৮। তৈবান্দল
	৯। মাইক্রোসোপাড়া
	১০। জুমের ডেপা
	মোট ৪টি
৩। খোয়াই	১১। গকুলনগর (উত্তর)
	১২। তকসাইয়া
	১৩। রামকৃষ্ণপুর
	মোট ৩টি
৪। উদয়পুর	১৪। উদয়পুর
	১৫। ফুলকুমারী
	মোট ২টি
৫। বিলোনিয়া।	১৬। কাঠালিয়াছড়া
	১৭। কলনী M.O.
	১৮। কলনী P.C.O.
	১৯। রতনপুর
	২০। রাধাকিশোরগঞ্জ
	২১। রাধানগর
	মোট ৬টি

বিভাগ	ফলের বাগানের নাম
৬। সাব্রুম	২৩। দক্ষিণ ইছাছড়া
	২৩। কালাডেপা T.C.O.
	২৪। উত্তর বিজয়নগর
	২৫। কালাডেপা
	২৬। শিলাছড়ি
	মোট ৫টি
৭। অমরপুর	২৭। জগবন্ধুপাড়া
	২৮। ডম্বুরনগর
	২৯। রাংকাং
	৩০। সোনাছড়া
	৩১। ভৈরু
	৩২। লেবাছড়া
	মোট ৬টি
৮। ধর্মনগর	৩৩। পানিসাগর
	৩৪। নবীনছড়া (M.O.)
	৩৫। তুইসামা
	৩৬। জম্পুই
	৩৭। তুইসামা (T.C.O.)
	৩৮। নবীনছড়া (T.C.O.)
	৩৯। চুড়াইবাড়ী
	৪০। বাগাইছড়া
	মোট ৮টি

বিভাগ	ফলের বাগানের নাম
৯। কমলপুর	৪১। সালেমা
	৪২। বলরাম
	৪৩। মন্দির হাউর
	৪৪। হরিণছড়া
	মোট ৪টি
১০। কৈলাশহর	৪৫। ছনতৈল
	৪৬। নালকাটা
	৪৭। লালছড়া (M.O.)
	৪৮। করমছড়া
	৪৯। লালছড়া (T.C.O.)
	৫০। দুর্গাছড়া
	৫১। পাবিয়াছড়া
	৫২। তারাবনছড়া।
	মোট ৮টি

২। ৩১-১-৮৫ ইং তারিখে স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের বাগান ভিত্তিক আনুমানিক সংখ্যায় এইরূপ :—

বাগানের নাম	স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা	দৈনিক অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা
১। বাধারঘাট	৬	১৯
২। গুরুপদ কলোনী	৩	৩২
৩। বিশ্রামগঞ্জ	৭	৩৬
৪। লেম্বুছড়া	২৮	২৯
৫। বেলবাড়ী	৩	১২
৬। নারিকেল বীজ বাগান, বড়জলা	—	৪৫
৭। পাহাড়পুড়	১০	২০

বাগানের নাম	স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা	দৈনিক অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা
৮। মাইক্রোসপাড়া	—	৩২
৯। জুমের ডেপা	৩২	১৫
১০। গকুলনগর (উত্তর)	২	৪৯
১১। তক্‌সাইরা	১	১৫
১২। রামকৃষ্ণপুর	১	১৩
১৩। উদয়পুর	৪	১৩
১৪। তৈবান্দল	৩	৯
১৫। ফুলকুমারী	২	১৪
১৬। কাঠালিয়াছড়া	১৩	৩০
১৭। কলনী M. O. ১৮। কলনী T. C. O.	১	৪৫
১৯। রতনপুর	—	১১
২০। রাধাকিশোরগঞ্জ	—	৩৫
২১। রাধানগর	—	৩৭
২২। দক্ষিণ ইছাছড়া	১৪	১৪
২৩। কালাডেপা T. C. O.	—	৪৩
২৪। উত্তর বিজয়নগর	—	২৮
২৫। কালাডেপা	—	১০
২৬। শিলাছুড়ি	—	২৮
২৭। জগবন্ধু পাড়া	—	৩১
২৮। ডম্বুরনগর	৩	১২
২৯। রাং কাং	১৫	৩১
৩০। সোনাছড়া	—	৮
৩১। তৈদু	১৫	৫৫
৩২। লেবাছড়া	৭	৫৩
৩৩। পানিসাগর	৬	১২
৩৪। নবীনছড়া (MO)	৯	৩

বাগানের নাম	স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা	দৈনিক অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা
৩৫। তুইসামা	১৫	১৪
৩৬। জম্পুই	—	৫
৩৭। তুইসমা T.C.O.	১৮	৮
৩৮। নবীনছড়া T.C.O.	৯	৫
৩৯। চুড়াইবাড়ী	—	১০
৪০। বাগাইছড়া	৪	৬
৪১। সালেমা	৯	১৩
৪২। বলরাম	—	২০
৪৩। মন্দির হাউর	—	২০
৪৪। হরিছড়া	১	৫
৪৫। ছনতৈল	১	১৭
৪৬। নালকাটা	২৪	২৮
৪৭। করমছড়া	—	২৪
৪৮। লালছড় (MO)	—	১১
৪৯। দুর্গাছড়া	৩	১৬
৫০। লালছড়া (T.C.O)	২	১৮
৫১। পাল্লিয়াছড়া	—	২৭
৫২। তারাবনছড়া	—	২৯

৩। ১৯৮২-৮৩ সালে বাগান ভিত্তিক আয়ের হিসাব এইরূপ ঃ—

বাগানের নাম	আয় (টাকার হিসাবে)
১। বাধারঘাট	২,০১,৭৭৮·৪৫
২। গুরুপদ কলোনী	৬,০০২·০০
৩। বিশ্রামগঞ্জ	২১,৯৪৪·৫০
৪। লেম্বুছড়া	২,৮৪,২১৯·৪৬
৫। বেল বাড়ী	৫০·০০
৬। নারিকেল বীজ বাগান, বরজলা	(১৯৮২-৮৩ সালে স্থাপিত হইয়াছে)

বাগানের নাম	আয় (টাকার হিসাবে)
৭। পাহারপুর	৪৩,৩৭৯·৬০
৮। তৈবান্দাল	৩,৪১৮·০০
৯। মাইক্রোস পাড়া	১২,৬০৫·৬০
১০। জুমের ডেপা	২,০৫,৯৯২·৫৪
১১। গকুলনগর (উত্তর)	১২,২৩০·৭৫
১২। তকসাইয়া	৬,১৪৬.৯৪
১৩। রামকৃষ্ণপুর	১৩,৪৭৪·০০
১৪। উদয়পুর	১,২৮,৬৭০·৪১
১৫। ফুলকুমারী	১১০·০০
১৬। কাঠালিয়াছড়া	১,৪১,৬৮৯·৭৩
১৭। কলসী (MO) ১৮। কলসী (TCO)	১০,৭৩০·৮৫
১৯। রতনপুর	—
২০। রাধাকিশোরগঞ্জ	১,০৬০·০০
২১। রাধানগর	১,৭৬৯·০০
২২। দক্ষিণ ইছাছড়া	১৬,৯৪৭·৯৮
২৩। কালাডেপা TCO	৭,২৫৫·০০
২৪। উত্তর বিজয়নগর	১২৭·৯৬
২৫। কালাডেপা	১০,৯৩৯·৫০
২৬। শিলাছড়ি	৬১৫·০০
২৭। জগবন্ধু পাড়া	৪৮১·০০
২৮। ডম্বুরনগর	—
২৯। রাংকাং	৬৯,২৭৪·৭৬
৩০। সোনাছড়া	৩২০·০০
৩১। তৈদু	২,৯৬৬·০০
৩২। লেবাছড়া	৩৩,০০০·০০
৩৩। পানিসাগর	২,৫৪,৫১৬·২০
৩৪। নবীনছড়া (MO)	—

বাগানের নাম	আয় (টাকার হিসাবে)
৩৫। তুইসামা (MO)	—
৩৬। জম্পুই	৫,০৬০·০০
৩৭। তুইসামা (TCO)	১,৫৭,৬৭৯·৭০
৩৮। নবীনছড়া (TCO)	৩১,২২৯·৭৫
৩৯। চুড়াইবাড়ী	১২,২৭০·২৫
৪০। বাগাইছড়া	—
৪১। সালেমা	১,৮১ ৪৮৪·৯০
৪২। বলরাম	৭,৮১১·০০
৪৩। মন্দির হাউর	১৭,৬৭৮·৩০
৪৪। হরিণছড়া	—
৪৫। ছন তৈল	৭১,৯০৩·২৫
৪৬। নালকাটা	১,০৮,৮৭৫ ১৫
৪৭। লালছড়া (MO)	৬৪,৫৫৭·০০
৪৮। করমছড়া	৮,১৫৮·০০
৪৯। লালছড়া (TCO)	৩,৮৪০·২৫
৫০। দুর্গাছড়া	১৪,১০০·০০
৫১। পাবিয়াছড়া	—
৫২। তারাবনছড়া	৯,১১৪·৩৫

Admitted Unstarred Question No. 10.

Name of Member—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৪ইং সনের আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পূর্বে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ করে কোন ব্লকে মোট কত শ্রমিক ধুতি, শাড়ী অথবা বস্ত্র পেয়েছেন।

ANSWER

১। ১৯৮৪ইং সনের আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পূর্বে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ করে বিভিন্ন ব্লকে মোট ১,১০,৩০৯ জন শ্রমিক ধুতি, শাড়ী অথবা বস্ত্র পেয়েছেন। ব্লক ভিত্তিক শ্রমিকের হিসাব নিম্নরূপ।

ব্লকের নাম		শ্রমিকের সংখ্যা
১। পানিসাগর	—	৭,৩৩৯
২। কাঞ্চনপুর	—	৬,১৭১
৩। কুমারঘাট	—	৬,৭৬১
৪। ছামনু	—	৫,০২৮
৫। কমলপুর	—	৭,২০৮
৬। খোয়াই	—	৫,২০৮
৭। তেলিয়ামুড়া	—	৯,০৩৭
৮। মোহনপুর	—	৪,৯৬৩
৯। জিরানীয়া	—	৭,৮২১
১০। টাকারজলা	—	৩,৬১৮
১১। বিশালগড়	—	১১,৯৫৩
১২। মেলাঘর	—	৩,৬৪৮
১৩। উদয়পুর	—	১,৮৭০
১৪। অমরপুর	—	৭,৭৩২
১৫। ডম্বুরনগর	—	১,২৭০
১৬। রাজনগর	—	৪,৪৫৫
১৭। বগাফা	—	৬,১০৫
১৮। সাতচাঁদ	—	৫,০৯২
		মোট—১,১০,৩০৯

QUESTION

২। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর ব্লকের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে ঐ সময়ে উপরোক্ত প্রকল্পে

যে সকল শ্রমিক কাজ করেছেন তারা তাদের প্রাপ্য সমস্ত ধুতি, শাড়ী, বস্ত্র এবং চাউল প্রভৃতি ঠিক সময়ে পেয়েছেন কিনা ?

ANSWER

২। হ্যাঁ।

Admitted Unstarred Question No. 13

Name of M. L. A.—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be Pleased to State—

QUESTION

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং ও ১৯৮৪-৮৫ সনে ত্রিপুরায় মোট কতটি পশু চিকিৎসাকেন্দ্র (ভেটেরেনারী সেন্টার) চালু করা হয়েছে, স্থানের নামসহ তাহার বিবরণ ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri Abhiram Debbarma

১। উল্লেখিত সময়ে ১৩টি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রগুলি নিম্ন দেওয়া স্থানে অবস্থিত।

১। গকুলনগর
২। সরকারটিলা
৩। লাটিয়া ছড়া
৪। সাউথ চড়িলাম
৫। খোয়াই পুরান বাজার
৬। উত্তর কৃষ্ণপুর
৭। সর্দ্দকরকরি
৮। করইছড়া
৯। আমলিঘাট
১০। কুপিলং
১১। গৌরাঙ্গ বাজার
১২। নর্থ ভারতনগর
১৩। খেলাকুম

Admitted UnStarred Question No. 15

Name of Member—Sri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the P.W. (Electricity) Deptt. be pleased to State.

QUESTION

১। গত ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কত টাকার 'ইলেকট্রিক কনসাম্পশন বিল' বকেয়া পড়ে আছে, তার মহকুমা ভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব,

২। ঐ বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। প্রয়োজনীয় 'নির্দ্দেশিকা' (মেমোরেণ্ডাম) জারী করা হচ্ছে। যে সকল ভোক্তা বকেয়া পরিশোধ করছেন না তাদের বৈদ্যুতিক সংযোজন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হচ্ছে।

Admitted UnStarred Question No. 16.

Name of M.L.A.—Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state.

১। প্রশ্ন : গত ১৯৮৪ইং সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১১৮৫ইং সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত অমরপুর মহকুমার পূর্ত্ত দপ্তর হইতে মোট কতজন উপজাতিকে ফর্ম ১১-এর মাধ্যমে ঠিকাদারীর কাজ দিয়েছে, তাদের নাম ও ঠিকানা ?

১। উত্তর : ১৯৮৪ইং সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৫ইং সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অমরপুর মহকুমার পূর্ত দপ্তর হইতে মোট ১৫৬জন উপজাতিকে ফর্ম ১১-এর মাধ্যমে ঠিকাদারীর কাজ দেওয়া হয়েছে। তাদের নাম ও ঠিকানা সংযোজী—'ক' তে দেওয়া হইল।

সংযোজনী—"ক"

STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 1984 TO JANUARY, 1985 IN CONNECTION WITH AWARD OF WORK TO TRIBAL PERSON UNDER AMARPUR DIVISION.

Sl. No.	Name of Contractor	Value of Work
1.	Shri Atul Debbarma Jatanbari	14,711·00
2.	Shri Bhuban Kr. Jamatia Debbari	4,920·00
3.	Shri Laxmi Gobinda Jamatia Malbassa	5,579·00
4.	Shri Chitta Rn. Debbarma Jatanbari	14,052·00
5.	Shri Biplab Hari Jamatia Gamakobari	12,066·00
6.	Muktaram Reang East Malbassa	11,832·00
7.	Asha Ch. Reang Kurma	20,855·00
8.	Dhaniram Uchai West Manika (G.P.)	13,804·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
9.	Kunja Sadhan Jamatia Bandarghat	5,802·00
10.	Shri Bipindra Jamatia Burburia	27,526·00
11.	Datyaram Reang Jatanbari	6,304·00
12.	Sajarai Reang Jatanbari	14,693·00
13.	Dinesh Ch. Debbarma Jatanbari	14,950·00
14.	Jayanta Debbarma Jatanbari	22,776·00
15.	Manindra Reang Kurma	27,967·00
16.	Kalachand Jamatia Maharani	14,726·00
17.	Rangalal Jamatia Maharani	52,841·00
18.	Joy Kumar Jamatia Maharani	14,221·00
19.	Bir Kumar Reang Paharpur	13,040·00
20.	Ratna Hari Jamatia Maharani	18,922·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
21.	Jyotish Jamatia Maharani	28,148·00
22.	Parendra Debbarma Rambhadra (G.P.)	12,844·00
23.	Upaharan Jamatia Sarbong	22,184·00
24.	Alanga Mohan Jamatia Sarbong	10,403·00
25.	Krishna Jamatia Maharani	7,132·00
26.	Maniram Debbarma Nutanbazar	2,790·00
27.	Haricharan Jamatia Maharani	11,610·00
28.	Ajit Reang Maharani	14,962 00
29.	Dharam Singh Jamatia Burburia	8,609·00
30.	Gour Mohan Jamatia Barboria	10,041·00
31.	Annamohan Jamatia Barboria	23,246·00
32.	Khirode Behari Jamatia Gamakubari	12,747·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
33.	Chareedra Reang Kurmacherra (G.P.)	12,837·00
34.	Satya Ram Reang Paharpur (G.P.)	12,031·00
35.	Chhanda Kr. Jamatia Gamakubari	12,233·00
36.	Kiranmoy Jamatia Barburia	12,236·00
37.	Khandata Hari Jamatia Barburia	6,745·00
38.	Hariananda Jamatia West Malbassa (G.P.)	6,217·00
39.	Kalicharan Jamatia Gamakubari	10,487·00
40.	Binoy Jamatia/Gamakubari (West Malbassa)	13,226 00
41.	Bhriguram Jamatia Nutan Karai Mura	13,007·00
42.	Ananta Kr. Jamatia West Malbassa	10,613·00
43.	Swarna Kr. Jamatia Burburia	9,943·00
44.	Birmohan Jamatia Burburia	10,412·00
45.	Jagadish Jamatia Burburia	12,622·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of Work
46.	Gunadhar Jamatia Gamakobari	23,721·00
47.	Dhananjoy Jamatia Chachu	11,114·00
48.	Ratan Ch. Reang Kurma (G. P,)	12,897·00
49.	Kalamjoy Reang Gangiabari	13,470·00
50.	Dhirendra Reang North Challagong (G. P,)	13,117·00
51.	Indra Dayal Jamatia DalaK (G. P.)	8,614·00
52.	Prasanna Dabbarma Dakshin Maharani (G. P.)	13,577·00
53.	Bilat Nanda Jamatia Maharani (G. P,)	13,577·00
54.	Tej Kr. Jamatia Maharani	37,005·00
55.	Tabjiram Reang Rajkang (G. P.)	13,577·00
56.	Ramganga Jamatia Sarbong, Amarpur	11,753·00
57.	Nirasadhan Jamatia Burburia	11,753·00
58.	Ashok Debbarma Ekjancherra (G. P.)	11,679·00
59.	Ratan Kishore Jamatia West Duluma	11,475·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
60.	Ananda Mura Singh Ekcharl (G. P.)	9,886·00
61.	Bikram Kr. Jamatia Rangamati	5,767·00
62.	Ahini Kr. Jamatia Birgong (G. P.)	8,559·00
63.	Mangai Sadhan Jamati Malashi (G. P.)	6,700·00
64.	Suran Hari Jamati West Sarbong	4,288·00
65.	Satayamohan Jamatia Sarbong	10,140·00
66.	Mohendra Reang Leba Cherra (G. P.)	10,757·00
67.	Birbal Singh Reang East Duluma (G. P.)	13,253·00
68.	Hani oy Reng Lawgeng (G. P.)	5,635 00
69.	Dhaniram Debbarma Rambhadra (G. P.)	11,320·00
70.	Badhiram Jamatia Dalak (G. P.)	14,874·00
71.	Sikshya Kr. Jamatia Burburia	11,716·00
72.	Achrutama Jamatia Tingoria	88,65·00
73.	Bir Ratan Reang (G. P.) Paharpur	14,344·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
74.	Sri Bhakti Sadhan Jamatia Bampur (G.P.)	8,704·00
75.	Sri Balaram Reang Kurma Cherra (G.P.)	12,763·00
76.	Sri Ukendra Reang Kurma Cherra (G.P.)	12,703 03
77.	Sri Bishu Sadhan Jamatia Debbari	8,278 00
78.	Sri Tampaya Reang East Malbassa	10,293·00
79.	Sri Kulendra Reang Gangia (G.P.)	11,066 00
80.	Sri Sati Ram Uchai West Manika Dewyan (G.P.)	11,558·00
81.	Sri Kunjaray Tripura Nebarampara (East Manikya Dewyan)	11,911·00
82.	Sri Santibikash Chakma Uttar Chellagong (G.P.)	11,291·00
83.	Sri Jarmajoy Jamatia Burburia	11,291·00
84.	Sri Brihannala Jamatia Burburia	11,233·00
85.	Sri Jamana Hari Jamatia Debbari (G.P.)	9,018·00
86.	Sri Chakra Hari Jamatia Burburia	10,224·00
87.	Sri Dewan Tripura Jatanbari	13,972·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
88.	Sri Sadhan Jamatia Dalak	9,384·00
89.	Sri Debaranjan Jamatia Gamakubari	14,709·00
90.	Sri Kunjamoni Jamatia Gamakubari	10,101 00
91.	Sri Chakra Bahadhur Jamatia Taidhu (G.P.)	12,574·00
92.	Sri Benonjoy Reang Jatanbari	14,260·00
93.	Sri Bikram Hari Jamatia Gamakobari	9,430·00
94.	Sri Season Kr. Jamatia Dalak	11, 38·00
95.	Sri Beno;oy Reang Rambhadra	12 703·00
96.	Sri Gangabada Jamatia Nutan Karai Mura	7,990·00
97.	Sri Dhirasen Jamatia Burburia	7,684·00
98.	Sri Nitya Kr. Reang Dalak	6,072·00
99,	Sri Sanghar Jamatia East Duluma (G. P.)	13,675·00
100.	Sri Durjoy Reang Labachetra (G. P)	7,000·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
101.	Sri Sakti Kr. Jamatia Bampur (G. P.)	7,000·00
102.	Sri Binode Ch. Jamatia Maharani	9,300·00
103.	Sri Kalaram Chakma Nutanbazar	12,962·00
104.	Sri Krishna Deb Barma Karbook	5,056·00
105.	Sri Marthangjoy Reang PaharPur (G. P.)	13,933·00
106.	Sri Manindra Reang Rajkang	13,933·00
107.	Sri Surasen Chakma Uttar Chellagong (G. P.)	13,864 00
108.	Sri Nishi Kanta Dewan Jatanbari	14,864·00
109.	Sri Prabin Chakma Uttar EKchari	14,198·00
110.	Sri Oras Chakma Uttar Chellagong	14,743·00
111.	Sri Anna Sadhan Jamatia Ranga Cherra	14,152·00
112.	Sri Suran Hari Jamatia Burburia	14,995·00
113.	Sri Ugayajai Mog West Karbook	24,263·00
114.	Sri Beni Ch. Reang Rajkang (G. P)	12,712·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
115.	Sri Suramohan Chakma. Uttar Ekchari, (G. P.)	11,215·00
116.	Sri Narendra Reang. East Sarbong, (G. P)	13,833·00
117.	Sri Sadananda Jamatia West Taislong (G. P.)	11,541·00
118.	Sri Kaj Chandra Jamatia Amarpur (Thalcherra)	14,548·00
119.	Sri Bhabesh Kr. Jamatia Rangamati, (G. P.)	14,904·00
120.	Sri Tapahari Jamatia Gopinanda Para	14,810·00
121.	Sri Nakuljoy Reang Kurma	14,861·00
122.	Sri Abatrin Jamatia Maharani	14,763·00
123.	Sri Stipen Sangma Amarpur	14,763·00
124.	Sri Desha Ram Reang Paharpur.	14,763·00
125.	Sri Narendra Deb Barma Jatanbari	14,763·00
126.	Sri Gunadhan Jamati Gamakobari	9,820·00
127.	Sri Brojalila Deb Barma, Dhanlekha (G. P.)	14,462·00

Sl No.	Name of Contractor	Value of work
128.	Sri Uttam Tripura Purba Karbook (G. P.)	14,462·00
129.	Sri Morji Roy Kalai Ampinagar (G. P.)	14,462·00
130.	Sri Saral Mani Jamatia Gamakobri	10,207·00
131.	Sri Hari Charan Tripura Nutanbazar (G. P.)	10,207·00
132.	Golak Pada Jamatia Burburia	10,207·00
133.	Sri Pratishudh Jamatia Coprapara (G. P.)	10,207·00
134.	Sri Jaba Kishore Jamatia Jambuk Cherra (G, P)	10'207·00
135.	Sri Bishnu Roy Tripura West Patichari (G. P.)	10,207·00
136.	Sri Binanda Reang Barmatilla	13,287·00
137.	Sri Hala Ram Reang Barmatilla	14,276·00
138.	Sri Atindra Reang South Karbook	7,178·00
139.	Sri Keshab Bahadur Jamatia South Chellagong (G. P.)	13,883·00
140.	Sri Gangu Pada Jamatia Karaimura	13,376·00
141.	Sri Sushen Kumar Jamatia South Chellagong (G. P.)	14,363·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
142.	Sri Bindajoy Reang Rajkanj	14,954·00
143.	Sri Khetra Mohan Reang Chellagong	14,978·00
144	Sri Thungcha Ray Reang Chellagong	14,404·00
145.	Sri Sankar Deb Barma Fulkumari (G, P)	14,198·00
146.	Sri Rangalal Jamatia Maharani	14,694·00
147.	Sri Dhanigoram Reang Barmatilla	13,938·00
148.	Sri Navendra Ch. Deb Barma Jatanbari	9,655·00
149.	Sri Kricham Jamatia Gangia	9,655·00
150	Sri Congrestra kr. Jamatia Gangia	8,702·00
151.	Sri Richandra Reang Chellagong	8,434 00
152.	Sri Contrestra Kr, Jamatia Gangia	7 852·00
153.	Sri Budhajoy Jamatia South Maharani	13,482·00
154.	Sri Mono Dhan Chakma Rushyabari	14,262·00

Sl. No.	Name of Contractor	Value of work
155.	Sri Sukhi Mohan Tripura Rushyabari	9,695·00
156.	Sri Ashoke Kr. Chakma Uttar Ekchari (G. P.)	13,070·00
	Total—Rs.	19,86,450·00

(Rupees Nineteen lakhs eighty six thousand four hundred fifty) only.

Admitted UnStarred Question No. 25

Name of Member—Shri Makhan Lal Chkraborty.
Shri Jawhar Saha.
Shri Samir Deb Sarkar.
Shri Sunil Kumar Choudhury.
Shri Gopal Chandra Das.
Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে স্বনির্ভর কর্ম সংস্থান প্রকল্পের জন্য কতজন শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের কাছ থেকে ঋণের জন্য কতগুলি দরখাস্ত জমা পড়েছিল ?

২। এদের মধ্যে কতজনকে নির্বাচিত করে কি হারে কোন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। বাকী দরখাস্তকারীদের নির্বাচিত না করার কারণ কি ?

৪। নির্বাচনের সময় ব্লক উন্নয়ন কমিটির পরামর্শ নেওয়া হয় কি না ;

৫। ইহা কি সত্য কুটির শিল্প ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য (যথা—মৎস্য চাষ, পশু পালন ইত্যাদি) উক্ত স্বনির্ভর কর্ম সংস্থান প্রকল্পের ঋণ দেওয়া হচ্ছে না ?

৬। ১৯৮৩-৮৪ইং ও ১৯৮৪-৮৫ইং সনের আর্থিক বৎসরে বেকারদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসূচীর প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভব হয়েছে কি ?

ANSWER

১। ১৯৮৩-৮৪ইং এবং ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধিনে সর্বমোট ১০,১৫৯টি দরখাস্ত জমা পড়েছিল। বিষদ তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ১৯৮৩-৮৪ইং সনে ২,৪১৭টি দরখাস্ত এবং ১৯৮৪-৮৫ইং সনে ২,৪৮৩টি দরখাস্ত জমা পড়েছিল ।

রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ১৯৮৩-৮৪ইং সনে ২,০২৩টি দরখাস্ত এবং ১৯৮৪-৮৫ইং সনে ৩,২৩৬টি দরখাস্ত জমা পড়েছিল।

২। ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বৎসরে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধিন নির্বাচন মণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ৯৬৩ জন প্রার্থী এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ৭৩ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিল। উপরোক্ত নির্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে ৬৪৪ জনকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে। টাকার পরিমাণ ৯০·১৬ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৭৩ জনকে। টাকার পরিমান ১০·৩৫ লক্ষ টাকা।

নিম্নলিখিত হারে ঋণ দেওয়া হইয়াছে

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পেঃ

১০ হাজারের কম	—	২%
১৫ হাজারের কম	—	২৫%
২০ হাজারের কম	—	৫৫%
২৫ হাজার পর্যন্ত	—	১৮%

রাজ্য সরকারের প্রকল্পে :

১০ হাজারের কম	—	২৫%
১৫ হাজারের কম	—	৬৫%
২০-২৫ হাজার পর্য্যন্ত	—	১০%

মহকুমা ভিত্তিক এবং ব্যাঙ্ক ভিত্তিক নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্য সংলাগ 'ক' তে দেওয়া হইল।

১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরে (৩১/১/৮৫ইং পর্যান্ত) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে ৫৪৩ জন এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ২৮২ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যাঙ্ক এদের মধ্যে কতজনকে ঋণের টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার হিসাব ব্যাঙ্ক হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্বাচিত পদ্ধতি/নিয়ম/বিধি অনুসারে নির্বাচক মণ্ডলী প্রার্থী নির্বাচন করেন এবং এই সকল আরোপিত পদ্ধতি প্রভৃতির আওতায় যে সকল প্রার্থী পড়ে না তাহাদিগকে নির্বাচক মণ্ডলী ঋণ পাওয়ার যোগ্য নহে বলিয়া নির্বাচিত করেন নাই।

তাহা ছাড়া প্রতি বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা থাকে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেকার প্রার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশী

৪। হ্যাঁ (শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের প্রকল্পের ক্ষেত্রে)।

৫। হ্যাঁ (শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের প্রকল্পের ক্ষেত্রে)।

৬। ১৯৮৩-৮৪ সালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রায় যদিও নির্বাচক মণ্ডলী অনুমোদন দিয়াছিল ব্যাঙ্ক সমূহ বিভিন্ন কারণে যথা পূর্বের ঋণের বকেয়া থাকাতে, ঋণ গ্রহণে বেকারদের (ঋণের টাকা কম হওয়াতে) অনিচ্ছা এবং অন্যান্য কারণে ব্যাঙ্ক উক্ত লক্ষ্যমাত্রায় ঋণ দিতে পারেন নাই।

রাজ্য প্রকল্পে ও উক্ত কারণে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। ১৯৮৪-৮৫ইং সালে আশা করা যায় এই মার্চ মাসে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে মহকুমা ও ব্যাঙ্ক ভিত্তিক নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্যাদি ঃ

সংলাগ—'ক' (পশ্চিম ত্রিপুরা)

মহকুমার নাম (কেন্দ্রীয় প্রকল্প)	ব্যাঙ্কের নাম	ঋণ প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
সদর মহকুমা	এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৯	টাঃ ১,১০,৬০২'২৬
	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১০	টাঃ ১,৬১,০০০'০০
	পাঞ্জাব ও সিন্দ্র ব্যাঙ্ক	২	টাঃ ২৪,৩২৫'০০
	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৮	টাঃ ১,২০,০০০'০০
	ব্যাঙ্ক অব বরোদা	৭	টাঃ ১,০৪,৭০'০০০
	ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	১৫	টাঃ ১,২০,৯৩০'০০
	বিজয়া ব্যাঙ্ক	১৩	টাঃ ১ ৯৮,০০০'০০
		মোট—৭৪	টাঃ ৮,৩৯ ৫৫৭'৯৪
সদর মকুমা	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৩১	টাঃ ৪,৩২,৪৭৩'৫০
	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৩৩	টাঃ ১৫,৪১,৭১৫'৬০
	ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৯০	টাঃ ১১,২০,৬২২'৯৮
		মোট—২৫৪	টাঃ ৩৯,৩৪,৩৭০'২০
খোয়াই মহকুমা	ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৪	টাঃ ৫৯,৫০৪'০০
	ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	২০	টাঃ ২ ৫০,৮০৫'০০
	ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৭	টাঃ ৮১,৬০৬'০০
		মোট - ৩১	টাঃ ৩,৯:,৯১৫'০০

মহকুমার নাম (কেন্দ্রীয় প্রকল্পে)	ব্যাঙ্কের নাম	ঋণ প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
(পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা)			
সোনামুড়া মহকুমা	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।	৪	টাঃ ৬৭,৫৫৫·২০
	ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।	১	টাঃ ২১,৩০০·২০
		মোট—৫	টাঃ ৮৮,৮৫৫·২০
রাজ্য প্রকল্পে			
সদর মহকুমা	ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৪৬	টাঃ ৬,৫০,০০০·০০
(দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা।)			
রাজ্য প্রকল্পে			
উদয়পুর মহকুমা	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	২	টাঃ ৪০,০০০·০০
	ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	৩	টাঃ ৩০,০০০·০০
	ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৫	টাঃ ৫৫,১০০·০০
		মোট—১০	টাঃ ১,২৫,১০০·০০
বিলোনীয়া মহকুমা	ইউনাইটেড ব্যাংক	২	টাঃ ৭,৫৫০·০০
	অব ইণ্ডিয়া	১	টাঃ ২,৫৫০·০০
সাব্রুম মহকুমা	ঐ	৬	টাঃ ৬০,৫০০·০০
শাং		মোট—১৮	টাঃ ১,৯৩,১৫০·০০

মহকুমার নাম (.কন্দ্রীয়প্রকল্প)	ব্যাংকের নাম	ঋণ প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
কেন্দ্রীয় প্রকল্পে :			
বিলোনীয়া মহকুমা	ষ্টেটব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৫০	টা: ৮,৪৩, ৫০০·০০
	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪১	টা: ৫,৯৬, ৫২০·০০
	ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	১	টাঃ ৫, ০০০·০০
		৯২	টাঃ ১৪,৪৫, ০২০·০০
অমরপুর মহকুমা	ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪	টাঃ ৬৪, ০০০·০০
	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	২	টা: ১০, ০০০·০০
		৬	টা: ৭৪, ০০০·০০
সাব্রুম মহকুমা	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪	টা: ৫৫, ৩০০·০০
উদয়পুর মহকুমা	ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩১	টাঃ ৪, ৩৯, ৯০০·০০
	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩৮	টা: ৫, ৫৫, ৫৫০·০০
	ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	১	টা: ২, ৫০০·০০
	মোট	৭০	টাঃ ৯,৯৭, ৯৫০·০০
	সর্বমোট	১৭২	টা: ২৫,৭২, ২৭০·০০

উত্তর ত্রিপুরা জিলাঃ

রাজ্য প্রকল্পে :

কৈলাসহর মহকুমা			
ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক		২	টা: ৩০,০০০·০০

মহকুমার নাম (কেন্দ্রীয় প্রকল্পে)	ব্যাংকের নাম	ঋণ প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা		টাকার পরিমাণ
উত্তর ত্রিপুরা জিলা : (কেন্দ্রীয় প্রকল্পে)				
ধর্মনগর মহকুমা	ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	৩০	টা:	৩,২৬.৪২০'৩৯
	ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	১১	টা:	১,১৮,৬৮৬'৪০
		মোট—৪১	টা:	৪,৪৫,১০৬'৭৯
কৈলাসহর মহকুমা	ইউ, বি, আই,	২৩	টা:	২,৬৮,১৩৮'৮৪
	এস, বি, আই,	১৬	টা:	২ ৯ ,১৬৩'৫১
		মোট—৪৯	টা:	৫,৫৯,৩০২'৩৫
কমলপুর মহকুমা	ইউ, বি, আই,	১৪	টা:	১,৬২,০০৫'৫০
	এস, বি, আই	৭	টা:	৮৪,৯৫৪,৭০
		মোট – ২১	টা:	২,৪৬,৯৬০'২০
		সর্ব মোট—১১১	টা:	১২,৫১,৩৬৯.৩৯

Admitted Un-starred Question No. 27

Name of the M.L.A—শ্রীজহর সাহা

Will the Hou' ble Minister-In-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state –

QUESTION

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ মহকুমায় কয়টি গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। অমরপুর মহকুমায় চেলাগাং, নতুনবাজার, করবুক, গণ্ডাছড়া, অম্পি, তৈদু করে নাগাদ গো-প্রজনন কেন্দ্র খোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-In-Charge—Shri Abhiram Debbarma

১। রাজ্যে গো-প্রজনন কেন্দ্র ও গো-প্রজনন উপ-কেন্দ্রের সংখ্যার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

সদর	—	৩৯টি
উদয়পুর	—	১২টি
খোয়াই	—	১৫টি
সোনামুড়া	—	১৩টি
বিলোনীয়া	—	১৬টি
সাব্রুম	—	৪টি
অমরপুর	—	১টি
কমল র	—	১৩টি
কৈলাশহর	—	১৯টি
ধর্মনগর	—	১৮টি
	মোট—	১৫০টি

২। না বর্তমানে এইরূপ কোনও পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-starred Question No. 30

Name of Member—Sri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। কৃষি কাজের জন্য বর্ডার অঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে পাওয়ার টিলার দেওয়ার কোন সরকারী

পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ৩১.১.৮৫ ইং পর্যান্ত মোট টীলার দেওয়া হইয়াছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

৩। গ্রামাঞ্চলে আরও পাওয়ার টীলার দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Minister-In-Charge of Agriculture—Shri Badal Choudhury

১। হ্যাঁ, শতকরা ২০ ভাগ ভর্তুকীতে পাওয়ার টীলার দেওয়া হয়ে থাকে।

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত ৩১টি পাওয়ার টীলার ভর্তুকীতে দেওয়া হইয়াছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

১।	কমলপুর	—	১০টি
২।	ধর্মনগর	—	১টি
৩।	খোয়াই	—	১টি
৪।	উদয়পুর	—	৩টি
৫।	শান্তিরবাজার	—	২টি
৬।	বিলোনীয়া	—	১টি
৭।	জিরানিয়া	—	৫টি
৮।	সোনামুড়া	—	৪টি
৯।	মোহনপুর	—	৩টি
১০।	বিশালগড়	—	১টি
		মোট—	৩১টি

৩। এই আর্থিক বৎসরে ১০টি পাওয়ার টীলার শতকরা ২০ ভাগ ভর্তুকীতে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে, তন্মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ৫টি দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-starred Question No. 35

Name of Member—Sri Sunil Kr. Choudhury

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। রাজ্যে বীজ, সার এবং কীটনাশক ঔষধ-এর মজুদ ভাণ্ডার আছে কিনা ?

২। থাকিলে কোথায় কোথায় কোন্ জাতীয় ঔষধ কি পরিমাণ আছে ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 36

Name of M.L.A.—Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the P. W. Department be pleased to state—

QUESTION & ANSWER

১। প্রশ্ন : পূর্তদপ্তরের অধীনে দু বছরের অধিককাল যাবত ঠিকেদারীর কাজ হাতে নেওয়া সত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকেদারগণ তাদের ঐ কাজগুলি করেন নি এমন কাজের বিবরণ এবং ঐরূপ ঠিকেদারের সংখ্যা ?

১। উত্তর ঃ ঠিকাদারের সংখ্যা ১০৪ জন। কাজের বিবরণ সংযোজনী 'ক'-তে দেওয়া হইল।

২। প্রশ্ন ঃ যে সকল ঠিকেদার তাদের কাজের চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় ?

২। উত্তর ঃ চুক্তি পত্রের শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তবে গত দুই বৎসরে এরূপ কতজন ঠিকেদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা ?

৩। উত্তর ঃ এ পর্যন্ত ৬০ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন ঃ কোন ঠিকেদারকে গত দু বৎসরের মধ্যে ব্ল্যাক্‌লিস্টেড্‌ করা হয়েছে কি না ?

৪। উত্তর ঃ গত দু বছরের মধ্যে কোন ঠিকাদারকে ব্ল্যাক্‌লিস্টেড্‌ করা হয়নি।

সংযোজনী 'ক'

	ঠিকাদারের নাম		কাজের বিবরণ
১।	শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন সাহা	—	তীর্থমুখে পুলিশ আউট পোষ্ট নির্মাণের কাজ।
২।	শ্রীসুভাষ চন্দ্র পোদ্দার	—	উদয়পুর নাগরাই রাস্তা নির্মাণ (দ্বিতীয় স্তর গ্রুপ নং-৮)।
৩।	শ্রীযুবরাজ রঞ্জন সেনগুপ্ত	—	উদয়পুর নাগরাই রাস্তা নির্মাণ (দ্বিতীয় স্তর গ্রুপ নং-৯) ।
৪।	শ্রী এস. কে. গাঙ্গুলী	—	উদয়পুর নাগরাইরাস্তা (দ্বিতীয় স্তর গ্রুপ নং-১০)।
৫।	শ্রী পি বি. পাল	—	উদয়পুর নাগরাই রাস্তা (প্রথম স্তর গ্রুপ নং-৩)
৬।	শ্রী অসিত বরণ রায়	—	অমরপুর টাউন হল নির্মাণ।
৭।	শ্রী ধন সিং	—	বিশ্রামগঞ্জ—সোনামুড়া রাস্তার উন্নয়ন। প্রথম স্তর মাটির কাজ, পেইবমেন্ট ও হার্ড সোল্‌ডারিং এর বরাদ্দ সহ ৪০ মিঃ মিঃ পাথর সরবরাহ, গ্রুপপ নং (২), বিশ্রামগঞ্জ।

ঠিকাদারের নাম		কাজের বিবরণ
৮। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস	—	আগরতলা—সাব্রুম রাস্তার উন্নয়ন। ৮৩ কি. মি. ১০৯'৮ কি. মি. গ্রুপ নং ৩, মাটির কাজ পেইবমেন্ট ও হার্ড সোল্ডার বরাদ্দ সহ। প্রথম স্তর, ড্রেইন পেইবমেন্ট ও হার্ড সোল্ডার সেকসান-১ (৮৩ কি. মি. —৯২'৫ কি. মি.)।
৯। শ্রীদীপঙ্করঞ্জন নাথ	—	বিশ্রামগঞ্জ—মেলাঘর, সোনামুড়া রাস্তার উন্নয়ন। মাটির কাজ, পেইবমেন্ট ও হার্ড সোল্ডার (প্রথম স্তর। বিভিন্ন জায়গায় পীচের কাজ। সেকসান-৪ (১৪ কি. মি.-২৫ কি. মি.
১০। শ্রীদীগেশ চন্দ্র নাথ	—	বিশ্রামগঞ্জ—মেলাঘর-সোনামুড়া রাস্তার উন্নয়ন। ফরমেশান পেইবমেন্ট ও হার্ড সোল্ডারের কাজ (প্রথমস্তর। পাঁচের গ্রাউটিং ও সারফেইস পেইন্টিং দ্বারা রাস্তার বিভিন্ন দুর্বল অংশকে শক্তিশালী করা। গ্রুপ ন -২ (১১ কি. মি. হইতে ১৬ কি. মি.)
১১। শ্রীস্বরাজ রঞ্জন সেনগুপ্ত	—	মনাই পাথারি হইতে সরপাথারি রাস্তায় উন্নয়ন। এস. পি. টি. ব্রীজ ১টি, আর. সি. সি. স্পান পাইপ ৬ টা। ৬' ৪৫ কিঃ মিঃ। রাস্তার উন্নয়নের জন্য মাটির কাজ।
১২। শ্রীবরুণ কুমার সাহা	—	সোনামুড়া নিদয়া হইতে মনাই পাথর রাস্তার উন্নয়ন মাটির কাজ এক ইটের সোলিং।
১৩। শ্রীনিরঞ্জন সাহা	—	কাকড়াবন হইতে ধনপুর রাস্তার নির্মান। গ্রুপ নং-১। এক ইটের সোলিং।
১৪। শ্রী এ. এ. চৌধুরী	—	বেজীমারা হইতে গন্ধরাবান্দ ভায়া বরনারায়ণ রাস্তার উন্নতি। মাটির কাজ (প্রথম অংশ)।
১৫। শ্রীরতন সাহা	—	মেলাঘর হাসপাতাল সাব ডিভিসনাল মেডিকেল অফিসারের অফিস, স্টোর ও গেরেজ নির্মানের কাজ।

ঠিকাদারের নাম		কাজের বিবরণ
১৬। শ্রীদীনেশ চন্দ্র সাহা	—	কিলামুড়া (নলছড়) হইতে বাগবাসা (৬ কিমিঃ) রাস্তার উন্নয়ন। মাটির কাজ।
১৭। শ্রী বি. বি. মজুমদার	—	বক্সনগর রহিমপুর রাস্তার উন্নয়ন (আশাবাড়ী) ৫ কিমিঃ দৈর্ঘ্য। ইটের সোলিং।
১৮। শ্রীতেজ প্রতাপ সিং	—	পুটিয়া-রহিমপুর রাস্তার উন্নয়ন। ৬'১৬ কিমিঃ মাটির কাজ। আর. সি. সি. স্প্যান পাইপ বসানো।
১৯। শ্রী এ. বি. পাল	—	সোনামুড়ার কোর্ট বিল্ডিং নির্মান।
২০। শ্রীঅনিল চন্দ্র সূত্রধর	—	ধ্বজনগর পুলিশ ব্যারাকের খাবার ঘর ও রান্নাঘর নির্মান।
২১। শ্রীঅমলেন্দু মজুমদার	—	শালগড়া হাইস্কুল গৃহ নির্মান।
২২। শ্রীচন্দন কুমার নাগ	—	উদয়পুরে ধ্বজনগরে সেরিকালচার দপ্তরের জন্য একটি টাইপ ওয়ান কোয়ার্টার নির্মান।
২৩। শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র সাহা	—	সাউথ বাগমা সমতল পাড়া হাইস্কুলের গৃহ নির্মান।
২৪। শ্রীসাধন চন্দ্র ধর	—	কিল্লা পুলিশ ষ্টেশনের জন্য ৪টি টাইপ ওয়ান কোয়ার্টার নির্মান (ব্লক ৩)।
২৫। শ্রীতুষার কান্তি দত্ত	—	কিল্লা পুলিশ ষ্টেশনের জন্য ২টি টাইপ ওয়ান কোয়ার্টার নির্মান।
২৬। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সাহা	—	কিল্লা পুলিশ ষ্টেশনের জন্য ২টি টাইপ-টু কোয়ার্টার নির্মান।
২৭। শ্রীদীপেন্দু সরকার	—	কিল্লা পুলিশ ষ্টেশনের জন্য ২টি টাইপ-থ্রি কোয়ার্টার নির্মান।
২৮। শ্রীযতীন্দ্র মোহন সাহা	—	কিল্লা পুলিশ ষ্টেশনের জন্য ৩টি টাইপ ওয়ান কোয়ার্টার নির্মান। ব্লক-৪।
২৯। শ্রীপ্রভাষ চন্দ্র সাহা	—	কিল্লা পুলিশ ষ্টেশনের জন্য ৪টি টাইপ ওয়ান কোয়ার্টার নির্মান। ব্লক ওয়ান।
৩০। শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র দে	—	জামজুরী-গঙ্গাছড়া রাস্তার গ্রুপ ১ স্তর বারবড়ী

			হইতে মগ্ পুষ্করিনী পর্যান্ত রাস্তার কাজ।
৩১।	মেসার্স মজুমদার এণ্ড মজুমদার ব্রাদার্স	—	মনু বংকুল পুলিশ আউট পোষ্টের ষ্টাফ কোয়ার্টার ও ব্যারাকের কাজ।
৩২।	শ্রীমাখন লাল সাহা	—	সাব্রুমে টাউন হল নির্মান।
৩৩।	শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত	—	সাব্রুমের জলেফা হইতে সোনাই রাস্তার ইট বিছানোর কাজ।
৩৪।	শ্রী এম. এস. দত্ত	—	সাব্রুমে জু-ডিসিয়ারীর জল সরবরাহ ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মান।
৩৫।	শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস	—	বি. বি. রাস্তার উন্নতির জন্য ফরমেসান, পেইভ্-মেন্টের কাজ হার্ড সোণ্ডরের বরাদ্দসহ।
৩৬।	শ্রীচন্দ্রশেখর সোম	—	মনু মুখ হইতে বীরচন্দ্রনগর রাস্তার সোলিং, মেটালিং ও সারফেইস পেইন্টিং।
৩৭।	শ্রীজ্যোতি রঞ্জন ভৌমিক	—	শিলাছড়ি হইতে ঘোড়াকাপ্পা রাস্তার ইটের সলিং।
৩৮।	মেসার্স ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোরপোরেশন	—	শিলাছড়ি হইতে ঘোড়াকাপ্পা রাস্তার নির্মাণের জন্য ইট সরবরাহ।
৩৯।	মেসার্স ইট ভাটা শ্রমিক সমবায় সমিতি	—	শান্তির বাজারে পূর্ত্ত দপ্তরের ষ্টোরে প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট সরবাহ।
৪০।	শ্রীঅজয় দাস	—	বিলোনিয়া কলেজের লেকচার হল এবং নন্ রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট সেন্টার।
৪১।	উদিয়মান ইট ভাটা সমবায় সমিতি	—	বিলোনিয়া পূর্ত্ত দপ্তরের স্টোরে ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণীর ইট সরবরাহ।
৪২।	শ্রীচন্দ্রশেখর সোম	—	ঋষ্যমুখ হইতে পং বাড়ী রাস্তার মাটির কাজ ওয়েলডিং, মেটেলিং, সারফেইস্ পেইন্টিং।
৪৩।	শ্রীজগদীশ চন্দ্র সাহা	—	কৃষ্ণনগর হইতে মিরপুর, ভায়া ঈশান সর্দ্দার পাড়া রাস্তায় ইটের সলিং।
৪৪।	শ্রীজগদীশ চন্দ্র সাহা	—	ত্রিপুরা বাজার হইতে চাম্পানগর (৫ কিমি.-৯ কিমি.) রাস্তায় ইটের সলিং।

৪৫।	শ্রীকমল কান্তি মজুমদার	—	কৃষ্ণনগর হইতে শিবপুর ভায়া ঈশান সর্দার পাড়া রাস্তায় স্প্যান পাইপ বিছানো।
৪৬।	শ্রীচন্দ্রশেখর সোম	—	ইউ. বি. সি. নগর হইতে বড় পাথারী ভায়া রতনবাড়ী (১১'২০ কিমি.) রাস্তায় এক ইটের সলিং। (৩'২ কিমি.-১১'২ কিমি.)
৪৭।	শ্রীমণীন্দ্র দেববর্মা	—	টি. এ. রাস্তায় ৩০-৩১ কিমি. তে একসৃজান ছড়ার উপর এস. পি. টি. ব্রীজ নির্মাণ (৪০ মি. স্প্যান)।
৪৮।	শ্রীনৃপেন্দ্র দেব	—	অম্পি পুলিশ ষ্টেশনে একটি টাইপ থ্রি কোয়াটার নির্ম্মাণ।
৪৯।	শ্রীজে. কে. দাস	—	ধর্মনগর-সিনাইছড়া রোরের পরিধি বৃদ্ধিকল্পে জমি অধিগ্রহণে রাস্তার উন্নতি ও পাকা বেষ্টনী নির্মাণ।
৫০।	শ্রীলক্ষ্মী সিং	—	ডম্বুরনগর ব্লকের অফিসঘর নির্মাণ।
৫১।	শ্রীডি. সি. রায়	—	(ক) কে. এ. রোডের ২২ এম. টি. হইতে ২৪ এম. টি অংশের রি-সার-ফেইসিং।
			(খ) কে. এ. রোডের ১৯ এম. টি হইতে ২২ এম. টি অংশের রি-সার- ফইসিং।
			(গ) কমলপুর-আমবাসা রাস্তায় ১৬ কিমি. হইতে ১৯ কিমি. পর্য্যন্ত রি-সার-ফেইসিং এর কাজ।
৫২।	শ্রীএম. আর. চক্রবর্তী	—	আমাবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তার ১২.২ ফার্লং হইতে ১৭.৭ ফার্লং অংশের মেটেলিং এবং সারফেস্ পেইনটিং এর কাজ। ১১.২ ফার্লং হইতে ১৪.৬ ফার্লং অংশের কাজ।
৫৩।	শ্রীআর. এন. ঘোষ	—	জগবন্ধু পাড়া হাইস্কুলের স্কুল গৃহ নির্মাণ।
৫৪।	শ্রীকর্ণ মুনি দেববর্মা	—	(ক) কমলপুর-আমবাসা রাস্তা পানডুইয়া রাস্তার ইট বিছানোর কাজ।
			(খ) এইচ-এফ-রাস্তা হইতে বামুন ছড়া রাস্তায় সলিং এর কাজ।

(গ) পেচারথল-হালাহালি চেবরী রাস্তায়। আঠারমুড়া হইতে ফটিকরায় অংশ (৪৪'৫৯ কিমি.) ০ কিমি. হইতে ৮৫ কিমি. পর্যন্ত সাব গ্রেড প্রস্তুতি।

৫৫। মেসার্স অগ্রগামী বিল্ডারস্ — কে. এ. রোড হইতে কায়েম ছড়া রাস্তার ইটের সলিং এর কাজ।

৫৬। বি. আর. সেন — (ক) কমলপুর মরাছড়া আমবাসা রাস্তার কাকলু ছড়া হইতে আমবাসা অংশে (২৭টি স্পান পাইপ কালভার্ট বিছানোর কাজ।

খ) আমবাসা পুলিশ ষ্টেশনে পুলিশ ব্যারাক নির্মান।

গ) কমলপুর সাব ডিভিশনে কুলাইয়ে গ্রামীন পরিবারে কেন্দ্রের জন্য গৃহ নির্মান।

ঘ) আমবাসা ব্যারাকে খাওয়ার ঘর ও রান্নাঘর নির্মান।

৫৭। এ. এ. চৌধুরী — ক) পেচারথল হালাহালি চেবরী রাস্তা এন ই, সি, প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত : আঠারমুড়া হইতে ফটিকরায় অংশ (৪৪'৫৯) কিমিঃ। মাণিক ভাণ্ডার হইতে ফটিকরায় অংশ, দৈর্ঘ্য ৩৬'৭৪ কিমিঃ গ্রুপ নং ৩, ১৫ কিমিঃ হইতে ২২ কিমিঃ ফরমেশানের কাজ। ১৮ কিমি - ১৯ কিমিঃ।

খ) ঐ - ঐ -- ঐ ২০ সেমিঃ হইতে ২১ কিমিঃ রাস্তায় ফরমেশানের কাজ।

৫৮। মেসার্স ইউনাইটেড ব্রিক ক্লিন — ঐ - ঐ - ঐ ইট বিছানোর কাজ ৭'৬ কিমি: দৈর্ঘ্য।

৫৯। শ্রীমনোরঞ্জন ভৌমিক — ক) গঙ্গানগর পূর্ত্ত দপ্তরের সাব ডিভিশনের টাইপ ওয়ান কোয়াটার নির্মাণ।

		খ)	ঐ - ঐ - ঐ গ্রুপ নং-২।
৬০।	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়	—	ধর্মনগর পূর্ত দপ্তরের অধীনে উত্তম মানের নাগেশ্বর খুটি সরবরাহ।
৬১।	মেসার্স ধর্মনগর ব্রিক ক্লিন	— ক)	ধর্মনগর পূর্ত দপ্তরের অধীনে প্রথম শ্রেণীর ইট সরবরাহ।
		খ)	চন্দ্রপুর হইতে রাঘনা ভায়া গোচাপুর রাস্তার মাটির কাজ ও ইট বিছানোর কাজ।
৬২।	যুবরাজনগর স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ	— ক)	তিলথৈ আনন্দ বাজার রাস্তায় বাকী অংশের কাজ।
		খ)	ধর্মনগর পূর্ত দপ্তরের অধীনে ইট ও ঝামা সরবরাহ।
৬৩।	শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস	— ক)	ধর্মনগরে বিলথৈ মাঠের সংস্করণ।
		খ)	ধর্মনগর সাবজেইলের আবাসন গৃহ নির্মাণ।
৬৪।	রাজেন্দ্রর সিং	— ক)	জনতা কলেজ (রামনগর) হইতে পুরাতন পদ্মবিল রাস্তার উন্নতি।
		খ)	চুরাইবাড়ী রাণীবাড়ী রাস্তা (২০ কিমি. দৈর্ঘ্য) ইট বিছানোর কাজ।
৬৫।	শ্রীদেওয়ান সিং চৌধুরী	— ক)	তিলথৈ নগমছড়া রাস্তায় গ্রুপ ২ এর ৫'৬৩ কিমি. হইতে ১০৫ কিমি রাস্তার ইট বিছানো ও মেটেলিং এর কাজ।
		খ)	তিলথৈ দামছড়া রাস্তায় গ্রুপ ৪ এর ১৪'০০ কিমি হইতে ১৭'৫০ কিমি.। ইটের সলিং ও মেটেলিং এর কাজ।
৬৬।	শ্রীবিমান বিহারী পুরকায়স্থ	— ক)	ত্রিপুরা পুলিশ হাউসিং স্কীমের অধীনে টাইপ ওয়ান কোয়াটার নির্মাণ। গ্রুপ নং-৩ তে কোয়াটার নির্মাণ।
		খ)	দামছড়াতে সরকারী আবাসন গৃহ নির্মাণ। (গ্রুপ নং-২)

			গ) পুলিশ হাউসিং স্কীমের অধীনে সরকারী আবাসন গৃহ নির্মাণ।
			ঘ) দামছড়া পুলিশ ষ্টেশনে দালান নির্মাণ।
			ঙ) ধর্মনগর উপজাতি বিশ্রামাগারের চারদিকে দেওয়াল নির্মাণ।
৬৭।	শ্রীকমলেশ দত্ত	—	তিলথৈ দামছড়া রাস্তা হইতে জলেবাসা বাজার পর্য্যন্ত রাস্তার এপোচের উন্নতি।
৬৮।	শ্রীপ্রিয় ভারত চৌধুরী	—	দামছড়া ফুলদংশী তোপাইবাড়ী রাস্তায় তিলথৈ হইতে দামছড়া অংশ। গ্রুপ নং (৩) ১০'৫ কিমি—১৪'০০ কিমি অংশের সলিং, মেটেলিং।
৬৯।	শ্রীনিধু রঞ্জন দাস	—	হামলীছড়াতে এস. পি. টি. ব্রীজ নির্মাণ। ইরানী হইতে রাঙ্গুটিয়া ভায়া কাওরা বিল রাস্তায়।
৭০।	শ্রীসন্তোষ কুমার চৌধুরী	—	কৈলাশহর আর. কে. মহাবিদ্যালয়। ষ্টাপ কোয়ার্টার নির্মাণ। স্যান্যাটারী ব্যবস্থা ও জলসরবরাহ সহ।
৭১।	শ্রীধীমান কান্তি গুপ্ত	—	ক) কৈলাশহরে হাসপাতালের অধীনে ১০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসালয় নির্মাণ।
			খ) দীঘলবাগ কালাছড়া রাস্তায় স্পান পাইপ কালভার্ট বিছানো।
৭২।	শ্রীভবরঞ্জন নাথ	—	ধর্মনগর স্কুল পরিদর্শকের অফিসে মাটির কাজ ও চারিদিকে বেষ্টনী।
৭৩।	শ্রী এস. কে. হোম রায়	—	ধর্মনগর বি. বি. ইনষ্টিটিউটে ষ্টাপ কোয়ার্টার নির্মাণ।
৭৪।	শ্রীদেওয়ান সিং চৌধুরী	—	৫টি কাজ।
৭৫।	শ্রীগুরু প্রসন্ন নাথ	—	৯টি কাজ।
৭৬।	শ্রীরাজেন্দর সিং	—	২টি কাজ।
৭৭।	শ্রীহীরেন্দ্র কুমার পাল	—	২টি কাজ।
৭৮।	শ্রীআর. কে. দত্ত	—	১টি কাজ।

৭৯।	শ্রীহীরেন্দ্র নাথ	—	১টি কাজ।
৮০।	শ্রীশক্তি ভট্টাচার্য্য	—	১টি কাজ।
৮১।	শ্রীপীযুষ কান্তি নাথ	—	১টি কাজ।
৮২।	শ্রীনরেশ নাথ	—	১টি কাজ।
৮৩।	শ্রীহৃদয় রঞ্জন চাকমা	—	১টি কাজ।
৮৪।	শ্রীনর্মদা রঞ্জন দাস	—	২টি কাজ।
৮৫।	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ধর	—	এ. আর. ডব্লিও. স্কীম ইন ত্রিপুরা। বাধারঘাটে আইরণ রিমোভেল প্লান্ট নির্মাণ।
৮৬।	শ্রীসুধীর চন্দ্র দেবনাথ	—	তৈলিয়ামুড়াতে এ আর. ডব্লিও. স্কীমের অধীনে পায়খানা সহ শেড্ নির্মাণ।
৮৭।	মেসার্স রায় চৌধুরী কনস্ট্রাকসন	—	সিমনাতে এ. আর. ডব্লিও. স্কীমের অধীনে পায়খানা সহ শেড্ নির্মাণ ও কাঁটা তারের বেড়া।
৮৮।	মেসার্স ন্যাশনাল ট্রেডার্স	—	আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের ১৯৮২-৮৩ সনের মেরামতির কাজের অধীনে ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট এর জন্য চূন সরবরাহের কাজ।
৮৯।	শ্রীকিশোর লাল সাহা	—	যোগেন্দ্রনগর এ. আর. ডব্লিও. স্কীমের অধীনে পায়খানা সহ শেড নির্মাণ ও কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া।
৯০।	শ্রীঅসীম রায় চৌধুরী	—	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকসনের সম্প্রসারণ। জি. আই. পাইপ বসানো (জোন নং ২)।
৯১।	শ্রীডি. সি. ভট্টাচার্য্য	—	আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের অধীনে শিশু বিহারের নিকট ওভার হেড টেংকের চারিদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল ও লোহার গেইট নির্মাণ।
৯২।	শ্রীডি. সি. ভট্টাচার্য্য	—	আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই এর অধীনে শিশু বিহারের নিকট ওয়াটার সাপ্লাই স্টাফের শেড নির্মাণ।
৯৩।	মেসার্স এস. কে. ইণ্ডাস্ট্রিজ	—	ত্রিপুরার এ. আর. ডব্লিও স্কীমের অধীনে স্লুইস বাল্ব

			সরবরাহ।
৯৪।	মেসার্স চক্রবর্তী ইলেকৃট্রিক ওয়ার্কস	—	১৯৮৩-৮৪ সনে ওয়াটার সাপ্লাই মেরামতির স্কীমে ক্ষতিগ্রস্ত মোটরের মেরামতি।
৯৫।	শ্রীসমরেন্দ্র সাহা	—	আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই মেরামতির স্কীমের অধীনে ট্রীটমেন্ট প্লান্টের জন্য চুনা সরবরাহ।
৯৬।	মেসার্স আনরাইজ কর্পোরেশন	—	এম. এন. পি. অধীনে গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পে সিঙ্গারবিলে এটেণ্ডেন্ট শেড নির্মাণ।
৯৭।	মেসার্স অনিল এন্টারপ্রাইজ	—	এয়ার কম্প্রেসারের জন্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ।
৯৮।	শ্রীশেফাল চন্দ্র দত্ত	—	আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই ট্রীটমেন্ট প্লান্টের জন্য কম্পাউণ্ড ওয়াল নির্মাণ
৯৯।	মেসার্স হিন্দ টিউবওয়েলস্	—	উত্তর জেলায় দশটি টিউবওয়েলের ড্রিলিং ও ডেভেলপমেন্ট।
১০০।	শ্রীকিরীট বিক্রম মজুমদার	—	কুমারঘাটে আয়রণ রিমোভেল প্ল্যান্ট নির্মাণ।
১০১।	শ্রীএন. সি. দত্ত	—	বরপাথারীতে সি. আই. পলিথিন লাইন বিছানো।
১০২।	শ্রীএস. সি. পাল	—	টাইসজ রাবার সরবরাহ এর কাজ।
১০৩।	শ্রীবিমলেন্দু গুপ্ত	—	যতনবাড়ীতে ২০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন এইচ. সি. পাম্প বসানো।
১০৪।	শ্রীকাজল দেবনাথ	—	উত্তর ত্রিপুরার জন্য ভি. টি. পাম্পের জন্য ৩০ ঘোড়া শক্তি সম্পন্ন (ইলেকৃট্রিকেল) মোটর সরবরাহ।

Admitted Un-starred Question No. 42

Name of Member—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। রাজ্যে গত ১৯৮৪ সনের এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময় নিম্নে বর্ণিত কোন্

কোন্ ক্ষেত্রে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যয় হয়েছে—তার হিসাব ?

ক) জলসেচের জন্য ;

খ) পানীয় জল সরবরাহের জন্য ;

গ) হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডিস্‌পেন্‌সারীর জন্য ;

ঘ) ডোমেষ্টিক লাইনের জন্য ;

ঙ) কমার্শিয়াল লাইনের জন্য ;

চ) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লাইনের জন্য ।

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No: 43

Name of Member—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W: (Electricity) Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। রাজ্যে বিভাগীয় শহরগুলিকে নোটিফায়েড্‌ এরিয়া ঘোষণার পর আরবান্‌ ডিষ্ট্রিবিউশান স্কিম-এ কোন্ শহরে কত কিলোমিটার এরিয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এ্যাক্সটেনশন হয়েছে ? (শহর ভিত্তিক বিবরণ)

২। নোটিফায়েড্‌ এরিয়াগুলিতে ইলেক্‌ট্রিসিটির ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল, কমার্শিয়াল এবং ডমেষ্টিক সার্ভিস এর জন্য কত সংখ্যক আবেদন পত্র ১৯৮৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত জমা আছে ?

ANSWER

১। শহরভিত্তিক বিবরণ দেয়া হল :

শহরের নাম :	এইচ. টি. লাইন	এল. টি. লাইন	সাব-ষ্টেশন
সোনামুড়া	—	২ কিঃ মিঃ	১ টি
কমলপুর	—	৩ কিঃ মিঃ	—
কৈলাশহর	১ কিঃ মিঃ	৭.২৫ (৪.০৩৫ কিঃ মিঃ)	২ টি ১০০ কে ভি. এ ১১০.৪ কে. ভি.
ধর্মনগর	—	১০ কিঃ মিঃ	—
অমরপুর	—	৪.৭৪ কিঃমিঃ	—
উদয়পুর	—	৬.১৬ কিঃমিঃ	—
সাব্রুম	৩.৩ কিঃমিঃ	৪.৬ কিঃমিঃ	১টি (১০০ কে.ভি. এ)
বিলোনীয়া	০.৭৫ কিঃমিঃ	৮.৮৫ কিঃমিঃ	২টি (১০০ কি.ভি.এ) (৩০০ কে. ভি.এ)
খোয়াই	১.৬ কিঃমিঃ	৭.৭ কিঃমিঃ	৪টি ২৫ কে.ভি. ১ ১০০ কে. ভি. ১ ২০০ কে. ভি. ১

২। শহর ভিত্তিক বিবরণ নীচে দেয়া হল :

শহরের নাম	ইনডাষ্টিয়াল	কর্মাশিয়াল	ডোমেষ্টিক
উদয়পুর	—	—	—
বিলোনীয়া	—	৮টি	২৫টি
সাব্রুম	—	২টি	৩টি
কৈলাশহর	৬	৫৪টি	৭৪টি
ধর্মনগর	৪	৪৫টি	৭০টি
কমলপুর	—	—	১টি
খোয়াই	—	—	২৪টি

সোনামুড়া	—	—	১০টি
অমরপুর	—	—	—

Admitted Un-starred Question No. 51

Name of Member—Shri Manoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Industries Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে দিয়াশলাই ফ্যাক্টরীর সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২। উক্ত দিয়াশলাই ফ্যাক্টরীর জন্য কোন্ কোন্ জায়গায় মোট কত টাকা ব্যয়ে গৃহ তৈরী করা হয়েছে ? এবং

৩। কোন কোন কারখানায় বর্ত্তমানে কতজন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় আছেন ?

৪। প্রত্যেকটি দিয়াশলাই ফ্যাক্টরীর গড় Establishment খরচ কত ?

৫। ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত বৎসরভিত্তিক দিয়াশলাই উৎপাদনের পরিমাণ কত ?

৬। ত্রিপুরায় উৎপাদিত দিয়াশলাইগুলি বাজারে বিক্রি করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলাফল ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে খাদি বোর্ডের পরিচালনায় মোট ৫টি কারখানা আছে। মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) বিলোনীয়া মহকুমার মির্জাপুর গ্রামে— ১টি

খ) উদয়পুর মহকুমার ফুলকুমারীতে— ১টি

গ) সদর মহকুমার বড়জলায়— ১টি

ঘ) কৈলাশহর মহকুমার কুমারঘাটে— ১টি

ঙ) কমলপুর মহকুমার মায়াছড়িতে— ১টি

৫টি

২। মোট টাকা ৬,৪১,৭৯০·৬৭ পয়সা ব্যয়ে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ঃ—

ক) বিলোনীয়া মহকুমার মির্জাপুর গ্রামে— ১টি

খ) উদয়পুর মহকুমার ফুলকুমারীতে— ১টি

গ) সদর মহকুমার বড়জলাতে— ১টি

ঘ) কৈলাশহর মহকুমার কুমারঘাটে— ১টি

ঙ) কমলপুর মহকুমার মায়াছড়িতে— ১টি

৩। বর্তমানে সদর মহকুমার বড়জলা দিয়াশলাই কারখানাটিতে ৬০ (ষাট) জন মহিলা শ্রমিক কর্মে রত আছেন।

প্রশাসনিক ও অন্যান্য কারণবশতঃ গত দুই বৎসর যাবৎ বড়জলা দিয়াশলাই কারখানাটি ব্যতীত অন্য সবগুলি বন্ধ আছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলির চালুর সম্ভাবনা আছে। উক্ত কারখানাগুলি চালু হইলে প্রত্যেকটিতে ৬০ জন করিয়া মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে।

৪। প্রত্যেকটি দিয়াশলাই ফ্যাক্টরীর গত Establishment খরচ টাঃ ১৮,৬৪৯·০০।

৫। ১৯৭৭-৭৮ হইতে ১৯৮৩-৮৪ইং সন পর্যন্ত বৎসরভিত্তিক দিয়াশলাই উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ-

১৯৭৭—৭৮ ইং	৩,২৬৭ গ্রোস।
১৯৭৮—৭৯ ইং	৭,৬৭৯ "
১৯৭৯—৮০ ইং	৫,৭৪৮ "
১৯৮০—৮১ ইং	৯,১১৭ "

১৯৮১—৮২ ইং	৫,২১৩	”
১৯৮২—৮৩ ইং	১,৮১২	”
১৯৮৩—৮৪ ইং	—	

৬। ত্রিপুরায় উৎপাদিত দিয়াশলাইগুলি এখন পর্যন্ত বিক্রির উপযোগী বাজার পুরোপুরি তৈরী করিতে পারে নাই; তবে পর্ষদ কর্তৃক কো-অপারেটিভ ল্যাম্পস্, প্যাক্স এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির মারফতে বিক্রির ব্যবস্থা করিয়াছে। ভবিষ্যতে "এজেন্সী সিসটেম" এর মাধ্যমে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

Admitted Un-starred Question No. 59

Name of Member—Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon' ble Minister-In-Charge of Agriculure Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, বিশালগড় কৃষি সুপারিন্টেণ্ডের অফিসে সম্প্রতি একটি অর্থ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

২। সত্য হলে এই অর্থের পরিমাণ কত; এবং

৩। এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

ANSWER

Minisetr-In-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 61.

Name of Member—Sri Mitlal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য কয়টি সরকারী দোকান আছে,

২। এখন পর্যন্ত কতজন শিল্পীর নিকট থেকে রাজ্য সরকার তাঁদের তৈরী জিনিষ ক্রয় করেছেন, এবং

৩। উক্ত জিনিষ কিনতে বার্ষিক কত টাকা খরচ হয়েছে? (হস্ত শিল্পীর এবং তাঁত শিল্পীর পৃথক পৃথক বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাইরে হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য সর্ব মোট ১১টি সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র আছে। ত্রিপুরায় ৯টি এবং ত্রিপুরার বাইরে ২টি।

২। রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন শিল্পীর নিকট হইতে হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করেন না।

৩। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Un-Starred Question No. 74.

Name of Member—Srî Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

QUESTION

১। সদর চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত লেনিন যৌথ কৃষি খামারে কতজন কৃষকের নামে জমি নথিভুক্ত আছে ;

২। বর্তমানে উক্ত খামারটিতে কতপ্রকার কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে ;

৩। উক্ত বাগানটিতে এ পর্য্যন্ত মোট কতটি নারকেল গাছ লাগানো হয়েছিল এবং বর্তমানে কতটি জীবিত আছে , এবং

৪। বাগানটিতে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে মাসিক ব্যয় কত ? (১৯৮৪-৮৫ সনের বিভিন্ন মা.সর গড় হিসাব)

ANSWER

Minister-In-charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। কোন কৃষকের নামে জমি নথিভুক্ত হয় নাই।

২। ৯টি

৩। ৩,৫০০টি নারিকেল মাছ লাগান হইয়াছিল ইহার মধ্যে ৩২৪৮টি জীবিত আছে।

৪। উক্ত খামারে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব উৎপাদনের জন্য ১৯৮৪-৮৫ইং সনে কৃষি বিভাগ কর্তৃক ব্যয়ের হিসাব এইরূপ ঃ

কাজের বিবরণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ পর্য্যন্ত)
১। জমি উন্নয়ন (২৮·০৫ হেক্টর	৬২,৩৫৭·৩০ টাকা

২। চারা রোপন	৩২,০৮৫'৫০	টাকা
৩। বীজ, সার, ফলের চারা ও রাবারের চারার মূল্য বাবত	১,৬৮,৪৪০'৮০	টাকা
৪। জলাধার নির্মাণ (৯টি)	৬৭,১৮৪'৫০	টাকা

Postponed Starred Question No. 85

Name of Member—Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাসে ডুম্বুরনগর, ছামনু, মান্দাইনগর ও অন্যান্য স্থানে সরকারী উদ্যোগে কোন উপজাতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা,

২। হয়ে থাকলে উক্ত সম্মেলনে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং উক্ত ব্যয় ভার কোন খাত থেকে মিটানো হয়েছিল, এবং

৩। এই সম্মেলন সমূহের উদ্দেশ্য কি ছিল এর বিবরণ ?

ANSWER

১। হঁ্যা, হয়েছিল।

২। মোট ১,৪৯,২৫৬'৪০ টাকা ব্যয় হয়েছিল। জেলা পরিষদ জনসংযোগ ও সাংস্কৃতিক বিভাগের জন্য বরাদ্দ কৃত অর্থ থেকে এই ব্যয় ভার বহন করা হয়েছে।

৩। উপজাতি এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখা ও উপজাতিদের সমস্যা সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং মতামত বিনিময় নিয়েই এই সম্মেলনগুলি আয়োজিত হয়েছিল।

Postponed Unstarred Question No. 6

Name of Member :- Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরা মোট কতটি ল্যাম্পস ও কতটি প্যাক্স আছে (সবগুলি ল্যাম্পস ও প্যাক্সের নামের তালিকা) এবং

২। কোন কোন গাঁও সভা অথবা গ্রাম নিয়া উক্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলি গঠিত হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department.

১। ত্রিপুরায় মোট ৫৫ টি ল্যাম্পস ও ২১১ টি প্যাক্স আছে।
সবগুলি ল্যাম্পস ও প্যাক্সের নামের তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। কোন কোন গাঁও সভা অথবা গ্রাম নিয়া উক্ত ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলি গঠিত হয়েছে তাহা উপরিলিখিত তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

Sl. No.	Regd. No.	Name of LAMPS	Sub-Division	Area of Operation
1	2	3	4	5
KAILASHAHAR SUB-DIVISION (NORTH TRIPURA DISTRICT)				
1.	556	Chawmanu LAMPS Ltd.	Kailashahar	Purba Chawmanu, Paschim Chawmanu, Manikpur & Uttar Longtarai Gaon Sabhas.
2.	163	Chailengta LAMPS Ltd.	Kailashahar	Chailengta, Gainama, Mainama, Lalchara, Durgachara & Joychandrapara Goan Sabhas.
3.	309	Karamcherra LAMPS Ltd.	Kailashahar	Purba Karamchara, Paschim Karamchara, Kanchanchara, Purba Masli & Paschim Masli Gaon Sabhas.
4.	207	Dhumachara LAMPS Ltd.	Kailashahar	North Dhumacherra, South Dhumacharra, Manu and Kathalchara Gaon Sabhas.
5.	1045	Rajkandi LAMPS Ltd.	Kailashahar	Rajkandi, Saidacherra, Demdum, Golakpur, Radhanagar and Fatikcharra Gaon Sabhas.
6.	795	Belkum LAMPS Ltd.	Kailashahar	Deoracharra R. F. Gaon Sabha, Unokuti Gaon Sabha, and Baildum Gaon Sabha.
DHARMANAGAR SUB-DIVISION (NORTH TRIPURA DISTRICT)				
7.	891	Jampur LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Paschim Humnpui Vanghmun, Tlangsangbari and Sabual Gaon Sabhas,

1	2	3	4	5
8.	594	Pecharthal LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Andharcharra, Nabincharra, Nalkata, Pecharthal and Karaicherra Gaon Sabhas.
9.	719	Krishak Mangal LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Kanchanpur, Shantipur, Shibnagr. Ujan Machmara, Laljuri, Kanchancharra and Jamaraipara Gaon Sabhas.
10.	302	Demcharra LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Piplacharra, Kacharicharra, Khedacharra, Damcharra, Kalagang and Damcharra Reserve Forest Goan Sadhas.
11.	558	Krishak Kalyan LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Gachirampara, Lambacherra, Kalapania and Tuisama Gaon Sabhas.
12.	456	Machmara LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Dhanicharra. Dakshin Machmara and Uttur Machmara Goan Sabhas.
13.	452	Janakalyan LAMPS Ltd.	Dharmanagar	Satnaia, Dasda, Laksmipur, Manu Chailengta and Dasamanipara Goan Sabhas.
KAMALPUR SUB-DIVISION (NORTH TRIPURA DISTRICT)				
14.	689	Ganganagar LAMPS Ltd.	Kamalpur	Ganganagar, Karmapara, Tataia, Radharambari, Siddapara and Chakmapara Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
15.	470	Ambassa LAMPS Ltd.	Kamalpur	Ambassa, Jaganathpur, Kamalachara, Paschim Nalichara, Balaram, Karnamanipara, Shikaribari, Harimangal and Kulai R. F. Extension Gaon Sabhas.
16.	1174	Maharani LAMPS Ltd.	KamalPur	Setrai of Chotosurma Gaon Sabha, Longtharai R. F of Mahabir Gaon Sabha, Jamthung of Chankup Gaon Sabha, Simbuchak of Mechuria Gaon Sabha, Mendi Revenue Mouza of Mendi Gaon Sabha, Panboa of Aparaskar Gaon Sabha. Panboa of Aparaskar Gaon Sabha.
SADAR SUB-DIVISION (WEST TRIPURA)				
17.	107	Kobrakhamar Anchalik LAMPS Ltd.	Sadar	Laximpur, Ramchandrangar, Bodhjunganagar' Uttar Devendranagar. Paschim Barjala and Dinbandhunagar Goan Sabhas.
18.	611	Patnipara Anchalik LAMPS Ltd.	Sadar	Shibaagar, Parnipara, Ashigarh, Mandhai–nagar, Wakinagar, Khengrai, Horbong, Dinakobrapara and Katihirambari Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
19.	239	Champaknagar Anchalik LAMPS Ltd.	Sadar	Champaknagar. Purba Debendrangar, Belbari,-Champabari, Jiraniakhola and Bhrigudaspara Gaon Sabhas.
20.	100	Barkathal LAMPS Ltd.	Sadar	Tuichamungkuri, Chandpur Barkathal, Tamakari, Domakari, Kamuk Charra, Surendranagar and Baikunthpur Goan Sabhas.
21.	387	Takarjala LAMPS Ltd.	Sadar	Takarjala, Pakuarjala, Radhapur and Janme Joynagar Gaon Sabhas.
22.	498	Gabordi LAMPS Ltd.	Sadar	Srinagar, Pravapur, Ratanpur, Radhamohanpur, Jogalkishorenagar and Mohanpur, Goan Sabhas.
23.	813	Grambikssh LAMPS Ltd.	Sadar	Amrendranagar, Promodnagar, Pathaliaghat Gulirabari and Uzan Pathaliaghat Goan Sabhas.
24.	127	Jampaijala LAMPS Ltd,	Sadar	Jampaijala and Sankhumabari Goan Sabhas.
25.	988	Gourchand LAMPS Ltd.	Sadar	Bashtali Gaon Sabha, Padmanagar Goan Sabha, Rangmala, Gaon Sabha, Ramnagar Gaon Sabha, Sutarmura Gaon Sabha, Bangshibari Gaon Sabha Gajaria Gaon Sabha and North part of Bashtali Revenue Village Comprising Kamraj Colony Bangali Basit of Dakshin Charilam Gaon Sabhas.
26.	92	Daldali LAMPS Ltd.	Sadar	Sankhola, Mekhliband' Purba Simaa, Uttardasgharia, Baluband, Dakshindasgharia, Subalsingh and Mantala Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
KHOWAI SUB-DIVISION (WEST TRIPURA)				
27.	354 (A)	Dakshin Padmabil LAMPS Ltd.	Khowai	Dakshin Padmabil, Uttar Ramchandraghat, Belchara, Uttar Padmabil, Ratanpur & Bagabil Gaon Sabhas.
28.	453	UPajati Kalyan LAMPS Ltd.	Khowai	Raddayalbari, Dakshin Ramchandraghat Gayamanibari and Pagla Bari Gaon Sabhas.
29.	636.	Agragati LAMPS Ltd.	Khowai	Paschim Karangichera, Paschim Laxmichera, Purba Bachaibari, Paschim Bachaibari, Sikaribari, Purba Champachera, Paschim Champachera, Purba Raj-nagar, Maharani and Paschim Rajnagar Gaon Sabhas.
30.	1159	Duskibazar LAMPS Ltd.	Khowai	Noth Pulinpur, South Pulinpur and west Kalyanpur Gaon Sabhas.
31,	1158	Mungiabari LAMPS Ltd.	Khowai	North Gakulnagar, South Gakulnagar, Kakrachharra, Nonachharra, Atharomura, South Maharanipur and Laxmipur Gaon Sabhas.
32.	1009	Promodenagar LAMPS Ltd.	Khowai	Tuichingrambari, Badlabari, Sreeramkhara and Uttar Ghilatail Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
AMARPUR SUB-DIVISION (SOUTH TRIPURA)				
33.	588	Malbasa LAMPS Ltd.	Amarpur	Dalak, West Duluma, East Duluma, Paharpur, East Malbasa, West Malbasa, Rangkang, Rajkang Gaon Sabhas.
34.	429	KarbooK LAMPS Ltd.	Amarpur	East Karbook, West Karbook, South Karbook, Pathie-hari, Ichachari, East Manikya Dewan, West Manikya Dewan Gaon Sabhas.
35.	797	Ampinagar LAMPS Ltd.	Amarpur	Ampinagar, Haripur, Ampichera, Gawaichera, Melchi, Chechue, Uttar Sangang, Dakshin Sangang, Baishya-monipara Gaon Sabhas.
36.	457	Taidu LAMPS Ltd.	Amarpur	Purba Taichhulong, Paschim Taichhulong Jambook-cherra, Uttar Taidu, Dakshin Taidu, Taidu, Taidudhepa, Palko and DhanleKha Gaon Sabhas.
37.	806	Natanbazar LAMPS Ltd.	Amarpur	Nutanbazar, Uttar Chellagong. Lebacherra, and Uttar Ekchari Gaon Sabhas,
38.	442	Bampur LAMPS Ltd,	Amarpur	Bampur, Rangamati' Birgunj and Sonacharra Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
39.	586	Gandacharra LAMPS Ltd.	Amarpur	Bhagirath, Dalapati' Ratannagar, Gandacharra, Jagabandhu Para, Taichakma, Laxmipur, Ramnagar and Sarma Gaon Sabhas,
40.	1161	Chellagang Lamps Ltd.	Amarpur	Dakshin Chellagana, Lawgang, Ekchari and Kurmacharra Gaon Sabhas.
41.	1314	Gumati Lamps Ltd.	Amarpur	Rambhadra, Potacharra and Raim Gaon Sabhas.
UDAIPUR SUB-DIVISION (SOUTH TRIPURA)				
42.	218	Garjee Lamps Ltd.	Am rpur	Dakshin Maharani, Dakshin Baramura, Baishabari and Garjee Gaon Sabhas.
43.	495	Killa Lamps Ltd.	Amarpur	Uttar Brajendranagar, Killa, Chagharia Uttar Baramura, Dakshin Bra,endranagar, Kachigang Reserve Forest and Kupilong Gaon Sabhas.
SABROOM SUB-DIVISION (SOUTH TRIPURA)				
44.	422	Bankul Lamps Ltd.	Sabroom	Chalita Bankul, DaKshin Manubanknl, Bisnupur, Sonaichari, Baisnabpur, Paschim Ludhua, Purba Sabroom and Rajdharpur Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
45.	524	Bhuratali Lamps Ltd.	Sabroom	Gardhang, Taichama, Bhuratali, Fulchari, Chalitachari and Sindhukpather Gaon Sadhas.
46.	1172	Baishnabpur Lamps Ltd.	Sabroom	Bagachatal, Kaptali. Purba Sabroom, Paschim Sabroom Baishnabpur, Purba Ludhua, Paschim Ludhua, Chatakchari and Magroom Gaon Sadhas.
47.	405	Silachari Lamps Ltd.	Sabroom	Silachari, Barbil, Suknachari & Ghora-kapa Gaon Sabhas.
BELONIA SUB-DIVISION (SOUTH TRIPURA)				
48.	584	Nadhya Pillak G/S Lamps.	Belonia	Madhya Pillak Gaon Sabha.
49.	419	Birchandranagar & Pati. Chari G/S Lamps Ltd.	Belonia	Birchandranagar and Patichari Gaon Sabhas.
50.	216	Janata Lamps Ltd.	Belonia	Kalshi Birendranagar, Laxmicharra and Purba Charakbai Gaon Sabhas.
51.	624	Dedaru Lamps Ltd.	Belonia	East Pillak and Birendranagar Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
52.	1160	Sukanta Lamps Ltd.	Belonia	Uttar Sonaicharix Gaon Sabha, Ratanpur Gaon Sabha and Takka R. F. Revenue Village Gaon Sabhas.
53.	1162	Dhananjoy Lamps Ltd.	Belonia	Parichari Gaon Sabha, Gardhan Gaon Sabha, and Kasari Revenue Village.
SONAMURA SUB-DIVISION (West Tripura)				
54.	438	Sonamura Bibhagiya Lamps Ltd.	Sonamura	Taibandal Gaon Sabha Full, Chandul Gaon Sabha Full, Manaipathar Gaon Sabha Full, Jagatrampur Gaon Sabha excluding Gamaicharra Village, Sub-villages Khedababari Madhya Para, Khedabari East para, Khedabari West Para, Julaibari of Khedabari Gaon Sabha, Rangamatia, Rangamatia Madhya Para. Rangamatia East Para of Rangamatia Gaon Sabha, Kaichhakhola ot Dhanpur Gaon Sabha, Kalapania and Subash Colony of Kamrangatali Gaon Sabha.

1	2	3	4	5
SADAR SUB-DIVISION (West Tripura)				
55.	1463	Janmajoynagar Brihadaker Bioidh-arthak S. S. Ltd.	Sadar	Janmajoynagar, Radhapur, Radhamohan-pur and Jiraniakhola Gaon Sabhas.
SADAR SUB-DIVISION MOHANPUR BLOCK.				
1,	968	Paschim Simna Pacs.	Agartala	West Simna, Gaon Sabha, Lakshimilongs and Gandhigram Gaon Sabhas.
2.	658	Laxmilongs Gandhigram Pacs.	Agartala	Lakshimilongs and Gandhigram Gaon Sabhas.
3	326	Kalkalia Pacs,	Agartala	Kalkalia Gaon Sabha.
4.	960	Bijoynagar Kalacharra Pacs.	Agartala	Bijoynagar and Kalacharra Gaon Sabha.
5,	1816	Pragati Pacs.	Agartala	Barjala & Lankamura Gaon Sabhas.
6.	859	Debendranagar Pacs.	Agarala	Debendranagar Gaon Sabha.
7.	856	Bamutia Gaon Sabha Pacs.	Agartala	Bamutia Gaon Sabha.
8.	414	Narshinghar Singerbil Janakalyan Pacs Ltd.	Agartala	Narsinghar & Singerbil Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
9.	198	Taranagar Pacs.	Agartaia	Taranagar Gaon Sabha.
10.	329	Fatikcharra Gaon Sabha Pacs.	Agartala	Fatikcharra Gaon Sabha.
11.	983	Mohanpur Noagaon Pacs.	Agartala	Mohanpur & Noagaon Gaon Sabhas.
12.	996	Ishanpur Pacs.	Agartala	Ishanpur Gaon Sabha.
13.	120	Indranagar Gaon Sabha Pacs.	Agartala	Indranagar Gaon Sabha.
JIRANIA BLOCK				
14.	955	Puratan Agartala Adarsha PACS.	Agartala	Uttar Champamura, Megliapara & Tulakona Gaon Sabhas,
15.	475	Ranirgaon Mohanpur PACS.	Agartala	Mjlishpur & Madhabbari Gaon Sabhas.
16.	245	Jirania PACS Ltd.	Agartala	Bankimnagar & Joynagar Madhabbari Gaon Sabhas.
17.	33	Purba Noagaon Pallimangal PACS.	Agartala	noagaon & Dhupcharra Gaon Sabhas.
18.	244	Ranirbazar PACS Ltd.	Agartala	Ranir Bazar & Bridhanagar Gaon Sabhas.
19.	258	Kashipur PACS Ltd.	Agartala	Khayerpur and Radhakishorenagar Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
20.	15	Noabdi PACS Ltd.	Agartala	Purba Barjala and Uttar Joynagar Gaon Sabhas.
BISHALGARH BLOCK				
21.	765	Hariharaola PACS Ltd.	Agartala	Konaban Gaon Sabha.
22.	953	Latiacharra PACS Ltd.	Agartala	Daynarampur & Latiacharra Gaon Sabhas.
23.	961	Kamaladevi PACS Ltd.	Agartala	Devipur & Kamalasagar Gaon Sabhas.
24.	789	Janakalyan PACS Ltd.	Agartala	Dakshin Charilam and Uttar Charilam Gaon Sabhas.
25.	833	Nehalchandrangar PACS.	Agartala	Nehalchandranagar & Gakulnagar Gaon Sabhas.
u6.	861	Madhusurja Rajlaxmi PACS.	Agartala	Madhuban, Surjyamaninagar & Raj Laxminagar Gaon Sabhas.
27.	767	Rabindranath PACS Ltd.	Agartala	Brajapur, Bishalgarh & Rathkola Gaon Sabhas.
28.	13	Ramkrishna PACS Ltd.	Agartala	Anandanagar, Jogendranagar and Aralia Gaon sabhas.
29.	445 (A)	Bikramnagar Pandavpur PACS	Agartala	Bikramnagar & Pandavpur Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
30.	745	Golaghati PACS Ltd.	Agartala	Gojagati Gaon Sabha.
31.		Palliunnayan PACS Ltd.	Agartala	Chaniamara & Purathal Gaon Sabhas.
32.	413 (A)	Purba Laxmibill PACS.	Agartala	Laxmibil Gaon Sabha.
33.	433	Madhupur Kaiadhepa PACS.	Agartala	Madhupur & Kaiadhepa Gaon Sabhas.
34.	871	Gopinagar PACS Ltd.	Agartala	Gopinagar Gaon Sabhas.
35.	439	Sufala PACS Ltd.	Agartala	Amtali & Barjala Gaon Sabhas.
36.		Tripureswari PACS.	Agartala	Khas Madhupur & Ishan Chandranagar Gaon Sabhas.
37.	793	Chandranagar Gaon Sabha PACS Ltd.	Agartala	Chandranagar Gaon Sabhas.
38.	858	Humcrai PACS Ltd.	Agartala	Ramnagar & Rangmala Gaon Sabhas.
39.	482	Basumati PACS Ltd.	Agartala	Bangshibari, Sutarmura, Ramcharra Gaon Sabhas.
40,	317 (A)	Pallijiban PACS Ltd.	Agartala	Krishnakshorenagar, Nabinagar and Chelikhlla Gaon Sabhas.
41	240	Janata PACS Ltd,	Agartala	Gjaria, Aarundhatinagar Charpari, and Badarghat Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
42.	283	Lalsingmura PACS	Agartala	Lalsingmura Gaon Sabhas.
43.	1002	Sukanta PACS Ltd.	Agartala	Dukli and Pratapgarh Gaon Sabhas.
44.	1011	Champakanchan PACS.	Agratala	Champamura & Kanchanmala Gaon Sabhas.
45.	1143	Goutam PACS Ltd.	Agartala	Bishalgarh Gaon Sabha.
46.	839	Joypur PACS Ltd.	Agartala	Paschim Joynagar, Rajnagar, Jaypur, Ramsundarnagar, Dakshin Ramnagar, Uttar Ramnagar, Kalikapur. Minabari Ranjitnagar, and Rampur Villages.
47.	708 (A)	Uttar Charilam Netaji PACS.	Agartala	Uttar Charilam Gaon Sabha.
48.	48	Durganagar PACS	Agartala	Durganagar Gaon Sabha.
KHOWAI SUB-DIVISION				
KHOWAI BLOCK				
49.	949	Janakalyan PACS Ltd.	Khowai	Asharamabari & Ban Bazar Gaon Sabhas.
50.	950	Behalabari PACS Ltd.	Khowai	Behalabari & Gaon Sabha.
51.	959	Nobaday PACS Ltd.	Khowai	Gaurnagar, Paharmura & Dhalabil Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
52.	964	Paschim Ganki PACS.	Khowai	Paschim Ganki Gaon Sabha.
53	423	Purbanchal PACS Ltd.	Khowai	Jambora & Purba Ganki Gaon Sabhas.
54.	601	Sonatala PACS Ltd.	Khowai	Sonatala Gaon Sabha.
55.	1001	Janakalyan PACS Ltd.	Khowai	Purba Chebri and Paschim Chebri Gaon Sabhas.
56.	536	Sirgicharra PACS Ltd.	Khowai	Paschim Singichrr and Purba Singicharra Gaon Sabhas.
TELIAMURA BLOCK				
57.	345 (A)	Ganasakti PACS Ltd.	Khowai	Santinagar & Durgapur Gaon Sabhas.
58.	627	Laxminarayanpur PACS.	Khowai	Laxminarayanpur & Dharikapur Gaon Sabhas.
59.	1150	Pragati PACS Ltd.	Khowai	Gournagar and Samatal Padmabil Gaon Sabhas.
60.	1152	Purba Ramchandraghat.	Khowar	Purba Ramchandraghat Gaon Sabha.
61.	341	Gayaprasadpur PACS	Khowai	Purba Runjaban & Paschim Kunjaban Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
62.	788	Kalyapur PACS Ltd.	Khowai	Kalyanpur & Puschim Kalyanpur Gaon Sabha.
63.	989	Maharanipur PACS Ltd.	Khowai	Maharanipur & Sriramkhora Gaon Sabha.
64.	1151	Ghilatali PACS Ltd.	Khowai	Ghilatali Gaon Sabha.
65.	1425	Moharcharra PACS Ltd.	Khowai	Moharchara Gaon Sabha.
66.	1414	Swami Vivekananda PACS.	Khowai	Tuisindraibari, Howobari and Sardu Karkari Gaon Sabhas.
67.	1415	Krishnapur PACS Ltd.	Khowai	North Krishnapur Gaon Sabha.
68	1424	Netaji PACS Ltd.	Khowai	Laxminpur, Dakshin Krishnapur Gaon Sabhas.
SONAMURA SUB DIVISION				
MELAGHAR BLOCK				
69.	562	Dhanpur Pacs Ltd.	Sonamura	Dhanpur Gaon Sabha.
70.	836	Kas Chowmohani Pacs.	Sonamura	Bardowal, Durlavarayan & Khash Chowmohani Gaon Sabhas.
71.	20 (A)	Nalchar Pacs Ltd.	Sonamura	Purba Nalchar & Bagbasa Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
72.	1164	Udayan Pacs Ltd.	Sonamura	Rudhijala & Khemtali Gaon Sabhas.
73.	589	Mohanbhug Pacs Limited.	Sonamura	Chandigarh. Mohanbhug & Kamrangatali Gaon Sabhas.
74.	868	Jumerdeepa Pacs Ltd.	Sonamura	Jumerdhepa & Laxmandhepa Gaon Sabhas.
75.	88	Nobodaya Pacs Ltd.	Sonamura	Taxapara & Shibnagar Gaon Sabhas.
76.	802	Chowmohani Pacs Ltd.	Sonamura	Chowmohani & Taijiling Gaon Sabhas.
77.	990	Urmai Pacs Ltd.	Sonamura	Urmai Gaon Sabha.
78.	991	Gautam Pacs Ltd.	Sonamura	Melaghar. Ghrantali & Telkajala Gaon Sabhas.
79.	997	Paschim Nalchar Pacs,	Sonamura	Paschim Nalchar Gaon Sabha.
80.	548	Matinagar Pacs Ltd.	Sonamura	Matinagar Gaon Sabha.
81.	873	Paharpur Bash PuKur Pacs Ltd.	Sonamura	Paharpur and Bashpukur Gaon Sabhas.
82.	875	Sovapur Pacs Ltd.	Sonamura	Sovapur, Rabindranagar & Bejimara Sabhas.
83.	865	Krishak Bhandhu Pacs.	Sonamura	Kalikrishnanagar. Manaipathar Bhabanipur and Nidaya Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
84.	866	Sarbapalli Pacs Ltd.	Sonamura	Khedabari and Rangamati Gaon Sabhas.
85.	541	Kulubari Pacs Ltd.	Sonamura	Nabadwipchandranagar, Kulubari & Ara-lis Gaon Sabhas.
86.	1014	Milan Pacs Ltd.	Sonamura	Kathalia & Jagatrampur Gaon Sabhas.
87.	639	Pallimangal Pacs Ltd.	Sonamura	Mahespur, Nirbhoypur Gaon Sabhas.
88.	1033	Kishan Pragati Pacs	Sonamura	Valuarchar, Rahimnagar & Putia Gaon Sabhas.
89.	1034	Dishari Pacs Ltd.	Sonamura	Kalamchoura, Anandanagar Gaon Sabhas.
90.	1035	Palliunnayan Pacs Ltd.	Sonamura	Boxanagar & Kalshimura Gaon Sabhas.
UDIPUR SUB-DIVISION (SOUTH TRIPURA)				
91.	626	Kakraban Pacs Ltd.	Udaipur	Kakrabanm, Rani & Shilghati Gaon Sabhas.
92.	681	Shalgarah Pacs Ltd.	Unaipur	Shalgarah, Rani & Shilghati Gaon Sabhas.
93.	773	Jamjuri Pacs Ltd.	Udaipur	Jamjuri Gaon Sabha.

1	2	3	4	5
94.	328	Hirapur Pacs Ltd.	Udaipur	Uttar Maharani Gaon Sabha.
95,	863	Laxmipati Pacs Ltd.	Udaipur	Laxmipati Gaon Sabha.
96.	600	Upendranagar Pacs Ltd.	Udaipur	Mirja, Purba Mirja and Shamukcharra,
97.	618	Bagma Pacs Ltd.	Udaipur	Bagma and Atharabhola Gaon Sabhas,
98.	879	Gramin Pacs Ltd.	Udaipur	Gakulpur and Dhwajanagar Gaon Sabhas.
99.	974	Ichacherra Pacs Ltd.	Udaipur	
100.	973	Amtali Pacs Ltd.	Udaipur	Amtali Gaon Sabha.
101.	862	Bagobasa Pacs Ltd.	Udaipur	Bagabasa Gaon Sabha.
102.	579	Lolonga Pacs Ltd.	Udaipur	Palatana and Kushamara Gaon Sabhas.
103.	512	Gandacharra	Udaipur	Gandacharra and Halakhet Gaon sabhas.
104.	571	Tulamura Pacs Ltd.	Udaipur	Tulamura and Dhuptali Gaon Sabhas.
105.	201 (A)	Hadra Pacs Ltd,	Udaipur	Garjanmura Gaon Sabha.
106.	501	Pitra Pacs Ltd.	Udaipur	Pitra, Rajnagar & Raiabari Gaon Sabhas.
107.	18 (A)	Silghati Pacs.	Udaipur	Silghati Gaon Sabha.
108.	982	Purbamug Puskarini Pacs Ltd.	Udaipur	Purbamug Puskarini Gaon Sabha.

1	2	3	4	5
109.	36	Khilpara Pacs Ltd.	Udaipur	Khiplara Gaon Sabha.
BELONIA SUB-DIVISION				
110.	159 (A)	Negati Pacs Ltd.	Belonia	Saraseema and Bashpaduya Gaon Sabhas.
111.	41 (A)	Rajnagar Pacs Ltd.	Belonia	Rajnagar Gaon Sabha.
112.	925	Nihar Kamal Pacs.	Belonia	Kamalpur Gaon Sabha.
113.	506	Sonaichari Pacs.	Belonia	Uttar Sonaichari & Dakshin Sonaichari Gaon Sabhas.
114.	77 (A)	Motai Pacs Ltd.	Belonia	Motai and Debipur Gaon Sabhas.
115.	777	Vivekananda Pacs.	Belonia	Paschim Pipariakhola Gaon Sabhas.
116.	504	Hrisyamukh Pacs.	Belonia	Hrisyamukh and Haripur Gaon Sabhas.
117.	702	Barapathari Pacs Ltd.	Belonia	Barapathari and Ishanchandranagar Gaon Sabhas.
118.	706	Krishnanagar Pacs Ltd.	Belonia	Krishnanagar and Abhoynagar Gaon Sabhas.
119.	758	Adarsha Pacs Ltd.	Belonia	Uttar Srirampur and Dakshin Srirampur Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
120.	981	Janakalyan Pacs Ltd.	Belonia	Kalabari Gaon Sabha.
121.	757	Rangamura Pacs Ltd.	Belonia	Rangamura & Radhanagar Gaon Sabhas.
122.	521	Deshabandhu Pacs Ltd.	Belonia	Dakshin Bharatchandranagar, Uttar Bharatchandranagar and Chittamara Gaon Sabhas.
123.	1070	Nabasakti Pacs Ltd.	Belonia	Paikhola and Chittamara Gaon Sabhas.
124.	691	Paschim Pillak Pacs.	Belonia	Paschim Pillak Gaon Sabha.
125.	613	Lowgang Pacs Ltd,	Belonia	Lowgang Gaon Sabha.
126.	319	Muhuripur Pacs Ltd.	Belonia	Muhuripur & Ratanpur Gaon Sabhas.
127.	678	Jolaibari Pacs Ltd.	Belonia	Uttar Jolaibari and Dakshin Jolaibari Gaon Sabhas.
128.	509	Kanchannagar Pacs.	Belonia	
129.	803	Kathaliacharra Pacs.	Belonia	Takma, Kathaliacharra and Debipur Gaon Sabhas.
130.	984	Baikhora Pacs Ltd.	Belonia	West Charakbai Gaon Sabha and Muhuripur R. F. Gaon Sabhas,
131.	1400	Santirbazar Pacs Ltd.	Belonia	Santir Bazar Gaon Sabha.

1	2	3	4	5
132.	529	Purba Bagafa Pacs Ltd.	Belonia	Purba Bagafa Gaon Sabha.
SUBROOM SUB-DIVISION				
133.	502	Samajkalyan Pacs.	Subroom	Manubazar, Kaladhepa and Kalapania Gaon Sabhas.
134.	982	Janakalyan Pacs Ltd,	Subroom	Brajendranagar and Daulbari Gaon Sabhas.
135.	686	Netaji Pacs Ltd.	Subroom	Magurcharra and Garifa Gaon Sabhas.
136.	671	Rajnagar Madhabnagar Pacs Ltd.	Subroom	Rajnagar and Madhabnagar Gaon Sabhas.
137.	970	Palliunnayan Pacs Ltd.	Subroom	Bijoynagar Gaon Sabha.
138.	978	Vivekananda Pacs Ltd,	Subroom	Paschim Jalefa Gaon Sabha,
139.	975	Pallimangal Pacs Ltd.	Subroom	Purba Jalefa Gaon Sabha.
140.	977	Jiban Ratan Pacs Ltd.	Subroom	Amlighat and Harbatali Gaon Sabhas.
141.	976	Pragati Pacs Ltd.	Subroom	Harina and Guachand Gaon Sabhas.
142.	150 (A)	Nabodaya Pacs Ltd.	Subroom	Shrinagar and Krishnanagar Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
DHARMANAGAR SUB-DIVISION (North Tripura)				
143.	342	Jalebasa Pacs Ltd.	Dharmanagar	Jalebassa and PeKucharra Gaon Sabhas.
144.	321	Janamangal Pacs Ltd.	Dharmanagar	Uttar Padmabil and Dakshin Padmabil Gaon Sabhas.
145.	203 (A)	Chandrapur Baruakandi Pacs Ltd.	Dharmanagar	Baruakandi Gaon Sabhas,
146.	76	Ragna Pallimangal Pacs.	Dharmanagar	Ranga & Bhagyapua Caon Sabhas.
147.	364	Bishnupur Pacs Ltd.	Dharmanagar	Bishnupur Gaon Sabha.
148.	901	Kurti Pacs Ltd.	Dharmanagar	Kurti Gaon Sabha,
149.	782	Ichai Pacs Ltd.	Dharmanagar	Pratyekroy and Ichilaicharra Gaon Sabhas.
150.	97	Kameswargaon Pacs Ltd.	Dharmanagar	Kameswargaon and Dakshin Hurua Gaon Sabhas.
151.	971	Deochera Ramanagar PACS.	Dharmanagar	Deochera and Ramnagar Gaon Sabhas.
152.	298	Panisagar PACS Ltd.	Dharmanagar	Panisagar and Bilthai Gaon Sabhas.
153.	979	Tilthai PACS Ltd.	Dharmanagar	Tilthai Gaon Sabha.

1	2	3	4	5
154.	751	Rajnagar PACS Ltd.	Dharmanagar	Rajnagar Gaon Sabha.
155.	754	Sanicharra PACS Ltd.	Dharmanagar	Juithung, Sanicharra, Bagpasa and Balicharra Gaon Sabhas.
156.	311	Pallimangal PACS Ltd.	Dharmanagar	Uptakhali, Jubarajnagar, Dhupirb and and Radhapur Gaon Sabhas.
157.	339	Gbindapur PACS Ltd.	Dharmanagar	Gobindapur, Lakshminagar, and Uttar Hurua Gaon Sabhas.
158.	972	Rowa PACS Ltd.	Dharmanagar	Rowa Gaon Sabha.
159.	945	Fulbari PACS Ltd.	Dharmanagar	Chnuraibari Gaon Sabha.
160.	95	Ganganagar PACS Ltd.	Dharmanagar	Ganganagr and Tangibari Gaon Sabhas.
161.	108	Huflong PACS Ltd.	Dharmanagar	Huflong, Dewanpasha Gaon Sabhas.
162.	1023	United PACS Ltd.	Dharmanagar	Brajendranaga, Ranibari & Satsangam Gaon Sabhs.
163.	1024	National PACS Ltd.	Dharmanagar	Kadamtala and Sarashpur Gaon Sabhas.
KAILASWHAHAR SUB DIVISION				
KUMARGHAT BLOCK				
164.	126	Samajkalyan PACS.	Kailashahar	Dubpur & Paschim Kanchanbari Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
165	188	Bilashpur PACS Ltd.	Kailashahar	Bilashpur Gaon Sabhas.
166.	535	Radhanagar PACS Ltd.	Kailashahar	Radhanagar & Fatikchara Gaon Sabhas.
167.	195	Darchal PACS Ltd.	Kailashahar	Darchawi, Purba Betcharr & Deovelly Gaon Sabhas.
168.	507	Chantail PACS Ltd.	Kailashahar	Chantail Gaon Sabha.
169.	386	Janakalyan PACS Ltd.	Kailashahar	Gournagar, Bhagbannagar Gaon Sabhas.
170.	408	Gakulnagar PACS Ltd.	Kailashahar	Gakulnagar and Ganganagar Gaan Sabhas.
171.	193	Kumarghat PACS Ltd.	Kailashahar	Pabiacharra & Kumarghat Gaon Sabhas,
172.	378	Kanchanbari PACS Ltd	Kailashahar	Purba Ratcharra, Paschim Betcharra & Purba Kanchanbari Gaon Sabhas.
173.	242	Srirampur Samrurpara PACS Ltd.	Kailashahar	Srirampur & Samrurpara Gaon Sabhas.
174.	227	Sonavelly PACS Ltd.	Kailashahar	Srinathpur & Irani Gaon Sahas.
175.	332	Jalai Kaulikura PACS.	Kailashahar	Jalai & Kaulikura Gaon Sabhas.
176.	1169	Sri Laxmi PACS Ltd.	Kailashahar	Shrinathpur and Laxmipur Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
177.	1170	Gram Unnayan PACS.	Kailashahar	Betcharra, Dudpur and Purba Kanchanbari Gaon Sabhas.
178.	1173	Irani PACS Ltd.	Kailashahar	Irani Goan Sabha.
179.	1197	Anila PACS Ltd.	Kailashahar	Rangrung, Manuvelly, Murticherra and Jamthailbari Gaon Sabhas.
180.	348	Fulshi PACS Ltd.	Kailashahar	Fultali & Singirbil Gaon Sabhas
181.	472	Pragati PACS Ltd.	Kailashahar	Laljuri & Mashauli Gaon Sabhas.
182.	1010	Dhanbilash Jaganathpur PACS Ltd.	Kailashahar	Dhanbilash & Jaganathpur Gaon Sabhas.
183.	1008	Jarultali PACS Ltd.	Kailashahar	Jarultali Gaon Sabha.
184.	760	Fatikroy PACS Ltd.	Kailashahar	Fatikroy & Krishnanagar Gaon Sabhas.
185.	427	Tillabazar PACS Ltd.	Kailashahar	Tilagaon and Laxmipur Gaon Sabhas.
186.	1947	Indranagar PACS Ltd.	Kailashahar	Rangautia & Latiapura Gaon Sabhas.
187.	1046	Paschin Ratacharra Demdung PACS Ltd.	Kailashahar	Paschim Ratacharra & Demdum Gaon Sabhas.
188.	1089	Laxmivelley PACS Ltd.	Kailashahar	Ichabpur & Goldharpur Gaon Sabhas.
189.	236	Sonaimuri PACS Ltd.	Kailashahar	Sonaimuri & Dakshin Unakuti Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
190.	473	Krishnanagar PACS.	Kailashahar	Krishnanagar Gaon Sabha.
KAMALPUR SUB-DIVISTON (SALEMA BLOCK)				
191.	748	Sarbakalyan PACS Ltd.	Kamalpur	Chuta Sarma & Maracharra Gaon Sabhas.
192.	771	Mechuria PACS Ltd.	Kamalpur	Mechuri & Debbari Caon Sabhas.
193.	726	Kachucharra PACS Ltd.	Kamalpur	Kachucharra Gaon Sabha.
194.	489	Chulubari PACS Ltd.	Kamalpur	Bamancharra Gaon Sabha.
195.	864	Kalachari PACS Ltd.	Kamalpur	Kalachari Gaon Sabha.
196.	525	Katalutma PACS Ltd.	Kamalpur	Katalutma Gaon Sabha.
197.	416	Baligaon PACS Ltd.	Kamalpur	Bilashchara Gaon Sabha.
198.	549	East Manik Bhandar PACS Ltd.	Kamalpur	Manikbhandar Gaon Sabha.
199.	477	Sinhaghar PACS Ltd.	Kamalpur	Chancup Gaon Sabha.
200.	615	Sri Shiva PACS Ltd.	Kamalpur	Halahali and Duraicharra Gaon Sabhas.
201.	460	Kulai PACS Ltd.	Kamalpur	Kulai, Purba Nalicharra & Paschim Nalicharra Gaon Sabhas.
202.	857	Lambucharra PACS Ltd.	Kamalpur	Lambucharra & Srirampur Gaon Sabhas.

1	2	3	4	5
203,	694	Ambassa PACS Ltd.	Kamalpur	Ambassa, Kanchanpur & Kamalacharra Gaon Sabhas.
204.	238 (A)	Krishi Kalyan PACS.	Kamalpur	Salema, Purba Dalucharra & Paschim Dalucharra Gaon Sabhas.
205.	860	Baralutma PACS Ltd.	Kamalpur	Baralutma Gaon Sabha.
206.	517	Sri Durga PACS Ltd.	Kamalpur	Apareshkar Gaon Sabha.
207.	992	Halhuli PACS Ltd.	Kamalpur	Halhuli Gaon Sabha.
208.	993	Kuchainala PACS Ltd.	Kamalpur	Kuchainala Gaon Sabha.
209.	312	Kamalpur PACS Ltd.	Kamalpur	Mohanpur Gaon Sabha.
210.	476	Janakalyan-O-Debishera PACS.	Kamalpur	Debichara & Mahabir Gaon Sabhas.
211.	752	Indiranagar PACS Ltd.	Kamalpur	Noagaon & Mayachri Gaon Sabhas.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

MONDAY, THE 25TH MARCH, 1985.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 8 (eight Ministers and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৮।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। জুরী নদীতে বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে সমগ্র পানিসাগর ব্লক এলাকায় বৃহত্তর সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

—ঃ উত্তর ঃ--

১। আপাততঃ এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু ত্রিপুরার সব নদীতে একই সঙ্গে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন নদীতে বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে প্রকল্প হাতে নেবার কোন উদ্যোগ সরকারের হাতে নেই, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে, পানীসাগর ব্লক এলাকায় জলেবাসা, কূর্ত্তি, রোয়া প্রভৃতি এলাকায় জল সেচের জন্য ডিপ টিউবল-ওয়েলগুলি অকৃতকার্য রয়েছে এবং এই ব্লক এলাকায় জুরি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে সমতল ভূমিতে দেড় লক্ষাধিক মানুষ বাস করেন; এখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জুরি নদীতে বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প হাতে নেবার উদ্যোগ সরকার নেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ—স্যার, আমি বলেছি যে আর্থিক সঙ্গতির অভাবে আমরা সব জায়গায় এক সঙ্গে কাজ করতে পারি না। মিডিয়াম ইরিগেশন স্কীম আমরা আপাততঃ ৩টি নদীকে নিয়েছি গোমতী, খোয়াই এবং মনু নদী। মুহুরী নদীতেও আমরা সার্ভে করেছি। মুহুরী নদী জুরী নদীর চেয়ে অনেক বড়। প্রাথমিক যে হিসাব সেই হিসাবে দেখা গেছে যত কোটি টাকা খরচ হবে সে টাকায় এই স্কীমটা হবে না। তবুও আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। আগামীতে ধলাই এবং জুরী সম্পর্কেও আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো এবং সেগুলি সম্পর্কে দেখবো যে ঐগুলিতে করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। স্যার, আমাদের মোট কর্ষনযোগ্য ভূমি ৯০ ভাগই এখনও বাকী আছে, ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ বাকী আছে সে জায়গা এখনও আমরা ইরিগেশ্যানের আওতায় আনতে পারি নি, তথাপি ছড়া থেকে আপাততঃ যেগুলি স্কীম আমরা করেছি, লিফট্ ইরিগেশ্যান স্কীম আমরা করেছি, যেমন হাফলংছড়া, দেওয়ানপাশা, তিলথৈ, লাতু, গাঁও, শুকনাছড়া, মঙ্গলখাল, পূর্ব কৃষ্ণপুর, কাশিমনগর, প্রভাকরায়, রোয়া, (জুরী নদী), রোয়া (অস্থায়ী), ইছাই মোহনপুর উত্তর লাতু গাঁও, পানিসাগর, সাতসঙ্গম, উত্তর-পূর্ব পানিসাগর, পদ্মবিল, পশ্চিম জলেবাসা ইত্যাদি রয়েছে জুরি নদী থেকে এই কয়েকটা লিফট্ ইরিগেশন স্কীম আমরা চালু করেছি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, ডিপ টিউব ওয়েল এবং লিফট্ ইরিগেশানের মাধ্যমে পানি সাগর ব্লকে শতকরা ৫ ভাগেরও কম সমতল ভূমিতে জল সেচ হয়েছে তার জন্য ইনভেষ্টিগেশ্যান সার্ভে করা হয়েছিল, সার্ভে ৮৩ সালে হয়েছিল। মোট ভূমির পরিমান কি পরিমান ছিল এই নদী থেকে কত

জল পাওয়া যেতে পারে এই সরকার পরীক্ষ-নিরীক্ষ করেছিলেন কিন্তু দেখা গেল দুই বছর পর দপ্তর থেকে কাগজপত্র সমস্ত উধাও, কোন নাম-গন্ধ নেই। যখন এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন সরকার তখন দপ্তর থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহায়তা নিয়েছিলেন এই জনা আমাদের জানা আছে। এটা কি হলো এই বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার স্যার, কাগজপত্র কিছু মিসিং হয়েছে কিনা, সেটা আমি খবর নেব।

মিঃ স্পীকারঃ-মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা, শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্রীনারায়ন দাস।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী---মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। রাজ্যে এ পর্যন্ত (৩১ শে জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং) টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীর আক্রমনে কত জন লোক নিহত হয়েছে, এবং

২। উক্ত সময়ে উগ্রপন্থীদের মধ্যে কতজন আত্মসমর্পন করেছে,

৩। আত্মসমর্পনকারীরা সরকারের নিকট কতগুলি এবং কি কি অস্ত্র জমা দিয়েছে,

৪। রাজ্য সরকার এ পর্যান্ত আত্মসমর্পনকারীদের কোন কোন খাতে কত টাকা সাহায্য করেছেন ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। ১৩৭ জন নিহত হয়েছেন এখন পর্যান্ত।

২। ২৯৫ জন। তার মধ্যে ২৬৪ জন এ, টি, পি, এল, ও এবং ৩১ জন টি, এন, ভি আত্মসমর্পন করেছেন।

৩। ৩১-১-৮৫ ইং তারিখ পর্যান্ত নিম্নলিখিত ৪৭টি অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়াছে।

১)	রাইফেল (·৩০৩)	৫টি
২)	রিভলবার (·৩৮)	১টি
৩)	ষ্টেনগান (৯ এস এম)	১টি
৪)	ষ্টেনগান (সি, এম, অর্থাৎ দেশী তৈরী)	৪টি
৫)	রিভলবার (সি এম)	২টি
৬)	পিস্তল (সি, এম)	১টি

৭)	এস, বি, এম, এল (সি, এম)	২৭টি
৮)	ডি, বি, বি, এল, গান	৪টি
৯)	অস্ত্রের বাট	১টি
১০)	এস, বি, বি, এল, গান	১টি
	মোট	৪৭টি

৪। গৃহ নির্ম্মানের জন্য ২৮৩ জন প্রত্যেককে ৪,০০০ টাকা করিয়া এবং ৭জনকে প্রথম কিস্তিতে ২,০০০ টাকা করিয়া সর্ব মোট ১১, ৪৬, ০০০ টাকা সাহায্য করা হয়েছে। খ) আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য ৩, ৩০, ০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে গ) ২৫৬ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সব অস্ত্র-শস্ত্র সরকারের নিকট থেকে উগ্রপন্থীরা ছিনতাই করে নিয়েছিল সেই সব অস্ত্রশস্ত্রগুলি জমা পড়েছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, যে সব অস্ত্র উগ্রপন্থীরা সরকারী থানা থেকে, বা আরক্ষা দপ্তরের লোকদের থেকে বা পেরা মিলিটারীদের হাত থেকে ছিনতাই করে নিয়েছিল সেগুলি সব জমা পড়ে নি। এটা মাননীয় সদস্যরা দেখছেন যে টি. এন. ভিদের হাতে সেই অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তাঁরা সেগুলি ব্যবহার করছেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে সকল অস্ত্রশস্ত্র এখন পর্য্যন্ত জমা দেওয়া হয় নি তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৪৭টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে যে সব উগ্রপন্থীরা সারেণ্ডার করেছে কার কার কাছ থেকে এই অস্ত্রগুলি পাওয়া গেছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—আনষ্টার্ডি কোয়েশ্চান নং ৯১

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার :—আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৯১

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। সাযার-কোনা, সোনাপুব ও বেজীমাব! টিলাব লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীমের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

২। করে থাকলে কবে নাগাদ উহা কার্য্যকব করা হবে বলে আশা কবা যায় ?

—ঃ উত্তব ঃ—

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিছুদিন আগে আমাদের সরকারের তরফ থেকে সাযার-কোনা মাঠের জন্য ডিপ ইরিগশান স্কীম বসানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং সেটা উক্ত জায়গায় সাক্‌সেস হয়নি, পরবর্তী এই মাঠের কৃষির ফসল উৎপাদনের জন্য যে চেষ্টা করবেন বলেছেন সেইসব জায়গায় লিফ্‌ট ইরিগেশান মাধ্যমে যেহেতু সুবিধা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—প্রাথমিক সমীক্ষা একটা করা হয়েছে, আরও বিস্তারিত সমীক্ষার পরে যদি এইটা সুইটেবল মনে হয় তাহলে আমরা এইটা দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৯৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৯৮।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত কয়টি মামলা রাজ্য সরকার কর্তৃক আদালত থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে (৩১-১-১৯৮১ইং পর্য্যন্ত হিসাব)

২। উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে কিনা,

৩। থাকিলে তাহার সংখ্যা, এবং

৪। সেগুলোর ব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। ১৩৪টি মামলা আদালত থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আরো ২৬টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত আদালতে পেশ করা হইয়াছে।

২। আরও কিছু মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে।

৩। ৭টি

৪। বিচারাধীন এই ৭টি মামলা প্রত্যাহারের বিষয় সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮০ সনে তেলিয়ামুড়া এলাকার যেসমস্ত

আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এইসব প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা দেখছি এখন নতুন করে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাদের অ্যারেষ্ট করা হয়েছে, কেন করা হচ্ছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—এইটা ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গার সংগে জড়িত মামলার প্রশ্ন। এইটা মাননীয় সদস্য আলাদা করে প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই জবাব দেওয়া হবে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিধানসভাতে ১৯৮০ ইং জুনের দাঙ্গার সংগে জড়িত মামলা প্রত্যাহার করার ব্যাপারে সর্বসম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও অমরপুর মহকুমার বিরোধী দলের সমর্থকদের আবারও গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আবার জারী করা হয়েছে। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং জানা থাকলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ৮০ সনের দাঙ্গা সম্পর্কে অমরপুরে একটি মামলাও প্রত্যাহার করা হয়নি এইরকম দেখতে পাচ্ছিনা। টাকারজলা পি, এস. এ ২ টা, জিরানীয়ায় ৩টা আছে, আর, কে, পুর পি, এসে ২টা মামলা। সব মামলাই প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১৬টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত আদালতে পেশ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, আদালত যদি প্রত্যাহার করার অনুমোদন দেন তাহলে সেটা প্রত্যাহার করা যাবে। কিন্তু আদালত অনুমোদন না দিলে সেটা আমরা কিছু করতে পারি না। আমরা যেটা করতে পারি সেটা হল আমরা আবেদন করতে পারি যে মামলাটি সরকার প্রত্যাহার করতে চাই। সব অনুমোদন করার দায়িত্ব আদালতের। সম্ভবতঃ কোন কোন মামলা সেটা হয়ত বিলম্বিত হতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে ৭টি মামলার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি কোন কোনগুলি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এইটা সংক্ষেপে বলেছি, টাকারজলা পি, এস কেইস নং ১ (৬) ৮০ ইউ। এস. ১৪৮।১৪৯।৩২৭।৩২৬।৪৩৬।৩০২ আইপিসি। টাকারজলা পি, এস, কেইস নং ১(৭)৮০ ইউ। এস ৩০২। জিরানীয়া পি, এস, কেইস নং ৬ (৬) ৮০ ইউ। এস ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩২৬/৪৩৬/৩৮০। জিরানীয়া পি, এস, কেইস নং ৩৬(৬)৮০ ইউ। এস ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৪৩৬/৩০২ আই, পিসি। জিরানীয়া পি, এস; কেইস নং ৭১ (৬) ৮০ ইউ। এস ৩০২ আইপিসি। আর, কে, পুর পি, এস কেইস নং ১১ (৬) ৮০ ইউ। এস ১৪৮/১৪৯/৩২৭/৩৯৮/৩২৬/৩০২/৪৩৬ এবং ১২০ বি আইপিসি। আর, কে, পুর পি, এস, ৩০(৬)৮০ ইউ। এস ১৪৮/১৪৯/৩৯৭/৩৯৭/৩৯৮/

৪৫৬/৩০২ আইপিসি অ্যাণ্ড (এ) আরম্‌স অ্যাক্ট। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মামলায় যেহেতু বহু লোক খুন হয়েছে ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল সেইজন্য খতিয়ে দেখার জন্য লেখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ট আডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) গত দুই বছরে (১৯৮৩-৮৪ ইং সনে) ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কতজন বিদেশীকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে -

২) বিদেশীকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে কি ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজ্যে বর্তমান রয়েছে ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) মোট ৬০৬৮ জন বিদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গত দুই বছরে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে (তার মধ্যে ১৯৮৩ সালে ১৯৭০ জনকে এবং ১৯৮৪ সালে ৪০৯৮ জন)

২) সীমান্ত জুড়ে, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিদেশী অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে মোবাইল টাস্ক ফোর্স রাজ্যে বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশকারী বিদেশীদের সনাক্ত করন ও ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে নিয়োজিত রয়েছে। জেলা পুলিশ ও উপরোক্ত সংস্থা দুটিকে অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করন ও বিতাড়নের কাজে সহায়তা করে থাকে।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিদেশী অনুপ্রবেশ-কারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সীমান্তে যে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল, এই পরিকল্পনা এই রাজ্যে নেওয়া হয়েছে কি না এবং এই কাজে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এই বিদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য শ্রীমতি গান্ধী জীবিত থাকতে আমাদের বলা হয়েছিল যে, বাংলা দেশ সীমান্তে তার কাঁটার বেড়া দেওয়া হবে এবং কিছু টাওয়ার তৈরী করা হবে, যেখান থেকে তাদের অনুপ্রবেশ দেখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। আমরা এই ব্যাপারে আমাদের সমর্থন জানিয়েছি, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে তারা কখন এই ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে এই ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে এই অনুপ্রবেশ করার সুযোগে প্রতিদিন বাংলা দেশ থেকে সীমান্তবর্তী গ্রামে

ডাকাতি করে রাজ্যের নাগরিকদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বি, এস, এফ-এর চৌকি তৈরী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রকে জানিয়েছি, রাজ্যের নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মত একটা ছোট রাজ্যে যেভাবে বিদেশী আসছে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, এই দিকটা যদি আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে না দেখা হয় তাহলে এইটাআমাদের এই রাজ্যের পক্ষে ভীষণ সমস্যা হিসাবে দাঁড়াবে এবং এইটা একটা ভয়াবহ আকার ধারন করবে। কাজেই যারা এখানে এসে থাকছেন এবং বসবাস করছেন তাদের উচ্ছেদ করার জন্য রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, রাজ্য সরকার মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত যে সমস্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ত্রিপুরার মত রাজ্য যেখানে প্রচুর মানুষের সমাবেশ হয়েছে বাহিরে থেকে, সেখানে এই ধরনের আর একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি হলে জটিলতা আরও অনেক বাড়বে। এই ব্যাপারে আমাদের প্রথম পদক্ষেপের কথা আমি মাননীয় সদস্যদের বলেছি সেটা হলো, বি এস এফ-এর শক্তি বাড়ানো। মাননীয় সদস্যরা শুক্রবার এই অধিবেশনে শুনেছেন যে একটা বিরাট অঞ্চলের মধ্যে একটা বি, এস, এফ-এর আউট পোষ্ট ছিল না, যেটা উগ্রপন্থীদের পক্ষেও সহায়ক। কাজেই আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রথম দায়িত্ব হিসেবে এইটাকে গ্রহন করতে অনুরোধ করেছি। বি, এস, এফ-এর শক্তি বাড়ানো যাতে ঘন ঘন বি, এস, এফ-এর আউট পোষ্ট হতে পারে, তারা এসে মোবাইল টিউটি দিয়ে এই বর্ডারের ক্রাইমস্ বন্ধ করতে পারেন, অনেক সময় এই ক্রাইমস গুলি কিছুটা রাজ্যের ভিতরে আসে সেই ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সহযোগীতা করে এইগুলি দমন করার ব্যবস্থা তারা যাতে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তার কাঁটার বেড়া তৈরী করতে কিছুটা সময় সাপেক্ষ হতে পারে। সে জন্য আমরা অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা অবিলম্বে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেন।

মিঃ স্পীকার ঃ —মাননীয় সদস্যগণ তিনটা প্রশ্ন হয়ে গেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ—স্যার একটা প্রশ্ন করব। এই যে বিদেশী বিতারনের কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে, তাতে বিদেশী চিহ্নিত-করনের জন্য ভিত্তি বছর নির্দ্ধারিত হয়েছে কি ? মানে কবে থেকে এখানে আসার পর তাদেরকে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। এই ব্যাপারে সরকারের কি চিন্তা ধারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমাদের সংবিধান অনুসারে সেটাকে চিহ্নিত করা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যা শ্রী গীতা চৌধুরী ও মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী ঃ—স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৯

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৯

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) গত ১৯৮৫ ইং সনের ১৪ই জানুয়ারী টাকার জলা এলাকায় বহরাম পাড়ায় কোন অস্ত্র কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে কি না,

২) সন্ধান পাওয়া গেলে উক্ত কারখানায় কি ধরনের ও কয়টি অস্ত্র পাওয়া গেছে এবং

৩) কতজনকে ঐ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) না। ২) ও ৩) নং প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ—ইহা কি সত্যি যে তেলিয়ামড়া থানার অধীনে যে চড়াই অঞ্চলে হাতুপা গ্রামে যে একটা উগ্রপন্থীদের ঘাটি এবং সেখানে উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং হচ্ছে এবং সেখানে গোলা বারুদ বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা আছে, ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্যা যদি খবরটা দেন আমরা বের করব, আমার এখন তো জানা নেই।

শ্রীজহর সাহা ঃ—স্যার, এখানে যেটা প্রথম প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি বে-আইনী বন্দুক ও পিস্তল তৈরীর কারখানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিনা ? আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভুল বসত এই প্রশ্নটাকে বাদ দিয়ে গেছেন, কাজেই আমি অনুরোধ করব যাতে এইটাকে এই সভায় আবার বলা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে যে কয়টা কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে উত্তরে আমি বলেছি যে একটা কারখানারও সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ—স্যার, ১৯৮০-এর জুনের দাঙ্গার সময় মৃত জগদীশ সরকার-এর ছেলে বঙ্কিম সরকার তেলিয়ামড়ার থানাতে জানিয়েছিল যে, এই হাতুপা অঞ্চলে উগ্র-পন্থীদের ঘাটি হচ্ছে এবং উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং এখানে দিচ্ছে, এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্যা অনেক দূরে চলে গেছেন, এইটা ১৯৮৫-এর প্রশ্ন, আর উনি চলে গেছেন ১৯৭৯-এ, সেটা অনেক পেছনে পড়ে গেছে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ—স্যার, আমি বলেছিলাম যে কতগুলি বে-আইনী বন্দুক ও পিস্তল তৈরীর কারখানা আছে এবং টাকার জলা এলাকার বহরাম পাড়া এলাকাতে যে কার-

খানার কথা বলেছি সেটা আমরা দেখেছি, এইটা কি মিথ্যা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, কারখানা হয়তো থাকতে পারে তবে তার সন্ধান এখনও পাইনি ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬,

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) গত ১৫,১০,৮৪ ইং তারিখে তেলিয়ামুড়ার অন্তর্গত নোয়াবাড়ীতে সশস্ত্র হামলায় নিহত ও আহতের সংখ্যা কত,

২) এই হামলার সঙ্গে জড়িত কতজন দোষী ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) উক্ত হামলায় ১জন নিহত ও ৯জন আহত হইয়াছে ।

২) এই হামলার মোট ৬জনকে পুলিশ সন্ধেহক্রমে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দিয়াছেন, পরে সকলে কোর্ট হইতে জামিনে ছাড়া পাইয়াছেন ।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই দোষী ব্যাক্তিদের নাম এবং তারা কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থক ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, যাদের আমরা গ্রেপ্তার করেছি তারা হলেন, শ্রীঅজিত সরকার, শ্রীমুকুন্দ বিশ্বাস, শ্রীসেন্টু হালদার, শ্রীনারায়ন বিশ্বাস, শ্রীজহরলাল সরকার, শ্রীনিধন সরকার, যাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয় এবং পরে তারা জামিনে মুক্তি পায়। প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীজীতেন্দ্র সরকার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কারন তিনি কোর্ট থেকে অগ্রিম জামিন নিয়ে বর্তমানে বাহিরে রয়েছেন এবং আর কাউকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারিনি ।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—স্যার, এই যে প্রাক্তন এম, এল, এ, তার সামনেই এই খুনটা করা হয়েছিল এবং মৃত চন্দ্রমোহন সরকারের স্ত্রী তাঁর হাতে পায়ে ধরে বলেছিল যে, এই খুন থেকে আমার স্বামীকে বাঁচান, তিনি তার উত্তরে আদেশ দিয়েছিলেন যে, না ওকে কুপিয়ে খুন কর. এই তথ্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা একেবারে অসত্য ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৮০ ।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান—১৮০ ।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৮০।

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে ক্ষুদ্র জল সেচ প্রকল্পের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য কোন কর্পোরেশন গঠনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা গঠন করা হবে বলে আশা করা যায়?

—: উত্তর :—

১) বিবেচনাধীন আছে।

১) নির্দিষ্ট তারিখ এখনই বলা সম্ভব নহে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই কর্পোরেশান স্থাপন হওয়ার পরে রাজ্যের জলসেচের প্রকল্পেটি যেমন ডিপ-টিউব-ওয়েল, শেলো-টিউব-ওয়েল প্রভৃতি কর্পোরেশনের আওতায় আসবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখনও পর্যান্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। অন্যান্য রাজ্যে কর্পোরেশনের কার্যাকলাপ কি এবং আমাদের সহায় সম্পদের উপর নির্ভর করছে যে কর্পোরেশন করলে তা সবটাই কর্পোরেশনের হাতে দিতে হবে কিনা। এসব বিবেচনা করে আমরা ঠিক করব। এটা এখনও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের রাজ্যের ৪০ শতাংশ জমি গ্রাউণ্ড ওয়াটার ও সার্ফেইস ওয়াটারের আওতায় আছে কিন্তু বর্তমানে ১০ থেকে ১২ শতাংশ জমি জলসেচের আওতায় এশিউর্ড কিন্তু পুরো ৫০ শতাংশই এশিউর্ড করার ব্যাপারে কর্পোরেশন একটা ভূমিকা নিতে পারে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি.?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি বেশী টাকা পয়সা পাই তাহলে নিশ্চয়ই অনেকখানি আমাদের সহায়তা হবে। তারজন্য আমরা এখনও কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসিনি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, রাজ্যে জল-সেচ প্রকল্পের জন্য যে শেলো টিউব-ওয়েল ও ডিব-টিউব-ওয়েল করা হয়েছে সেগুলি কো-অপারেটিভ দ্বারা লোক নিয়োগ করে চালান যাচ্ছেনা তাই সেগুলি কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমিত আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৮৫।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৮৫ ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী —মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৮৫ ।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ইহা কি সত্য যে ৮/১/৮৫ ইং কৈলাশহরের উনকোটির নিকটবর্তী ননছড়াতে বনজ সামগ্রী সংগ্রহরত করুনাময় দেব, প্রদীপ্ত দেব, রবীন্দ্র দেব, অনন্ত দেব, নগেন্দ্র মালাকার, নৃপেন্দ্র মালাকার, টি. এন, ভি. উগ্রপন্থীদের দ্বারা নৃশংসভাবে খুন হন,

২। সত্যি হলে উক্ত খুনের ঘটনার তদন্ত হয়েছে কি, এবং

৩। হয়ে থাকলে তার ফলাফল ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। হাঁা, গত ৮/১/৮৫ ইং তারিখ কৈলাশহর থানাধীন ননছড়াতে উপজাতি উগ্রপন্থীদল কর্তৃক ১) প্রদীপ্ত দেব, ২) করুন ওরফে করুনাময় দেব, ৩) রাজেন্দ্র দেব (রবীন্দ্র দেব নহে) ৪) নগেন্দ্র মালাকার ৫) বীরেন্দ্র মালাকার (নৃপেন্দ্র মালাকার নহে) ও ৬) অনাথ দেব (অনন্ত দেব নহে) নৃশংসভাবে খুন হন ।

২নং ও ৩নং ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন আছে ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আশা করব এটার উপরে কোন সাপ্লিমেণ্টারি না করে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আনলে, যে সমস্ত তথ্য আছে সেগুলি দেব ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা । (সভায় উপস্থিত ছিলেন না)

মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ও গীতা চৌধুরী ।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৮৭ ।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৮৭ ।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ১৯৮৭ ইং সনের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে সংঘবদ্ধ পুলিশ কর্মীদের আক্রমনে সূর্যাঘর সিনেমা হল সংলগ্ন দোকানগুলিতে কতজন আহত হয়েছিলেন,

২। পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে আহত ব্যাক্তিদের মধ্যে যিনি মারা গিয়েছিলেন তার নাম কি,

৩। সরকার কর্তৃক উক্ত ঘটনার তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিনা,

৪। হয়ে থাকলে উক্ত ব্যাপরে তদন্ত রিপোর্ট সরকার পেয়েছেন কি, এবং

৫। পেয়ে থাকলে তাহার বিবরণ ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর-সূর্য্যঘর সিনেমাহল সংলগ্ন দোকানগুলিতে একদল (৭০/৮০ জন)

অপরিচিত যুবক ১৭/১৮/১০/৮৪ ইং তারিখে উক্ত স্থানে চড়াও হয়ে দাঙ্গা বাধায় এবং যারফলে ৭ ব্যাক্তি আহত হয়। আহত তুহিন দেবনাথকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং তথায় ১৮/১০/৮৪ ইং ভোরে তিনি মারা যান।

৩নং-হ্যা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল।

৪নং এবং ৫নং-তদন্তের রিপোর্ট সরকার পেয়েছেন এবং তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলি।

সৈয়দ বসিত আলী ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০৬।

মিঃ স্পীকার ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০৬।

— ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) ১৯৮০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সালের শেষে ডিসেম্বর পর্যন্ত কৈলাশহর ও ধর্মনগরের মহকুমা অফিস হইতে মোট কত সংখ্যক নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়াছে ?

— ঃ উত্তর ঃ—

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩০৯।

— ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ১৯৮১ ইং হইতে ১৯৮২ ইং পর্যন্ত এই চার বছরে সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে বাংলাদেশের সশস্ত্র চোর, ডাকাত, দুস্কৃতকারীদের দ্বারা কত সংখ্যক গরুচুরি ডাকাতি ও খুনের ঘটনা ঘটেছে (বছর ভিত্তিক হিসাব),

২। এই সকল অপরাধীদের কতজনকে সীমান্তের এপার ওপার যাতায়াতের সময় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আটক করেছে ?

৩। বাংলাদেশী সশস্ত্র ডাকাত দলের কাছ থেকে কয়টি কি জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঐ সময়ে উদ্ধার করেছে,

—ঃ উত্তর ঃ—

	গরুচুরি		ডাকাতি		খুন		মোট	
	বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী	অন্যান্য দুষ্কৃতকারী	বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী	অন্যান্য দুষ্কৃতকারী	বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী	অন্যান্য দুষ্কৃতকারী	বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী	অন্যান্য দুষ্কৃতাকরী
১৯৮১ সালে	১০২	৪২	২৩	৭	১	৪	১২৬	৫৩
১৯৮২ সালে	১০৭	৩০	৬৭	১১	২	১	১৭৬	৪২
১৯৮৩ সালে	৮৮	১৯	২২	২১	২	৬	১১২	৪৬
১৯৮৪	৮৮	১১	৪২	২২	৩	৩	১৩৩	৩৬
মোট =৩৮৫		১০২	১৫৪	৬১	৮	১৪	৫৪৭	১৭৭

২। সীমান্তের এপার ওপার যাতায়াতের সময় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ১৯১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১৯৮১ —	৪৮৭	জন,
১৯৮১ —	৫৮৮	”
১৯৮৩ —	৪২২	”
১৯৮৪ —	৪১৩	”
মোট—	১৯১০	জন।

৩। ১৯৮১ হইতে ১৯৮৪ ইং পর্যান্ত দুষ্কৃতকারীদের নিকট হইতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা যায় নাই।

শ্রী রসিকলাল রায় ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে এত খুন ডাকাতি, রাহাজানির হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন আমি জানতে চাই যে, ১৯৭৮ ইং সন-এর আগে যে, খুন ডাকাতি রাহাজানি হয়েছিল তার পরিমান ১৯৭৮ সালের পর যে সংঘটিত হয়েছে তার পরিমান কম না বেশী তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৮ সালের আগে যে খুন ডাকাতি, রাহাজানি হয়েছিল তার হিসাব আমার কাছে নেই, সুতরাং আমি এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ডার এলাকায় যেখানে বি, এস, এফ, ক্যাম্প রয়েছে সে স্থানে ব্যাবসায়ীদের দ্বারা স্মাগলিং-এর মাল-পত্র ধরা হয় এইরূপ বুলেটিন দেওয়া হয় কিন্তু বাংলাদেশী ডাকাতরা যে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভারতীয় এলাকায় লুঠপাট অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি করছে কিন্তু এই বি, এস, এফ. এই সকল বাংলাদেশী-দের নিকট থেকে কোন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে কিনা তার কোন বুলেটিন আজ পর্যান্ত দেওয়া হয়নি। বলে বি, এস, এফ-এর কাজ-কর্ম সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমাদের নিকট নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সম্প্রতি রমনাবাজার গাঁওসভায়, সদর মহকুমার বিশালগড় ব্লকে, বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরা বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে লুঠপাঠ করেছে, সেই বক্সনগরে বাংলাদেশীরা বন্দুক, গোলাগুলি প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বাড়িঘর লুঠ-পাঠ করেছে-এ সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা, তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক যে, বর্ডার এলাকায় ক্রাইমস্ গুলিতে বাংলাদেশীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৪৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৪।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে একটি হজ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন ?

২। যদি সত্য হয় তবে কবে পর্যান্ত এই হজ কমিটি গঠন করা হবে ?

৩। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় হজ কমিটি ও বিদেশ মন্ত্রকের সাথে সরকারের কোন যোগাযোগ হয়েছে কি ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। হাঁ, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড বিগত ১৮/২/৮৫ তারিখের সভায় রাজ্যে একটি হজ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। ও ৩। রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ডের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রিয় হজ কমিটিকে ত্রিপুরায় একটি হজ কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ করে-ছেন। কেন্দ্রিয় সরকার ও কেন্দ্রীয় হজ কমিটি থেকে অনুমোদন এলে তবেই রাজ্যে হজ কমিটি গঠন হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬২, স্যার,

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) ইহা কি সত্য ছাওমনু টি, ডি, ব্লক এলাকার সি, ডি, পি, ই. ওর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে ?

২) উক্ত সি. ডি, পি, ই, ওর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) সি, ডি, পি, ই, ও নামে কোন পদ ছাওমনু টি, ডি, ব্লকের অধীন নাই। তবে, সি, ডি, পি, ওব পদ আছে। তার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—ছাওমনুর সি, ডি, পি, ও, গত আগষ্ট মাসে নিজ উদ্যোগে টাকার জলায় বদলি চেয়েছিলেন এবং সেই মত বদলিও করা হয় কিন্তু যিনি তাকে রিলিজড করবেন, তিনি সেই ছাওমনুতে গিয়ে হিসাব নিকাশ পড় দিল থাকায় দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন, কারণ এ, সি, ডি, পি, ও, হিসাবে নাকি ৭৭ হাজার টাকার ডিফলটার ছিলেন, যার জন্য তিনি টাকার জলায় কার্যাভার নিতে টাইম এক্সটেনশান চান, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—ছাওমনু ইন্টিগ্রেটেড চাইলড ডেভেলাপমেন্ট স্কীম প্রজেক্টের সি, ডি, পি, ও, তার ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ ইং তারিখের চিঠিতে সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে জানান যে, তারই পূর্বতন করণিক শ্রীসমর নারায়ন দেববর্মা যিনি ইউ, ডি, ক্লার্ক হিসাবে বর্তমানে ছৈলেংটা হাই স্কুলে কর্মরত আছেন, তাহার কার্যাকালে মোট ২৫ হাজার টাকার হিসাব দাখিল করতে পারেন নাই। হিসাব যথারীতি দাখিলের জন্য উক্ত শ্রীদেববর্মাকে ২০শে নভেম্বর ১৯৮৪ ইং তারিখে আদেশপত্র দেওয়া হইয়াছে। শ্রীদেববর্মা শারিরিক অসুস্থ থাকায় কাজে হাজির হইয়া উক্ত টাকার হিসাবের ব্যাপারে এখনও কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন নাই। বিষয়টি চুড়ান্ত করিতে সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উক্ত প্রজেক্টের হিসাব পরীক্ষ, শিক্ষা বিভাগের একজন এ্যাকাউন্টস অফিসার দিয়ে করানো হচ্ছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—শ্রীসমর নারায়ণ দেববর্ম্মা যাকে ছৈলেংটা হাই স্কুলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে বলে বলছেন, তার থেকে সি, ডি, পি, ও, প্রচুর পরিমাণ

টাকা রিয়েলাইজ্‌ড করেছেন। এরপরেও সৈটিস্‌কাল ইন্সপেক্টার, শ্রী মধুসুদন ভটাচার্যার কাছে ৩,২০০ টাকা দাবী করে রিয়েলাইজ্‌ড করার জন্য সি, ডি, পি, ও, চেষ্টা করছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই সবটাই তদন্ত হচ্ছে। কাজেই সবটাই তদন্তের মধ্যে আসছে, এর অধিক আমার কিছু বলার নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৫, স্যার,

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) আগরতলা শহরের রাস্তাঘাটে ও পার্কে এবং শহরতলীতে যে সমস্ত কিশোরী ও মহিলা অসামাজিক জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে, তাহা কিরূপ এবং

৩) কবে পর্যান্ত উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

--ঃ উত্তর ঃ--

১) হ্যাঁ।

২) শ্লানচিতা ও পথস্খলিতা মেয়ে ও মহিলা যারা বর্তমানে অসামাজিক কাজে লিপ্ত আছেন, তাদের উদ্ধার, আশ্রয়, সংশোধন ও পুর্ণবাসন কল্পে রাজ্যে একটি প্রটেক্টিড্‌ হোম জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছে ?

এই প্রতিষ্ঠানটি সাপরেশান অব ইম্মোরাল ট্রাফিক ইন ওম্যান এ্যাণ্ড গার্লস এ্যাক্ট ১৯৫৬ নামীয় সামাজিক আইনের অধীনে পরিচালিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সদর মহকুমার মোহনপুরের নিকট একটি আবাসিক প্রতিষ্টান গড়ে তোলা হচ্ছে। আবাসিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের আশ্রয় দেবার জন্য দুইটি ঘর সম্পাতির পথে। এই কমপ্লেক্স এর ঘর বাড়ী তৈরী হয়ে গেলে পর আনুষ্টানিক ভাবে মহিলাদের থাকবার ব্যবস্থা শুরু করা হবে।

সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিগত শিক্ষা এবং সামাজিক ও আর্থিক পুনর্বাসন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ৭ম যোজনায় এই কার্য্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ পাওয়া গিয়াছে।

৩) বর্ত্তমানে ১৯৮৫ ইং সালের ভিতর প্রতিষ্টানটি চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮০, স্যার,

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) ইহা সত্য যে কুঞ্জবন টাউনশীল এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি মাত্র ডিপ-টিউব-ওয়েল আছে ?

২) ইহা কি সত্য যে প্রায় বছর খানেক যাবত উক্ত ডিপ-টিউব-উয়েলটি মাঝে মাঝে অকেজো থাকায় বিকল্পন ব্যবস্থায় উক্ত অঞ্চলে যে জল সরবরাহ করা হয়, তাহা আদৌ পানের যোগ্য নয় ?

৩) ইহা ও কি সত্য যে উক্ত টাউন শীল এলাকায় প্রায় বৎসর খানেক যাবত পরিশ্রুত জল সরবরাহ অত্যন্ত অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত ?

৪) সত্য হইলে পরিশ্রুত পানীয় জল নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) হঁ্যা।

২) যান্ত্রিক কারণে কোন সময়ে টিউব-ওয়েল থেকে জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। বিকল্প ব্যবস্থায় যে জল সরবরাহ করা হয় তাতে তুলনামূলকভাবে কিছু অধিক আইরণ থাকে।

৩) হঁ্যা। যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে কোন কোন সময় জল সরবরাহ বিগ্নিত হয় বা কম জল সরবরাহ হয়।

৪) আইরন রিমোভেল প্লেট ও ফিলটার বেড ও অতিরিক্ত একটি ডিপ-টিউব-ওয়েল করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অতিরিক্ত ডিপ-টিউব-ওয়েল করার যে কথা বললেন, সেটা কবে নাগাদ করা হবে জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—শীগ্রই করা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দুই এক-দিনের জন্য হয়তো কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে সেই এলাকায় জলসরবরাহের ক্ষেত্রে গত ১৭ তারিখ থেকে আজ অবদি অনিয়মিত ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, আমি এটা তদন্ত করে দেখব যে যাতে ঐ এলাকার লোকেরা ঠিক মত পরিশ্রুত জল সরবরাহটা নিয়মিত পায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীকালিকুমার দেববর্ম্মা।

শ্রীকালীকুমার দেববর্ম্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৪।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৫, স্যার,

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। প্রতি বৎসর কতজন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এই রকম কোন লক্ষ্য মাত্রা সরকার স্থির করেছেন কিনা ?

২। করে থাকলে, ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বৎসরে কতজন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং

৩। তাদের কি পদ্ধতিতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) ও ২) পরিকল্পনা বরাদ্দ অনুযায়ী জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইয়া থাকে। ৭ম যোজনায় রাজ্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ যোজনা কমিশন এখনও নির্ধারণ করেন নি। কাজেই ৭ম যোজনার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা এখনও সম্ভব হয় নি। তবে ১৯৮৪-৮৫ সালে পরিকল্পনা বরাদ্দ অনুযায়ী ১৩০৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। খসড়া পরিকল্পনায় ৭ম যোজনাকালে ১৬, ২৫০টি পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে আনুমানিক ৩০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৩। ৭ম যোজনায় জুমিয়াদের পছন্দমত পুনর্বাসন উপযোগী নিম্ন বর্নিত যে কোন একটি প্রকল্পে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে

১) কৃষি-ভিত্তিক জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প,

২) পশুপালন ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প,

৩) ফল বাগিচা সৃষ্টির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প,

৪) মৎস্য চাষ ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প

এছাড়া নিম্নের প্রকল্পগুলিতেও পুনর্বাসন দেওয়া হবে ঃ

১। যে সব উপজাতি পরিবার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাস করে তাদের আদিমজাতি জনগোষ্টির প্রকল্পে পুনর্বাসন।

২। ত্রিপুরা পুনর্বাসন বনায়ন কর্পোরেশানের মাধ্যমে রাবার বাগান তৈরী করে পুনর্বাসন।

মিঃ স্পীকার ঃ—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ হল। এখন যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির লিখিত উত্তরপত্র এবং তারকা বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্রগুলি সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসুচীতে তিনটি রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়।

গত ২২.৩,৮৫ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উৎস্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল" গত ১৯/৩/৮৫ইং তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষার সোনামুড়া কেন্দ্রে নকল করতে অপরাধে ছাত্র বহিস্কার-এর পর ইনভিজিলেটার শিক্ষককে প্রহার করা সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, গত ১৯/৩/৮৫ইং তাং সোনামুড়াতে এই জাতীয় কোন ঘটনা ঘটে নাই। কারণ সেইদিন অর্থাৎ ১৯/৩/৮৫ইং সোনামুড়াতে উচ্চতর মাধ্যমিকের কোন পরীক্ষা ছিল না। তবে গত ১৮/৩/৮৫ ইং তারিখ সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্তী, পিতা শ্রীপ্রমোদ চক্রবর্তী, হাসপাতাল রোড, সোনামুড়া, নামে একজন পরীক্ষার্থীকে বিকাল ৪-৪০ মিনিট নাগাদ পরীক্ষা কেন্দ্রে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য বহিস্কার করা হয়। মেলাঘর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য যিনি সে সময় নিরীক্ষক হিসাবে উক্ত কেন্দ্রে কর্তব্যরত ছিলেন, তিনি শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্তীকে বহিস্কার করেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর উল্লেখিত শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য আরও ২জন শিক্ষকের সংগে মেলাঘরে ফিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন গাড়ীতে চড়িতেছিলেন তখন বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীর বড় ভাই শ্রীবচন চক্রবর্তী ও অপর ২/৩ জন দুস্কৃতকারী সহযোগে উক্ত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়ে। ইহাতে অবশ্য কেহই আহত হয় নাই। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত পুলিশ কর্মচারীরা তৎক্ষনাত ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে এবং দুস্কৃতকারীদের ধাওয়া করিলে তাহারা পালাইয়া যায় অতঃপর উল্লেখিত শিক্ষক মহাশয়দের পুলিশ প্রহরায় নিরাপদে মেলাঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা সংশ্রবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭/১১৩/১১৬ ধারা মতে অভিযোগ দায়ের করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালত হইতে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়।

১। শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী, পিতা শ্রীপ্রমোদ চক্রবর্তী, হাসপাতাল রোড, সোনামুড়া।

২। শ্রীবচন চক্রবর্তী, পিতা ঐ—, সাং—ঐ— শ্রীবিষ্ণু ঘোষ, পিতা হরিমোহন ঘোষ, সাং সোনামুড়া। উক্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মুলে শ্রীবিষ্ণু ঘোষকে ২০/৩/৮৫ ইং তারিখ

গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দেওয়া হয়। অপর ২জন তখনও পলাতক ছিল।

গ্রেপ্তারী আসামী শ্রীবিষ্ণু ঘোষকে ১০,০০০ টাকার বণ্ড দেওয়ার পর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

অপর দুই পলাতক আসামী (১) শ্রীবচন চক্রবর্তী ও (২) শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্তী গত ২১/৩/৮৫ইং তারিখ মাননীয় আদালতে আত্ম সমর্পন করেন এবং তাহাদেরকেও ১০,০০০ টাকার বণ্ড দেওয়ার পর জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নকল করার অপরাধে বহিস্কার করার ফলে এই যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর হামলা করা হয় এবং তারপর তাকে পুলিশ এসকর্ট দিয়ে নিরাপদে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে কথা মাননীয় মন্ত্রী বললেন কিন্তু আমি জানি যে, তাদের পুলিশ এসকর্টের গাড়ী দিয়ে যখন মেলাঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধিকা রঞ্জন দেব চৌধুরী ও অপর শিক্ষক জিতেন্দ্র দত্ত এবং যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সেই গাড়ীতে পুলিশের এ, এস, আই, নেপাল দেবনাথ তিনি সেখানে হামলাকারীদের বাধা দেন। কিন্তু তার সঙ্গে যে সব পুলিশ ছিলেন তিনি তাদের নির্দেশ দেওয়া সত্বেও সেই সব পুলিশ নিস্‌ক্রীয় ছিল যার ফলে সেই সব শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা আমার জানা নাই, তবে এই বিষয়ে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কেন্দ্রে শুধু সেগদনই নয়, গত ১১ই মার্চ্চ সেখানে নতুন ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুকুল বিকাশ চৌধুরী মেলাঘর স্কুলের শিক্ষক তাকেও নকল ধরার জন্য-তিনি যখন বিকালে স্কুল থেকে ফিরছিলেন তখন তাঁকেও আক্রমন করার চেষ্টা করা হয়। তারপর সেদিনই হারুমিয়ার নেতৃত্বে আরও ৪জন দুর্বৃত্ত সেই শিক্ষকের বাড়ী চিহ্নিত করে রাখেন ফলে সেখানকার ছাত্ররা সেই শিক্ষকের বাড়ী পাহাড়ার ব্যবস্থা করেন। পরদিন ১২ই মার্চ সকাল ১০-৩০ মিনিটের সময় হারুমিয়া সেখানকার যুব কংগ্রেসের একজন নেতা ও এন, এস, ইউ, আই,র একজন সংগঠক তার নেতৃত্বে ৪জন বাংলা দেশী দুর্বৃত্তকে হায়ার করে তাদের কালোড্রেস পরিয়ে সেই শিক্ষককে ড্রেট করা হয়। কিন্তু সেখানকার ছাত্ররা এবং সেই এলাকার জনসাধারণ সকলে মিলে তাদের ধাওয়া করেন এবং ২জনকে ধরে ফেলে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার, এই তথ্যও আমার জানা নাই, তবে এই ব্যাপারে আমি তদন্ত করে দেখব। এই সংগে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে, যেহেতু

আমাদের সরকার নকল করে পরীক্ষা পাস করার সুযোগ দেবে না সেজন্য অনেক শিক্ষক সাহস নিয়ে এই নিরীক্ষকের কাজ যারা করছেন, তারা আমাদের সরকারকে সাহায্য করছেন আমি তাদের সমবেদনা জানাচ্ছি এই জন্য যে, তারা নকল ধরতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে লাঞ্ছিত হচ্ছেন । আমি এই ব্যাপারে কোন দলের নাম করতে চাই না সব দলের মাননীয় সদস্যদের সহযোগীতা চাইছি যাতে এই নকল করা বন্ধ হয় তার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন এবং ছাত্র সমাজেও তাদের মনোভাব অনেক বলিষ্ঠ হয়েছে, কারন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের তুলনায় এখন নকল করার মানসিকতা অনেক কমে গিয়েছে। সে জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আবার মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে সরকার এই সব তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ছেলেটাকে বহিস্কার করা হয়েছে সে কমরেড প্রমোদ চক্রবর্ত্তীর ছেলে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার, সেই ছেলেটির পিতা মাননীয় সদস্যের কমরেড কি না আমার জানা নাই তবে আমি আগেই জানিয়েছি যে সেই ছেলেটির পিতার নাম শ্রীপ্রমোদ চক্রবর্তী ।

শ্রীভানুলাল সাহা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়েও সোনামুড়ার কংগ্রেস সভাপতি নাবালক মিঞার পুত্র বক্সনগর স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এই জন্য প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছিলেন এই কথা ঠিক কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার, এই তথ্যও আমার কাছে নাই, তবে এইগুলি আমি তদন্ত করে দেখব ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার — গত ১২,৩, ৮৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন ।

বিষয়টি হল "গত ২০,৩,৮৫ইং গভীর রাত্রে কং(ই) সমর্থক দুর্বৃত্তগন ও কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবল মিলিত ভাবে আগরতলা খেজুর বাগানে আক্রমন, লুটতরাজ ও বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ এবং গবাদি পশু নিহত করা সম্পর্কে" ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার কর্তৃক অনীত রেফারে সটিক উত্তর দিছি -

পূর্ব্ব আগরতলা থানাধীন বনমালী পুর সকিনের মৃত নিত্যানন্দ

সাহার পুত্র শ্রীধরণী সাহা গত ২০,৩,৮৫ইং রাত্রি ১০টা ৫মিনিটে পশ্চিম আগরতলা থানায় উপস্থিত হইয়া জানায় যে লেচু বাগানে গোয়ালা বস্তিতে তাহার ৩৩ কানি জায়গা আছে এবং উক্ত জায়গা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীচরন সাহা সেখানে থাকিয়া উক্ত সম্পত্তির দেখাশুনা করিয়া থাকে।

কিছু ক্ষন আগে শ্রীচরন সাহা তাহাকে আসিয়া জানায় যে কিছু সংখ্যক গোয়ালা (ঐ এলাকার) তাহার ঐ জায়গাতে ১টি কুঁড়েঘর জায়গা দখলের নিমিত্তে তৈরী করিতেছে। শ্রীচরন সাহা তাদের বাঁধা দিতে গেলে গোয়ালারা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যোগ নেয়। এই খবর পশ্চিম থানার ডিউটি অফিসার সাব-ইনসপেকটার শ্রীসুরজন গুপ্ত ২০,৩,৮৫ তাং-এর ১৪৫৩ নং দৈনিকে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃ পর ভারপ্রাপ্ত কার্য্য কারকের নির্দ্দেশমূলে এস,আই, শ্রীসুরজন গুপ্ত কয়েকজন পুলিশ সহযোগে উল্লেখিত ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঘটনা স্থলে রওনা হন। ঘটনাস্থল দেখা ইবার জন্য শ্রীচরন সাহাকে পুলিশ সঙ্গে নিয়া যায়। রাত্রি অনুমান ১১টা ১৫ মিঃ পুলিশ পার্টি ঘটনা স্থলে পৌছায়। পুলিশ যখন সেখানে নূতন কোন অনধিকার প্রবেশের ঘটনা হইয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিতেছিল তখন টিলার দক্ষিন-পশ্চিম দিক হইতে হৈ চৈ শুনে। ইহা শুনিয়া উল্লেখিত অফিসার স্টাফসহ ঐ দিকে অগ্রসর হন। খেঁজুর বাগানে দুগ্ধ সমবায় অফিস হইতে অনুমান ১ ফার্লং পশ্চিম দিকে পৌছিয়া তাহারা ৪০/৫০ জনের একটি উত্তেজিত জনতা দেখিতে পায়। তাহারা মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পুলিশ পার্টি আরো দেখিতে পায় যে উত্তেজিত জনতা ১টি জিপ গাড়ীকে ঘেরাও করিয়া উহার ক্ষতিসাধন করিতেছে। উক্ত জিপ গাড়ীটির নং ১৯৮৭। জিপগাড়ীর নিকট পৌচিয়া পুলিশ দেখিতে পায় যে গাড়ীর ভিতরে শ্রীধরণী সাহা ও আরো ৪/৫ জন লোক বসিয়া আছে। পরিস্থিতি অত্যান্ত গুরুতর দেখিয়া পুলিশ হুই সেল বাজায় এবং উত্তেজিত জনতাকে চলিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেয়। ইহাতে উত্তেজিত জনতা সাময়িক ভাবে শান্তি হয় ঐ সুযোগ শ্রীধরণী সাহা তাহার জিপ নিয়া চলিয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ টিলার উপর হইতে চিৎকার শুনিতে পায়। পুলিশ পার্টি ঐ দিকে দৌড়াইয়া গিয়া দেখিতে পায় যে একটি দোতালা খড়ের ঘর আগুনে জ্বলিতেছে। এই ঘরটির মালিক জনৈক শ্রীযোগীরায়। পুলিশ সমবেত গোয়ালা গন সহ আগুন নেবায়।

ঐ রাত্রে পুনরায় শ্রীধরণী সাহা পৌনে বারটায় পশ্চিম আগরতলা থানায় আসিয়া তাহার ডান হাতে রক্তাক্ত জখম দেখাইয়া মৌখিক ভাবে শ্রীলক্ষন গোয়ালা এবং অন্যান্য ১০/১৫ জনের বিরুদ্ধে এজাহার করিলে উক্ত এজাহার পশ্চিম আগরতলা থানার ৩৬(৩) ৮৫ নং ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮, ১৪৫, ৪২৭, ৩২৩ ধারামূলে নথিভুক্ত করা হয় এবং

তদন্তভার শুরুকরা হয়।

ইতিমধ্যে পুলিশের ৮৪৮ নং ট্রাকএর-ড্রাইভার গোয়ালা বস্তি হইতে আসিয়া থানায় জানায় যে খেঁজুর বাগান গোয়ালা বস্তিতে মারাত্মক শান্তিভংগ হইতেছে এবং সেখানে কর্ত্তব্যরত পুলিশ পার্টি উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এই সংবাদ পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যা কারক সিটি কণ্ট্রোল হইতে স্টাফ নিয়া গোয়ালা বস্তির দিকে রওয়ানা হন। সেখানে উপস্থিত হইলে শ্রীযোগী রায় নামীয় এক ব্যক্তি শ্রী ধরনী সাহা ও তাহার সঙ্গীয় ৫/৬ জন ব্যক্তি তাহার বসত ঘরে অগ্নি সংযোগ করে বলিয়া অভিযোগ করে ঐ রাত ১১টা। ১১-৩০টার সময়। এই অভিযোগ মূলে পশ্চিম থানার ৩৭(৩)৮৫ নং কেস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬/৩৪ ধারায় নথিভুক্ত করে এবং ভারপ্রাপ্ত কার্য্যাকারক মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন। ৩৭(৩)৮৫ নং মোকদ্দমার আসামী শ্রীধরনী সাহাকে পুলিশ ২১/৩/৮৫ বিকেল গ্রেপ্তার করে এবং ২২/৩/৮৫ইং আদালতে প্রেরন করে। মাননীয় আদালত হইতে ২২/৩/৮৫ইং জামিনে মুক্ত হয়।

সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে উভয় পক্ষের উপর ওয়ার্নিং নোটিশ দেওয়া হয় এবং বিবাদীয় জমির উপর ১৪৫ ফৌজদারীর কার্য্য-বিধির মূলে অভিযোগ দায়ের করা হইতেছে। ঐ এলাকায় দিবারাত্রি পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিবাদমান দুই গোষ্ঠীকে নিয়া একটি শান্তিমিটিং-এর চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের অনাগ্রহের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীযোগীরায় নামে এক গোয়ালার তুচালা ছনের বসত ঘর আগুনে পুড়িয়া যায়। ক্ষতির পরিমান অনুমানিক ২০০/৩০০ টাকা। তদন্তের সময় অভিযোগ করা হয় নিম্ন লিখিত গোয়ালা গন জখম হইয়াছে -

১)	ছোব্বা রায়	সাং খেঁজুর বাগান গোয়ালা বস্তি।
২)	হরদেও সিং	ঐ
৩)	রবি সিং	ঐ

ওদের আঘাত সামান্য। চিকিৎসার জন্য উহাদের হাসপাতালে পাঠাইতে চাইলে তাহারা চিকিৎসা নিতে রাজী হয় নাই।

৩৭ (৩) ৮৫ মোকদ্দমার আসামী শ্রীধরণী সাহাকে ২১,৩,৮৫ইং বিকালে গ্রেপ্তার করা হয়। ২২,৩,৮৫ইং ধরণী সাহা আদালত হইতে মুক্ত হয়। সে কংগ্রেসের সমর্থক বলিয়া প্রকাশ।

স্যার, আমার মনে হয় জমি নিয়ে এই গোলমালটা শুরু হয়েছে। গবাদি পশু মরেছে এ রকম কোন তথ্য পুলিশের কাছে নেই। মোকদ্দমা দুইটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীসমীর দেবসরকারঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ২০,৩,৮৫ইং রাত্রি ১১-৩০ মিঃ সময়ে উক্ত কংগ্রেস (আই) দুর্বৃত্ত ধরণী সাহা ও তার দলবল এবং থানার দারোগা ও কনষ্টেবল সহ ঐ বস্তিতে ছুব্বা রায়, বরিত রায় এবং অর্ধ রায়কে ঘর থেকে বের করে প্রচণ্ড মারধর করে এবং তার গাড়ীতে করে গাভী নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে, এই ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক এই জন্য যে, গোয়ালারা বিহার থেকে আগত একটা ছোট সংখ্যা লঘু। আগরতলা শহরে দুধ সরবরাহ করে তারা একটা গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সেই জন্য আমরা তাদেরকে অর্থ সাহায্য দিয়েছি এবং কো-অপারেটিভ করে দিয়েছি এবং সরকারের যতটুকু জানা আছে তারা খাস জমিতে বসবাস করছে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে কিছু জমির মালিক এবং কনট্রাকটর এই গোয়ালাদের উপর অনবরত আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উচ্ছেদ করতে। এটা দুঃখজনক যে রাত্রি ১১টা সময় তারা পুলিশকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে এবং সেখানে অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ইত্যাদি করতে সমর্থ হয়। আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি যে আমাদের সরকারকে আবার তদন্ত করতে বলব তারা কেন এই ভাবে উসকানি মুলক কাজ করছেন এবং এর মধ্যে পুলিশের কোন ভূমিকা আছে কিনা। দরকার হইলে আমি জেলার শাসক পর্যায়ে তদন্ত করাব। কারন, বিষয়টিকে ছোট খাট বিষয় বলে মনে করা যায় না, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্রান্ত হচ্ছে একটা শক্তিশালী পার্টির হাতে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, উক্ত ধরনী সাহা একজন ডাকসাইটে গুণ্ডাবলে পরিচিত এবং এর আগেও সে বহুবার এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করেছে। এই ঘটনার কিছু দিন আগে লক্ষন রায় এবং রাজেশ্বর রায়ের বাড়ীতে এই ধরনী সাহা ভাঙ্গচুর করে এবং ঘরগুলি তার গাড়ীতে করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ধরনের অভিযোগ পূর্ব কতোয়ালী থানায় দায়ের করা আছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার শ্রীসাহার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার এখানে বলেছেন যে ধরনী সাহা একজন কংগ্রেস (আই) কর্মী হিসাবে চিহ্নিত। আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীরনিকট থেকে জানতে চাই উক্ত ধরনী সাহা কবে কংগ্রেসের ওয়ার্ক করেছে এবং কোথায় করেছে ? দ্বিতীয়তঃ, মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন

যে, এটা একটা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ। সুতরাং এখানে দলীয় আখ্যা দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন কেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ— স্যার আমি খুশী হয়েছি যে, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন- ধরণী সাহা কংগ্রেস (আই) -এর লোক নন।

শ্রীনকুল দাসঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে, খেজুর বাগানে ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে এটা আমরা দেখেছি পুলিশ সরাসরি ভাবে আক্রমন করছে আক্রমন কারীর ভূমিকায়। এই হাউসে কয়েকদিন আগে আমরা আলোচনা করেছি এই শহরের পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় একটা ঘটনা ঘটেছে, সেখানেও পুলিশ সরাসরি আক্রমনের ভূমিকায় বাড়ীতে বোমা রেখেছেন, পুলিশের এই যে ভূমিকা এবং এই সমস্ত উস্কানিমূলক কাজ-এ পুলিশ সরাসরি জড়িত হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারকে জন-সম্মুখে হেয়-প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, সবই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে খেজুর বাগানের বস্তিতে ধরনী সাহা তার দলবল নিয়ে একবার নয় কয়েকবার এইভাবে এই বস্তিতে আক্রমন করে ঘর ভেঙ্গে আগুন জ্বালিয়েছে যে ঘটনাটা হয়েছে সেই দিন সাড়ে ১১টা নাগাদ ৩জন পুলিশ অফিসার, ৫জন কনেষ্টবল নিয়ে একটা ট্রাক গাড়ী এবং একটা জীপ করে সেই গোয়ালাদের বস্তিতে আক্রমম করে এবং সেখানে সেই বস্তিতে একটা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেই জায়গায় যখন নাকি সেই গোয়ালাবস্তির সমস্ত লোক চিৎকার শুরু করতে আরম্ভ করে সেই সময় ধরনী সাহা এবং তার যে ঐ কুক্ষাত কংগ্রেস (আই) নামধারী গুণ্ডা তাদের ঘর থেকে টেনে বের করে মারতে আরম্ভ করে এবং তখন সেই জায়গার পুলিশের ভূমিকা কি ছিল ? যখন সমস্ত এলাকাবাসী কি বাঙ্গালী, কি গোয়ালা বস্তির লোক বেরিয়ে আসে এবং তাদেরকে ঘেরাও দেওয়ার জন্য সমস্ত লোক ছুটে আসে তখন পুলিশ সেই জায়গার ভিতরে গিয়ে ধরনী সাহাকে ভাগিয়ে দেয় এবং তার গাড়ী করে সেখান থেকে চলে যায়। ৩জন পুলিশ অফিসার, ৫জন কনেষ্টবল সেই গ্রামবাসীদের আটকে রাখে এবং একটা জীপ গিয়ে ওদেরকে নিয়ে আসে এই ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এই সব তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—গত ২২/৩/৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহাশয়ের উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয়

সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত রেফারেন্স এর উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"জিরানীয়া ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে ১৯৮৪ ইং সনের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং রাজ্যের অন্যত্র ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং মৃত্যু সম্পর্কে"।

শ্রীখগেন দাস :—১৯৮৪ ইং সনের অক্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে জিরানীয়া এলাকায় জ্বর ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই ব্লক-এ ৫৫০টি গ্রামের মধ্যে ২০টি রেভিনিউ গ্রাম (১৯০টি পাড়া) উক্ত জ্বর ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবে কবলিত হয়। জিরানীয়া ব্লকের মোট ১, ১৭, ৯৬০ জন লোক সংখ্যার মধ্যে ৩৭, ৫১৪ জন লোক উক্ত কবলিত অঞ্চলে বাস করে। এই রোগ প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১১/১০/৮৪ ইং তারিখ থেকে সার্ভেলেন্সের কাজ জোরদার করা হয় এবং ৬/১২/৮৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত চালানো হয়। যে সব এলাকায় রোগের প্রকোপ বেশী সেই সব এলাকায় মাস ড্রাগ থোপি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যখন প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায় তখন নির্দ্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে ফোকাল ডি, ডি, টি, স্প্রে করার কাজ শুরু হয় এবং ৮/১২/৮৪ইং তারিখের মধ্যে সমস্ত কবলিত গ্রামগুলিতে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে জ্বরের রোগীর ব্লাড স্লাইড সংগ্রহ করা হয় মোট ১২,২,৮৩টি এর মধ্যে ৭৪১টির ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গেছে। তার মধে ৭০০টি পি ফেলসিফেরাম।

১৯৮৩ জন জ্বরের রোগী সরাসরি চিকিৎসার জন্য জিরানীয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে আসেন। তাদের প্রত্যেককে ব্লাড স্লাইড নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। মোট ৩৯৯ জনের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৩৬৬টি পি, ফেলসিফেরাম।

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ অকটোবরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের মধ্যে জিরানিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র মোট ৮ জনের মৃত্যু হয়। তারমধ্যে একজনের ম্যালেরিয়ার মৃত্যু ঘটেছে বলিয়া প্রমানিত হয়। ডি, ডি, টি, স্প্রেকরা জন্য মোট ১৫টি দল নিয়োগ করা হয়। এবং কবলিত গ্রামগুলির ১৭, ৫০৬টি ঘরের মধ্যে ১৫, ৪২২ টিতে (৮৮ শতাংশ) এবং ৬২৭১টি গোয়াল ঘরের মধ্যে ৬১৭২ টিতে (৯৮ শতাংশ) ডি, ডি, টি, স্প্রেকরা হয়। এর জন্য ৪৩৬২ কিলোগ্রাম ডি, ডি, টি, খরচ হয়েছে।

জিরানিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সাময়িকভাবে রোগীর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্ম্মিয়মান হাসপাতালের কামরা গুলিও সাময়িকভাবে ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ডাক্তার, নার্স আনু সঙ্গিক কর্মী, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও ঔষধ-পত্রাদি

সেখানে পাঠানো হয়। এছাড়া আগরতলা থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ মেডিকেল টিম রোজ উপদ্রুত এলাকা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকা থেকে স্বাস্থ্য কর্মীদের জিরানীয়া ব্লক এলাকায় সাময়িকভাবে নিয়োজিত করা হয়।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঐ এলাকায় যান, হাসপাতাল দেখেন এবং কয়েকটি গ্রাম ঘুরে আসেন গোড়াচান্দ বাড়ী, বিশ্রামবাড়ী ইত্যাদি জায়গা এবং আমিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলাম। যারা হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন এবং এক একটা পরিবারে ৪/৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজ-কর্ম্ম করতে পারছেন না, পথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না তাদের জন্য সেই দিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষনা দিয়ে আসেন যারা হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন তাঁদেরকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে এবং যারা মারা গেছেন তাঁদের পরিবারকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। সমবায় মন্ত্রীও সেখানে গিয়েছিলেন এবং আমি নিজে ঐ এলাকাটা ঘুরে আসি।

সিভিল ডিফেন্স এবং ভিবিন্ন গনসংগঠনও এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। পশ্চিম জেলার সকল স্বাস্থ্য কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয় এবং সর্বমোট ২০২৩ জন জ্বরের রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনা অনুসারে জীরানীয়া হাসপাতালে যারা ভর্ত্তি হয়েছেন তাদের ১০০ টাকা করে পথ্যাদির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে দেয়া হয়। যারা মারা যান তাদের পরিবারকে ৫০০, টাকা করে দেয়া হয়।

দিন রাত অতিরিক্ত ডিউটি করার জন্য জিরানীয়ার যে সমস্ত চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীগন ঐ সময়ে কাজ করেছেন তাঁদের সবাইকে দৈনিক পাঁচ টাকা করে টিফিনের জন্য ভাতা দেওয়া হয়েছে। এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেইদিন হাসপাতালে ঘুরে, সেখান থেকে ওরা দিনরাত কাজ করছিল বলে ঘোষনা দিয়েছিলে এ বাবত মোট ৯, ৩৩০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

অন্যান্য এলাকায় ১৯৮৪ সালে ত্রিপুরায় দু দফায় ডি, ডি, টি, ছড়ানো হয়েছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরার জিলা ভিত্তিক জ্বর ও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হিসাব নিম্নরূপ :—

নভেম্বর—১৯৮৪

জিলা	সংগৃহীত ব্লাড স্লাইড এর সংখ্যা	কতটি ব্লাড ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গেছে তার সংখ্যা	পি, ফেলসিফেরামের সংখ্যা	ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা
উত্তর জিলা	৪৫৬৬	১৭২	১৬৭	
পশ্চিম জিলা	১৯০৬৯	১১০৯	৯৯২	১
দক্ষিন জিলা	৩৫৪৪	৩৫৭	৩২৪	১
সমগ্র ত্রিপুরায়	২৭১৭৯	১৬৩৮	১৪৮৩	২

ডিসেম্বর—১৯৮৪

জিলা	সংগৃহীত ব্লাড স্লাইড এর সংখ্যা	কতটি ব্লাড স্লাইডে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গেছে তার সংখ্যা	পি, ফেলসিফেরামের সংখ্যা	ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা
উত্তর জিলা	৩৫৪৮	৮৮	৮৪	
পশ্চিম জিলা	৬৩৪৪	১৫৪	১১৭	
দক্ষিন জিলা	৩২৩৫	৩১৪	২৫৩	
সমগ্র ত্রিপুরায়	১২১২৭	৫৫৬	৪৫৪	

এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে গত ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরায় একমাত্র জিরানীয়া ব্লক এলাকায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। জিরানীয়া ব্লক এলাকার বাইরে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাভাবিক সার্ভেলেন্সের কাজ যথারীতি চলতে থাকে।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়ায় যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল সেই প্রকোপ অক্টোবর মাসেই শুরু হয়েছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ১০,১১,৮৪ ইং তারিখ থেকে সেখানে ব্যাপক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর আগে নভেম্বরের আগে যে এইখানকার ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল ডাইরেক্টারের কাছে বার বার ঔষধের রিকুইজিশান দেওয়ার পরও সেখানে ঔষধের অপ্রতুলতার জন্য এই

রোগীরা মারা গেছে এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি ?

শ্রীখগেন দাস :— (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) — মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যে ভাবে কাজ হয়, যখন এইরকম দেখা দেয়, তখন সাধারনতঃ যদি স্থানীয় হাসপাতালে আনা হয়, তখন ওগুলো ওরা নিজেরাই দেখেন। তেমনি যদি জিরানীয়া পি, এইচ, সি, নজরে আসে; হাসপাতালে যখন জ্বরের রোগী আসতে শুরু করে, তখন স্থানীয় হাসপাতালের এবং ওখানকার যে ম্যালেরিয়া ষ্টাফ আছে তারাই দেখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়েতে যখন বেশী করে রোগীর সংখ্যা আসতে শুরু করল তখন ডাক্তার এবং জিরানীয়া বি, ডি, ও ওরা আমাদেরকে জানান এবং তখনই এখান থেকে অতিরিক্ত ষ্টাফ, পশ্চিম জেলার সমস্ত ষ্টাফের ছুটি বাতিল করা হয় এবং এখান থেকে স্পেশ্যালিষ্ট পাঠানো হয়। ১ম দিকে ১দিনের রিকুইজিশান অনুসারে ১দিনের ২দিনের করে মেডিসিন দেওয়া হত, পরবর্ত্তী সময়ে যত মেডিসিন চাওয়া হয়েছে তত মেডিসিন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, অক্টোবর মাসে এই রোগের আক্রমন শুরু হলে প্রশাসনিক পদ্ধতিতে খবর পাওয়ার পরও তাদের টনক নড়েনি, যখন এইএলাকার বিধায়ক রশিরাম দেববর্মা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে খবর পাঠান তখন সেখানে ঝাপিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপটাকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয় ?

শ্রীখগেনদাস (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা জানাই আছে যে যখন জানানো হয়েছিল তখন যেহেতু ম্যালেরিয়ার সিজন না এই গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয়নি। এটা ঠিক আমার নজরে আসার পরেই আমরা সবাই প্রশাসনের তরফ এবং আমরা সবাই মিলে কাজটা শুরু করি ব্যাপকভাবে।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, এই যে ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে এখানে আলোচনা হচ্ছে এটা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। কাজেই আমরা এখনও বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাই, এই যে ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষার জন্য এইটাতে হয়ত গণ্ডাছড়া হইতে অমরপুর, অমরপুর হইতে উদয়পুর পর্যান্ত পাঠাতে হয়। এইখান থেকে রিপোর্ট পেলে পরে তারপর ধরা পড়ে ম্যালেরিয়া আছে কি নেই। দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। কাজেই সেই সমস্ত দিক চিন্তা করে এই প্রতিটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাইক্রোসকোপ রেখে যাতে রক্ত পরীক্ষা করা যায় এবং সংগে ঔষধ দেওয়া যায় এইরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং নেওয়া হলে কবে পর্যান্ত নেওয়া হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস স্বাস্থ্য মন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্লাড স্লাইড কালেক্শান করে সাথে সাথে প্রতিরোধ-মূলক ভাবে একটা ডোজ দেওয়া হয়। যদিও ডায়াগনসিস না হওয়া

পর্য্যন্ত অন্য কোন ঔষধ দেওয়া যায়না। তবে জ্বরের প্রকোপটা কমানোর জন্য সাথে সাথে একটা ঔষধ দেওয়া হয়। মাননীয় বিধায়ক যে কথাটা বলেছেন, আমাদের মাইক্রোসকোপ ল্যাবরেটরী টেক্‌নিসিয়ান স্বর্টেজ আছে। আমি আগেও বলেছি সর্টেজ আছে। তবে আমরা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছি। এইটা যাতে প্রতিটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে অন্য কোন জায়গায় পাঠাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমরা এই বৎসরের মধ্যে করতে পারব বলে আশা রাখি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন যে ১১/১০/৮৪ইং তারিখে প্রথম এই এলাকার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব-এর খবর পায়। কিন্তু যখন সরকার তরফ থেকে রেডিওতে, বা পত্র-পত্রিকায় যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, এই প্রচারের পর আমি ব্যাক্তিগতভাবে এইসব এলাকায় পরিদর্শন করার জনা যাই। আমি যখন যাই, তখন ঐখানকার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার যিনি আছেন তার সংগে আমার আলাপ হয়। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে ১৭/৯/৮৪তে রেডিওগ্রামের মারফতে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাইরেক্‌টারকে জানানো হয়েছিল এবং ১৭/৯/৮৪ইং থেকে প্রথমে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল এবং আরও পরে মাননীয় মন্ত্রী জানার পর কিছু ব্যবস্থা নিলে আবার গিয়ে দেখলাম যে ১৭টা গ্রামে প্রদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই ১৭টা গ্রামের জন্য মাত্র ৬জন ম্যালেরিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে। ২জন ব্লাড কালেক্‌শান করার জনা ২জন ডি, ডি, টি, স্প্রে করার জনা, আর ২জন ঔষধপত্র দেওয়ার জন্য। আমি এইটা নিজেই মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। এর পর দেখলাম গ্রামের মধ্যে কোন রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জনা মাত্র ১টা গাড়ী। এত বড় এলাকার মধ্যে মাত্র ১টা গাড়ী। যেখান পর্য্যন্ত গাড়ী পৌছায় সেখান থেকে রোগী এনে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। বাকী যেইসব জায়গাগুলিতে গাড়ী পৌছানো সম্ভব না সেইসব এলাকায় কিছু রোগী মারা গেছে, এইসব তথ্য আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে?

শ্রীখগেন দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়া শুরু যখন হয়েছে তখন প্রথম দিকে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে একটু দেরী হয়েছে এবং এলাকাগুলিতে যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং ম্যালেরিয়ার স্টাফ আছে আমি আগেই বলেছি তারা আগেই শুরু করেছে, যখন প্রশাসন ও আমাদের নজরে আসে তখন মাননীয় সদস্য আমাদের সাথে দেখা করেছিলেন, তখন বাহিরে থেকে একটা লোক আমাদের নিতে হয়েছে, যেহেতু নরমেল সিজন নাই। বাহিরের লোক স্পেসিফিক্যালী এই এরিয়ার জন্য নিতে হয়েছে তার জন্য সময় লেগেছে আমাদের, তার পর আমরা ব্লাড স্লাইজ কালেক্‌শান করার জন্য অতিরিক্ত স্টাফ দিয়েছি পশ্চিম জেলার সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটি বন্ধ করে দিয়েছি

এবং পরবর্ত্তী সময়ে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনটা গাড়ী এবং সিভিল ডিফেন্সের একটা গাড়ী সেখানে দেওয়া হয়েছে এইটা খুবই দুঃখ জনক যে, মাননীয় সদস্য যখন আমার সংগে দেখা করলেন তখন আমি বলেছি যে মেডিসিনের কোন অসুবিধা হয় নাই দরকার হলে মেডিসিন নেওয়া যাবে, ওনারা পরের দিন মেডিসিন নিয়ে গেলেন, আর তার পরে পত্রিকায় ওনারা তুলেছিলেন যে টি, ইউ, জে, এস-এর পক্ষ থেকে মেডিসিন বিতরন করা হয়েছে, কিন্তু সে মেডিসিন কোন কাজ হয়নি। এইটা দুর্ভাগ্যজনক যে মেডিসিন অনেক সংখ্যায় ওরা নিয়েছেন বি, ডি, ও, সাহেবকেও আমরা মেডিসিন দিয়েছি, কিন্তু জ্বর হলেই যে ম্যালেরিয়া হবে এমনতো কোন কথা নাই। কিন্তু স্টেইটমেন্টটা দিলেন যে, এইটায় কোন কাজ হয়নি। আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে যে এত দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারব বিভিন্ন জায়গায় আমরা তার জন্য চেষ্টা করেছি, আমরা মাঝামাঝি সময়ে ৪টা গাড়ী দিয়েছি।

শ্রীজওহরলাল সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ১৯৮৪ সালের শেষ সময় যে ভাবে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং বিশেষ করে সদরের জিরানীয়া ব্লকে সেটা বড় আকার ধারন করেছিল, তা সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, আমরা দেখেছি বছরের একটা বিশেষ সময় ম্যালেরিয়া সারা রাজ্যের মধ্যে ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়, এইটা অত্যান্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, তা এই রোগ নির্মূল করার জন্য এবং তার শক্তি খর্ব যাতে সাধারন লোক করতে পারে, যাতে তারা মারা না যায়, তার জন্য কি কি প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটা কবে নাগাদ ও কোন্ কোন্ জায়গায় কার্য্যকরী হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প ও তাদের যা নিয়ম কানুন ও নির্দেশ আছে সেগুলিকে মেনেই আমাদের চলতে হয়, বছরে দুই বার ৭৫ দিন পর পর ডি, ডি, টি, স্প্রে করানো হয়, এইটা কেন্দ্রের সব জায়গাতেই হয় এবং এই নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ আমাদের সারা বছরের সারভেলেন্স কর্মীর যারা আছেন তারা ব্লাড কালেকশান করেন, তৃতীয়তঃ নির্মূলকারী এই, ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে কোন কোন জায়গায় যদি ব্যাপক আকারে দেখা দেয় তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানালে আমরা বিশেষজ্ঞ টিম সেখানে পাঠাই, এখন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ

করেছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসৈয়দ বাসিত আলি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিনহা মহোদয়গন কর্তৃক জানিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"১৯৮৫ সনের জানুয়ারী মাসের ৮ (আট) তারিখে কৈলাসহর বিভাগের তিলকপুর, গোলধারপুর ও চিনিবাগান এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছয়জন দীনমজুরকে নুনছড়া ও তিলতৈ স্থানে কর্মরত অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মম হত্যার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ৮.১.৮৫ ইং তারিখে বেলা অনুমান ১১টা হইতে ১১টা ৩০ মিনিটের সময় কৈলাশহর থানাধীন কিরতন তলীর সার্কিনের শ্রীহরি মোহন সিনহা যখন চিনি বাগানের অভিমুখে ছন গাছ সংগ্রহ করিবার জন্য যাইতে ছিলেন তখন দুই জন উগ্রপন্থী বন্দুকধারী জলপাই রংএর পোষাক পরিহিত অবস্থায় শ্রীহরিমোহন সিনহাকে অপহরন করিয়া নুনছড়াতে নিয়া যায়। (নুনছড়াতে দুরত্ব কৈলাশহর হইতে অনুমান ১৪ কিঃ মিঃ দক্ষিন পূর্ব দিকে অবস্থিত) নুনছড়াতে শ্রীহরিমোহন সিনহা আরও দেখিতে পান ৮/১০ জন সশস্ত্র উপজাতি উগ্রপন্থী (জলপাই রংএর পোষাক পরিহিত) ছয়জন বাঙ্গালী শ্রমিককে যাহাদের হাত রুমাল দ্বারা বাধা ছিল তাদের পাহাড়া দিতেছে। এই দৃশ্য দেখা মাত্র শ্রীহরিমোহন সিনহা হঠাৎ নিকটবর্তী ছড়ার মধ্যে লাফাইয়া পড়েন। পলায়নের পথে তিনি একটি উচু টিলা হইতে দেখে উক্ত ছয়জন বাঙ্গালীকে উগ্রপন্থীরা একের পর এক টাকবল দিয়া হত্যা করে। মৃত দেহগুলিকে শ্রীসিনহা কিছু উপজাতিদের সমাবেশ ও অন্য এক উচু টিলাতে দেখিতে পান। এই সংবাদ তিনি এই দিনই কৈলাশহর থানায় জানান। সংবাদ পাইয়া কৈলাশহর থেকে একটি পুলিশ দল উক্ত শ্রীসিনহাকে সঙ্গে নিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং নিম্ন লিখিত মৃত ব্যক্তির লাসগুলিকে লুঙ্গা থেকে উদ্ধার করে, শ্রীপ্রদীপ দেব, শ্রীকরুন ওরফে করুনাময় দেব, শ্রীরাসেন্দ্র দেব, শ্রীবীরেন্দ্র মালাকার, শ্রীনগেন্দ্র মালাকর। শ্রীঅনাথ দেব। এই ঘটনারে পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহরিমোহন সিনহার অভিযোগটি কৈলাশহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২,৩৩, ৩৬৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মতে কৈলাশহর থানায় ৮(১) ৮৫ নং মোকদমা নথিভুক্ত করা হয়।

ঘটনাস্থলে হাতের লেখা একটি ছোট খামে একটি ছোট চিঠি পাওয়া যায়। এই চিঠিতে টি, এন ভির সীল ছিল এবং উহা সুমন্ত দেববর্মা নামে এক ব্যক্তির স্বাকরিত ছিল।

সীলমোহর - তাতে লেখা, ট্রাইবেল ন্যাশানেল ভলেনটিয়ার, টি এন ভি, তারপর একটা প্রতিক চিহ্ন,। তারপর লেখা - আমরা চায়না এই ত্রিপুরায় মাটিতে বাঙ্গালীর বাসস্থান করাতে আমরা চায়না, কেননা এই ত্রিপুরার মাটি বাঙ্গালীদের নয় পাহাড়ীদের।

রিফিউজি বাঙ্গালীদের যেভাবে পাহাড়ীদের উপর শোচিত লাঞ্ছিত করিতেছে, সে গুলোকে আমরা পছন্দ করে না ও সহ্য করতে বাধ্য হবো ও করবোই। তার পর ইংরাজিতে লেখা আছে,

1. Refugee go back from Tripura. 2. Tripura land is only for Tribals. 3. Our Areas Strugall only for Refugees. 4. T. N. V. arm Strugall long live. 5. Naga Areas Strugall Long live.
6. Khalesthan Areas Strugall Long live.

(১) যাবদ জীবন কারাদণ্ডের প্রতিবাদ হঁবে শুধু রক্তে আর রক্তে,
(২) বিদেশীরা যদি রক্ত চায় তাহলে আমরা পারব না কেন। এনবেলাপের উপর লেখা Refugee go back from Tripura পিছনের দিকে লেখা :— রিফিউজি নৃপেন বাবুর মাথা চায়, মাথা চায়।

তদন্তে জানা যায় প্রায় ১৫ জনের আগ্নোয়াস্ত্রে সজ্জিত এই উগ্রপন্থী দলটি শ্রীসুমন্ত দেববর্ম্মার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল।

তদন্তকালে নিম্নোক্ত ৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় :—শ্রীথিনথোমা ডারলং, শ্রীছৈয়া ডারলং, শ্রীরুলথোমা ডারলং, শ্রীনন্দলাল রিয়াং, শ্রীচাইয়া ডারলং, শ্রীরুইখুদিংগা ডারলং শ্রীনেলুটা ডারলং ও শ্রীরুইচাংগা ডারলং। শ্রীথিনথোমা ডারলং, ছৈয়া ডারলং, রুলথোমা ডারলং এবং শ্রীনন্দলাল রিয়াং বর্তমানে জেল হাজতে আছে এবং শ্রীচাইয়া ডারলং, শ্ররুই খুদিংগা ডারলং, শ্রীনেলুটা ডারলং এবং শ্রীরুই চাঙ্গা ডারলং কোর্ট হইতে জামিনে মুক্ত আছে।

ঘটনার তদন্তে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, নিহত ছয় ব্যক্তিই ছন সংগ্রহের জন্য নন্ছড়া এলাকাতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে তাহারা টি এন ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক বেলা প্রায় ১১টা হইতে ১১.৩০ মিঃ এর মধ্যে নিহত হন। ঘটনাটির আরও তদন্ত চলিতেছে।

নিহত ব্যক্তিগনের নিকট আত্মীয় স্বজনকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল হইতে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সরকারী চাকুরীও দেওয়া হয়েছে।

সৈয়দ বসিত আলী :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখ প্রকাশ্য দিবালোকে ৬জন দিন-মজুর খুন হওয়ার পর যখন এই খবর পার্শ্ববর্তী গ্রামে পৌছল তখন জনসাধারণের একটা বদ্ধমূল ধারণা হল যে এই হত্যাকাণ্ড হত্যাকারীরা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগঠিত করেছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ধারণা সম্পর্কে কোন জবাব দেওয়া যায়না।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ৫ই জানুয়ারী উগ্রপন্থীরা বাগানে এসে ফরেষ্টারবাবুকে বলল যে এখানে বাগান করোনা এবং এই খবরটা তোমাদের রেঞ্জার বাবুকে বলে দিও এবং তোমার কথা বিশ্বাস না করতে পারে তাই এই চিঠিটা রেঞ্জারবাবুকে দিয়ে দিও। ফরেষ্টার দেববর্ম্মাবাবু খবরটা রেঞ্জারবাবুকে দিলে রেঞ্জারবাবু ৭ তারিখ রেইঞ্জ অফিসের সমস্ত কর্ম্মচারীকে নিয়ে মিটিং করেন, অথচ খবরটা থানায় জানান নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্যটা ঠিক এবং দুঃখজনক যে ফরেষ্ট দপ্তরের অফিসার এই সংবাদটি পুলিশকে দিতে বিলম্ব করেন।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর, পুলিশ তখনও ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেনি, যুব কংগ্রেস (ই) র নেতা বীরজিৎ সিনহা স্কুটারে করে ঐ বাগানে গিয়ে পেঁৗছে এবং লোকদের নিয়ে মিটিং করে এবং বলে যে বামফ্রন্টকে ভোট দিলে এই হবে, কিন্তু তখনও লাসগুলি রাস্তায় পড়ে আছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই, তথ্য আমার কাছে নেই।

সৈয়দ বসিত আলী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, হত্যাকারীরা ঘটনা করার পূর্বে দিন-মজদুরদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী ও ত্রিপুরী যারা ছিল তাদের মধ্যে মুসলমান, মণিপুরী ও ত্রিপুরীদের চলে যেতে বলল এবং হিন্দুদেরকে হত্যা করেছিল। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা আতংক সৃষ্টি করে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পুলিশ পিকেট বসাই সকল অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এবং তারফলে আতংক আর বেশীক্ষণ থাকেনি।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, ঘটনার কিছুক্ষণ পরে এন, এস, ইউ, আইর কিছু ছাত্র একজন ট্রাইবেল ছেলেকে বেলা ১২টার সময় ইছকপুর স্কুলে মারধোর করে এবং পরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্ম্মীকেও বিকাল ৩টায় মারধোর করে। তারপরে কৈলাসহর মহকুমা শাসকের ১৩৬ নং গাড়ী খানিকে কংগ্রেস (ই) দুর্বৃত্তরা পুড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এসব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের ঘটনা কিছু হয়েছে।

সৈয়দ বসিত আলী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পরে সমবেদনা জানানোর জন্য যেখানে দাহ করা হয়েছিল আমি সেখানে

গিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি আসছিলেন এবং আমি যাচ্ছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এবং আলোচনা করে জানালাম যে, জনগণের যে ধারণা সে ধারণার সঙ্গে পুলিশের ধারণার কোন পার্থক্য নাই। পুলিশও এই ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়। প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল দিয়ে উগ্রপন্থী নাম করে যারা ঘটনা করেছিল তারা সম্মুখে চলাচাল করে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এসব তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলী মহোদয় কর্তৃক আনীত। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—" গত ২১/১০/৮৪ইং তারিখে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর জিলা জেল হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে তিনজন উগ্রপন্থী পলায়ন সম্পর্কে "।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২১/১০/৮৪ ইং তারিখে কৈলাশহর জেলা জেল হইতে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের সময় তিনজন বিচারাধীন বন্দী (১) বিরাট রাংখল, (২) বিনয় দেববর্মা, (৩) অনিল চাকমা পলায়ন করিয়াছে। ঘটনার পরে আই, জি, অব্ প্রিজনস্ ও ডেপুটী কালেকটর এট্রাচ্ট টু সেণ্ট্রাল জেইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। উত্তর জেলার ডিষ্ট্রিকট্ মেজিস্ট্রেটকে কিভাবে এই পলায়ন সম্ভব হইল তাহা বাহির করার জন্য ইনকোয়ারী করিতে বলা হইয়াছে। পলাতকদের খুঁজে বের করার জন্য সারা রাজ্যে সমস্ত্ থানা চৌকিকে সাবধান করা হয়েছে ও জোর তল্লাসী করা হইতেছে। ঘটনাটী কৈলাসহর ডিষ্ট্রিকট্ জেইল সুপারের অভিযোগমূলে কৈলাসহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪/৩০০ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০(১০)৮৪ নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্তকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ডেপুটী জেইলর (জেইলর-ইন-চার্জ) শ্রীপ্রমথেশ চক্রবর্তী, হেড ওয়াডার, শ্রীব্রজেন্দ্র ঘোষ, ওয়াডার, শ্রীশশাংক দেববর্ম্মা ও শ্রীসুনিল দাসকে সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। পলাতক বন্দীদের মধ্যে অনিল চাকমা নামক একজন বন্দী ইতিমধ্যে ধরা পরিয়াছে। পলাতকদের ধরিবার জন্য মাথা পিছু ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

সৈয়দ বসিত আলী :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, জেলের দেওয়ালটা প্রায় ১৩ ফুট উঁচু আবার এরপরে আছে বৈদ্যুতিক তার। তারপরেও কি করে ৩জন উগ্রপন্থী পালিয়ে গেল তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। আমি যখন জেলে ছিল্যম তখন দেখলাম এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে পুলিশের কোন যোগসাজস ছিল কিনা এবং তাদের পালিয়ে যাওয়ার

ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে ত্রিপুরার কোন জেলেই এই ধরণের ঘটনা হয়নি। আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন প্রত্যেকটা জেলের উন্নতি সাধন করার জন্য যাতে কেউ এভাবে পালিয়ে যেতে না পারে। পুলিশের সাথে কোন যোগ-সাজস্ ছিল কিনা আমার জানা নাই।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে-

মিঃ স্পীকার :— আমাদের আরও ২টি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আছে সেগুলি বেলা ২টার সময় হবে। এই সভা আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেঃ স্পীকার মাননীয়, সদস্যগণ, আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :— "বিগত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা আদালত চত্বরে কয়েকজন সি, পি, এম সমর্থক এড্‌ভোকেট ও ৩/৪ জন সি, পি এম সমর্থক সমাজ বিরোধী কর্ত্তৃক ত্রিপুরা মোটর কর্ম্মী সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুভাষ চন্দ্র সাহাকে মারধোর করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার,গত ২৩/২/৮৫ ইং বেলা অনুমান ২টা৩৫ মিঃ সময় পি, পি, শ্রীঅশোক চক্রবর্তী টেলিফোন যোগে থানায় জানায় যে, আগরতলা আদালত চত্বরে, একটি গোলমাল চলিতেছে। কি ব্যাপারে গণ্ডগোল চলিতেছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই বিধায় এ, এস, আই, বিপুল গণ চৌধুরী ঘটনাস্থলে রওয়ানা হন। সেখানে পৌছিলে, শ্রীসুভাষ চন্দ্র সাহা, পিতা- শ্রীসুখলাল সাহা সাং বনমালীপুর, এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, গত ২৩,২,৮৫ইং বেলা ২ টাথেকে ২-২৫ মিঃ সময় উক্ত সুভাষ সাহা আগরতলা আদালত চত্বরে নারায়নের পানের দোকানে পান খাইতে ছিলেন, এমন সময় জজকোর্টের সামনে উকিলদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইয়া ঝগড়া হইতেছে এবং বহুলোক জমাট হইতেছে দেখিয়া শ্রীসাহা উক্ত উকিলবাবু গণকে তাদের অফিসে যাইয়া তর্ক বিতর্ক করার জন্য অনুরোধ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আইন জীবিদের মধ্যে শ্রীধীরাজ গুহ শ্রীপংকজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিনয় সাহা ও আরও ৩/৪ জন শ্রীসাহাকে মারিতে মারিতে

বার এসোসিয়েশনের নিকট হইতে জজকোর্টের সামনে নিয়া যান। তখন ঘটনা শুনে অন্যান্য লোকজন আসিলে বিবাদীগণ চলিয়া যায়। অত্র অভিযোগ এস, আই, বিপুল গণ চৌধুরী আদালত চত্বরে সাদা কাগজে লিপি বদ্ধ করতঃ থানায় যথা-বিহিতের জন্য প্রেরন করেন। তিনি স্বয়ং ইহার তদন্তের জন্য ব্রতী হন এবং তদন্ত করেন। গত ২৬/২/৮৫ ইং বিবাদী শ্রীধীরাজ গুহ, পিতা, শ্রীনিহার রঞ্জন গুহ সাং লেক্টক চৌমুহনী, শ্রীপংকজ ভট্টাচার্য্য, পিতা শ্রীযতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাং রামনগর ৫ নং রাস্তা, শ্রীবিনয় সাহা, পিতা মৃত সুরেন্দ্র সাহা সাং রাধানগর তাহারা অত্র আগরতলা পশ্চিম থানায় হাজির হইয়া আত্মসমর্পন করিলে তাহাদিগকে উক্ত মোকদ্দমা সংশ্রবে ধৃত করতঃ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় গত ২৬/৬/৮৫ ইং তারিখে।

উক্ত সুভাষ সাহার অভিযোগ অনুযায়ী এস, আই, মিহির রায় আগরতলা পশ্চিম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩/৩২৫ ধারায় মোকর্দ্দমা নং ৩২ (২).৮৫ রুজু করেন। বর্ত্তমানে উক্ত ঘটনা পুলিশ তদন্তাধীনে আছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: —পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান স্যার, বিগত ২৩/২/৮৫ইং তারিখে আগরতলা কোর্ট চত্বরে গণতান্ত্রিক আইনজীবি সংঘের সদস্য শ্রীধীরাজ গুহ, এডভোকেট, শ্রীপংকজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিনয় সাহা, এডভোকেট, এবং আরো কিছু লোক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিলেন। এমন সময় শ্রীসুভাষ সাহা সেখানে একটা রেজিষ্ট্রি করতে যায়। সে এদের ঝগড়া করতে দেখে অত্যন্ত বিনীতভাবে তাদের বলে যে তারা যেন নিজেদের চেম্বারে গিয়ে ঝগড়া করেন। এই কথা বলায় গুহ, পংকজ ভট্টাচার্য্য এবং বিনয় সাহা ও আরো কয়েকজন শ্রীসুভাষ সাহাকে প্রচণ্ডভাবে কিল, ঘুষি মারতে থাকেন এবং পরে মারাত্মক অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে সুভাষ সাহাকে হত্যার চেষ্টা করেন। সেখানে ঐ সময় কয়েকজন লোকের সহায়তায় ঘটনাটি আর বেশীদূর যায়নি। মারাত্মকভাবে আহত সুভাষ সাহাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে পুলিশের নিকট ধীরাজ গুহ, বিনয় সাহা, এবং পংকজ ভট্টাচার্য্য এর বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলা করার পরেও এই তিনজন প্রকাশ্যভাবে ঘোরা-ফিরা করেন অথচ পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেনি। এই ব্যাপারে পুলিশকে বলা সত্বেও তারা আজ পর্য্যন্ত এদের বিরুদ্ধে কোন একসন নেয়নি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে এবং পরে তাদের জামিনে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা ঠিক নয়।

শ্রী স্বপন সাহা:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এই শ্রী সুভাষ সাহাকে হত্যা করবার

জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে ধীরাজ গুহ পংকজ ভট্টাচার্য্য এবং বিনয় সাহা জড়িত ছিলেন এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এটা ঠিক যে, দুজন এডভোকেট এবং একজন কাউন্সেলার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করেছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

কৈলাশহর" বিভাগে ফটিকরায় থানাধীন, উঃ ত্রিপুরায় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ ইংরাত্র প্রায় ৮/৯ টায় পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী ফরেস্ট করপোরেশনে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীরা কয়েকটার অমরেন্দ্র দেব, রাজমিস্ত্রী, রসময় পালকে হত্যা এবং বেনীমাধব চক্রবর্তী, ফরেস্ট গার্ড ও প্রভাষ মালাকার, রাজমিস্ত্রীর সহকারীকে আহত করা ও টাকা পয়সা লুট করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, চোরাইবাড়ী থানাধীন কুর্তি গ্রামের ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেব কাঞ্চনবাড়ী, ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট প্লেনটেশান করপোরেশানের অধীন রাবার প্লেনটেশানে গত ২৮-১-৮২ ইং সন হইতে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ঐখানে সরকারী ভবনে থাকিয়া প্লেনটেশানের কাজ কর্ম দেখা শুনা করিতেন। রাবার প্লেনটেশানের কাজ কর্মের সুবিধার্থে প্লেনটেশানের ভিতর কিছু নির্মিয়মান অস্থায়ী চালাঘরে বেশ কিছু সংখ্যক দিনমজুর বসবাস করিতেন এবং কাজ করিতেন। ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেব দৈনিক হাজিরায় মজুরদের সপ্তাহে দুইবার তাহাদের পারিশ্রমিকের টাকা বিলি করিতেন এবং দৈনিক মজুরদের টাকা কুমারঘাটে অবস্থিত বিভাগীয় অফিসে ম্যানাজারের নিকট হইতে তুলিতেন এবং মজুরদের বিলি করিতে।

গত ২০/২/৮৫ ইং তারিখে দৈনিক মজুরদের মধ্যে টাকা বিলি করার জন্য শ্রীদেব কুমারঘাট বিভাগীয় অফিসের ম্যানেজারের অফিস হইতে কিছু টাকা তুলিয়া আনেন এবং ঐ তারিখে দৈনিক হাজিরার মজুরদের মধ্যে বিলি করেন। মজুরদের বাকী প্রাপ্য টাকা ২৩/২/৮৫ ইং শনিবার বিভাগীয় অফিস হইতে টাকা তুলিয়া বিলি করার কথা ছিল। কিন্তু ২৩/২/৮৫ ইং শ্রীদেব শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিভাগীয় অফিসে (কুমারঘাট) যাইতে পারেন নাই এবং টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

২৩/২/৮৫ ইং কাঞ্চনবাড়ী বাজার বার ছিল। বাজারটি সপ্তাহে দুইদিন বসে।

২৩/২/৮৫ ইং শনিবার কাঞ্চনবাড়ীর বাজার বার সন্ধ্যার দিকে ঐখানে অবস্থানরত ফরেষ্ট কর্মচারী ও দিন মজুরগণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করার জন্য বাজারে গিয়াছিলেন। ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেব শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাজারে যান নাই। তিনি ফরেষ্ট অফিসেই থাকিয়া যান। ঐখানে অবস্থানরত ও কর্তব্যরত ফটিকরায় থানাধীন সোনাইমুড়ি গ্রামের রাজমিস্ত্রি শ্রীরসময় পাল যিনি পূর্ব হইতেই রাবার প্লেনটেশানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, ঐ দিন বাজারে যান নাই এবং তিনিও ফরেষ্ট অফিসে থাকিয়া যান। ঐদিন কাঞ্চনবাড়ী বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করার পর ফরেষ্ট গার্ড শ্রীবেনীমাধব চক্রবর্তী, নাইট গার্ড শ্রীসুনীল মারাক ফরেষ্ট অফিসে রাত্রি অনুমাণ আটটায় ফিরিয়া আসেন। তাহাদের প্রায় পিছু পিছু রাজ মিস্ত্রীর সহকারী শ্রীপ্রভাস মালাকার এবং ফরেষ্টার শ্রীদেবের ব্যক্তিগত কাজের লোক শ্রীমতী সুকৃতি দেবও বাজার হইতে ফিরেন। প্লেনটেশানের কাজে দৈনিক মজুর হিসাবে নিযুক্ত শ্রীবুবাত মারাক ও শ্রীপ্রেভাল মারাক রাত্রি ৮টার পর ফিরিয়া আসেন।

২৩/২/৮৫ ইং রাত্রি অনুমাণ ৮/৯ ঘটিকায় ১৫/২০ জনের উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি দল বিভিন্ন পোষাকে পরিহিত হইয়া বন্ধুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কাঞ্চনবাড়ী ফরেষ্ট অফিসে ঝাপাইয়া পড়ে এবং দলে ৩/৪ জন করিয়া বিভক্ত হইয়া একই সঙ্গে ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেবের থাকার ঘর, শ্রীরসময় পাল ও ফরেষ্ট গার্ড বেণীমাধব চক্রবর্তী এবং অন্যান্যদের থাকার ঘরে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ চালায় এবং টাকা পয়সা ও মুল্যবান জিনিষ পত্র দিবার জন্য সাশাইতে থাকে। দুষ্কৃতিকারীরা রাজমিস্ত্রী শ্রীরসময় পালকে দুই হাত পিছন থেকে বাঁধিয়া তাহার থাকার ঘর হইতে ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেব যে ঘরে থাকেন এখানে নিয়া যায়। দষ্কৃতকারীদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া অপর একটি দল ফরেস্টগার্ড শ্রীবেণী মাধব চক্রবর্তীর ঘরে প্রবেশ করে এবং নগদ মং ১৭০ টাকা, ব্যবহৃত দুইটি শাড়ী কাপড়, একটি রেডিও, হাত ঘরি ইত্যাদি লুঠ করিয়া লয় এবং শ্রীচক্রবর্তীকে পিছন হইতে হাত বাঁধিয়া অনুরুপ ভাবে ফরেস্টার শ্রীদেবের ঘরে নিয়া যায়। দুষ্কৃতিকারী দলটি ফরেস্টার শ্রীদেবকে দৈনিক মজুরদের দেয়। টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা দিবার জন্য শাসাইতে থাকে। শ্রীদেব ততক্ষনাত ঐ টাকা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং পরে ঐ টাকা দিবেন বলিয়া জানান। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতকারীরা ফরেষ্টার শ্রীদেবের ঘর হইতে একটি ফিলিপস রেডিও, ১টি পেট্রোমাস লাইট, কাপড় চোপড় লুঠ করিয়া লয় এবং ঘরের জিনিষপত্র তছনছ করিতে থাকে। দুস্কৃতকারী দলটি শ্রীদেবের ১টি ষ্টিল ট্রাঙ্কও ভাঙ্গার চেষ্টা করে এবং অফিস ঘরে থাকা লোহার সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু সম্ভবত খুলিতে না পারায় ফরেষ্টার শ্রীদেব, ফরেষ্ট গার্ড

শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্তী, রাজমিস্ত্রী শ্রীরসময় পাল ও সহকারী শ্রীপ্রভাস মালাকারকে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে থাকে। দুস্কৃতিকারী দল তাহাদের সংগে আনীত সুচালো অস্ত্রে রাজমিস্ত্রী শ্রীপালকে আঘাত করে এবং তিনি ফরেষ্টার শ্রী দেবের ঘরের ভিতর পড়িয়া যান এবং অতিরিক্ত রক্ত পাতের ফলে প্রায় সংঙ্গে প্রাণ হারাণ। ফরেষ্টার শ্রীদেব আত্মরক্ষার্থে কোন প্রাকারে ঘরের পিছনের দরজা দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিলে দুষ্কৃতি কারীদের হাতে মারাত্মক ভাবে জখম হন। দুষ্কৃতিকারী দলটি তত্পর লুনঠিত মালামাল নিয়া দক্ষিন দিকের জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। পালাইবার পূর্বে অফিসের কিছু কাগজপত্র অফিস কক্ষের বাহিরে আগুণ ধরাইয়া পোড়াইয়া দেয়। ইতিমধ্যে নাইট গার্ড শ্রীসুনীল মারাক পালাইয়া যাইয়া স্থানীয় লোকজনদের ঘটনার কথা জানায়। স্থানীয় লোকজন সংবাদ মূলে ফরেষ্ট অফিসে আসেন এবং ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেব, ফরেষ্টগার্ড শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্তী ও রাজমিস্ত্রীর সহকারী শ্রীপ্রভাস মালাকারকে রক্তাক্ত গুরুতর জখম অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখেন এবং রাজমিস্ত্রী শ্রীরসময় পালের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, দেখেন। স্থানীয় লোকজন ফরেষ্টার শ্রীদেব ফরেষ্ট গার্ড শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীপ্রভাস মালাকারকে কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক চিকিৎস্যা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। আঘাতের ফলে ও রক্তপাতের দরুন ফরেষ্টার শ্রীদেব কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক চিকিৎস্যা কেন্দ্রে প্রাণ হারান। জখমি শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীপ্রভাস মালাকারকে ২৪/২/৮৫ইং রাত্রেই কাঞ্চনবাড়ী হইতে কৈলাসহর বিভাগীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাহাদের জখম গুরুতর বিধায় পুনরায় ২৪/২/৮৫ তারিখেই আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অপর দিকে কাঞ্চনবাড়ী স্থানীয় অধিবাসী শ্রীগোপী রমন দত্ত টেলিফোন যোগে ফটিকরায় থানায় ঘটনা সম্পর্কে ২৩/২/৮৫ইং রাত্র ৯—৩০ মিঃ সংবাদ দেন। ফটিকরায় থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ৯৯০ নং জি, ডি, তে নথিভুক্ত করিয়া একদল পুলিশ নিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে রওনা হন। কাঞ্চনবাড়ী পৌছিয়া ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক দুষ্কৃতি কারীদের অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার করার জন্য একটি পুলিশ দলকে দুষ্কৃতিকারীরা যে পথে পালায় ঐ দিকে পাঠান। মৃত রসময় পালের ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

উপরোক্ত সংবাদ ফটিকরায় থানাধীন সোনাইমুড়ি গ্রামের রসময় পালের পুত্র শ্রীরমেনন্দ্র পালের জবানীতে ফটিকরায় থানায় ২৪ (২) ৮৫নং মকোদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৬/৩৯৭ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। ফরেষ্টার শ্রীঅমরেন্দ্র দেব ও শ্রীরসময় পালের ময়না তদন্তের পর মৃত দেহ তাঁদের আত্মীয়দের কাছে অর্পণ করা হয়। গত ২৪/২/৮৫ সকালে ডি, আই, জি (পুলিশ) এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

উক্ত মকোদ্দমায় নিম্ন লিখিত আসামীদের ১/৩/৮৫ইং তারিখে গ্রেপ্তারক্রমে ২/৩/৮৫ইং তারিখে আদালতে প্রেরণা করা হয় এবং বর্ত্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে।

১) শ্রীসুনীল মারাক (নাইট গার্ড) পিং বনকি মারাক, সাং পশ্চিম মাছলি, থানা —মনু।

২) শ্রীভোরত মারাক, পিতা রাজেন্দ্র মারাক, সাং কোলাই থানা আমবাসা।

৩) শ্রীঅনন্ত দেববর্মা, পিঃ মৃত যোগেশ দেববর্মা, সাং ডৈমডুম থানা—ফটিকরায়।

৪) শ্রীসুশীল দেববর্মা পিঃ মৃত ধর্মসিং দেববর্মা, সাং উজান ডেমডুম, থানা ফটিকরায়।

৫) শ্রীভাগ্য মানিক দেববর্মা, পিঃ মৃত যোগেন্দ্র দেববর্মা, সাং উজার ডেমডুম, থানা ফটিকরায়।

তদন্তে ইহা অনুমিত হয় যে দুষ্কৃতিকারী দলটি ফরেষ্টার শ্রীদেব মজুমদের টাকা বিলি করার জন্য যে টাকা আনিয়াছিলেন, এ' টাকা লুঠপাট করিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ হামলা চালাইয়াছিল। লুন্ঠিত নগদ সহ মালামালের মূল্য অনুমাণ ৩৫,০০০ টাকা হইবে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধাণ চালাইতেছে।

মৃত অমরেন্দ্র দেবের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে মং ২০,০০০ টাকা এবং ফরেষ্ট করপোরেশান হইতে মং ১০০১ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির ভগ্নিকে ফরেষ্ট করপোরেশানে এল, ডি, ক্লার্কের চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে।

মৃত রসময় পালের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল হইতে মং ৫,০০০ টাকা এবং ফরেষ্ট করপোরেশান হইতে মং ৫০১ টাকা সাহায্য বাবত দেওয়া হইয়াছে। মৃতব্যক্তির পুত্রকে ৪র্থ শ্রেণীর একটি চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে।

আহত শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী এবং প্রভাষ মালাকারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল হইতে প্রত্যেককে মং ১০০১ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আহত ঐ ব্যক্তিদের চিকিৎসার খরচ ফরেষ্ট করপোরেশান বহন করিতেছে।

আহত শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী গত ২৪/২/৮৫ইং তারিখ জি, বি হাসপাতাল ভর্তি হইয়াছিলেন এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান ৭/৩/৮৫ইং আহত প্রভাস মালাকারও ২৪/২/৮৫ইং তারিখে জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ছাড়া পান ১৭/৩/৮৫ ইং তারিখে।

শ্রীতরনীমোহন সিন্হা :—গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা মহাশয়ের বাড়ীতে টি, এন, ভি, নেতা এবং টি, এন, ভির উপসভাপতি শ্রীধনঞ্জয় রিয়াং এবং অন্যানারা সহ খাওয়া-দাওয়া করেন। রাত্রিতেই তারা সেখান

থেকে নালকাটায় চলে যান এবং নালকাটায় গিয়ে দক্ষিন ধুমাচড়া প্রধান শ্রীকেশব ত্রিপুরা এবং উত্তর ধুমাছড়া প্রধানকে শ্রী ......ত্রিপুরাকে নিয়ে একটা মিটিং করেন। সেই মিটিং-এর পর দেখা গেল যে ধনঞ্জয় রিয়াং বর্ত্তমানে যিনি একজন টি, বি, রোগী তিনিও সেই মিটিং এ অংশ গ্রহন করেন ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে ফরেস্টরা যে বন্দুক নিয়ে গিয়েছে এটাকে বন্ধ করার জন্য বা তার জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি সম্পর্কে। ঐ মিটিং এর পর টি, বি, রোগী শ্রীধনঞ্জয় রিয়াং এর কফ নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু আগরতলায় পরীক্ষা করতে নিয়ে আসেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :—অন পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান যেদিন এই ঘটনা ঘটে তার আগের দিন জগদীশ দেববর্ম্মা, পিতা যোগেশ দেববর্মা তাদের বাড়ী-সূর্মাতে-তাদের বাড়ীতে অনন্ত দেববর্মা অন্যান্য উগ্রপন্থীদের নিয়ে যায় এবং সেখানে একটি শুকর কেটে তার মাংস দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ও অবশিষ্ট মাংস কাঞ্চনবাড়ীতে বিক্রী করার জন্য পাঠান হয়েছিল, এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, অনন্ত দেববর্ম্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং এই ব্যাপারে পুলিশই তদন্ত করবে।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঘটনার দিন বাগানের একজন শ্রমিক চিন্ময় দেব, তার মা ৫টার সময় বাগানে এসে উক্ত ফরেষ্টারকে জানায় যে স্যার, আপনি আজকে বাজারে যাবেন না, জিনিষ পত্রের যা যা দরকার সেগুলি আমরা এনে দেব। সঙ্গে সঙ্গে বাগানের একজন শ্রমিক অজয় দেববর্ম্মা বলল যে স্যার, আমার পেটের অসুখ, আমি কাজ করতে পারব না এই কথা বলে সে চলে গেল এবং এখন পর্য্যন্ত বাগানে আসে নাই এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঘটনার দিন অমূল্য কলই ঘরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মুজিব মারাক ঘরে ঢুকে আক্রমন করে করে তখন সেই ফরেস্টার আত্মরক্ষার জন্য ঘরের পিছন দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় অমূল্য কলই বেয়নেট দিয়ে তাকে হত্যা করে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সব তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

সৈয়দ বাসিত আলী :—স্যার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৮৫ইং কাঞ্চনবাড়ী ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশেনার ভিতর এই যে হত্যা কাণ্ড সংগঠিত হয় এই সম্পর্কে সেখানকার জনসাধারনের ধারনা যে, এই ঘটনাটি উগ্রপন্থীদের দ্বারা হয় নাই, এটা নিছক ডাকাতীর ঘটনা এবং আজকে

উগ্রপন্থীদের সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকার দুস্কৃতকারীরা এই সব ঘটনা করে আইনের চোখে রেহাই পাচ্ছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কিনা ;

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, উগ্রপন্থী বলতে মাননীয় সদস্য কি বুঝাতে চাইছেন জানি না। যদি তিনি টি, এন, ভি, মিন করে থাকেন তাহলে আমি বলব, যে এই ঘটনা যে টি, এন, ভি, র দ্বারা হয়েছে এই কথা আমি বলি নাই। কারন এটা পুলিশ পরীক্ষা করে দেখছেন টি, এন, ভি, এর সঙ্গে জড়িত আছে কি না। আব দ্বিতীয় হল মাননীয় সদস্যদের এটা আমি জানাতে চাই যে, এই প্ল্যাণ্টেশানের দায়িত্বে যিনি ছিলেন শ্রীদেব তিনি একটা নূতন প্ল্যাণ্টেশানের—বাবার প্ল্যাণ্টেশানেব দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন শ্রমিকদের মধ্যে এবং আমি শুনেছি যে, একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী শ্রীপাল সে দুস্কৃতকারীদের বলেছিল যে আপনারা আমাকে মারুন উকে মারবেন না, উকে খুন করবেন না, ও মায়ের একমাত্র ছেলে এবং সম্ভবত এই জন্যই উকে খুন করা হয়েছে। এই অফিসারকে রক্ষা করার জন্য এত আগ্রহ শ্রমিক কর্ম্মচারীরা দেখিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য যাই হউক না কেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সব প্ল্যাণ্টেশান জুমিয়াদের জুম করার জায়গা কেড়ে নিচ্ছে এই ধরনের প্রচা-রের সংগে শুধু যে টি, এন, ভি, ই নয় টি, ইউ, জে, এসা র পক্ষ থেকেও বিরাট প্রচার চালান হচ্ছে যে, এই প্ল্যাণ্টেশান হতে থাকলে জুমিয়ারা জুম করবে কোথায় ? সমস্ত জমি সরকার বেরাহ করে নিয়ে গেল। এই জন্য আমরা অনেক জাগায় প্ল্যাণ্টেশান করতে পারি নাই, আমাদের স্থগিত রাখতে হয়েছে। অথচ ওরা জানেন যে, এমনকি রিজার্ভের মধ্যেও আমরা জুমিয়াদের প্ল্যাণ্টেশানের ভিতর পুনর্বাসন দেওয়ার কর্ম সুচী নিয়েছি। প্ল্যাণ্টেশান একটা পুনর্বাসনের অংগ হিসাবে সরকার মনে করে এবং তার মধ্যে হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষের কাজ পাওয়ার সুযোগ হচ্ছে, তার মধ্যে একটা বিরাট অংশ হচ্ছে যারা জুম করে। এটাও জুমিয়াদের জুম থেকে সরিয়ে এনে একটা বিকল্প কর্ম্ম-সংস্থানে নিয়ে আসার একটা কর্ম্মসুচী। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারা সবাই ট্রাইবেলদের মধ্যে সরকারে এই দৃষ্টি ভংগীটা উপস্থিত করবেন, নইলে এক দিক থেকে যেমন আমাদের রাবার প্ল্যাণ্টেশানের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি অন্য দিকে এই সব প্ল্যাণ্টেশানে যে সব শ্রমজীবি মানুষ যারা কাজ করছেন তারাও কাজ পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ফলে ট্রাইবেল ও ননট্রাইবেলদের মধ্যে সম্পর্কের খুব ক্ষতি-গ্রস্থ হবে। এইসব দিক বিচার বিবেচনা করে এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে তার জন্য আমাদের সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। এটা টি, এন, ভি, করছে কি অন্য কোন দুষ্কৃতকারী করেছে সেটা পুলিশেই দেখবে।

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF PRIVILEGES COMMITTEE

শ্রীতরনী মোহন সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন অমূল্য দেবকে ধরা হয়-তাকে ধরে মুজিব মা‌‌রাক বলে যে 'শালা তুমি এখানে রাবার গাছ লাগাচ্ছ'। এই বলে তার মুখে লাথি মারে এই কথা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি বলেছি যে, এই সব জায়গাতে রাবার বাগান করার ফলে জুমিয়াদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভ আসাটা স্বাভাবিক এবং তার সুযোগ এই সব দুষ্কৃতকারীরা গ্রহণ করছে-কে কি মন্তব্য করেছে এই সব তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীজহর সাহা :— স্যার, আমার দুইটা কথা আছে-গত ১৯৮১ সালে এখানে জন গননার কাজে যে সব বেকাররা কাজ করেছে তাদের একটা লিষ্ট তৈয়েরী করেছি সেটা আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পেশ করতে চাই (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই ভাবে এটা দেওয়া যায় না- এর কোন সুযোগ নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এখানে গায়ের জোরে কিছু করা যায় না এই ভাবে উনি আনতে পারেন না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন-এই ভাবে হয় না। (ইন্টারাপশান)

Mr Speaker :—I would now call Shri Keshab Majumder, Chairman of the Committee on Privileges, to move his motion for extension of time for presentation of the Report of the committee on privileges.

Shri Keshab Majumder :—Mr. Speaker Sir, I beg to move :—

"That the House is informed that primafacie of the question of alleged breach of privileg raised by Sri Bidya Chandra Deb Barma, M.L.A. aganist the editor 'SYANDAN' as referred to the Committee on privileges on 12.3.84 has been determined by the Committee and other aspects of the case is still under examination.

I, therefore, beg to move that the time for presentation of the Report of the Committee on privileges in respect of aforesaid case be extended up to the next Session of the Assembly".

Mr Speaker :—Now the question before the House is the mon-

tion moved Shri Keshab Majumder, Chairman of the Committee, on privileges-"That the time for presentation of the Report of the Committee on privileges on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma, M.L.A aganist the editor 'SAYANDAN' be extended upto the next Session of the Assembly". I Now, put the motion to vote-

(The motion was adopted)

PRESENTATION AND ADOPTION OF THE REPORT OF PREVILEGE COMMITTEE

মিঃ স্পীকারঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—প্রিভিলেজ কমিটির থার্টি-ফার্স্ট (একত্রিশতম) রিপোর্ট সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্) অনুরোধ করছি রিপোর্ট'টি (প্রতিবেদনটি) সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri-keshab Majumder:—Mr. Speaker sir, I beg to move to present the 31st (Thirtyfirst) Report of the committee on privileges to the House.

মিঃ স্পীকার-সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-- প্রিভিলেজ্ কমিটির থার্টিফার্ষ্ট (একত্রিশতম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) সভা কর্ত্তৃক বিবেচনা ও পাশ করা।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি প্রিভিলেজ কমিটি) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য এই সভার নিকট প্রস্তাব করতে। প্রতিবেদনের কপি সদস্যগণের টেবিলে রাখা হয়েছে।

Shri Keshab Majumder :—Mr, Speaker sir, I beg to move that the 31st (Thirtyfirst) Report of the committee on privileges be taken into consideration,

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্ত্তৃক পেশ করা রিপোর্ট'টি (প্রতিবেদন)। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "প্রিভিলেজ কমিটির থার্টিফার্স্ট রিপোর্ট' (একত্রিশতম প্রতিবেদন) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার-সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— প্রিভিলেজ কমিটির থার্টিফার্স্ট

(একত্রিশতম) রিপোর্ট (প্রতিবেদন) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্থাপন । আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উথ্থাপন করতে ।

Sri keshab Majumder :—Mr, Speaker sir, I beg to move that the 31st Report of the committee on privileges be passed,

মিঃ স্পীকার - এখান সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি । এখন আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি । প্রস্তাবটি হলো :—

"প্রিভিলেজ কমিটির থার্টিফাস্ট (একত্রিশতম) রিপোর্ট (প্রতিবেদন) পাশ করা হউক" ।

(প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ।)

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার - সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল কাস্ট কমিটির ফার্স্ট (প্রথম) রিপোর্ট সভার সামনে উপস্থাপন ।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল কাস্ট) অনুরোধ করছি রিপোর্টটি (প্রতিবেদনটি) সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

Shri Rudreswar Das :—Mr. Speaker sir, I beg to present before the House the First Report of the committee on welfare of Schedule Castes,

মিঃ স্পীকার - সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— গভর্ণমেণ্ট এ্যাস্যুরেন্স কমিটির সিকস্‌টিন্থ (ষোড়শতম) রিপোর্ট সভার সামনে উপস্থাপন ।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট এ্যাস্যুরেন্স) অনুরোধ করছি রিপোর্টটি (প্রতিবেদন) সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

Shri Matilal Sarkar :—Mr. Speaker sir, I beg to present to the House the Sixteenth Report of the Committee on Government Assurances,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের এই সভায় যে সমস্ত কমিটি রিপোর্ট (প্রতিবেদন) পেশকরা হয়েছে, সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য ।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—"The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 7 of 1985) ". এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Dasharth Deb :— Mr. Speaker sir, I beg to move "that the Tripura Tribal Areas Autonomous Council (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No—7 of 1985 be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলটা খুবই সহজ, কারন কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ৪৯তম সংশোধনী এনে ১৯৮৪ সালে একটা আইন পাশ করে যে আইন সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীলে ত্রিপুরায় চালু করা হবে। মাননীয় সদস্যরা দেখবেন ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার যাই নোটিফিকেশ্যান ঘোষনা করেছেন ১লা এপ্রিল ৮৫ সালে এই আইন ত্রিপুরায় বলবৎ হবে এবং এই আইন যাতে ত্রিপুরায় চালু করা যায় তার জন্য আমরা বর্ত্তমানে রিপিল বিল অর্থাৎ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের যে আইন সেই আইনটাকে বাতিল করার জন্য এই লিবটা আমরা এনেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন যখনই চালু হয় সিমিলার এ্যাক্ট কোন রাজ্যে যদি থাকে সেটা অটোমেটিক্যালি বাতিল হওয়ার কথা, তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, কিছু কনফিউশ্যান থেকে যায়। একটা কেন্দ্রের আইন আর একটা রাজ্যের আইন একই রাজ্যে চালু থাকলে কনফিউশ্যান হবে। কাজেই কেন্দ্রের আইন যাতে চালু থাকতে পারে, আর কোন রকম কনফিউশ্যান এরাইজ না করে তার জন্য আমরা বর্ত্তমান আইনটা এনেছি। এই আইন পাশ হবার পর সরকার যে ঘোষনা করেছেন সেই ঘোষনা অনুযায়ী, তারিখ অনুযায়ী বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের এ্যাকট যে আইনের মাধ্যমে আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এখানে গঠন করেছি সেটা বাতিল হয়ে যাবে এবং সে জন্য আমরা বর্ত্তমানে এই আইনটা এনে এবং আইন বাতিল হবার পর ১লা এপ্রিল থেকে এই যে নির্বাচিত স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য, যারা মেম্বার, যারা পরিষদে আছে এটা আর থাকছে না সব বাতিল হয়ে যাবে। আর একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৬ষ্ঠ তপশীলের মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরায় গঠিত হবে এবং সে জনা স্বশাসিত জেলা পরিষদের যে সমস্ত কাজকর্ম চলছে, কিছু কর্মচারী নিয়োগ আছে, কিছু ডেপুটেশান আছে সেগুলির কি হবে, অন্তবর্তী কালীন এই পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য বর্ত্তমান আইনে রাজ্যপালের উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল যে ব্যবস্থা নেবেন সেই ব্যবস্থা মতেই অন্তবর্তীকালীন এই কাজ চলবে।

এটা আজকে খুবই আনন্দের কথা যে বহু প্রতিক্ষিত দীর্ঘ দিন ধরে ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ আন্দোলন করে এসেছে, । দীর্ঘ দিন তালবাহনার পর অন্ততঃ শেষ পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করাব জন্য রাজী হয়েছেন, আইন পাশ করেছেন । কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতি সংগ্রামী মানুষের প্রতিও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

যারা এই ৬ষ্ঠ তপশীল পাবার জন্য ৩০ বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে এসেছেন এবং ৬ষ্ঠ তপশীলকে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবেই দেখি । গত ৩০ বৎসর ধরে ত্রিপুরার গণমুক্তি পরিষদ, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আরও অন্য সংগঠণগুলোর সহযোগিতায় ৬ষ্ঠ তপশীল দাবীটা নিয়ে আন্দোলন করে এসেছেন । এই আন্দোলন করে অনেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস সরকারের দ্বারা তারা নির্যাতিত হয়েছেন , জেল খাটতে হয়েছে এমনকি জোলাইবাড়ীতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালুর দিবস প্রতিপালনের দিনে সেই জনসভায় জোলাইবাড়ী বাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, তিনি শহীদ হয়েছেন । তখন এই ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকার সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ছিল । ওরা চেয়েছিল উপজাতি জনগনের সেই দীর্ঘদিনের আকাংখিত যে দাবী ৬ষ্ঠ তপশীল বন্দুকের গুলিতে জেলে পাঠিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর দমন নীতি চালিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া, তারা পারেনি, শেষ পর্যান্ত জনগনের জয় হয়েছে । আজকে এই জয়ের ফলে এই বিলটাকে চালু করার জন্য আমাদের অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিলটাকে রিপিল অ্যাক্ট আমরা এনেছি । ৬ষ্ঠ তপশীল না দিয়ে তারা চেয়েছিল নানাভাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রবঞ্চিত করা । আমি সংক্ষিপ্তভাবে এর ইতিহাসটা বলতে চাই । ১লা মে ১৯৬০সনে দেবর কমিশন গঠিত হয়েছিল । ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ ১৯৫৪সনে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে এবং সেই আন্দোলন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় । পার্লামেন্ট সোচ্চার হয়ে উঠে, সেখানে স্বায়ত্ত শাসন রিজিওন্যাল অটোনোমির জন্য এবং এই আন্দোলনের এই দাবী সমর্থিত হয় পার্লামেন্ট এবং রাজ্যে রাজ্যে সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব আগে আছে তাদের বিশেষ কতগুলি অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হয় । পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আমলে ১৯৬০সনের আগে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইউ, এন, দেবর সেই দেবরকে কমিশনার করে একটা কমিটি গঠিত হয় ১৯৬০ সনে । সেই কমিশনের কাছে গণতান্ত্রিক মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় উপস্থিত করেছিল সেই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন । অনলি প্যাটার্ন ফর সিক্সথ সিডিউল । ৬ষ্ঠ তপশীল যে স্বায়ত্ত শাসন আছে সেটা যাতে ত্রিপুরায় চালু

হয় দৈবর কমিশন তার পার্লামেন্ট দাখিল করা রিপোর্টে সুপারিশ করেছিলেন ত্রিপুরা এবং মনিপুরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ৬ষ্ঠ তপশীলের মত স্বায়ও শাসন দেওয়া দরকার। রিজিওন্যাল অটোনোমি ডিস্ট্রিক্ট। অনলি প্যাটার্ন অফ সিক্স্থ সিডুল ইন ত্রিপুরা অ্যাণ্ড মনিপুর। এবং তার বিকল্প হিসাবে সুপারিশ করেছিলেন যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বাছাই করে ট্রাইবেল ডেভোলাপমেন্ট ব্লক অর্থাৎ টি, ডি, ব্লক করা। তখনকার সরকার এই প্রথম দাবীটি সুপারিশ মানেননি, দ্বিতীয় সুপারিশটির জন্য ত্রিপুরায় পরীক্ষা মূলক ভাবে ৫টা টি, ডি, ব্লক তৈরী করলেন। গণমুক্তি পরিষদ, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সেদিন আন্দোলন করেছিলেন, দাবী করেছিলনে পার্লামেন্ট, পার্লামেন্টের বাইরে যে ত্রিপুরায় এই টি, ডি, ব্লক স্বায়ত্ব শাসনের বিকল্প হতে পারেনা। কারন আমাদের দাবী হচ্ছে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাগুলি সিডুাল এরিয়া ঘোষনা করা এবং সেইখানে ট্রাইবেলদের জমির উপর যে অধিকার সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করতে হবে। প্রথমতঃ এই অধিকার সুরক্ষিত না করে যদি কোন ট্রাইবেল এলাকা ডেভলাপ করা হয় সেই এলাকাটা অ্যাক্সপোজড হবে, রাস্তা ঘাট তৈরী হবে, পয়সাওয়ালারা সেখানে যাবে, দাম দিয়ে জমি কিনে নেবে, ট্রাইবেলরা উচ্ছেদ হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের দাবী হল ট্রাইবেল এরিয়া ঘোষনা করা এবং ট্রাইবেলদের জমির উপর অধিকারকে সুরক্ষিত করা। কিন্তু সেদিন আমাদের দাবী উপেক্ষিত হয়েছিল এবং দেখেছি ৫টা টি, ডি, ব্লকে যেখানে কিছু উন্নতি হয়েছে সেই এলাকা থেকে ট্রাইবেল উচ্ছেদ হয়ে গেছে, তারা সেখানে থাকতে পারেনা। কারন এই কমপিটিশানের দিনে প্রতি যোগীতার দিনে বড়লোকদের কাছে পয়সাওলাদের কাছে ওরা যে টিকতে পারেনা। জমি ওরা টাকা দিয়ে কিনে নেয়। কাজেই কংগ্রেস এইটা তালবাহানা করেছিল। এবং গণ মুক্তি পরিষদ তখন সোচ্চার হয়েছে ১৯৫৪ সন থেকে, কিন্তু উপজাতি যুবসমিতি তারা মনে করতে পারেন যে, এইযে ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরায় এল এইটা নাকি উপজাতি যুব সমিতির এবং কংগ্রেস আই-এর রাজনৈতিক পরিণয়ের সন্তান। এর ফলেই নাকি এসেছে। শ্যামাচরনবাবু কে বলতে শুনেছি যে ৬ষ্ঠ তপশীল আনার জন্যই তারা কংগ্রেসের সংগ নির্বাচনে আঁতাত করেছেন। ধারনাটা কি? সংগ্রাম নয়। চরনামৃত সেবন। জনগনের কোন ভূমিকা এরা দেখছেন না। এইটা এমনি আসেনি। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৪৮ সালে থেকে লড়াই চলছিল, ত্রিপুরায় বিধানসভা চাই, জনগনের ভোটে সরকার চাই। কংগ্রেস তা তখন দেয়নি। ৫২সনের নির্বাচনের পরে তারা দেয়নি। স্টেইট অরগেনাইজেশান কমিশন গঠিত হল। ১৯৫৬সনে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সেই রিপোর্টকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হল বিশাল অঙ্গরাজ্য গঠন হল। মহারাষ্ট্র গুজরাট আলাদা হল। অনেক কিছু হয়েছে। কিন্তু কি সুপারিশ করেছিল

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকার ? ত্রিপুরার জন্য সুপারিশ করেছিল বিধানসভা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়া। ত্রিপুরা রাজ্যকে আসামের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তি করা এবং আসামের একটা জেলা হিসাবে পরিনত করা। কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একমাত্র কংগ্রেস বাদে একটা মুক্ত মোর্চা হয়েছিল। এবং ত্রিপুরায় বিরাট আন্দোলন হয়েছিল, হরতাল, ধর্মঘট হয়েছিল এবং আমি তখন এম, পি, ছিলাম। একটা দল আমরা গিয়েছিলাম দিল্লীতে, মৌলানা আজাদের সংঙ্গে দেখা করি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সংগে দেখা করি। আমরা দাবী করেছিলাম আমাদের বিধানসভা দিতে হবে, স্বতন্ত্র ত্রিপুরা রাখতে হবে, আসামের অন্তর্ভূক্ত নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন। আসামের সঙ্গে অন্তভুক্ত হয়নি ত্রিপুরা স্বাধীন রয়ে গেল। কিন্তু বিধানসভা দিলনা। সেই জায়গায় আইন পাশ হল টেরিটরিয়েল কাউন্সিল, আঞ্চলিক পরিষদ, অর্ধেক ক্ষমতা। এমনিতে হয়েছে ? লড়াই করতে হয়। ১৯৫২ সন থেকে আমাদের লড়াই চলেছে। বিধানসভা নিয়ে তাল-বাহানা চলেছে। ১৯৫২ সনের পর ত্রিপুরাতে বিধানসভা যে, দেওয়া হল ইউনিয়ন টেরি-টরি। গিনিপিগের মত পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছি কংগ্রেস সরকার। ইউনিয়ন টেরিটরি, টেরিটরিয়েল কাউন্সিল। কোথাও এমন কাণ্ড করেনি। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানু-ষের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এই ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী।

আমরা বলেছি যে, রাজ্য ছোট হতে পারে জনসংখ্যা কম হতে পারে, তা সাইজের দ্বারাতো মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার নির্দ্ধারিত হতে পারে না, প্রতিটি মানুষের সমান অধি-কার আছে, কাজেই ত্রিপুরাকেও দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯৭০ সালের পর ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দিলেন, দিতে হল, এই হচ্ছে কং-গ্রেসী রাজত্বের চেহারা। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি যে ওরা এবারকার বাজেটেও তার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে, তাতে বড়লোকদের জয় জয়কার, শোষক গুষ্টির সেবক হিসাবে কংগ্রেস সরকার কাজ করে চলেছে, তাদের রাজত্বে উপজাতিরা নির্যাতিত হচ্ছে আজও তারা সংখ্যা লঘু হিসাবে কষ্ট পাচ্ছেন, কোন দিনই তাদেরকে মাথা তুলতে দেওয়া হয় না। শুধু উপজাতি কেন, গরীব ও শোষিত মানুষদের আজকে তাদের রাজত্বে মাথা তুলতে দেয় না, এই ইতি-হাসকে ভুলে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা যখন বলেন যে এদের ও তাদের নির্বাচনী আঁতাত বিবাহের ফলে সেটা হয়েছে, তখন তারা ভুলে যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক ইতিহাস, ওরা শুধু ভক্তবৃন্দের মত যেন চরনামৃত সেবনের মাধ্যমেই পূন্য লাভ হবে, তেমনি করে যেন স্বশাসিত জেলা পরিষদ এল, এই হচ্ছে তাদের ধারনা। তারা ধারনা করতে পারে না যে, সেই ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে পুলিশ কি করত,

হাজার হাজার মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানী করিয়ে যে সর্ব্বসান্ত করে বিরাট বিরাট ট্রাইবেল বেল্টটাকে নিয়ে গেল, নিজেদের জমি থেকে যে উচ্ছেদ হয়ে গেল। তখন গণমুক্তি পরিষদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা জেলে আবদ্ধ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নিজের গদী রক্ষার জন্য। জারী হল আভ্যন্তরীন জরুরী অবস্থা ১৯৭৫ সালে ত্রিপুরায় চলেছে ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা কি তা দেখেন নি? সেই দিন কারও কোন প্রতিবাদ নাই, কোন আন্দোলন নাই, সুখময় সেন সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্মেলন করে তুলসীবতী গার্লস হোষ্টেলে তারা খানা খাচ্ছেন আর এই দিকে ট্রাইবেলদের জমি উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, স্যার, তারাতো জনগনের এইটা দেখলেন না। অশোকবাবু এখানে নাই, সামনে থাকলে ভাল হত, তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে কি ছিল, তিনি যখন লোক সভা নির্বাচনে দাঁড়ালেন তখন বললেন যে, তিনি যদি লোকসভায় যেতে পারেন তাহলে তার প্রথম কাজ হবে ৬ষ্ঠ তপশীল যাতে ত্রিপুরাতে না আসতে পারেন তার জন্য দরজা বন্ধ করে রাখবেন কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি নির্বাচিত হননি, দরজাও বন্ধ করতে পারেন নি। তবে বাহিরে থেকে কম চেষ্টা করেন নি, এইসব ইতিহাস ও ঘটনা জানা দরকার, কারণ উপজাতি যুব সমিতির মত ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের আতাতের ফলে ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীল এসেছে এই কথা আমরা বলি না। আমরা বলি ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারকে ত্রিপুরাকে স্বতন্ত্র ত্রিপুরা রাখতে হল, আমাদেরকে ওরা আঞ্চলিক পরিষদ দিয়ে খুশি রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিধানসভা দিতে হলো। ইউনিয়ন টেরিটরী করে ত্রিপুরাকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমাদের লড়াইয়ের ফলে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা দিতে হল। সেই রকম ভাবে আজকে লড়াইয়ের ফলে বামফ্রন্ট সরকার যখন ৭ম তপশীলের অনুযায়ী এই ত্রিপুরায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ চালু করলেন, কি আছে কেন্দ্রের বলার তখন? অথচ এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ যখন আমরা দিয়েছিলাম এই উপজাতি যুব সমিতির নেতারাই প্রথম তা মানেন নি, ৬ষ্ঠ তপশীল ছাড়া কিছুতেই তারা নেবেন না, শেষে এল পি সিং তাদের ডাকলেন এবং তার পরেই তারা এইটাকে মেনে নিলেন। খুব ভাল কথা আমরা খুশী হয়েছি, কিন্তু কি প্রচার করলেন তারা যে, আমরা লড়াই করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এনেছি, এর জন্য সারা ত্রিপুরায় তারা বিজয় উৎসব করলেন। কিন্তু যখন ৬ষ্ঠ তপশীল আসল তখন এইটা তোয়াজ করে এনেছেন,। তেল মেখে এনেছেন বিজয় উৎসব তারা করলেন ঠিকই কিন্তু একটা কথা আছে, বাংলায় যে, যত বড় করেই আপনি পাতা বিছান না কেন যিনি দেবেন তার একটা আন্দাজতো আছে, আমরা এনেছি বলে যতই তারা চিৎকার করুক না কেন দেনাওয়ালারা ঠিকই বুঝেছে যে, কারা এই জেলা পরিষদ

এনেছেন। কারণ ২৮টা আসনে নির্ব্বাচন হল আর তার মধ্যে মাত্র ৭টা আসনে তারা পেলেন বাকী ২১ টাই হচ্ছে বামফ্রণ্টের। কাজেই তারাই যদি আনত জনগন যদি তাই ভাবত তাহলে ২৮টা আসনের সবগুলিই তাদের হত। তাও আবার কমতে কমতে দুই-টাতে এসে দাঁড়িয়েছে, এই হচ্ছে অবস্থা। এখন তারা যদি আবার দাবী করেন জানি না দাবী করবেন কিনা, করলে আমার বলার কিছু নাই। একদিন হয়তো তারা বলে বসবেন যে, ৮০ সনের আমাদের এই মান্দাইয়ের দাঙ্গার ফলে এবং সেই দাঙ্গায় যেভাবে আমরা বাঙ্গালী খুন করেছি তার জনাই এই ৬ষ্ঠ তপশীল ঐ কেন্দ্রীয় সবকার দিয়েছেন। এখনও করেন নি তবে করবেন কি না জানি না, ভবিষ্যতে করতে পারেন। কাজেই এই যে নির্বাচনী আতাত ৬ষ্ঠ তপশীল-এর জন্য কংগ্রেসও করেনি ওরাও করেনি এইটা হচ্ছে মিউচুয়েল বেনিফিট পারস্পরিক মিলনের মধ্য দিয়ে উভয়েই লাভটা তুলতে পারেন কি না তার জন্য মিউচুয়েল বেনিফিট। যাই হোক দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা এইটা পেয়েছি এবং এই বিল আমরা উপস্থিত করেছি হাউসে, আমি আশা করব যাতে নাকি সবাই মিলে আমরা এই বিলটাকে পাশ করাতে পারি। যাতে বর্তমানে যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট-কাউন্সিল একটা আছে সেটা বাতিল হয়ে যায় এবং কেন্দ্রের দেওয়া এই ৬ষ্ঠ তপশীল আইনটাকে যাতে চালু করা যায় তার জন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি এবং নির্বাচনও খুব তাড়াতাড়িই হবে, নির্বাচন করার জন্য আইন কানুন তৈরী করতে যত-টুকু সময় দরকার তার বেশী নেওয়া হবে না। কারণ সরকার খুবই আগ্রহী, এই ভেকুয়া-মটা আমরা রাখতে চাই না। ১লা এপ্রিল জেলা পরিষদটা ভেঙ্গে যাবে কাজেই অতি সত্বর যাতে ৬ষ্ঠ তপশীল-এর নির্বাচনটা হয় তার জন্য সরকার যথেষ্ট সক্রিয় থাকবেন। এই নির্বাচনে জানি না কংগ্রেস বন্ধুরা অংশ গ্রহন করবেন কি না, গতবারতো বয়কট করে-ছিলেন, আমরা চাইব এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বাতিল করে এখানে ৬ষ্ঠ তপশীল যাতে আমরা নির্বাচিত করতে পারি তার জন্য সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আমরা সহ-যোগিতা চাইব এবং ত্রিপুরায় যাতে শান্তি স্থাপন হয়, এর মধ্য দিয়ে কোন রকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য এই নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি হতে না পারে, তার জন্য সবাইর কাছে আমার আবেদন জানাচ্ছি। কারণ ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন করার কথা ছিল, কিন্তু সেই দাঙ্গার ফলে সেটাকে এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়ে-ছিল। কাজেই সেই ধরনের কোন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিৎ, এখানে যারা বিরোধী দলের আছেন কংগ্রেস (ই) হোক আর উপ-জাতি যুব সমিতিরই হোক এবং যারা এখানে নাই, বাহিরে আছেন সবার কাছে আমার আবেদন হচ্ছে যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনটা আমরা করতে পারি

তার জন্য আমি সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন রাখছি।

শ্রীদশরথ দেব :— ৩-বছরের উপর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কাজ করার পর এই প্রশ্ন আর উঠতে পারেনা। ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী, বাঙ্গালী এবং আরো যারা এথনিক গ্রুপ আছে তাদের মিলনের সেতু হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। যদি ঠিক মতন কাজ না করত তাহলে নির্বাচনের মধ্যে সেটা প্রমানিত হত। ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাকওয়ার্ড এসিয়াকে অগ্রসর করার জন্য এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য একটি খুব অনুন্নত জায়গা তাই এখানকার উন্নতির জন্য সকলকে হাত লাগাতে হবে। তাই আমি যে বিলটি এই হাউজে এনেছি সেটি স্বর্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে এবং কোন ডিসেট ভয়েস থাকবেনা এই আবেদন রেখে বিলটি উপস্থিত করে আমরা বক্তব্য শেষ করেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, আপনি আলোচনা করতে চানত আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটি কি ৪৯তম, না ৫১তম, না ৫৯তম, বুঝতে পারছিলনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই বলেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা করতে আহবান জানাচ্ছি। সম্পূর্ণ আলোচনা ১ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে, তাই সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউজের সামনে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল যেটা এনেছেন সেটাকে আমি পুরোপুরিভাবে সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলের জন্য ত্রিপুরার কি জাতি, কি উপ-জাতি সকলে সংগ্রাম করেছে যাতে করে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের অধিকার রক্ষিত হয় এবং যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য। তারা তাদের দীর্ঘদিনের লড়াইতে সফল হয়েছে। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধান সংশোধন হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে ৬ষ্ঠ তপশীল যেভাবে আছে সেভাবে দেওয়া হয়নি, একটু হেরফের করা হয়েছে। তারফলে ষ্টাট গভার্নমেন্টকে কিছু এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি অটোনমি দেওয়া হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কনস্টিটিউশানে আছে কোথাও রাজ্যের কোন আইন থাকলেও স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রের আইন বলবত হবে। তারজন্য রাজ্য সরকারের এই আইনকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস(ই) উপ-জাতি যুব সমিতি বার বার আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন যে ৬ষ্ঠ তপশীল তারা এনে দিয়েছেন। সেদিন অশোকবাবু বলেছেন যে এটা কং-

গ্রেস(ই) দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস(ই) এটা স্বাভাবিকভাবে করেনি। গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা কংগ্রেস(ই)র ইতিহাসে নেই। প্রত্যেক জায়গায় জনগণের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য তারা চেষ্টা করছে। মানুষকে ২য় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করার কাজে কংগ্রেস(ই) মেতে উঠেছে। এটা সেই ১৯৫০, বা ১৯৬০ বা ১৯৭০ নয়। এই যুগগুলি ভারতবর্ষের মানুষ যেমন পেরিয়ে এসেছে তেমনি ত্রিপুরার মানুষ পেরিয়ে এসেছে। শ্রীমতি গান্ধীর পাকে একবার ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। নাম্বুদ্রিপাদের মন্ত্রী সভাকে যেমন করে ভেঙ্গে দিয়েছিল তেমনি করে শ্রীমতি গান্ধী কাশ্মীরকে ভেঙ্গেছে। আজকে শ্রীমতি গান্ধীর তনয় বলছে এসব করবেনা। অন্ধ্রেও ত ভেঙ্গেছিল কিন্তু সেখান থেকে শ্রীমতি গান্ধীকে পিছু হটতে হয়েছিল। তারজন্য তাঁকে সেখানে আবার রামা রাওকে বসাতে হয়েছিল। ১৯৪৪ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আন্দোলন চলছিল কিন্তু ৬ষ্ঠ তপশীল সেদিন আনতে পারেনি। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৭ম তপশীল চালু করেছেন। ত্রিপুরার মানুষ তাদের সে দাবিকে এই বিধান সভায় এনেছেন। পাহাড়ী-বাঙ্গালী মিলে তাদের অধিকারকে এই বিধানসভায় পাশ করেছেন। আজকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ৬ষ্ঠ তপশীল দিতে হয়েছে। উপ-জাতি যুব সমিতি যেভাবে এসেছে বলে বলছে সেভাবে আসেনি। এরজন্য শুধু ত্রিপুরার উপ-জাতিরাই লড়াই করেননি, অ-উপ-জাতিরাও লড়াই করেছেন। জাতি, উপ-জাতির মধ্যে যদি সম্প্রীতি না থাকে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। এই ৬ষ্ঠ তপশীল জাতি-উপ-জাতির মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের কাজ করবে যেমন করে লড়াই করা হয়েছিল এটা আনার জন্য। আমি এখানে সকল দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি যাতে এই বিল পাশ করে জাতি-উপ-জাতির মধ্যে সম্প্রীতি সুদৃঢ় করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ৬ষ্ঠ তপশীল বিল এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি।

আজকে এই ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরাতে চালু হতে চলছে। কিন্তু আমি দেখছি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী উনার বক্তব্যে বলছেন যে, এই ৬ষ্ঠ তপশীল নাকি উহাদের আন্দোলনের ফসল এটা আমি মানতে পারিনা। কারন উপজাতিদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা সংবিধানে রয়েছে। আর, এই সংবিধান মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বা উনাদের দলের তৈরী নয়। উপজাতি জনসমাজের আশা আকাংকাকে বাস্তবে রুপ দেবার জন্য আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন। এবং তারই ফল হিসাবে তিনি

পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করেন যাতে করে ত্রিপুরায় এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা যায়। কিন্তু মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলেছেন যে, এটা ত্রিপুরাতে চালু করবার জন্য নাকি বহু আন্দোলন করেছেন। কিন্তু তাদের সে বক্তব্য ঠিক নয়। কারন তারা কোন দিনই ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করবার জন্য আন্দোলন করেননি। তারা আন্দোলন করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১৯৫০ সালের পর যে সকল বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন তাদের খেদাবার জন্য। মহারাজার আমলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙ্গালীদের মহারাজা সাদরেই এই রাজ্যে স্থান করে দিয়েছিলেন। কারন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ত্রিপুরাতে যদি পাহাড়ী বাঙ্গালী এক সঙ্গে বাস করেই একমাত্র ত্রিপুরার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু এই মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ তারা কালো পতাকা দেখিয়ে আন্দোলন করেছিলেন যাতে পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের যেন আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, এই বামফ্রন্ট লড়াই করেছে উপজাতি জন সমাজের জন্য নয়, ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালুর জন্য নয়, আসলে তাদের লড়াই হচ্ছে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য, কিন্তু তারা উপজাতিদের কি উন্নতি করেছেন? কোন উন্নতি হয়নি। আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৬১ইং সনে উপজাতিদের মধ্যে কৃষি মজুর ছিল শতকরা ৪ জন আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সে সংখ্যা বাড়িয়ে হয়েছে শতকরা ৩৪ জন। এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে উপজাতিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ক্ষমতায় এসে তারা উপজাতিদের জন্য উপজাতিদের উন্নতির জন্য কাজ করবে। কিন্তু তারা তাদের সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। কিন্তু প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মনে প্রানে উপজাতিদের উন্নতি করবার জন্য চাইতেন। তাই তিনি উপজাতিদের জন্য এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করবার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করেছেন। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছেন যে তারা নাকি ১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা ক্ষমতায় এসে উপজাতিদের জন্য যাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা হয় তারজন্য তারা কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। এবং উপজাতি জনগনের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্ম্মসূচী গ্রহন করবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য কর্ম্মসূচী নেবেন। কাজেই উনারা আজকে যে কথা বলছেন, সেটা ঠিক নয় এবং এভাবে এখানে অপপ্রচার করে একটা দলকে বিভ্রান্ত করা যায় না বা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা যায় না। আজকে এখানে আরও কতগুলি অসত্য ভাষণ দিয়ে গেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের পুর্ণ রাজ্য মর্য্যাদা পাওয়াটা নাকি ওদের সংগ্রামের ফসল। কোথায়, কে সংগ্রাম করেছে? কারোতো সংগ্রামের প্রয়োজন হয় নি। এখানে আরও

বলা হয়েছে কংগ্রেস নাকি ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছিল (এভয়েস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ -) অসত্য কথা বলবেন না, আমি আপনার আগেই এই রাজ্যে এসেছি, ১৯৫০ সনের আগ থেকেই আমি এই রাজ্যে আছি। সুতরাং ইতিহাস আমার জানা আছে, কংগ্রেসই ত্রিপুরাকে পুর্ণরাজ্যের মর্যাদা দিয়েছে, এতে আপনাদের কোন কারো সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয় নি। আর শুধু ত্রিপুরাই পুর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা পায় নি, সেই সংগে মনিপুর, হিমাচল প্রদেশ মেঘালয়ও পূর্ণরাজ্যের মর্য্যাদা পেয়েছে স্টেট রি-অর্গানিজেশান এ্যাক্ট অনুযায়ী। কংগ্রেস রিজিওনাল অটোনমিতে বিশ্বাস করে বলেই ত্রিপুরা এবং অন্যান্য রাজ্যকেও পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দিয়ে শায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়েছে। কাজেই আপনারা যে সব কথা বলছেন, সেগুলি আমরা মানি না। এখানেই এটার শেষ নয়, প্রয়োজন হলে অন্য রাজ্যকে কংগ্রেস স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেবে। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিল আনা হয়েছে, তার আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরাবাসী বা এই হাউসকে কংগ্রেস সম্পার্কে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন, আমি মনে করি উনাদের এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ঠিক হয় নি, কারণ যে কোন সময়ে মানুষ তার দাবী করতে পারে এবং সেই সব দাবী অনুযায়ী কংগ্রেস সরকার ধাপে ধাপে মানুষের আশা আকাঙ্কার রুপ দিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য কারো দাবী, আন্দোলন বা সংগ্রাম করার অপেক্ষা রাখে না, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে বিলটা এনেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বিলটা ৬ষ্ঠ তপশীল কার্যকরী করার জন্য এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত কথা বলেছেন, এটা শুধু অপ্রসঙ্গিকই নয়, নিজের বক্তব্য নিজেই খণ্ডন করেছেন, এখনি যে সমস্ত কথাবার্ত্তা তিনি বলেছেন যে ১৯৫৪ সন থেকে অর্থাত ৩০ বছর ধরে ওরা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী করে আসছিলেন। আবার মাঝে মাঝে জনসভায় একথাও বলেন যে শ্যামা চরণ ত্রিপুরার জন্মের বহু পূর্বেই তারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী করে আসছেন। মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় স্বাধীনতার পরে বহু দিন ধরে পার্লামেন্টের একজন মেম্বার হিসাবে কাজ করে এসেছেন, উনার পক্ষে ভারতের সংবিধান কবে রচনা করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে, এটা অজানা নয়, কিন্তু তা সত্বেও তিনি এসব বলছেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী তারিখে ভারতের পার্লামেন্টে এই সংবিধান গৃহীত হয় এবং সেই সংবিধান গৃহীত হওয়ার সংঙ্গে ৫ম তপশীল, ৬ষ্ঠ তপশীল ৭ম তপশীল প্রভৃতি এই সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই সংবিধান লেখার বা পাশ করার আগে এই সব তপশীলগুলির কোন প্রশ্নই আসে না। কাজেই আমার জন্মের

আগেই এই সব তপশীল সম্পর্কে যে সব দাবী, তা শুধু অবাস্তবই নয়, তা লোক হাসানোরও একটা ব্যাপার। তবে ১৯৫৪ সালে তারাএকটা দাবী করেছেন, সেটা রিজওন্যাল অটোনমি বা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী। কাজেই আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন আর অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইজ নট দি সেইম থিঙ্গ। এটা দাবী করেছিল, আমার যতদূর মনে পরে সেই এস, আর, সি, স্টেট রি-অর্গানিজেশান কমিশন যখন নাকি ত্রিপুরাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। তখন তারা এটা দাবী করেছিল যে ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে নয়, ত্রিপুরাকে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে এবং ত্রিপুরাকে স্বায়ত্ব শাসন দিতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের স্বায়ত্ব শাসন দিতে হবে, এটা ছিল ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে শায়ত্ব স্বাশানের দাবী। কাজেই রিজিওন্যাল অটোনমি আর অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে এক করে যারা জণগণ থেকে বাহাত্নরী পেতে চান, তাকে সত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? তারা হয়তো ভাবতে পারেন যে জনগণ কিছু জানেন না, তারা হয়তো ভাবতে পারেন জনগণ কিছু বুঝেন না, কাজেই যা ইচ্ছা তা বলা যাবে। কিন্তু আমরা জনগণকে এভাবে ধোঁকা দিতে পারি না। মাননীয় মন্ত্রী এক দিকে বলছেন, এটা কি যুব সমিতি এনেছেন? যুব সমিতি আনেন নি, আমরাই আন্দোলন করে, দাবী করে এনেছি। আবার পরমূহর্ত্তেই বলছেন, এই ৬ষ্ঠ তপশীল যদি যুব সমিতিই এনে থাকে, তাহলে সেটা কংগ্রেসের লেজ ধরে এনেছেন। স্যার, কি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য। আরে, আমরা যদি লেজ ধরে আনি বা মাথা ধরেই আনি, আমরা এনেছি তো। স্যার, এখানে প্রথম বিধান সভা গঠিত হবার পর, মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ বাবু বিদ্রুপ করে আমাদের বলেছিলেন, যাওনা তোমরা, ৬ষ্ঠ তপশীল ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে নিয়ে এসো। আমরা তো এনেছি, আমরা ১৭ই জুলাই দিল্লীতে গিয়ে সেই ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেছি, এবং ১৭ আগষ্ট পার্লামেন্টের সেটা পেশ করা হয়েছে, আমি জিজ্ঞাসা করি, তখন আপনাদের কি অবস্থা হয়েছিল? এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই সেই দিন কি কাজে দিল্লীতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি হরিনাথ বাবুকে বলেছিলেন, কিছু হবে না, আমরা প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আলাপ করেছি, উনি আমাদের বলে দিয়েছেন, বিল-টিল কিছু হয় নি। অর্থাৎ, তোমরা ফিরে যাও, আমাদের সেই দিন তারা হতাশাগ্রস্থ করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বিল যখন ১৭ই আগষ্ট পার্লামেন্টে পেশ করা হল বা পাশ করা হল, তারপর দশরথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মতামত কি? তিনি বলেছিলেন, অন্ততঃ পত্র-পত্রিকায় তিনি যেটা বলেছিলেন, সেটা হল পূজার আগেই এটাকে কার্য্যকর করতে হবে। স্যার, আমি আশ্চর্য হলাম, একজন ২০ বছর ধরে এম, পি, হিসাবে পার্লামেন্টে কাজ করেছেন,

নিশ্চয় আমাদের চাইতে উনার ভাল জানা আছে, তবুও উনি বললেন, না, এটাকে পূজার আগেই কার্য্যকর করতে হবে। স্যার, এটা কি সম্ভব ? এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করতে হবে, গেজেট নটিফিকেশান করতে হবে, ইলেকশান করতে হবে, এসব করার পরেই তো এটাকে এডাপ্টেড করা যাবে। তারপরেও উনি বলে গেলেন যে ১ মাসের মধ্যেই সেটাকে কার্যাকর করতে হবে, যেখানে নাকি বিলটা পাশ হয়েছে আগষ্টে, আর উনি কথাটা বললেন সেপ্টেম্বরে। স্যার, আরও আশ্চর্যের বিষয় যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার মতামত কি ? উনি তখন বললেন, বিলের ধারা না দেখে আমি এখুনি কিছু বলতে পারছি না। এটা তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, আমার কাছেও বলেছেন, আমি যখন আমার অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্য উনার কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মতামত কি ? তিনি আমাকে সরাসরি বলে দিলেন, ফিফ্টি সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটা তো ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে, ওটা না দেখে তিনি কিছু বলতে পারছেন না। তার মানে কি ? হি ওয়াজ নট হ্যাপি উইথ দি পাসিং অব দীস বিল। তিনি এই বিলটা পাশ হওয়ার জন্য অসুখী হলেন। তারপর দশরথ বাবু বললেন, টি, ইউ, জে, এস, ১৯৭৯ সালে যখন সি, পি, এমের সংগে বা বামফ্রন্টের সংগে এক মত হয়ে অবশ্য ৭ম তপশীল অনুযায়ী অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল পাশ হয়, তখন তারা প্রশ্ন উঠালো, দাবী করলো যে যুব সমিতি এটা এনেছে আর যুব সমিতি যদি এটা এনেই থাকে আমরা কেন ৭টা সীট পেলাম, আর উনারা কেন ২১টা সীট পেলেন। তারা আরও বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি নাকি আলাদা রাজ্যের দাবী করেছেন। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে ১৯৬৭ বা ১৯৭২ সালে আপনারা বিধান সভায় কয়টা সীট পেয়েছিলেন ? ১৯৭২ সালে তো স্টেট রি-অর্গানিজেশান এ্যাক্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেল। আপনারা কি দাবী করতে পেরেছেন যে, আপনারা পূর্ণ রাজ্যের দাবী করেছিলেন, বা পূর্ণ রাজ্য এনেছেন ? দাবী করাতো দূরের কথা, তখন তো আপনারা সংখ্যা গরিষ্ঠতাই পান নি। কাজেই এভাবে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা, বা জনগনকে বিভ্রান্ত করার যে প্রচেষ্টা, আমরা তাকে সমর্থন করতে পারি না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা ৬ষ্ঠ তপশীল এনেছি, এটা আমরা দাবী করি না, কিন্তু আমরা দাবী করি যে এটা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যারা নাকি অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সব দিক থেকে পশ্চাদপদ, তাদের উন্নতির জন্যই তিনি এটা দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। তাই আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে শত বার কেন, সহস্র বার শ্রদ্ধা করব।

মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এর পরেও ত্রিপুরার মানুষকে বিশ্বাসঘাতক বলে কি করে স্যার (ইন্টরোপশান) হাস্যধ্বনি ৭ম তপশীল মোতাবেক ডিস্ট্রিকট কাউনসিল বিল এনে গত ৩ বছর যাবত কাজ করা হচ্ছে এবং সেই জেলা পরিসদের মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চের পর শেষ হয়ে যাবে । আর এই জেলা পরিসদ এ'কয় বছর কি কাজ করেছেন? শুধু লাখ লাখ টাকা খরচা করছেন । স্যার, ১৯৮৪-৮৫ সালে বাজেট ১৬ কোটি টাকা বিধান সভায় পাশ করে দেওয়া হল । তখন উরা বলেছেন যে, না আমরা ১৬ কোটি টাকা খরচা করতে পারব না আমাদেব ১১ কোটি টাকাই দাও ভাই-তারপর ১১ কোটি টাকাই দেওয়া হল । কিন্তু শেষ পর্যান্ত দেখা গেল যে এ' ১১ কোটি টাকাও খরচা করতে পারলেন না । আজকে আমরা কি দেখছি ? আমরা দেখছি যে ডেইলী দেশের কথা দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পন, এই সব পত্রিকা আপনারা লক্ষ্য করুন — সেখানে দেখতে পাবেন যে বিরাট বিরাট এডভার্টাইজমেণ্ট ছাপছে এবং তার জন্য প্রতিদিন ২ হাজার ৩ হাজার টাকা খরচা করা হচ্ছে — এইগুলি কি অপচয় নয় ? স্যার, উনারা আসলে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জন্য কিছুই করছেন না আমরা এই বিধান সভায় যে সব টাকা আমরা পাশ করে দিই সেই সব টাকা দিয়ে উনারা শুধু উপজাতি যুব সমিতির বিরোদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের কেডার পোষার জন্য সেই সব টাকা খরচা করছেন শুধু দলীয় রাজনীতি জোরদার করার জন্য । কাজেই আগামী দিনে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতামেক যে জেলা পরিসদ গঠন করা হবে তাতে ত্রিপুরার সমগ্র উপজাতির স্বার্থেই কাজ করা হবে এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে বিলটি আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি,— ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ স্থাপন করার জনা যে আইন চালু করার প্রস্তাব আনা হয়েছে তার জন্য আমি এটাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি । মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয় আমরা যখন আন্দোলন করি তখন এই হাউসে যারা আজকে আছেন তার মধ্যে অনেকের জন্মই হয় নাই । আমরা ত্রিপুরার মানুষের অধিকারের জন্য ত্রিপুরার মানুষের শিক্ষার জন্য ত্রিপুরার মানুষের জন্য শান্তি চেয়েছিলাম, ত্রিপুরার মানুষের জন্য গনতন্ত্র চেয়েছিলাম তখন অনেকের জন্মই হয় নাই । তারপর এই ভাবে যখন আন্দোলন করে ধাপে ধাপে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন বুর্জোয়া মানসিকতার কিছু লোক আমাদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিল যে কথা আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু বললেন যে আমরা নাকি মানুষ খুন করি । কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাস করি যে, আমাদের উপর যেভাবে পুলিশ দিয়ে মিলিটারী দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল সেদিন

আমাদের সাহায্যের জন্য ত্রিপুরার মানুষ এগিয়ে এসেছিল সেই ইতিহাস আমরা জানি (ইন্টারাপশান) কাজেই সেই দিক থেকে যদি কেউ সেদিন ত্রিপুরার মানুষের জন্য আন্দোলন করে থাকেন তাহলে একমাত্র আমাদের এই গন সংগঠন অর্থাৎ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিই এই সব আন্দোলন করেছে (ইন্টারাপশান) সেই দিক থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উঁদের হটিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন ত্রিপুরায় আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন-এর জন্য আন্দোলন করেছিলাম তখনও কংগ্রেস থেকে বিরোধিতা করা হয়েছিল। আমরা যখন স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন পাশ করতে গেলাম তখন উঁরা 'আমরা বাঙ্গালী'দের দিয়ে আন্দোলন করিয়েছিল। বলেছিল, আমরা জেলা পরিষদ দেব না আমরা এর জন্য রক্ত দেব তবু জেলা পরিষদ হতে দেব না। তার জন্য তারা চেষ্টা করেছেন, তারা মানুষ খুন করেছে। এমনি করে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরন করার চেষ্টা করেছে। আর আজকে আমরা দেখছি, এর সংগে এই টি, ইউ, জে, এস, ও তাদের সংগে যোগ দিচ্ছে (ইন্টারাপশান) তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের কোন সিট নাই। আর তাঁরা বলছেন যে, এই জেলা পরিষদ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছেন, সেই কথা ঠিক নয়। আমরা এই বিধানসভায় বিল পাশ করে দিল্লীতে পাঠিয়েছি অনুমোদনের জন্য তারপর শ্রীমতী গান্ধী বাধ্য হয়ে সেটাতে অনুমোদন দিয়েছেন।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আগামী দিনে ত্রিপুরার এই যে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ চালু হতে চলছে তার দ্বারা ত্রিপুরা উপজাতিদের উন্নতি হবে এই আসা রেখে জেলা পরিষদ আইনকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার "দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউনসিল (বিনিল) বিল, '৮৫" এখানে এনেছেন এবং এই সম্পর্কে আমাদের মানননীয় মন্ত্রী যে ভাষণ পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, ত্রিপুরায় উপজাতিদের জন্য একমাত্র দরদী হচ্ছেন উনারাই। আর কেউই উপজাতিদের ভালবাসে না। বিগত ৭ বছর যাবত ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের নিয়ে উনারা রাজনৈতিক খেলা খেলছেন এই কথা আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু ডেপুটি চীফ মিনিষ্টারকে বলেছেন। '৭১ সালে আমাদের মাননীয় সদস্য সমর বাবু সোনামুড়া এস, ডি, ও, র অফিস ঘেরাও করার জন্য ট্রাইবেলদের উসকানী দিতে যায়। তখন ট্রাইবেলরা উনাকে বলে যে, কংগ্রেসতো আমাদের অনাহারে রাখছে না, আমরা কেন তাদের বিরোদ্ধে আন্দোলন করতে যাব? তারপর অনেক চেষ্টা করে ৫মাইল ৭মাইল

ঘুরে তোমাদের জি, আর এর টাকা পাইয়ে দেব এই সব বলে তাদের নিয়ে এসে এস,ডি,ও,র চেম্বারে ঢুকে কাগজ-পত্র ছিড়ে দিল, আর পরে যখন পুলিশ আসল তখন সমর বাবু পালিয়ে গেলেন।

এই ভাবেই সমরবাবু ভেলকি দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই ভাবে ট্রাইবেলদের কারা হেয় প্রতিপন্ন করেছে, কারা ট্রাইবেলদের বঞ্চিত করেছে ? কংগ্রেস সরকারের আমলে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা সম্প্রীতি ছিল, এই সম্প্রীতি কারা বিনষ্ট করেছে ? মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আপনারাই এই সমস্ত করেছেন। আজকে উনারা দরদ দেখিয়ে বলছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে তারিফ করে সিকস্ সিডিউাল্ড এনেছেন। এটা সত্য যে উপজাতি যুব সমিতির সরকারে না থাকলেও কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে চেষ্টা করেছেন এই সিকস্ সিডিউাল্ড আনার জন্য। ত্রিপুরাতে দরদ দেখাবার জন্য ট্রাইবেলদের কাছে গিয়ে মার্কস্‌বাদী মাকর্সিষ্টরা ট্রাইবেলদের সঙ্গে নিয়ে বলল আমাদের সঙ্গে' ইনক্লাব বলো' তোমাদের সব কিছু এনে দেব, কিন্তু এখন বলেছেন যে আন্দোলন করে এনেছেন। আপনারা যে বামফ্রন্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে এনেছেন তার জন্য কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গলা টিপ দিয়ে ধরেছিলেন যে, আপনাদের দয়া করে দিয়ে দিয়েছেন ? তা তো হয় না, ও সাহস নেই। ওটা দিল্লী আর এটা ত্রিপুরা, আপনি ইচ্ছা করলে হেটে চলে যেতে পারবেন না, এরোপ্লেনে গেলে বহু গাড়ি লাগবে, এটা আপনাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। এতএব আমাদের বক্তব্য আমরা পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের উন্নতি কামনা করি। কংগ্রেস যখন রাজত্ব করেছিলেন তখন তাঁদের গোলাভরা ধান ছিল, আজকে তাঁদের গোলা ভরা ধান নেই কেন, জবাব দিতে পারবেন ? আজকে আপনারা ওদেরকে আজা করে ধরে রেখে পেছনে ঠেলে দিয়েছেন। তাঁরা আগে কৃষি জমি করে খেত কিন্তু আজকে আপনারা তাঁদের এই জাতির সাঙ্গ লাগিয়ে দিয়ে, ঐ জাতির সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে মুনাফা লুটবার যে একটা চক্রান্ত করে এসেছেন। আমি আশা করবো তার জন্য সমস্ত উপজাতি ভাইরা আগামী নির্বাচনে আপনাদেরকে তারা বঞ্চিত করবে, আর ভোট দেবে না, এটা বুঝতে হবে, মানুষকে বুঝতে হবে কেন আপনারা এই ভাবে প্রবঞ্চনা করে এই উপজাতিদের পিছিয়ে দিয়েছেন, এগিয়ে নিতে চান না। কোন দিন এই চক্রান্ত করবার চেষ্টা করবেন না। এটা ১৯৫১-৫২ সালে আমরা লক্ষ্য করেছি মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে আপনি উপজাতির নাম বলে, আপনি একজন ট্রাইবেল হয়ে ঐ দিন ইণ্ডিয়ান পলিসিতে বাংলা দেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে যখন রিফিউজী আন্দোলন হচ্ছিল উনারা বিরোধীতা করেছেন, উনারা রিফিউজীদের ঢুকতে দিতে চান নি। তাই মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা রিফিউজী হয়েছিলেন না ? নাহলে আপনারা কোথায় অন্ন পেতেন যদি কংগ্রেস সরকার আপনাদের স্থান না

দিত আজকে তাহলে কোথায় সদস্য হতেন ? আজকে তাদের সমর্থন করে আপনারা মুনাফা লুটছেন তাই প্রত্যেক জনসাধারনকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। একটি জাতিকে হাতে নিয়ে মুনাফা লুটছেন অন্যদিকে আর একটি জাতিকে খুন করে শেষ করছেন। আমরা দেখেছি ১৯৫২ সালে পাহাড়ে পাহাড়ে মানুষের হাহাকার, এটা কারা করেছেন ? কে কখন মাতৃ স্নেহে পাহাড়ে পাহাড়ে কারা ঘুরেছেন তা আমাদের ধারনা আছে, আপনাদের গণমুক্তি পরিষদ। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি ট্রাইবেলদের নামে আপনারা মুনাফা লুটছেন, ওরা সহজ, সরল মানুষ, ওদেরকে বুঝাতে নাকি আপনাদের খুবই সুবিধা। উন্নয়ন-মূলকের কথা বলে প্রবঞ্চনা দিয়ে বাঙ্গালীদের বুঝাতে পারবেন না তাই ট্রাইবেলদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আমরা ট্রাইবেলদের উন্নতি চাই, তাদের শিক্ষিত হতে হবে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের সমস্ত কিছু পেতে হবে। আমাদের বক্তব্য এখানে যে, আমরা যখন ক্ষেতে পাই, ভারতবর্ষের যত জাতি থাকুক প্রত্যেক জাতিকে দিতে হবে, যারা পিছিয়ে আছে তাদের উঠাতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি, আপনারা উপজাতিদের নিয়ে আলাদা মিটিং করেন জায়গায় জায়গায়, জায়গায় জায়গায় মুসলমানদের নিয়ে আলাদা মিটিং করেন, জায়গায় জায়গায় হিন্দু বাঙ্গালীদের নিয়ে আলাদা মিটিং করেন। কেন স্মরন নেই ? চিফমিনিস্টার নৃপেন বাবু, উদয়পুর রমেশ হাই স্কুলের হল ঘরে মুসলিমদের নিয়ে মিটিং ডেকেছিলেন, নিশ্চয়ই মুসলিম ভাইরা উত্তর দিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের মুসলিমদের নিয়ে কোন মিটিং করবেন না, আপনি এখান থেকে চলে যান। এইভাবে গোপনে গোপনে জায়গায় জায়গায় আপনারা জাতিদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করছেন, এটা তো পরিস্কার হয়েছে ত্রিপুরা বাসীর কাছে।

(রেড লাইট)

আমি আর একটা কথা বলবো স্যার, ৬ষ্ঠ তপশীলের যে এরিয়া সেই এরিয়া সম্পর্কে আমি বলব এটার মধ্যে বিরোধ নেই। এই সম্পর্কে আমার একটা কথা আছে, আমি শুনেছি, জানি না কোন নির্দিষ্ট পয়েন্ট আমি দিতে পারবো না, মাননীয় সদস্যরা দিতে পারেন, যেখানে ৬ষ্ঠ তপশীল নিয়ে তাদের উন্নতি, তাই যাতে এখানে কোন কেঁউয়াস সৃষ্টি না হয় সেই জন্য একটা জিনিষ চিন্তা করতে হবে এই সিকস্ সিডিউ্য-এর মাধ্যমে যে এরিয়াটা আছে সেখানে যদি যেখানে ট্রাইবেলরা সংখ্যালঘু আছে সেটাকে টারগেট করে এবং যেখানে বাঙ্গালী রেজরিটি আছে সেটাকে যদি টারগেট করে নেওয়া হয়, এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা, থ্রি মিনিটস টাইম।

শ্রীজহর সাহা :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ৬ষ্ঠ তপশীল

নিয়ে যে বিল এনেছেন আমি উনার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বিল তুলতে গিয়ে উনি যে কিছু কথা বলেছেন আমার মনে হয় সেটা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। আমার বক্তব্য আমি সংক্ষিপ্ত আকারে রাখতে চাই। ত্রিপুরাতে আমদের অনেক আন্দোলন হয়েছে সিকস্ সিডিউ্যডের জন্য। মাননীয় মন্ত্রী যে সব তথ্য এখানে পেশ করতে চেয়েছেন সেটা শুধু এই হাউসকে বিভ্রান্ত করা নয়, এটা ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করার একটা অপচেষ্টা।

কারণ আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস আমলে বিগত নির্বাচন গুলিতে যখন কোন সর্বভারতীয় নেতা ত্রিপুরাতে এসেছেন তারা পরিস্কার ভাষায় ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালুর ব্যপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষনা করেছেন। তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতিকে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়াকিবহাল করাতে ৬ষ্ঠ তপশীল আনাটা এত ত্বরান্বিত হয়েছে। এইটা অভিনন্দন যোগ্য। আমরা এই কথাটা চেপে যাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে, বর্তমানে যে ৭ম তপশীল চালু আছে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল সম্পর্কে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমি বলতে চাই উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের নাম করে কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হচ্ছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হয়েছে। অমরপুরেও বন্যা হয়েছে। সেই বন্যা এলাকাগুলি পরিদর্শন করার জন্য ....

....

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, এইটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এ, ডি, সির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে, এ, ডি, সির মেম্বারদের বিরুদ্ধে তাদের অনুপস্থিতিতে যে সব বস্তা পচা কথা কথা উপস্থিত করা হচ্ছে, আমি অনুরোধ করব এইগুলি অ্যাক্সপানজ করা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার এই বক্তব্য অ্যাক্সপানজড করা হবে। যারা অ্যাবসেন্ট তাদের সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন না। আপনি বিলের উপর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীজহর সাহা :— আমি হাউসের দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে উপজাতিদের উন্নয়নের নাম করে এই টাকাটা আত্মসাৎ করবেন আর আমরা তা বলতে পারবনা ? আলোচনার বিষয়বস্তু কি উনারাই ঠিক করে দেবেন ? আর ওনারা যেটা ঠিক করে দেবেন সেটাই কি আমাদের বলতে হবে ? মাননীয় ডেপুটি স্যার, এর প্রটাক্শান চাই। উপজাতি উন্নয়নের নাম করে * * * Expunged as Ordered by the clair.

টাকাটা এইভাবে আত্মসাৎ করেছেন, টাকাটা এইভাবে গায়েব করেছেন আর এই কথা হাউসে বলার অধিকার থাকবেনা। তাহলে হাউস কিসের জন্য

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আশা করবো আগামীদিনে কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করে আজকে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর আশা-আকাংখ্যা সেটা ত্রিপুরাতে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আমরা আশা করব বিগত দিনের মত যা'তে উপজাতিদের উন্নয়নের নাম করে যে অর্থ অপচয় হয়েছে সেগুলিকে আগামীদিনে ঠিকমত বন্ধ করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদারকির মাধ্যমে এবং রাজ্যপালের মাধ্যমে হাউসের মধ্যে বর্তমানে যে প্রস্তাবটা হয়েছে আমি আশা করব যখন কেউ অনুপস্থিত থাকে, উন্নয়নের নামে যখন আমরা আলোচনা করব, সমস্ত কিছুই আলোচনা করতে পারব। কাজেই আমি আবেদন রাখব, এটা যাতে অ্যাক্সপানজড না করা হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— আমার একটু বক্তব্য আছে স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইখানে যে কথাটা উল্লেখ করেছেন হাউসে উপস্থিত না থাকলে তাদের সম্পর্কে যাতে কোন বক্তব্য না রাখা হয়। আমি এর সঙ্গে এও আবেদন করছি যে অতীতে বিভিন্ন দলের সদস্যরা না থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে অতীতে যে কথা বলা হয়েছে সেইগুলিও যাতে আাক্সপানজ করা হয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, বাইরের একটা সদস্য সম্পর্কে বলা এক জিনিস আর করাপশান চার্জ লেবেল করা আর এক জিনিস। এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত যখন আলোচনা করা হয়, পঞ্চায়েতে ওদুর্নীতি সম্পর্কে তখন পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তারাও ত ইলেকটেড। তাদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারব এ, ডি, সি, সম্পর্কে বলতে পারবনা ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার পার্টিকুলার একটা করাপশান চারজ লেবেল করা এক জিনিস, অর জেনারেল বক্তব্য, রাখা আর এক জিনিস।

মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সম্পর্কে বিল এনেছেন এইটাতে আমি আনন্দিত। কেননা একটা মৃতদেহের সৎকার হওয়া উচিত। যে ৭ম তপশীল চলেছে তা মৃতদেহ

ছাড়া কিছুই ছিলনা, কোন প্রানের স্পন্দন ছিলনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই মৃতদেহের জন্য আমরা তার জামা, তার প্যান্ট, তার জুতো তার ডিস্‌কো প্যান্ট এইসব ধরার জন্য বাজেট করার কোন অর্থ নাই। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা খুব আনন্দের কথা এই মৃতদেহের সংকার হতে চলেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটাও আনন্দের কথা যে ৬ষ্ঠ তপশীল আজকে ত্রিপুরায় চালু হতে যাচ্ছে, সেটা ১৭ই আগষ্ট ১৯৮৪ইং সনে পার্লামেন্ট অধিবেশনে পেশ করা হয়েছিল। চালু করতে গেলে এখন মৃতদেহকে সরিয়ে ফেলা উচিৎ। কাজেই দুই দিক থেকেই উপজাতিরা লাভবান হয়েছেন, ত্রিপুরার সাধারন মানুষও লাভবান হয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা বরাবর ইতিহাসের চিত্র যে, গত যুব সমিতির জন্মের আগে রাজ্যের মানুষ এবং ত্রিপুরার বাইরে তথা ভারতের অনা প্রদেশের একটি মানুষও এখানকার উপজাতিরা অসম প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এই সম্পর্কে কেউ জানতনা। তখন এই সম্পর্ক কেউ তুলে ধরেনি। তাদের যে অর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতা তারা অতি শোচনীয়ভাবে তারা হেরে যাচ্ছিল। তাদের কি সংস্কৃতি, কি অর্থ নৈতিক ব্যাপার, কি সমাজ, প্রত্যেকটা ধ্বংসের পথে চলছে তাকে লক্ষ্য করা দরকার। এইটা একমাত্র জানতে পেরেছিল যখন উপজাতি যুবসমিতি জন্ম লাভ করল ১৯৬৭ সন থেকে। উপজাতিদের স্বার্থের জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। তখন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই উপজাতিদের যে সমস্যা তা ভারতবর্ষে এবং রাজ্যে রাজ্যে গুরুত্ব পেয়ে আসছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই বামফ্রন্ট সরকারের আজকে এখানে যারা নেতারা আছেন, যারা মিত্রনতন্ত্রেতে আছেন তারা আজকে গর্ব করছেন, আমরা উপজাতিদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছিলাম। আমাদের আন্দোলনের ফলেই এটা এসেছে। এইসব কথা তারা বলে গর্ব করছেন। ১দিন উনারা বলেছিলেন উপজাতি যুব সমিতিরা ৬ষ্ঠ তপশীল দাবী করছে। তারা যেখানে নিজেরা কিছুই করতে পারেনা, তারা ৬ষ্ঠ তপশীল দাবী করছে, এইভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত। উপজাতি যুব সমিতি সবসময় দাবী করে আসত কিন্তু আমাদের এই দাবী তারা বিরোধীতা করে আসত। ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীতে আমরা আন্দোলন করেছি। যার জন্য যুব সমিতিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আমরা যুব সমিতি এই আন্দোলনকে এত ব্যাপকভাবে নিয়েছি যার ফলস্বরূপ আজকে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজনৈতিক দলই এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল বাবু বলেছেন যে, ৬ষ্ঠ তপশীল-এর সুনির্দিষ্ট দাবীটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল একমাত্র উপজাতি যুবসমিতি। এইটা ঠিক।

১৯৮২ সনে যখন বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে তখনই শ্রীমতি গান্ধী বলেছিলেন যে হাজার হাজার বৎসর ধরে অপেক্ষা করে এসেছিলেন, যারা এককালে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন পরে তারা ২৯ পারসেন্ট হয়ে গেছে তাদের জন্য নিশ্চয়ই আমাদের কিছু করতে হবে। কেউ যদি নাও করে অন্ততঃ কংগ্রেসকে করতে হবে। এই ব্যাপারে সেদিন তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন যে. এইভাবে সেখানে সেদিন আমাদের একটা নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছিল, তারপর ১৯৮৪ সালে যখন আমরা গেলাম তখন মিসেস গান্ধী নিজেই বলেছেন যে. এবারএইটাকে করতে হবে, তাই ১৭ই আগষ্ট তারিখ হাউসে বিলটা তোলা হয়, তখন আমরা পার্লামেন্টে ছিলাম এবং দেখলাম যে সেখানে সেদিন আমাদের ত্রিপুরার যে দুই জন জন প্রতিনিধি আছেন তাদের একজনও সেখানে উপস্থিত নাই। ত্রিপুরার জনগনের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করবেন কি, ওনারা হাউস বয়কট করে ত্রিপুরাতে চলে আসলেন। এসে যখন আমরা তাদের খোঁজ নিলাম তখন দেখা গেল এই বাজুবাং রিয়াং কি করে বি. ডি, সি, গুলিকে দখল করা যায় তার জন্য অনেক টাকার বস্তা নিয়ে উপজাতি যুব সমিতির প্রধানদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, এই ছিল তাদের কাজ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা সেদিন জুলাই মাসে সেখানে একটানা বৈঠক করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তার পর এই বিলটাকে তৈরী করে হাউসে পেশ করা হয়, এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে, আমরা তখন দিল্লীতে কেন্দ্রের সঙ্গে একটানা বৈঠক করে যাচ্ছিলাম। কাজেই এইটা একদিকে উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলন তাদের একটা রাজ নৈতিক প্রচেষ্টা, আর অন্য দিকে কংগ্রেসের যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী তাঁর আন্তরিক চেষ্টা পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের কে ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :-- এইটা ছিল পদক্ষেপ, আর আজ সেই পদক্ষেপ হিসাবেই ত্রিপুরাতে এই ৬ষ্ঠ তপশীল এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আজকে ৭ম তপশীল যেটা রাজ্য সরকার তৈরী করেছিলেন শুধুমাত্র দলবাজীর জন্য, দলের সংগঠনকে বৃদ্ধি করার জন্য, মৃত ব্যক্তির নামে বাজেট করে তারা যেভাবে চলছিলেন সেটার সৎকার হওয়ায় আমি আনন্দ প্রকাশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত ৬ষ্ঠ তপশীল বিলটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন, করছি এবং তার সমর্থনে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই। এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই বিলের

উপকারীতা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে আমি একমত, এইটা ঠিক যে এই ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যকরী হলে পরে ত্রিপুরার জাতি উপজাতির ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে এই কারণে যে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি সুদীর্ঘকাল ধরে এই দাবীর জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। এইটা ঠিক যে, কোন নেতৃত্বে ছাড়া কোন সংগ্রাম দীর্ঘ কাল ধরে চলতে পারে না এবং এই প্রথম মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তথা বামফ্রন্ট এই রাজ্যের দীর্ঘ কাল ধরে উপজাতি জনগনের এই অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে আসছেন। এইটাকে খণ্ডন করার জন্য মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কোথাকার ৫০ সালে মৃত দেহের হাড়গুলি না কি পাহাড়ের মধ্যে পাওয়া যাবে, যদি তারা লুকিয়ে রেখে থাকেন তাহলে পেতে পারেন, তাদেরই জানা আছে এই সম্পর্কে, আমাদের জানা নাই, ওরা এইটাকে বের করতে পারেন। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন লড়াই করেতো এইটা আনা হয়নি, দয়াব দান হিসাবে উপজাতিরা এইটা পেয়েছেন। আমরা এইটা বিশ্বাস করি না, কারণ ভারতবর্ষে স্বাধীন হয়েছে যেভাবে আত্মবলী দানের মাধ্যমে, আবার স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ যখন ধনীর শ্রেনীর শাসন ক্ষমতায় এসেছে তখন শুধু উপজাতি কেন সর্ব্বশ্রেনীর মানুষ তাদের সব অধিকার আদায় করেছেন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। আজকে অবশ্য সুধীর বাবু এই ৬ষ্ঠ তপশীল আসাতে খুশী হয়েছেন, কিন্তু এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হোক এইটা ওরা চায় নি, ৭ম তপশীল যখন চালু হয়েছিল তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করে জনতা সরকার এসেছিল বলেই এই বিলটা সেদিন পাশ হয়েছিল। দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরার উপজাতিদের সব গুলি অধিকারকে একটা একটা করে কেটে নসাৎ করে দিয়ে আসছিল, সুখময় বাবুর আমলে শেষ বারের মত আক্রমন এল মহারাজার আমলে যে রিজার্ভ অঞ্চলটুকু ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হল এই হচ্ছে ত্রিপুরা উপজাতি জনগনের উপর তাদের আক্রমনের ইতিহাস। আমি বলতে চাই, এখানে যে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হতে যাচ্ছে এইটা চালু হলে ত্রিপুরার উপজাতি জনগনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়েছিল সেই সংগ্রাম ফলবতী হবে এবং এর জন্য যদি গৌরবের অধিকারী কেউ হয়ে থাকে তাহলে সেই গৌরবএর, অধিকারী ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ। উপজাতি বন্ধুরা এইটা নিয়ে বলতে চেয়েছেন যে প্রয়াত শ্রীমতি গান্ধী বা কংগ্রেস দল এইটা দিয়েছে। এইটা যদি বলেন তাহলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সংগ্রামের কোন মূল্য নাই এইটাই বুঝতে চাইছেন তিনি। এইটা দিল্লীর আলোচনার মাধ্যমে হয়নি, হয়েছে জনগনের সংগ্রামের ফলে, আর তার জনাই ধনীক শ্রেনীর আতে ঘা লেগেছে, তার জনাই তারা এইটার বিকৃত ব্যখ্যা করতে চান।

আসলে ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল ও ৭ম তপশীল প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে যাদের দুঃখে তারা লিপ্ত হয়েছে তারা হচ্ছেই শ্রমিক, তাদের মজুরীর কথা এরা অস্বীকার করতে পারেনা, কারণ তাহলে যে শ্রমিকরা তাদের চিনে ফেলবেন, তাই একদিকে সমর্থন করবেন আবার অন্য দিকে বিরোধীতাও করবেন। আসলে বিরোধীতা করাই তাদের উদ্দেশ্য। এই ৬ষ্ঠ তপশীলকে চালু না করে উপায় ছিলনা বলেই কেন্দ্রীয় সরকার আজ এটা মেনে নিয়েছেন, যদি মেনে না নিতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে লড়াই হত এইটা সবাই জানেন। কারণ আজকে কংগ্রেস (ই) দলের সঙ্গে একজনও বঞ্চিত উপজাতি জনগণ নাই, একজনও গরীব মানুষ নাই। তাই তারা বাধ্য হয়ে মুখ রক্ষার জন্য এইটা মেনে নিয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই এই রাজ্যে যে কোন ধরনের সরকার এসে যাতে এইটাকে ভেঙ্গে দেওয়ার কোন ক্ষমতা না থাকে তার জন্য পার্লামেন্টের উপর যাতে তার সমস্ত ক্ষমতা বর্তায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এখানে ৭ম তপশীল চালু রাখা সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ তপশীল প্রয়োগ করার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলাম এবং এই বিধান সভার মধ্যে বার বার তার জন্য প্রস্তাব হয়েছিল এবং তার জন্য ত্রিপুরার সমস্ত জাতি উপজাতি সমর্থনও ছিল, তখন কিন্তু তারা এইটাকে সমর্থন করেন নি। যারা এই পার্লামেন্টারী ইলেকশানে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের দেওয়ালের লেখন এখনও আছে। তাতে লেখা আছে গত ৮০ সনের লোকসভা নির্বাচনে তাদের যা কথা ছিল, যদি আমরা জয়যুক্ত হই তাহলে ৬ষ্ঠ তপশীল বাতিল করার চেষ্টা করব। ৭ম তপশীল বাতিল করার চেষ্টা করা যাবে। যাই হোক আমি আশা করব মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী যে বিলটা এনেছেন এইটা শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় সারা ভারতবর্ষের নিপিড়িত উপজাতি পিছিয়ে পড়া গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এইটা গৌরবের, কাজেই বিলটাকে সমর্থন জানাবেন, আমি আশা করব এই বিলটাকে হাউস সর্ব সম্মতিক্রমে সমর্থন করে ত্রিপুরারা গণতান্ত্রিক মানুষের গৌরব বৃদ্ধি করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, মাননীয় সদস্য আমাদের সময় খুব কম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমাদের আর কয়টা বিল আছে এবং এইটার উপর বক্তা কতজন আছে ?

মিঃ স্পীকার :—আরও দুইটা বিল আমাদের আছে, আর বক্তা আরও চার জন আছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—তাহলেতো ৫টার মধ্যে একটাই শেষ হবে না।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটু বলার আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমারও একটু বলার আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

কক বরক

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—তিনি অর' যে, ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউনসিলনি (রিপিল) কক সালায় জাকমানি। দীর্ঘ ৩ বৎসর তৈয়াই জে, জগন্নাথ ইয়াক কীরাই উপজাতিরগন পুজিরাই তঙমানি আব' তিনি ইয়াক্ গীনাঙ অংসিনায়। তিনি আর সানা নাঙগ মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী জে, কলক্‌মা খলাই কক্ কলক্ সাঅই উপজাতিবগনি বাগীই ষষ্ঠ তপশীল চুঙ সে তুবুঅ হনায়। অ কক্ জনসাধারনন বুজকনা নায়মানি অকক্ একেবারে তাতাল কক্। তাম আংগাই উপমুখ্যমন্ত্রী কলকমা খয় কক্ সাঅই অ হাউস 'জনসাধারনন' বিশেষ খাই বুজকনা নায়মানি আব জেতয় ফান বঙ রীনানি থাঙতঙ আব বাই তাই বখা কচমলায়লিয়া। তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীন সঙনা নায়' ষষ্ঠ তপশীলনী বাগয় বরগ বুফুরত আন্দোলন খীলায়মানি তঙ। তাইব' সঙনা নায়' দীর্ঘ ৩০ বৎসর চঙ আন্দোলন খীলাব ফাইকা হানয় সাঅ। ৩০ বৎসর সি, পি আই (এম) সিমি ষষ্ঠ তপশীলনি বাগই কক থাইসা ফান সায়া। ৩০ বৎসরনি সিমি আন্দোলন খীলাই ফাইকাই আফুরন আব মানখামু। উপ-মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ঠ সাঅ ষষ্ঠ তপশীল যুবসমিতি তাই কংগ্রেস (আই) তুবুমানিয়া। আব' চাঙ সি, পি, আই (এম) বগ গ্রাম গ্রাম পোষ্টার কাইসা কাইসা খীলাই ৩০ লক্ষ পোষ্টার টাঙিয়ায়সে ইন্দিরা গান্ধীনব—

বহবায়সে, গ্রাম গ্রাম চাঙ সাঅয়সে আংগ মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বিশেষ খীলাই যাবা সি, পি, এম সদস্যরগ যাবা কাংসা পোষ্টার সাঅয় চরপসা ঘয় ৬ষ্ঠ তপশীল ফাইকা দিনকে ৩০ বৎসর তামংগয় আচুগ তঙনা নাঙনা ? চাঙও আফুক এম, এল-এ বুয়া মন্ত্রী বুয়া কুচুবযা নরগন' জতন বিলে। চিনি বুমা বুফা জতন' সি, পি, এম, খলাইঅ। সি, পি, এম খীলাইঅ চিনি ত্রিপরা সারগানি আশা ভরসা খলয়মানি তিনি ত্রিপরা সারগনি উন্নতি আঙনায় কেব জতন চায়া নঙয়া গীয় মাইচুলয় খীচুলয় খগজে বচুলায় অচায় সনায়। ১৯৭৮ সাল' যুবসমিতি ইয়াগরি নায়মানিলে চেকে চেকে উঙ থাংবায়খা। কিসা কান কীবয় খা। উপমুখ্যমন্ত্রী সভতিনি সি, পি, এম, বেগা উপজাতিগা বানদি বানদি আব বীজায়সে কাইদি সাচাইয়ান হনমানিসে আব তাই আচায়লিয়া। মাননীয় স্পীকার নাইদি অব ষষ্ঠ তপশীল নির্বাচন বসাকাঙগ ফাইকা আফুক ত্রিপুরা রাজ্যঅ একটা দাঙ্গা ফানাগায় রানা নাইঅ। সি, পি, এমনি গত ১৫ মার্চ তারিখনি সিমি ই তৃতীয় বিধানসভা আলোচনা আঙমনি প্রতিটি কক্ উসকানি মূলক ছাড়া অন্য কক্ করয়। উপজাতি যুবসমিতি দাঙ্গা ঘায় ববখ টি, এন, বি, খায় 'অমুক খয়। চিনি বিনন্দ সংখায় কাহাম বরগ ওঙমানি। চাঙ সঙনা নায় বিনন্দ সঙন' ষষ্ঠ তপশীল রীমনি আন্দোলন খয় থয়না হানয়দা ? থয়না হনায়দা থয়না হনয়সে দাবি--

খীলাইমানি অাংসিঅ। বিনন্দন কাইসা সিমি সে লুগ। লণ্ডন ফেরত অাংগাই কাইসা কাইসা নেতা অাংগ। জাতিবন্ধু লণ্ডন ফেরত। তাই কাইসা আমেরিকা ফেরত, জতন ফেরত। বিনন্দ তাম ফেরত? বিনন্দ তাম ফেরত অাংগাই নেতা অাংলাও? জঙ্গল ফেরত। বহায় বরকসে তিনি ৬ষ্ঠ তপশীলনি ফুন। স্বাধীন ত্রিপুরানি বাগায় যে বরক চিরিখগনাই। বরকসে তিনি বরগনি নেতা। বরগনি নেতাসেনা অাংনায়। চিনি জাতিরগন বান্দিনা নায়। এতএব স্পীকার স্যার অব সানা নাওগ অাও তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রত্যেক দলনি বরগন এবং ট্রেজরি বেঞ্চনি সদস্যরগন তাই মন্ত্রিরগন সাংনা নায় নরকনি ষষ্ঠ তপশীল নির্বাচন সুষ্ঠভাবে বানাদা নায় আর কিসা ঘোষনা ঘখি-কায় চাও খুব হামজাকনাই। তাম অাওগই আগরতলাড়ী নির্বাচননি আগে সমস্ত উপজাতি নেতা রগন ইয়াক উলনা খাচিঅাচি অায় বুবাগিন ইনজেকশন রাংনি চিনি ইয়াসকু সংগই সাকগই চিনি ষষ্ঠ তপশীলনি আগস চান মায়মানি চাও পগয় থাংয়ান্ত। অবতায় নির্বাচন খালায়না নায়খায় গনতন্ত্রন হত্যা খালায়মানি কালায়নায়। অাবন চাও হিন পার্টি নির্বাচন জত দলনিন অধিকার ওঙগ। সে অধিকার রক্ষানি বাগায় সরকারনি পক্ষ থেকে আবন দায়িত্বনি দরকার তঙগ। সুস্থ পরিবেশ অর্জন খালায়নানি চাও বিখা রাঅায় সহযোগিতা খারায়নায়। এবং চিনি শান্তিপ্রিয়ভাবে নির্বাচন অাংনিনা বাগায় চিনি তরফ থেকে সাকালায়অ। অভি সানা নায় মাননীয় স্পীকার অব যে দাবি খালায়মানি আব বরগ তুবুঅ হানয় আব একেবারে তাতাল কক্। আব সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরগ বিশ্বাস খালাই মানয়া। আব বরগ বাধ্য অাংগই কেন্দ্র সরকার হইতে চাপ রাজাগইসে অ বিলন মা তুবুঅ। আবন তিনি খা কাহাম জানগায় সমর্থন খালায় আনি কক্ পাইরামা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আজকে এই হাউসে যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক কাউনসিল রিপেল বিল ১৯৮৫ এপ বলা হয়েছে। দীর্ঘ ৩ (তিন)বৎসর ধরে উপজাতিরা হাতকাটা জগন্নাথ দেবতার পূজা করছিল, আজ সে দেবতাকে হস্ত সম্পন্ন করা হবে। আজ এখানে বলতে হয় মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যে, বড় বড় বুলি বলে থাকেন, উপজাতিদের ষষ্ঠ তপশিলী আমরাই এনেছি একথা বলে জনসাধারনকে যে বুঝাতে চেয়েছেন তা একে বারে মিথ্যা। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এ হাউসে বড় বড় বুলি বলে থাকেন যে, এটা আমরাই এনেছি। এভাবে জন সাধারনকে যতই বুঝবার চেষ্টা করুক আর রং দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন এতে মানুষের মন আর গলবেনা। আজ এ হাউসে উপমুখ্যমন্ত্রী কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ষষ্ঠ তপশীলের জন্য তাঁরা কবে আন্দোলন করেছিলেন? আরও জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনারা যে দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে আন্দোলন করে এসেছেন বলে থাকেন,

সি, পি, এম, ষষ্ঠ তপশীলের কোন কথাই বলেনি। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে ষষ্ঠ তপশীলের আন্দোলন করলে ৩০ বৎসর পূর্বেই ষষ্ঠ তপশীল চালু হত। উপমুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে থাকেন যে, ষষ্ঠ তপশীল উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেস (আই) অব নেনাই। এটা যারা সি, পি, আই (এম) করেন এরা গ্রামে গ্রামে একটা একটা করে পোষ্টার টাঙ্গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর নিকট থেকে দাবী করে আনা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিশেষ করে যারা সি, পি, আই, (এম) সদস্যরা যদি পোষ্টার লিখে চট করে ষষ্ঠ তপশীল এনে থাকেন তবে দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে বসে আছিলেন কেন? আমরা তো তখন এম. এল. এ ছিলাম না, আর মন্ত্রীও ছিলাম না। আপনারাই তোসবকিছু ছিলেন। আমাদের মা, বাবা, সবাই সি, পি, আই, (এম) করত। সি, পি, আই (এম) করে উপজাতিরা আশা ভরসা করেছিলে ট্রাইবেলদের উন্নতি হবে, সবাই নেমে একদিন আন্দোলন করেছিলেন। ১৯৭৮ সালে উপজাতি যুব সমিতি ভাল করেই তলিয়ে দেখলেন যে, উপজাতি সমাজ মানুষ অবস্থায় পৌছেছে, অস্তিত্ব বিপন্ন। উপমুখ্যমন্ত্রী ও সি, পি, আই, (এম) নেতারা যে, উপজাতিদের বুঝিয়ে রেখেছিলেন তা বাস্তবে পরিনত করার জন্য সেটা আরহলনা মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে দেখা যায় যখনই ষষ্ঠ তপশীল নির্বাচন হওয়ার জন্য সামনে প্রস্তুতি চলতে থাকে তখনই একটা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা থাকে। সি, পি, আই, (এম) ১৫ মার্চ হইতে আজ তৃতীয় বিধানসভা পর্যান্ত দেখা যায় প্রতিটি কথা উসকানি মূলক ছাড়া অন্য কিছু কথা নেই। উপজাতি যুব সমিতি দাঙ্গা করে. টি, এন, ভি, করে, অমুক করে, তমুক করে ইত্যাদি কথা বলেন। আর আমাদের বিনন্দ খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিনন্দ বাবুরা ষষ্ঠ তপশীলের জন্য আন্দোলন করেছিলেন ওভাবে মরার জনা কি? এই দাবী করেছিলেন নিজে মরার জন্য? শুধু মাত্র বিনন্দ কেই চোখে দেখলেন আর অন্য কেউকে নয়।

বিলাত ফেরত হয়ে এক একজন নেতা হন। জ্যোতিবসু বিলাত ফেরত। আর একজন আমেরিকা ফেরত। বিনন্দ কি ফেরত? জঙ্গল ফেরত। তার মত মানুষ নাকি আবার ষষ্ঠ তপশীলের জন্য দাবী করেন। স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য যে, সারা জীবন চীৎকার করে-ছিলেন, তিনিই নাকি এদের বিশিষ্ট নেতা। এই সব কথা বলে উপজাতিদের বুঝানো হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সারা ত্রিপুরার রাজ্যের প্রত্যেক দলের মানুষকে আর ট্রেজারী ব্রেঞ্চের সদস্যগণকে এবং মন্ত্রী মহোদয়গণকে, আপনারা ৬ষ্ঠ তপশীল নির্বাচন সুষ্ঠভাবে করার ইচ্ছা আছে কিনা যদি ঘোষনা করেন তবে সুখী হইব। আশারামবাড়ীতে নির্বাচনের আগে উপজাতিদের হাত উল্টো বেধে কুরামিন ইনজেকশান দেওয়া হয়েছিল। সেটা আমরা ভুলে যায়নি। এর মাত্র ১০ দিন আগে

ষষ্ঠ তপশীল নির্বাচন ঘোষনা করা হয়েছিল। আমরা এই অল্প সময়ে কিছুই করতে পারেনি। এটাই আমি বলছি, নির্বাচনের ব্যাপারে সকল দলের সমান অধিকার আছে। সেই অধিকার রক্ষা করার জন সরকারের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা মনপ্রান দিয়ে সহযোগিতা করব। নির্বাচন শান্তি পূর্ণভাবে করার কাজে আমাদের পার্টির তরফ থেকে সহযোগিতা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই, এই দাবী এরাই এনেছে বলে যে কথাটা বলতে চাইছে, সেটা একেবারে মিথ্যা কথা। এই কথা সারা ত্রিপুরার মানুষ বিশ্বাস করতে পারবেনা। কেন্দ্র সরকার চাপ সৃষ্টি করার ফলে এ বিল তারা আনতে বাধ্য হয়েছে। আমার তরফ থেকে এ বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এখানেই বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদিনেশ দেববর্মা।

(শ্রীমতি গীতা চৌধুরী, রসিক লাল রায়,

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ও অন্যান্য বিরোধীরা একযোগে সময় বাড়ানোর জন্য দাবি করলেন)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সময় কম, আর পারছিনা। আপনাদের যে সময় ছিল সে সময়ের চাইতে বেশী সময় বাড়ান হয়েছে।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কি বিধান সভা না পার্টি সভা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ৬ষ্ঠ তপশিলের জন্য গণমুক্তি পরিষদ তথা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। এই ৬ষ্ঠ তপশিলের দাবীতে আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন বলি দিয়েছেন কমঃ ধনঞ্জয় দেববর্মা এবং কমঃ শচীন্দ্র দেববর্মা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, উপজাতি যুব সমিতি এবং তাদের উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের এক সম্মেলনে তারা শ্লোগান তুলেছিল যে, ১৯৪৯ইং পরে যে সমস্ত রিফিউজি ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই শ্লোগান যদি ত্রিপুরায় কার্যাকরী হতো তাহলে ত্রিপুরার যে কি অবস্থা হতো তা ভাবাও যায় না। কিন্তু এটা কি ন গণতন্ত্রের কথা ?. কোন ঐক্যের কথা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উপজাতি যুব সমিতির নাম উল্লেখ করেছেন সেটা অসত্য এবং সেটা আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু এটা তো আর পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— আমি মাননীয় কংগ্রেস (আই) এর সদস্যদের বলতে চাইযে, এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরায় চালু করা যাবে না এই দাবী কংগ্রেস (ই) করেছিল।

এটা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি মানুষের, গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের ঐক্যের পরিপন্থী। অথচ দেখা যায় যে, আজকে তারাই বলছেন যে এটা নাকি শ্রীমতি গান্ধীর সুক্ষ্ম বিবেচনার ফল হিসেবেই এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা চালু হবার আগে তো তারা কোন দিনই শ্রীমতি গান্ধীর নিকট এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করবার জন্য বলেননি। এই ত্রিপুরায় যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তখন কোন গভার্ণমেন্ট ছিল এবং কে রাষ্ট্রপতি ছিলেন ? এরাই দাবী করেছিল এই ত্রিপুরাতে ইনার লাইন চালু করতে হবে। ট্রাইবেল এলাকাতে বাংগালীরা যেতে পারবে না এই শ্লোগান কে তুলেছিল ? এটা তো ত্রিপুরার জাতি উপজাতি মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং সম্প্রীতিরক্ষার কথা নয়। আর আজকে তারাই বলছেন যে, তারাই আন্দোলন করেছেন অমুক করেছেন, তমুক করেছেন। কিন্তু আমি বলব যে, ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয়, গণতন্ত্র প্রিয়, মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের ফল। কিন্তু এই বিধানসভায় গত বিধান সভায় কমঃ সমর চৌধুরী আনীত ৬ষ্ঠ তপশীল চালুর জন্য যে প্রস্তাব সে প্রস্তাবে কংগ্রেস (আই) পার্টি-সিপেট করেন নি। কি তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেটা আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই। আজকে ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের আন্দোলনকে তারা অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু আমরা সেটাকে অস্বীকার করতে পারি না। এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালুর জন্য বহু গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তাদের জীবন বলি দিতে হয়েছে। ১৯৮৬ সালে আমদের সমস্ত নেতৃবৃন্দ জেলে গেছেন এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করবার দাবীতে আন্দোলন করবার অপরাধে। আমরা আগরতলায় হনুমন্ত্রিয়া কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিল করেছি। সে মিছিলে ২০ হাজার লোক যোগদান করেছিল। কিন্তু সেদিন তো কোন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এবং উপজাতি যুব সমিতির নেতৃবৃন্দকে একটিও বক্তব্য রাখতে শুনিনি। হাজার হাজার মানুষ ধর্ম্মনগর, কমলপুর, কৈলাশহর থেকে এসে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আমাদের গণমুক্তি পরিষদের প্রতি দুই বৎসর অন্তর অন্তর সম্মেলন। প্রতিটি সম্মেলনেই আমরা খসড়া প্রস্তাব করেছি এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালুর জন্য। যদি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা সেগুলি দেখতে চান তবে দেখতে পারেন। কিন্তু আজকে যারা বলছেন যে তাদেরই আন্দোলনের ফলে এই ৬ষ্ঠ তপশিল চালু হয়েছে- আসলে তারা সেটা ঠিক বলেননি। কারন তারা প্রতিবারই, (এই প্রস্তাব যখন এসেছে তখন) এর বিরোধিতা করেছেন। আমরা আরো দেখেছি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মূহুর্ত্তে সেই ১৯৮০ইং সনের জুন ৬ তারিখে তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এক ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করলেন। মানুষ কিন্তু সে দিনের কথা ভুলে যায়নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ অনুন্নত। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট

সরকার সেই অনুন্নত ত্রিপুরা বাসীদের মধ্যে শান্তি সংহতি এবং ঐক্য ও জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে এনেছেন। এ জন্য আমি গণমুক্তি পরিষদকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ৬ষ্ঠ তপশিল এর উপর যে প্রস্তাব এসেছে সেটিকে সমর্থন করে এবং এই ৬ষ্ঠ তপশিলের জন্য সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক ভাবে যাতে নির্বাচন হতে পারে সে আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই বিষয়ের উপর অনেক বক্তব্য ছিল। এবং সে জন্য আপনাকে আমাদের জন্য সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এখন আর আমাদের হাতে সময় নেই যে, আপনাদের দিতে পারি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করব না। তবে সকলেই যাতে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন সেজন্য আপনি সভার কাজ আরো ৩০ মিনিট বাড়িয়ে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— সভার সময় আরো ৩০ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে বিলটি আনা হয়েছে ৬ষ্ঠ তপশিলের উপর আমি সে বিলটিকে সমর্থন করছি। এই ৬ষ্ঠ তপশিল কার কাদের আন্দোলনের ফলে হয়েছে সে বিষয়ে আমি বিতর্কে যাচ্ছিনা। আমি শুধু বলব যে, এটা সমস্ত ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের আন্দোলনের ফসল, ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের তারপর সারা ভারত বর্ষের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের সহযোগীতার ফসল, কারণ তাদের সকলেরই সমর্থনের ফলে এই ৬ষ্ঠ তপশিল ত্রিপুরাতে চালু করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, পার্লামেন্ট এই বিলের বিরোধীতা কেউ করেননি। পার্লামেন্টের সকল সদস্যই একবারে এই বিলটিকে সমর্থন করেছেন। এটা লক্ষ্যণীয়। কোন একটা বিষয়ে প্রায়ই দ্বিমত হয় কিন্তু ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করার জন্য যে বিল আনা হয়েছিল সে বিলে সকল সদস্যই সরকারে তা সমর্থন করেছেন। বিরোধী দল হিসাবে আমাদের দলই প্রথম এই দাবীটিকে সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের নিকট নিয়ে গিয়েছিল যে ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে হবে।

যে ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কলকাতার সালক্রিা প্লেনামে আমাদের যে পার্টি প্লেনিয়াম হয়েছে, তাতে এই প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছে। যারা এই প্রস্তাবটা পড়েছেন, তারা সেটা জানেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি আগা গোড়াই এটা বিলম্বিত করেছে, এটাকে কার্টেইল করার চেষ্টা

করেছে। এখানে মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে ৭ম তপশীলে আমরা যখন বিল আনলাম, তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েই আনলাম, উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা এক মত হয়ে এক সংগে এই বিলটা পাশ করেছি। আর যখন আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে ওরা তৈদুতে একটা কন্ফারেন্স করে, অল্প কয়েক দিন আগে। ওরা সেখানে প্রস্তাব নিলেন যে ১৯৩৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের পর যারা ত্রিপুরাতে এসেছেন, তারা বিদেশী, তাদের চলে যেতে হবে। মাননীয় সদস্য, এখানে নেই। স্যার শ্যামাচরণ ত্রিপুরার বক্তৃতা আমি আপনার কাছে উপস্থিত করতে পারি, যারা এখানে চেলেঞ্জ করছেন যে মিছে কথা, তারপর ওরা চলে গেলেন, আসামে, মেঘালয়ে এবং সেখানে তারা দেখে এলেন কি করে বিদেশী বিতাবন আন্দোলন হচ্ছে। স্যার, ওদের সেই ভ্রমন কাহিনীর সাক্ষী হচ্ছে চিনিকক তাদের নিজেদের দলীয় পত্রিকা, সেখানে তারা লিখেছেন যে, ছাত্রদের একটা বিরাট সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হবে এবং তাদের সেই সংগ্রাম আমরা দেখলাম ১৯৮০ সালে। অস্বীকার করতে পারেন ? এটা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা দেখছি এই শ্লোগান কাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ? ঐটি এন, ভির হাতে। কেন না, বাঙ্গালী তাড়াতে হবে। আর এই শ্লোগান কার্য্যকরী করার জন্য শ্লোগানে ওরা কি লিখেছেন, এই হাউসে আমি সেগুলি রাখছি - ১৫ই অক্টোবরের শ্লোগান হাতে লেখা খুন খারাপি করার জন্য যে সমস্ত শ্লোগান, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাম ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আমরা স্বাধীন ত্রিপুরা চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখান কার কংগ্রেস (আই), অশোক বাবুর পরিচালিত কংগ্রেস (আই) নার "আমরা বাঙ্গালী" স্বশাসিত জেলা পরিষদ ৭ম তপশীল অনুযায়ী যে নির্বাচন, সেই সময়তে ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওরা নির্বাচন বয়কট করলেন। তারা কি এটা অস্বীকার করতে পারবেন ? ওদের একই ভূমিকা। কাদের খুসী করার জন্য, বাঙ্গালীদের খুসী করার জন্য, বাঙ্গালীদের উস্কানি দেওয়ায় জন্য যে এতে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, যদি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এভাবে হয়, তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হবে। আর এই ভয়টা সৃষ্টি করেছেন কে ? এই ভয়টা সৃষ্টি করেছেন টি, ইউ, জে, এস। টি, ইউ, জে, এদের বক্তব্য কি ? না, এর হেড কোয়াটার আগরতলা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আগরতলা আমাদের নয়, আমাদের হচ্ছে কাঙ্কু। আগরতলা হেড কোয়াটার হলে বাঙ্গালীদের হাতে মুঠোয় থাকতে হবে। কে এই সব চিন্তা করছে ? যে ত্রিপুরা হচ্ছে দুইটা, একটা আমাদের আর একটা বাঙ্গালীদের।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া-পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। আগরতলা থেকে স্বশাসিত জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে উনি বলছেন। এটা ঠিক নয়, কারণ স্বাশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায়ও অনেক বাঙ্গালী আছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা অত্যন্ত বিপদজনক ঝোঁক। আমি মাননীয় সদস্যদের সবার কাছে অনুরোধ করব যে, এটা অন্তত বিপদজ্জনক ঝোঁক। কারণ স্বশাসিত জেলা পরিষদটা তো আর ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে হচ্ছে না। এটা কোন একটা আলাদা রাজ্য হচ্ছে না, এটা ত্রিপুরারই একটা অঙ্গ। এই আগরতলা শহর যেমন ট্রাইবেলদের তেমনি বাঙ্গালীদেরও, কাজেই এটাকে আলাদা করা যায় না। যারা আজকে একথা বলেছে, তারা স্বাধীন ত্রিপুরা চায়। স্যার, দাবী করা হচ্ছে ট্রাইবেলদের একটা আলাদা রাইফেলস করতে হবে। অস্বীকার করতে পারবেন ? কাদের জন্য ? স্বশাসতি জেলা পরিষদের জন্য, এটা কি কোন আলাদা রাজ্য হবে যে তার জন্য আলাদা রাইফেলস করতে হবে ? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা করার মত সামর্থ্যকি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির আছে ? স্যার, আমি প্রমাণ করব - টি, এস, এফ। এই দাবী আপনারা তো আপনাদের সম্মেলনেই করেছেন। এটা আমার তৈরী করা প্রস্তাব নয়। ইনার লাইন করতে হবে। বাঙ্গালীরা পাহাড়ে গেলে ওদের কেটে ফেলা হবে। এটা তো আপনাদেরই শ্লোগান এটা তো উপজাতি যুব সমতিরই শ্লোগান, ওদের ঢুকতে দিওনা। স্যার, ওরা বলছে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের কথা, ভারতবর্ষের সৈন্য বাহিনীতে কোন পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট নাই, কোন শিখ রেজিমেণ্টে নাই, সব রেজিমেণ্টেই সব রাজ্যের লোক আছে। স্যার, মাননীয় সদস্যরা, ছাত্রদের বিভ্রান্ত করছেন, যুবকদের বিভ্রান্ত করছেন, ওদের বিচ্ছিন্নতা বাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কত বড় ক্ষতি ওরা করছেন, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বুঝতে হবে। স্যার, এই যদি হয়, ইনার লাইন করতে হবে, তাহলে এ' যে কমলপুরে আমার ভাইগুলিকে খুন করা হল, কে খুন করেছে ? টি,এন,ভি, টি,এনভি তো ওদেরই নির্দেশ পালক করেছে। ওরা তো এখানে থেকে শ্লোগান দিচ্ছে, আর ওরা রাইফেল নিয়ে এসে, সেই শ্লোগানকে কার্য্যকরী করছে। অস্বীকার করতে পারবেন ? স্যার, ওরা এখান থেকে বলছে; বাঙ্গালী শাড়ী পড়তে পারবে না, কিন্তু এখানে তারা শাড়ী পড়ছে; অস্বীকার করতে পারবেন ? স্যার, চার্চকে নিয়ে আসা হয়েছে, চার্চের বই, সেই বই ওদের টি, ইউ জে, এসের সংগে থাকে, তারা বুঝতে পেরেছেন যে এটাই তাদের ভবিষ্যত, ৪ লক্ষ ট্রাইবেলকে রাতারাতি আমাদের ক্রিস্টান করতে হবে ! সেই চাপানো বই চাপিয়ে ত্রিপুরাতে সার্কুলেট করেছে— সেটা হচ্ছে, চার্চটু ট্রাইবেল মুভেমণ্ট। অস্বীকার করতে পারবেন ? ৪ লক্ষ ট্রাইবেলকে তাড়াতাড়ি কিস্‌জিয়ান করতে হবে, এই সব শ্লোগান টি, ইউ, জে, এস, এবং টি, এন, ভি এক সংগে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওর লালডেঙ্গা, আম্রু অরিজিন্যালী যে সমস্ত পার্টি আছে, তাদের সংগে যুক্ত, মেঘালয় ওদের একটা ফোরাম, অস্বীকার করতে পারবেন ?

সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সংগে ওরা যুক্ত। স্যার, ভয়ঙ্কর শক্তি, বিপদজনক শক্তি, ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই অ-উপজাতিদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করছে, এটাই হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বিপদজনক। একদিকে টি, এন ভি, আর এক দিকে টি,ইউ,জে, এস, এই ভয়টা সৃষ্টি করছে যে ৬ষ্ট তপশীল হলে, ত্রিপুরা রাইফেল হলে এখানে বাঙ্গালীদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এই ভয়টা কে সৃষ্টি করছে ? টি, এন, ভি, টি, ইউ, জে, এস। এটা হচ্ছে সবচাইতে বিপদজনক গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই দায়িত্ব নিতে হবে যে না, ওরা যা বলছেন টি, ইউ, জে, এস এবং টি, এন, ভি; ৬ষ্ট তপশীল তা নয়। স্যার; ৬ষ্ট তপশীল কি ? সেটা আমরা ছেপে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে সব এলাকায় বিলি করব, দেখাব যে এর মধ্যে এই রকম কিছু নাই, টি. ইউ, জে, এস, এবং টি,এন, ভি,যা করতে যাচ্ছে যে একটা স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ে তুলব, রাজধানী কাঞ্চুতে নিয়ে যাব, ট্রাইবেলদের শাসী পড়তে দেব না, একটা ইন্নার লাইন করব, এই সব কথা ৬ষ্ট তপশীলে নাই। এটা ওদরে স্বপ্ন, এই স্বপ্ন ওরা কোন দিন সফল করতে পারবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা বুঝতে হবে যে এই আইনের মাধ্যে বিশেষ করে সংবিধানের এই সংশোধনী বিল যেটা পার্লামেণ্টে পাশ করেছে, তার একটা ধারাতে আছে যে ত্রিপুরা সরকারের সব আইন, সব বিধি, সব অর্ডার ৬ষ্ট তপশীল এলাকায় চালু থাকবে।

এটা একটা স্বাধীন ট্রাইবেল রাজ্য নয়। আমি উদের অনুরোধ করব এটা যেন পড়ে দেখেন। এটা আমরা যখন ছাপাব তখন যেন উরা পড়ে দেখেন। উরা যে লাফাচ্ছেন যে, আমরা একটা স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ে নেব তার কোন সুযোগ এখানে নেই। যদি তাই হয় যাতে রাজ্য সরকারের সব আইন রাজ্য সরকারের সব বিধি এখানে চালু থাকে তাহলে যদি এখানে একটা গভর্ণমেণ্ট ট্রাইবেলদের বন্ধু গভর্ণমেণ্ট না থাকে তাহলে কি করবে এই এ, ডি, সি, ? সেখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ ৬ষ্ঠ তপশীল না ৭ম তপশীল অনর্থক। মাননীয় সদস্যরা
গিয়েছিলেন না ৬ষ্ঠ তপশীল আনতে ? মুখটা ম্লান করে ফিরে এসেছেন। এই একটা রাজ্যের মধ্যে এই রকম ৬ষ্ঠ তপশীল মাথা চুলকাতে চুলকাতে সেখান থেকে চলে এসেছেন। কারন সেখানে কোন গনতন্ত্র নাই সেখানে কোন গনতান্ত্রিক সরকার নাই। কংগ্রেস (আই)র সরকার মনিপুরে যান দেখবেন যে অধিকাংশ সময়েতে সুপারসিটেড অর্থাত নির্বাচিত সদস্য সেই এ, ডি, সি, তে নাই। কেন নাই ? কারন না, সেখানে কংগ্রেস (আই)র নীতিতে চলছেন স্যার। এরা লাফালাফি করছেন যে শ্রীমতী গান্ধী দিয়েছেন। আমি ওদের জিজ্ঞাস করি শ্রীমতী গান্ধীই যদি দিয়ে থাকে এখানে ৫ লক্ষ ট্রাইবেল আছে

কিন্তু বিহারেতো ৬ লক্ষ ট্রাইবেল আছে, কই সেখানেতো এ, ডি, সি, হয় না। বিধান সভায় একটা প্রস্তাব আনতে পারে নাই ট্রাইবেলদের উপর স্যার, মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগের বেশী মধ্য প্রদেশে ট্রাইবেল, আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাস করি যারা লাফাচ্ছেন তাঁদের, শ্রীমতী গান্ধী এনে দিয়েছেন, তাহলে সেই মধ্য প্রদেশে আনা হয় না কেন? সেখানে কি ট্রাইবেল এলাকা নেই, ট্রাইবেল কম্পেক্ট এলাকা নেই? আমাদের ১০ গণ ট্রাইবেল আছে সেই রাজ্যের মধ্যে, কংগ্রেসে (আই)র জন্ম লগ্ন থেকে সেখানে রাজত্ব করছে পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে ট্রাইবেলদের শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব না সেটা? এটা শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব নয়। স্যার আসুন গুজরাটে, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্র এই তিনটি রাজ্যের যেখানে সংগমস্থল সেখানে অন্তত ৩০ লাখ ট্রাইবেল লাগাতর বাস করছে। সেটা কম্পেক্ট এরিয়া নয়? শ্রীমতী গান্ধী কি ভূগোল ভূলে গিয়েছিলেন? ৫ বছর কি ভূগোলের দিকে তাকান নাই শ্রীমতী গান্ধী জানতেন যে, এখানে ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরিয়া আছে। শ্রীমতী গান্ধী জানতেন সেখানে নকশাল যাচ্ছে, তিনি জানতেন সেখানে চার্চ যাচ্ছে, এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী জানতেন বিহারে কাড় খণ্ড কেন আসছে, কেন এই অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জন্ম নিচ্ছে এইগুলি শ্রীমতী গান্ধীর নীতির ফসল; সেই ফসল তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কাদের হাতে তুলে দিয়েছেন না 'আমরা বাঙ্গালী'র হাতে তুলে দিয়েছেন, আনন্দমার্গীদের হাতে তুলে দিয়েছেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছেন? যারা ধর্মকে ব্যবহার করতে চায়, ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করতে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা শ্রীমতী গান্ধীর কথা নয়, এটা ধনতন্ত্রের কথা। যে রকম ঘৃণা নিয়ে তিনি আজকে আমাদের দেখছেন —১৩৭ জন আমাদের বন্ধুকে খুন করেছে এই টি, এন, ভি, রা। ঠিক সেই ঘৃণা নিয়ে এখানে আমাদের বক্তৃতা করা উচিত। একই ঘৃণা আমরা পাচ্ছি, কার বিরোদ্ধে ঘৃণা, না গননন্ত্রের বিরোদ্ধে ঘৃণা। কারণ গণতন্ত্রকে কবর দিতে চায়—টি, এন, ভি,রাচাইছে পাহাড়ে জংগলে গনতন্ত্রকে কবর দিতে। এ' নীলকমল কলইকে হত্যা করেছে, একই সুর একই ঘৃণা গনতন্ত্রের প্রতি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হাউসের মধ্যে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি তাই আমি এই কথাটি বলতে চাই যে, ট্রাইবেলরা এর দ্বারা একটা বিরাট সুযোগ পাবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, তাদের ভাষার উন্নতির জন্য, তাদের শিক্ষা, তাদের আচার রীতি নীতির, তাদের জীবন ধারনের যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেগুলির বিকাশের জন্য এবং এটা সম্ভব হবে যদি ত্রিপুরায় গনতন্ত্র থাকে। নইলে এর কোনটাই সম্ভব নয়, এর কোন ভবিষ্যত নেই। ৬ষ্ট তপশীল ৬ষ্ট

তপশীল বলে লাফালাফি করলেই হবে না। ৬ষ্ট তপশীল কার্য্যকর করার জন্য গনতন্ত্রকে শক্তীশালী করতে হবে। স্যার, এখানে গভর্ণরের ক্ষমতা আছে বলে খুব চীৎকার করছিলেন, আমি শুনেছিলাম। গভর্ণরের এক পয়সারও ক্ষমতা নাই। গভর্ণরের ক্ষমতা হচ্ছে রাজ্য সরকারের পরামর্শ অনুসারে চলার ক্ষমতা থাকলেও তিনি সেটা প্রয়োগ করেন না। সংবিধানে যে ভাবে ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের গভর্ণরকে রাজ্য সরকারের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে হয়! মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা চাই জেলা পরিষদ বিকাশ লাভ করুক। কিন্তু তার সংগে আর একটা গ্যারান্টি আমাদের দিতে হবে সেটা হচ্ছে এই জেলা পরিসদের ভিতর শতকরা ২৫ ভাগ বাঙালী রয়েছে তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাদের স্বার্থের গ্যারান্টি, সেটা আমাদের দিতে হবে। সেখানে সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের যতটুকু নিরাপত্তার দরকার সেই গ্যারান্টী আমাদের দিতে হবে। কিন্তু সেই দৃষ্টি-ভংগী টি, এন, ভির থাকবে না, সেই দৃষ্টি ভংগী টি; ইউ, জে, ইস,র থাকবেনা, সেই দৃষ্টি ভংগী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বা বামফ্রণ্টের রয়েছে এবং বরাবর থাকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য তৈরী, কেন্দ্র থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমরা সেই ভাবে কেন্দ্রকে বলেছি যে এটা ভ্যাকুয়াম রাখা যাবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা নির্বাচনের অনুষ্ঠান করব। তার জন্য আমাদের ড্রাফ্‌ট রুলস তৈরী হয়েছে। একটা কথা আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই যে, বিষয়টি অনেকেই এখানে উপস্থিত করেছেন সেটা হল নির্ধারিত এলাকা। ৭ম তপশীলের এ, ডি, সি, র যে এলাকা আছে ৬ষ্ট তপশীলে সেই এলাকাই থাকবে এটাকে যদি বাড়াতে হয় বা কমাতে হয় এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে,-পার্লামেন্টকে সেটা করতে হবে রাজ্য সরকারের এই ব্যাপারে কোন অধিকার নাই। প্রকৃত পক্ষে এই ৬ষ্ট তপশীল চালু হওয়ার পর এর এলাকা নির্ধারন করার যে ব্যবস্থা সেটা এমেণ্ডমেণ্টের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। আর ইলেকশান রুলস, ইণ্টেনসিভ ইলেকশান রুলস তৈরী হয়েছে আর অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলি বিরোধী দলের যারা এখানে রয়েছেন তাদের সংগে পরামর্শ ক্রমে সেগুলি করা হবে। কারন আমরা চাই যে, একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয়। সেজন্য সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে একটা শান্তিপূর্ণ যেন তাঁরা তৈরী করেন। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে ৭ম তপশীল মোতাবেক যে এ, ডি, সি, সেই এ, ডি, সি, চমৎকার কাজ করেছে যদিও টি,ইউ, জে, এস, কংগ্রেস (আই), এবং টি এন, ভি, তাদের কাজ থেকে বিরাট বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। তবু তার মধ্যে এই অল্প সংগতির মধ্যে তাঁরা যে চমৎকার কাজ করেছে ইতিহাসে তাদের সেই অবদান উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ট্রাইবেল রাজ্য

যেগুলিকে বলা হয় সেই সব ট্রাইবেল রাজ্যে ট্রাইবেলরাই বিদেশী। যেমন মিজোরাম, অরুনাচল সেই সব রাজ্যে চাকমারা বিদেশী। মিজোরামে একটি চাকমা ডিস্ট্রিক্ট আছে উখানে এম, এন, এফ, নেতা লালডেংগা তাঁর আপোষ আলোচনায় দাবী তুলেছেন যে, চাকমাদের সেই ডিস্ট্রিক্ট সেটা ভেংগে দিতে হবে, কি দুর্ভাগ্যের কথা। আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাস করি যে, ট্রাইবেলের মধ্যে ঐক্য গড়তে পারছে না-কারণ হচ্ছে যে তারা কংগ্রেস (আইর) নীতিতে চলছে। তারা ট্রাইবেলদের স্বার্থে চলছে না, তারা ট্রাইবেলের ঐক্যের জন্য নয়। তারা কংগ্রেস (আইর) নীতিতে চলছে সেজন্য অরুনাচলে, মিজোরামে অন্যান্য ট্রাইবেলরা হচ্ছে বিদেশী এটা দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমাদের এখানে এই রকম নয়, আমরা সব ট্রাইবেলদের একত্রিত করেছি, আমরা সব ট্রাইবেলকে একটা ডিস্ট্রিকটের মধ্যে একত্রিত করেছি। স্যার, উদের জিজ্ঞাস করুন, আছে নাকি এই রকম-আছে নাকি কোন রাজ্যে, ট্রাইবেলদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী স্যার, ওদের জিজ্ঞাসা করুন তো, কোন জায়গায় ওরা ট্রাইবেলদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে? একমাত্র ত্রিপুরায় যেখানে আমরা ট্রাইবেলদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছি, এই জন্য যে একটা শক্তিশালী ট্রাইবেলদের আমরা অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল দিতে পেরেছি। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের টাকা আনতে হবে, সেই টাকা লড়াই করে আনতে হবে আমরা জানি, কেউ ইচ্ছে করে দেবে না। ওখানে যদি বামফ্রন্ট সরকার তাদের পৃষ্টপোষক হিসাবে থাকেন তাহলে এই ৬ষ্ঠ তপশীলে এখানকার এমন একটা এলাকা গঠিত হবে সেটা ট্রাইবেল, বাঙ্গালীদের বন্ধুত্ব দৃড় করার পক্ষে এখানে ব্রীজ হিসাবে কাজ করবে। ট্রাইবেলদের বঞ্চিত করে ৭০ ভাগ হলেও আমরা ট্রাইবেলদের অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারবো না। আজ ট্রাইবেলদের মধ্যে এই চেতনা এসেছে যে, এখানে যেভাবেই হোক আজকে আমাদের সহবস্থান করতে হবে, ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের এক সঙ্গে বসবাস করতে হবে, এক পরিবারের মতো আমাদের থাকতে হবে। অনেকে এই সব কথা নিয়ে অনেক অবান্তর কথা বলেছেন সেগুলির মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু আমরা চাই আরও বেশী আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন আসুক এই এলাকার মধ্যে, আরও টাকা আসুক, আরও স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার আসুক অটোনমাস ডিষ্ট্রীক কাউন্সিলের মধ্যে, সেটা আমরা চাই এবং আমরা আশা করবো যে, সব অংশের যারা সদস্য রয়েছেন তাঁরা এটাকে এমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবেন যাতে ভারতবর্ষে ট্রাইবেলদের কাছে একটা আদর্শ হয়ে দাড়ায়। ভারতবর্ষে এই রকম নেই, কোথাও নেই, আমরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছি। ভারতবর্ষের সব জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় আমি গিয়ে দেখেছি। যে ট্রাইবেলরা যেমন ভাবে উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন ত্রিপুরায় এই

যে, আমরা নুতন একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি, যদি এখানে সফল হই এবং ট্রাইবেলরা যদি খুঁশী হয়, টি, এন, ভির এই উৎপাত যদি আমরা বন্ধ করতে পারি, বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎপাত যদি আমরা বন্ধ করতে পারি, উস্কানি যদি আমরা বন্ধ করতে পারি তাহলে সারা ভারতবর্ষের ট্রাইবেলদের কাছে আমরা একটা আদর্শ হয়ে থাকবো। আজকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে হত্যা করার চেষ্টা করছে সেগুলিকে আমাদের ভারতবর্ষের গনতন্ত্র প্রিয় মানুষ সহজেই নির্মূল করতে পারবে এই আশা রেখে আমি এই বিলটিকে আব একবার সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী অনলি থ্রি মিনিটস্ টাইম।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী যে' দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস' অটোনমাস ডিষ্ট্রীক কাউন্সিল রিপিল বিল সাবমিট করেছেন এই বিলকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানিয়ে আমি একটু বলছি এই কারনে যে, ডিমারকেশ্যানের কথা আমি বলতে চাই যে, যে এলাকায় বাঙ্গালীরা বেশী বাস করছে সেই সব এলাকাগুলি ৬ষ্ঠ তপশীলের বাইরে রাখার জন্য বলছি। কারন আমরা দেখেছি তেলিয়ামুড়া ব্লক লক্ষ্মীপুর গাঁও সভায় যে বাঙ্গালীরা ছিলেন ১৯৮০ সনের দাঙ্গার পর যে তারা উদ্বাস্তু হয়ে তৈদু ক্যাম্পে বসবাস করছেন তারা আজকে পর্যান্ত সেই লক্ষীপুরে এসে বসবাস করতে পারছেন না। শুধু তেলিয়ামুড়ার ব্লক এলাকার কথা বলছি না মোহনপুব ব্লকের তুলাবাগান, দীঘালিয়া; নৃপেন্দ্র নগর, নোয়াগাও, ব্রহ্মকুণ্ড, মেঘলীবন এবং সিমনার কিছু অংশ। তাই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে ডিমারকেশ্যানের একটা প্রস্তাব রাখছি। যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, সেটা যদি করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগবে সে জন্য আমি বলবো তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হোক এই বাঙ্গালীদের সুবিধার্থে। তারপর আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ভাষনে বললেন যে উনারা আন্দোলন করে ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করেছেন। সেই সম্বন্ধে অনেকেই জানেন যে ১৯৫২ সনে আমরা দেখেছি তেলিয়ামুড়াতে কড়িলং-এ আমাদের শচীন্দ্র বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন কংগ্রেসী সমর্থনে সেই কড়িলং গ্রামে ঘরোয়া মিটিং-এর জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা যাওয়ার পর সন্ধ্যার পর থেকে অবিরাম ইট-পাটকেল বাড়ীর মধ্যে পড়তে থাকে, তাঁরা যখন বাড়ীর মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন এ কি হচ্ছে, তখন বাড়ীর মালিক বললেন, আপনারা যে কংগ্রেসীরা এসেছেন সেটা গণমুক্তি পরিষদ টের পেয়েছেন, এই হলো গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলনের কথা! আপনারা জানেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে

খোয়াই সাব-ডিভিশ্যানে যখন কংগ্রেসী শাসন ছিল তখন খোয়াইয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল, নারী নির্যাতন করেছিল, উপজাতিদের খুন করা হয়েছিল, তারা কারা ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তাঁরা প্রবীন তাঁরা জানেন যে খোয়াইয়ের ঘরে কারা আগুন লাগিয়েছিল ? আর একটু বলতে চাই যে, চম্পকনগর চন্দ্রসাধু পাড়া চন্দ্রসাধুর মেয়েকে কে ছিনতাই করেছিল ? সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তঁারা বোধ হয় প্রত্যেকেই জানেন যে কারা নারী নির্যাতন করেছে, ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়েছে, খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে

(রেড লাইট)

তাই আমি এখানে বলতে চাই, এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল আমাদের কংগ্রেস সরকার দিয়েছেন, সেই টেরিটরি কাউন্সিল আমাদের কংগ্রেস সরকারই দিয়েছেন এবং আজকে যে বিধানসভায় আমরা বসেছি এই রাজ্যের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাও কংগ্রেস সরকার দিয়েছে। তাই আমি বলবো ট্রাইবেলদের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত জাতির সুবিধার্থে আমাদের কংগ্রেস সরকার এই সীকৃতি দিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— আমি বলনে চাই, এই পার্লামেণ্ট সি, পি, এমের যারা সদস্য যারা রয়েছেন এই বিলটা নিয়ে যখন আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তখন তো মাননীয় সদস্যরা এই সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি, উপরন্তু তাঁরা হাউসে ছিলেন না। অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল সম্বন্ধে যে বিল এসেছে সেই বিলকে আবার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। অনলি থ্রি মিনিটস্ টাইম।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকারস্যার, ইতিহাসকে বিকৃত করে বলা যায় কিন্তু ইতিহাস ইতিহাসই থেকে যায়। যেমন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, চট্রগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠন হতে আরম্ভ করে বিনয়, বাদল, দিনেশের ঘটনা এই সব মিলেই পরিশেষে ১৯৪২ সালের আন্দোলন সমস্তটাই ইতিহাসের ধারা, বিবর্তনের ধারা তেমনি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই টেরিটরিয়েল, পুর্ণ রাজ্য, পঞ্চায়েত, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল এই সমস্তই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রম বিকাশের ধারায় এটাও ইতিহাস। ধেবর কমিশনও এই ইতিহাসের একটা অধ্যায়। এই ধেবর কমিশন ত্রিপুরার আদিবাসীর যে সকল প্রকল্প দিয়েছেন শিক্ষা, দিক্ষায় অর্থনৈতিক বিকাশে, আমাদের উন্নতির বিকাশে আদৌও সেই সকল প্রকল্পগুলি গৃহীত হচ্ছে না ?

মনোরঞ্জন মজুমদার :— ·············· সুতরাং ধেবর কমিশন যে ত্রিপুরায় অনগ্রসর উপজাতি মানুষের কণ্ঠ রোধ করে তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে খর্ব করেছেন এটা ঠিক নয়।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে এই গণমুক্তি পরিষদ আজকে যেখানে ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাবার বাগানের প্রয়োজন বলে স্বীকৃত এবং চেষ্টা চলছে এই মাননীয় ক্ষমতাসীন দলের সদস্য যারা আছেন তারা কি জানেন যে, এই গণমুক্তি পরিষদ রাবার বাগান ধ্বংস করার জন্য ত্রিপুরার দক্ষিনাঞ্চল বিলোলীয়ার পতিছড়ি থেকে মহুরীপুর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় যাতে চালু না হয় তার চেষ্টা করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম না, এইটা কোন অর্থনীতিব বিকাশের সহায়ক হয়েছে। সুতরাং আজকে রাজনীতির স্বার্থের জন্য আপনাদের রুপ বদলাতে পারেন। আজকে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিকলর এই যে বিল তার পরিবর্তনের জন্য, এবং এই ক্ষমতার জন্য এই রাজ্য পালের হাতে সাময়িকভাবে ক্ষমতা দিতে পারেন। সেখানে আমাদের বলার জোর আছে ব্যাখ্যা করে বলতে পারি, তাতে উনাদের কোন কিছু বলার ক্ষমতা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, গভর্ণমেন্ট শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস অ্যাক্সটেণ্ড করা হোক, ।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— তাতে রাজ্যপালের হাতে ক্ষমতা থাকতে পারে, তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই, চিন্তার কোন কারণ নেই, তাদের নির্দেশমতেই রাজ্যপাল কাজ করবে। ত্রিপুরার গ্রামীন জীবন সার্বিক জীবন যেখানে উগ্রপন্থীদের কারণে বিপর্যস্ত সেখানে যদি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবী করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের গা-টা চমকে উঠে। আসল কথা আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জনাই, রাজাপাল আমাদের এখানে আসুক তাতে কোন কিছু আসে যায় না, ক্ষমতায় থাকাটাই বড় কথা। কিন্তু এইখানে আজকে এই সভার মধ্যে যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে, পরস্পর দোষারোপ করে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মূল যে কথাটা সেটা কি ? মূল যে কথার জন্য আমারা এসেছি সেই যে ত্রিপুরা অনগ্রসর এই উপজাতি জনগোষ্ঠী ত্রিপুবার যারা অগ্রসর শ্রেণী তাদের সাথে একাত্ম করে তাদের জীবনকে উন্নীত করা। তাই আজকে জাতীয়তাবাদ সম্পন্ন যে মানুষ ত্রিপুবা রাজ্যের উপজাতি যুব সমিতি দীর্ঘদিন ধরে তারা যে আন্দোলন করেছেন এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্ননির জন্য, তাদের আন্দোলনের ফলস্বরুপ আজকে এইটা এসেছে। শুধু ত্রিপুরায় নয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দিকে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন প্রয়োজনানুসারে সেখানেও এইটা এসেছে। কাজেই এটা কিছু নতুন নয়। কাজেই এই জিনিসটাকে রাজনৈতিকভাবে না দেখে ভারতের উন্নতির জন্য সকলকে একাত্ম হয়ে ত্রিপুবার অনগ্রসর মানুষকে বিশ্বের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য উন্নতিশীল মানুষের সংগে একাত্মতা বোধ হওয়ার প্রস্তাব আমরা নেই, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশরথদেব ঃ— (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বেশী সময় নেবনা। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন ফিফ্‌টি ফাষ্ট লেখা আছে ৪৯ কেন হলনা। বিল যখন উপস্থিত হয় পার্লামেন্টে হয়ত ফিফ্‌টি ফাষ্ট ছিল এবং তখন এর আগে হয়ত ২টা বিল ছিল। জেনারেল পার্লামেন্টারী প্র্যাক্‌টিস হচ্ছে, যে বিলটা উইথড্রন হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে নম্বরটা পেছনের দিকে চলে আসে। স্বভাবতই ফাষ্ট-এর যে বিল সেটা উইথড্র হয়েছে, হয়েছে, তানা হলে ৪৯ হয়না। আমাদের কাছে যখন এসেছে তখন ৪৯ অ্যাক্ট হিসাবেই এসেছে। সুধীরবাবু যেসব বক্তব্য রেখেছেন ঈর্ষামূলক বস্তাপচা কুৎসা. গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উপর, গণমুক্তি পরিষদের উপর। তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ১৯৪৮ সন থেকে কি হয়েছে না হয়েছে বারবার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগন তার জবাব দিয়েছে। এইটা যে কত মিথ্যা, একটা কুৎসা নতুন করে লাভ নেই। সুধীরবাবু এইখানে এইসব বলে নতুন কিছু ফায়দা বাঙ্গালী সমাজ থেকে নিতে পারবেন বলে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। কারণ তারা সুধীর বাবুর দ্বারা পরিচালিত নয়। নিজেদের বিবেক আছে। মাননীয় সদস্য রসিক বাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন তার বক্তব্য শুনে মনে হয় উনি কি কংগ্রেস (আই) এর প্রতিনিধি নাকি আমরা বাঙ্গালীর প্রতিনিধি ? আমরা বাঙ্গালী যেভাবে বরাবর যেভাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করেন তার সংগে হুবুহু মিল আছে। কাজেই উনি কোন দলের প্রতিনিধি তা বুঝা যাচ্ছেনা। একটা প্রশ্ন তুলে ছন মাননীয়া সদস্য শ্রীমতি গীতা চৌধুরী এবং খুব স্বভাবতঃ রসিক বাবু। সীমানা পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে। এইটা এখন আমাদের হাতে নাই স্যার। কারণ এই বিলটা কি ? ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্‌ট্রিক্ট কাউন্সিল অ্যাক্টে যে সীমানা নির্দ্ধারিত আছে সেই সীমানা অনুযায়ী এই পার্লামেন্ট পাশ করে ৬ষ্ঠ তপশীলের সীমানা নির্দ্ধারন হয়েছে এবং সেটা পার্লামেন্টের অ্যাক্ট। এখন যদি তার একটা গ্রামও এইদিক সেদিক করতে হয় তাহলে পার্লামেন্টের ৪০ নং অ্যাক্টটিকে পরিবর্তন করে তারপর ইনক্লুশান বা অ্যাক্সক্লুশানের প্রশ্ন উঠবে। এইটা ত্রিপুরা সরকার পারেনা। কাজেই এই যে বক্তব্য রেখেছেন, শুধু বাঙ্গালী যারা আছেন তাদেরকে উস্কিয়ে দিচ্ছেন। আমরা বলে দিচ্ছি, আমাদের ত কোন আপত্তি নাই। আমরা ত চাইই। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজীব গান্ধীর সরকারের এখন দায়িত্ব কোনটা এলাকায় থাকবে কোনটা বাইরে থাকবে। কারো ইচ্ছা যদি পূরন না হয় তাহলে তার জন্য রাজ্য সরকার দায়ী না, দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কাজেই আমি বলছি, মানুষকে যাতে বিভ্রান্ত না করা হয়। আমি এইখানে এইকথা বলিনি, শ্যামাচরন এইখানে বুঝাতে চেয়েছেন অটোনোমাস ডিষ্টীক কাউন্সিল এবং রিজিওনাল অটোনমি এক নয়। কে বলেছে এক ? রিজিওনাল অটোনোমি হচ্ছে

স্বায়ও শাসন। অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিক্টকে নিয়া একটা স্বায়ত্ব শাসন। ১টা ডিস্ট্রিক্টের আণ্ডারে ১টা রিজিওন্যাল থাকতে পারে, ২টা থাকতে পারে, আবার সমগ্র ত্রিপুরা নিয়েও রিজিওন্যাল হতে পারে। কিন্তু জিনিসটাই এক, এইটাই স্বায়ও শাসন। আমি এইখানে এইকথা বলিনি যে উপজাতি যুব সমিতি ৬ষ্ঠ তপশীল এনেছেন। আমি বলেছি, উপজাতি যুব সমিতি দাবী করেছে তারা নাকি ৬ষ্ঠ তপশীল এনেছে কংগ্রেসকে তোয়াজ করে। আমরা বলেছি জনগনের সংগ্রামের ফলেই এইটা এসেছে, কাউকে তোয়াজ করে নয়। আর আমি ত স্বাধীনতার আগেই জন্মগ্রহন করেছি। এই হাউসে শ্যামাচরন বাবুর জন্মের আগে থেকে আমরা এইটা দাবী করেছি এই কথা আমি কোথাও বলিনি। কোন মিনিটস বুকে পাওয়া যাবেনা। কোথাও যদি প্রাইভেটলি বলে থাকি তাহলে হয়ত বলেছি শ্যামাচরন বাবুর দল পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে আমরা এই দাবীটা করে এসেছি। শ্যামাচরন বাবুর যে রাজনৈতিক দল উপজাতি যুব সমিতি রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৭ ইংরাজীতে। ১৯৫৪ সনে এই দাবী উৎথাপন হয়। তাদের দল ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই আমরা এই দাবী করে আসছি আর কেউ কেউ বলেছেন সংবিধানের ৫০ ইংরাজীতে এইটা পাশ হয়েছিল। সুতরাং আপনারা এইটা নতুন কি করলেন? সংবিধানে থাকলেই পাওয়া যায়না। সংবিধানে অনেক কথা আছে: সব আদায় করতে হয়। সংবিধানে ত আসামের জন্য ছিল, ত্রিপুরার জন্য ছিলনা। মাননীয় সদস্যদের বলতে হয় কনস্টিটিউশানের বইবগলে করে আনলেই হয়না। কনস্টিটিউশান পড়তে হয়। যেহেতু, মেঘালয় মিজোরাম আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে পার্লামেন্টে মেঘালয়ের জন্য আইন পাশ হয়েছিল। তখন আমিও উপস্থিত ছিলাম, আমিও পারটিসিপেইট করেছি। কিন্তু মনিপুরের জন্য আলাদা আইন করতে হয়েছিল, কারন মনিপুর আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। শুধু ত্রিপুরার জন্য এইটা চালু হয়েছে তা শুধু লড়াই ও আন্দোলনের ফলেই। ত্রিপুরার জন্য সংবিধান সংসোধন করে ৬ষ্ঠ তপশীল আনা, মনিপুরে ৬ষ্ঠ তপশীল নেই। কাজেই লড়াই সবখানে চলে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত বলেছেন সেই বিহারে তা এখনও আকসেপ্টেড হয়নি। ত্রিপুরায় হল কেন? হয়ত সংগ্রাম। মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার বলেন, এইটা একটা ইতিহাস। হ্যাঁ, এইটা ইতিহাসই এইটা লিখিত ইতিহাস। রাজা পুনর্গঠন কমিশন, তারপরে টেরিটরিয়েল কাউন্সিল, তারপরে বিধান সভা ৩০ জন সদস্য, তারপরে পূর্নাঙ্গ রাজ্য সবই ইতিহাস। শ্যামাচরনবাবু বললেন, মৃতদেহই, মৃতদেহ নিয়ে নাচানাচি কেন করলেন তবে তারা? ৬ষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ বলেছেন যে, শব তাহলে যেরকম যায় এই মৃতদেহ নিয়েও তারা বিজয়োৎসব করলেন নাচানাচি করলেন। কোনটা মৃত কোনটা জীবিত তা উনারা এখনও

নির্ণয় করতে পারেনি।

কোনটা অমৃত কোনটা চরনামৃত সেটাকে ঠিক করতে পারেন না, কি কাজ যে করবেন তা ওরা ঠিক করতে পারেন না, কাজেই এখানে আর একটা জিনিষ আমি বলছি যে শ্যামা বাবুরা এই হাউসে আরও কয়েক বারই বলেছেন যে, ৬ষ্ঠ তপশীলটা ওনারা নিজেরাই করেছেন। তাহলে পরে বুঝতে হবে কোনটা মৃত আর কোনটা চরনামৃত কোনটা ওনারা পাশ করালেন বুঝতে পারেন নি। উপজাতি যুব সমিতির ওনারা এই হাউসে বলেছেন যে লোকসভায় যখন বিলটা উপস্থিত করা হয় তখন ত্রিপুরা রাজ্যের দুই জন এম, পির একজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এইটা ঠিক নয়। কারণ বিলটা যখন নরম্যাল ইন্ট্রোডাকশান হয় তখন কোন মেম্বার উপস্থিত না থাকলেও কিছু যায় আসে না এবং এইটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যিনি বিলটা উপস্থিত করেছিলেন তার বক্তব্য-এ তিনি বলেছিলেন যে, আমার কাছে এখনও তার কপি আছে, তিনি বলেছিলেন যে আমি উপযুক্ত সময় দিয়ে নোটিশ দিয়ে বিলটা আনতে পারিনি, খুব তারাহুরা করে অল্প সময়ের মধ্যে এনেছি বলে মেম্বারদের অসুবিধা হয়ে যাবে। কাজেই তখন তারা উপস্থিত ছিল না ঠিকই, কিন্তু বিলটা যেদিন আলোচনা হল এবং পাশ হল সেই দিন ওরা দুই জনেই উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রেখেছেন তার সমস্ত রেকর্ড পার্লামেন্টে আছে। কাজেই মিথ্যা রিপোর্ট নগেন্দ্র বাবুর পক্ষে সম্ভব বার বার হাউসের মধ্যে আনা। কাজেই এই কথাটা বলে কোন লাভ নাই, এইটা অসত্য ভাষণ। আমি এ কথা বলব যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এরিয়ার যে পপুলেশান আছে তা হচ্ছে মোট ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০৫ জন, তার মধ্যে ট্রাইবেল একটা হচ্ছে ৪লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৫ জন। আর সিডুয়েল কাস্টের সংখ্যা হচ্ছে ৩৮ হাজার ৫১৭ জন, আবার যারা এস সি নয় অথচ নন-ট্রাইবেল তারা হচ্ছে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৪৫ জন। কাজেই এই যে ৬ষ্ঠ তপশীল এটা হচ্ছে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় এইটাতো শুধু ট্রাইবেলদের জন্যই নয় বেকোয়ার্ড অনগ্রসর এরিয়াটাকে অগ্রসর করার জন্য তাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে স্পেশাল ব্যবস্থা করে দিতে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল, এস, টি, এস, সি সবার কল্যানের জন্য স্ব শাসিত জেলা পরিষদ পরিচালিত হবে এবং তার জন্য সব দিক থেকে যাতে আমরা সেই এলাকার আবহাওয়াটাকে শান্ত রাখতে পারি তার জন্য সবার প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমি আবার আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা নিয়ে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে সেই চিন্তাধারাকে ছাড়তে হবে। কারণ আমারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবাই এক, পরস্পরের পাশাপাশি বাস করার প্রয়োজন আছে। এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে ঐতিহাসিক কারণে যে সমস্ত উপজাতি বাস করছেন তাদের আরও বেশী নিরাপত্তার জন্য বা নিরাপদে বাস করার জন্য, যাতে

কোন রকম বিপদ না হয় তার জন্য এই এরিয়াটাকে শান্ত রাখার প্রয়োজন আছে। কি কংগ্রেস কি উপজাতি যুব সমিতি সব দলের মানুষেরদৃষ্টি যাতে সেই দিকে থাকে এবং সেই পরিবেশটা সৃষ্টি করার জন্য আমাদের উদোগ ও প্রচেষ্টা থাকবে এবং তাব জন্য আমরা যাতে যত্নবান হই সেই আবেদন আমি আবার রাখছি। কারণ এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ধারা এনে পারস্পরিক বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কোন অংশের মানুষের কল্যান করা যাবেনা এই কথা উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা যাতে ঠিকভাবে সব সময় মনে রাখেন, তারা যাতে বিভ্রান্ত না হন, কারন তাদের এই চিন্তা ধারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দুঃখকে বার বার ডেকে আনছে। তাদের জনাইতো এত দেরী হল। তারা যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনটা না করত, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এত খুন খারাপি না করত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা আরও একটু উন্নত হত, কাজেই এই বক্তব্য রেখে আমি সুপারিশ করছি যাতে বিলটা হাউসে পাশ করিয়ে দেয়।

মি: স্পীকার :— আলোচনা শেষ হলো। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— " The Tripura Tribal Araes Autonomcus District Council (Rcpeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 7 of 1985) বিবেচনা করা হউক"।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৭নং পর্যান্ত ধারা গুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :-- বিলের শিরোনামাটি বিলেব একটি অংশ রুপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসুচী হলো :— " The Tripura Tribal Areas Autonomcus District Council (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 7 of 1985) " পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move that the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 7 of 1985) be passed

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Tribal Areas Autonomous Dustrict Council (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No 7 of 1985) পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

Mr: SpeaKer:— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'The Tripura professions, rad es Callings and Employments Taxation (Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 8 of 1985) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাসঃ— (Revenue Minister) :— Mr. SPeaker Sir. I beg to move that" The Tripura professions, Trades, Callngs & Employments Taxat (Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 8 of 1985) "be taken into Consideration" মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এর উদ্দোশ্যটা একটু বলব। ত্রিপুরা সেল, টেকস এগ্রিক্যালচার ইনকাম টেকস, প্রফেশনাল টেকস এই তিনটা টেকস, আমাদের টেকসের এখানে যে সংগঠন তাতে প্রশাসন এইটা দেখবেন। ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত আমাদের এই টেকট অরগেনাইজেশান এ যে কোন সর্বক্ষনের কমিজানার ছিলেন না, এইটা রেভেনিও দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী বা ডেপুটি সেক্রেচাবধ তাদের অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে এই দায়িত্বটাও পালন করতেন। ১৯৭৬ সালে যখন প্রফেশনাল একট পাশ করা হয় তখন কমিশনরের এই ক্ষমতাটা লেণ্ড রেভেনিওর যে কমিশনার ওকে দেওয়া হয়। এখন যেহেতু আমাদের সর্বক্ষনের টেকস কমিশনার আছে, তাই এই বিলে আমি প্রস্তাব করছি যে কমিশনার যেহেতু আছে তা তাকেই প্রাফেশনাল একটের যে ক্ষমতা আছে সেটা আমাদের টেকস অরগেনাইজেশান-এর যে কমিশনার তাকে দেওয়া হউক।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমার একটু আলোচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনিখুব সংক্ষেপে আলোচনা করেন

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "The Tripura prosessions, Trades, Eallings & EmplYment Taxtion (Amendmedt) Tripura Bill No 8 of 1985 এর আমি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি, যদিও এইটাকে এখানে এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে কে টেকসটা মানে অথরিটি নিয়ে, তবুও এই সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য রাখছি এই কারনে যে ব্রামফ্রন্ট সরকার বা যারা আজকে এখানে আন্দোলন করছেন এখানে যখন এই প্রফেশনাল টেকস চালু হয়েছিল তখন এনারা বলেছিলেন যে, এইটা একটা

কালো আইন এবং এইটাকে প্রত্যাহার করা হউক, বিশেষ করে যারা কর্মচারী শ্রমজীবি মানুষ তাদের উপর এইটা ধার্য্য করা হয়েছে, কারণ এইটা উদ্দেশ্য তা নয়, এখানে সংবিধানের এই টেকসটার লক্ষ্য হচ্ছে প্রফেশনের উপরে।

কোন রকম আয়ের উপর ভিত্তি করে ট্যাক্স করা হউক। এটা শুধু অসঙ্গত নয়, সংবিধান বিরোধীও।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি মূল বিলের উপর আলোচনা করতে পারেন না। আপনি শুধু এমেণ্ডমেন্টের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আশা করেছিলাম সরকার সে জিনিষটা চিন্তা করবেন। আমরা দেখলাম প্রফেশন ট্যাক্স ধরা হয়েছে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা পর্যান্ত। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে একটা প্রগ্রেসিভ সরকার সেটা চিন্তা করছেন না। এতে গরীব ক্লাস ফোর পড়ে যাচ্ছে। এই ক্লাস ৪-এর উপর পড়ুক সেটা সংবিধান রচয়িতা যারা তারা চিন্তা করেননি। আমরা এসব দেখে হতাশ হলাম। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয় আর কেউ আলোচনা করবেন না। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, ধান বানতে শিবের গীত গাইছেন উনি। এখানে শুধু রেভেনিউ কমিশনারের কাছে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :— The Tripura professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 8 of 1985)"বিবেচনা করা হউক। ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) আমি এখন বিলের ধারা গুলির ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরুপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি ভোটে সভা কর্তৃক বিলের অংশরুপে গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল-বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরুপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরুপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল- " "The Tripura professions, Trades, Callings and Employments Taxation " (Amendment) Bill, 1985 (Tri-

pura Bill No 8 of 1985) " পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথ্থাপন করতে।

শ্রীখগেনদাস :— Mr, Speaker sir, I beg to move "That " The Tripura professions, Trades, Callings and Employment Taxaticn (Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill,No, 8 of 1985) " be passed"

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল- "মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল- " The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 8 of 1985") , পাশ করা হউক।

(ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল :— The Tripura Lepers (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 9 of 1985)
এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধে করছি।

শ্রীখগেনদাস :— Ms, Speaker sir, I beg to move " The Tripura Lepers (Repeal) Bill , 1985 (Tripura Bill No, 9 of 1985)' be taken into Consideration, মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলের উদ্দেশ্য হল, ১৯৮২সালে ভারত সরকার এক আদেশ বলে ডাক্তার স্বামীনাথনের সভাপতিত্বে কোষ্ঠ রোগ নির্মূল করার জন্য এক ওয়ার্কিং গ্রুপ করা হয় এবং তারা যে সুপারিশ করে সে সুপারিশ মূলে বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে এটা রিপিল করার জন্য বলা হয়। এই লেপার্স বিল ১৮৫৮ যখন করা হয় তখন ভারতবর্ষে এই রোগের চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিলনা। ১৮৯৮ সালে আবার বদল করে পেশ হয়। সেটা কোষ্ঠ রোগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হল অসংক্রামক এবং শতকরা ২০ জন এল সংক্রামক। আমরা রিপোর্টে দেখছি, এই শতকরা ২০ জনকে যদি চিকিৎসার আওতায় আনা যায় তাহলে আর সংক্রামিত হবে না। ১৮৯৮ সালে আইন ছিল যে সর্ব্বশ্রেণীর কোষ্ঠ রোগীদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হবে এবং তারজন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয়। তারফলে এই আইনানুসারে তারা কোন পুকুর, কুয়া, টিউব-ওয়েল ব্যবহার করতে পারতনা। এমনকি দৈনন্দিনের পানীয় জলও তাদের সংগ্রহ করতে কষ্ট হত। অসংক্রামক যে ৮০ ভাগ রোগী ছিল তারাও তাদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জন থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের জন্য কোন রকম সুযোগ সুবিধা ছিলনা। তাই মানবিকতার কথা চিন্তা করে এই লেপার্স বিল ১৮৫৮ বাতিল করার প্রয়োজন বলে আমি এইবিল এনেছি। আমি আশা করি এটা

সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমার মনে হয় আর কেউ বক্তব্য রাখবেন না। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ--" The Tripura Lepers (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 9 of 1985) বিবেচনা করা হউক।

. ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি।

বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল-"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক। "

(ভোটে শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ঃ— " The Tripura Lepers (Repeal) Bill 1985 (Tripura Bill No 9 of 1985) "পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীখগেনদাস ঃ— Mr, Speaker sir, I beg to move " The Tripura Lepers (Repeal) Bill , 1985 (Tripura Bill No, 9 of 1985)' be passed"

মিঃ স্পীকার ঃ-- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ— "The Tripura Lepers (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 9 of 1985) পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ভোটে গৃহীত হয়)

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে-সরকারী যে সমস্ত কাজগুলি ছিল তারজন্য সময় একস্টেণ্ড করা হয়েছে এবং একস্টেণ্ডেড সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই আর শর্ট ডিসকাশনগুলি আনতে পারছিনা।

মাননীয় সদস্যরা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে তারজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য এই সভা মুলতবি ঘোষণা করছি।

ANNEXURE—'A'

Admited Starred Question No :-13,
Name of Member :-Shri Subodh Chandra Das,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়ায় মোট কতটি নির্গম নল এবং মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে ?

২। এর ফলে ঐ শহরের মোট জনসংখ্যা শতকরা কতভাগ নিয়মিত পানীয় জলের সুযোগ পেয়ে থাকেন ?

উত্তর

১। ১১৬টি নির্গম নল ও ২৬টি রাস্তার পার্শ্বস্থ ছোট জলাধারের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হইতেছে।

২। আনুমানিক শতকরা ৬০ ভাগ পানীয় জলের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

STARRED QUESTION NO. 27 (ADMITTED NO, 14)

Name of the Member :-Shri Subodh Chandra Das, M, L, A, will the Honbble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দামছড়া থানায় কোন সরকারী গাড়ী না থাকায় পুলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা সমগ্র থানা এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করা অসুবিধা হচ্ছে ?

২। সত্য হয়ে থাকিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরনের জন্য সত্বর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

উত্তর

Name of the Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister Tripura,

১। হাঁ।

২। বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 137,
Name of the Member :- Smti, Gita Chcudhury, M, L, A,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক আহুত ১৫ই অক্টোবর ৮৫ইং ত্রিপুরা বন্দের দিন উগ্রপন্থীদের আক্রমনে কতজন লোক প্রাণ হারাইয়াছেন এবং

২। কি পরিমান সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে

৩। উগ্রপন্থীকর্তৃক আহুত উক্ত ত্রিপুরা বন্দের মোকাবিলার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়া ছিলেন ?

উত্তর

Name of the Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। ৬জন অ-উপজাতি প্রান হারান।

২। নগদ টাকা ও জিনীষ পত্র সহ প্রায় ১৪০০, টাকা ক্ষতি হইয়াছে ও বিবরন নিম্নে দেওরা গেল। বরমুড়ায়-কিছু বিছানা পত্র, এক জোড়া এনক্লেট ও ১টা ঘড়ি। আনুমানিক মূল্য ৩০০, টাকা।

চম্পক নগর— একটি খালি দোকানে আগুন লাগানো হয়। আনুমানিক ক্ষতি ১০০, টাকা।

করাতি ছড়ায়— নগদ ৫০০, টাকা ও কিছু জিনীষ পত্র সহ মোট আনুমানিক ১,০০০, টাকা

৩। ঐদিনের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ দমনের জন্য সমস্ত নিরাপত্তা ঘাটি সমুহকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তদুপরি যান বাহন চলাচলের জন্য সমস্ত প্রধান প্রধান সড়কে হাঁটা টহলদারীর ব্যাবস্থা করা হইয়াছিল।

Admited Starred Question No :- 272,
Name of Member :- Shri Mati Lal Saha.

প্রশ্ন

১। কাথচন্দ্রলা গাঁওসভা হইতে প্রতাপুর গাঁওসভা পর্যান্ত বিস্তৃত মাঠের জমিগুলিতে

ANNEXURE—"A"

পার্শ্ববর্তী নদী হইতে লিফট্ ইরিগেশনের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ করা হবে এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সঙ্গতিহেতু সব জায়গায় একইসঙ্গে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No, :—293,
Name of Member —Shri Mati Lal Saha.

প্রশ্ন

১। উত্তর চড়িলাম গাঁওসভার অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রামের কৃষি জমিগুলিতে জলসেচ করার জন্য একটি ডিপ্ টিউব ওয়েল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রথম প্রশ্ন উত্তরে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু সব জায়গায় একই সংগে প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No :— 295
Name of Member :— Shri Matilal Saha, M. L,A,
Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কয়টি থানায় জীপ গাড়ী ব্যবহার করা হয় ;

২। ব্যবহৃত জীপ গাড়ীর সংখ্যা কত ;

৩। তাহার মধ্যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব কয়টি এবং ভাড়া করা বে সরকারী কয়টি;

৪। ভাড়াকরা বেসরকারী জীপ গাড়ীগুলি কোন নিয়মের ভিত্তিতে মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয় ; এবং

৫। যে সরকারী জীপ গুলির দৈনিক ভাড়ার হার কত ?

উত্তর

Name of Member :— Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister Tripura,

১। ৩৫টি পুলিশ ষ্টেশনের মধ্যে ৩১টি পুলিশ ষ্টেশনে গাড়ী ব্যবহার করা হইতেছে।

২। ৩৬টি।

৩। ৩৬টি জীপ গাড়ীর মধ্যে ১৬টি পুলিশ দপ্তরের এবং ২০টি ভাড়া করা।

৪। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে সরকারের অনুমুদিত ভাড়ার হারের ভিত্তিতে।

৫। যে সরকারী জীপ নিযুক্ত রাখার জন্য প্রতিদিন মং ১৫০. এবং প্রতি কিলোমিটার ভ্রমনের জন্য ১.৯০ পয়সা হিসাবে।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৬-৭৭ সালে বম্বের এগ্রিকালচারেল ফাইননস্ কর্পোরেশন কে দিয়ে উত্তর ত্রিপুরার জন্য যে ডেবলাপমেন্ট প্রোজেক্ট তৈরী করা হয়েছিল তাতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছিল,

২। ঐ প্রকল্প কি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, এবং

৩। ১৯৮০ সালে দক্ষিন ত্রিপুরার জন্য কোন্ সংস্থাকে দিয়ে অনুরূপ প্রকল্প তৈরী করানো হয় তাতে কত খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার জন্য আই, টি, ডি, পি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার কনসালটেনাস ফি বাবত এগ্রিকালচারেল ফাইনানস্ কর্পোরেশন লিমিটেডকে মোট ৮০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই টাকা বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে দেওয়া হয়েছিল।

২। এগ্রিকালচারেল ফাইনানস্ কর্পোরেশন যে সব প্রকল্প সুপারিশ করেছে সেগুলির আংশিক রুপায়ন করা হয়েছে।

৩। দক্ষিন ত্রিপুরার আই, টি, ডি, পি প্রজেক্ট রিপোর্ট বিভাগীয় স্তরে তৈরী হয়েছিল এবং এ জন্য কোন সংস্থাকে কোন কনসালটেন্সি. ফি দিতে হয় নি।

ANNEXURE—"A"

Starred Question No. 642 (Admitted No 372)

Name of the Member :-Shri Dhirendra Debnath, M, L,A,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৪ইং ডিসেম্বর মাসে লোক সভা নির্ব্বাচন উপলক্ষে কত জন হোমগার্ড নিয়োগ করা হয়েছিল , এবং

২। বর্তমানে কত জন হোমগার্ড কাজে নিযুক্ত আছে, এবং

৩। গত ৫বৎসরে কোন হোমগার্ডকে ছাঁটাই করা হয়েছে কি; হয়ে থাকলে তার সংখ্যা ;

৪। যে সকল হোমগার্ডকে ছাঁটাই করা হয়েছে ঐ সকল হোমগার্ডদের কবে পর্য্যন্ত পুনরায় নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura,

১। গত লোক সভা নির্ব্বাচনে সর্বমোট ২৭৯১ জন হোমগার্ড নিয়োগ করা হয়েছিল।

২। বর্তমানে ১৩৬৮ জন হোমগার্ড কাজে নিযুক্ত আছে।

৩। গত ৫ বৎসরে ৩৬৭০ জন হোমগার্ডকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়েছে।

৪। ছাড়িয়া দেওয়া হোমগার্ডদের কিছু কিছু যোগ্যতাঅনুসারে পুলিশ ও অন্যান্য দপ্তরে নিয়োগ করা হইতেছে এবং বাকী হোমগার্ডদের জরুরী প্রয়োজন ভিত্তিক পুনঃ কাজে যোগদান করিতে বলা হইতেছে।

Admited Starred Question No :- 377,

Name of Member :- Shri Samir Kumar Nath.

প্রশ্ন

১। বন্যার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ধর্ম্মনগরের কাকড়ী নদী ও জুড়ি নদীর উভয় পার গুলিতে বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

৪। গত বন্যায় উক্ত নদী গুলির যে সকল জায়গায় পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেই সকল

জায়গায় মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

৫। থাকিলে কবে নাগাদ তার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। জুরী নদীর তীরে দুইটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে যথা :-

১) সাতসঙ্গমে ৪,২৫ কিলোমিটার লম্বা বাঁধ।

২) গুরুয়াতে ১,৫২ কিলোমিটার লম্বা বাঁধ।

৩) এছাড়া কাকড়ী নদী ও জুড়ি নদীর বন্যা প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গুলি তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

ক) কাকড়ীর বাম তীরে কৃষ্ণপুর হইতে রেলরাস্তা পর্যন্ত প্রায় ২ (দুই) কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বন্যা নিরোধ বাঁধ। প্রকল্পটির এষ্টিমেট্ তৈরী হয়েছে। আশা করা যায় পরিকল্পনাটি, আগামী টেক্‌নিক্যাল এডভাইসারী কমিটিতে পেশ করা হবে।

টেকনিকাল এডভাইসারী কমিটির অনুমোদন এবং তৎপরবর্তী ব্যয় মঞ্জুরী ও জমি অধি-গ্রহন হইলে পরে রুপায়ণের কাজ আরম্ভ হবে।

প্রশ্ন

খ) জুরী নদীর দক্ষিণ তীরে কোদালিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ। প্রকল্পটির এষ্টিমেট্ তৈরী হয়েছে। প্রকল্পটি টেকনিকাল এডভাইসারী কমিটির অনুমোদন এবং তৎপরবর্তী ব্যয় মঞ্জুরী ও জমি অধিগ্রহন হলে পরে রুপায়নের কাজ আরম্ভ হবে।

গ) জুরী নদীর দক্ষিণ তীরে তুল গাঁও ভিনকাবাড়ী বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ। এই প্রকল্পের বিস্তারিত জরিপের কাজ চলিতেছে।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৪। গত বন্যার (ফ্লাড অব্ মে'৮৪) পর নদীর তীরবর্তী যে সকল ঘনবসতী পূর্ণ গ্রাম বাজার; স্কুল ইত্যাদি ভাঙ্গনের মুখে পতিত হয় বা ভাঙ্গনের সম্ভবনা দেখা দিয়াছিল তাদের সাময়িক রক্ষার জন্য কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে তালিকায় দেওয়া হইল। আপাততঃ আর কোন প্রস্তাব হাতে নাই।

৫। এই কাজগুলি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে।

ANNEXURE—"A"

১নং প্রতিবেদন

প্রকল্পের স্থানের নাম	প্রকল্পের নমুনা	নদীর নাম	ব্যায়ের পরিমাণ	কাজের বর্ত্তমাণ অবস্থা
১। ভিলথৈ বাজার ও নিকট-বর্তী এলাকা	মান্দাকার এবং বাঁশের হানা	জুরি	২৫,০৪২, টাকা	কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে
২। ইছাই কাশিমনগর		ঐ	৩৫,২২২,	ঐ
৩। মণিপুড়ি বস্তী		কাকরী নদী	১১,১১৫,	ঐ
৪। বলাকা সিনেমা হল	বাঁশের হানা	জুরী নদী	৫,৩০৯,	ঐ
৫। ভাগ্যপুর	মান্দাকার	ঐ	১১,৯০৮,	ঐ
৬। করুণাময় গোস্বামীর বাড়ীর নিকট বর্তী	বাঁশের হানা	ধামতীর	৪,৯৩৫,	ঐ
৭। পুরাতন ধর্মনগর কৈলাশহর রাস্তার নিকটবর্তী স্থান।	ঐ টাইপ বাঁশের হানা	জুরির	১২,৫০৪,	ঐ
৮। সাত সঙ্গম		ঐ	১৪,৭১৫,	ঐ
৯। সোনার বাসা গ্রাম		কাকড়ী নদী	১২,১৬১,	ঐ
১০। হালাম বস্তী	বাঁশের হানা		৭,৩৪৭,	ঐ
১১। কাকরির পাড়		ঐ	৭,৪১৭,	ঐ
১২। হরোয়া		ঐ	২১,৬৬০,	ঐ
১৩। পদ্মপুর		জুরী নদী	৭,৫৭৭,	ঐ
১৪। দেওছড়া গ্রাম	বাঁশের হানা	দেওছড়া শাখা	১১,৫০৮,	ঐ
১৫। টঙ্গী বাড়ী (বটরসী)	বাঁশের প্যালা সাইডিং	জুরি	৭,০৬৪,	ঐ
১৬। ওয়েল ডিপুর নিকটবর্তী স্থাণ	বাঁশের হানা	কাকরী নদী	৫,০৯৬,	ঐ
১৭। ইচ্ছাই সোনাপুর	বাঁশের হানা	জুরী নদী	৮,২৯০,	ঐ

Admited Starred Question No :-378,
Name of Member :-Shri Dhirendra Debnath,

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের বিজয় নগর গাঁওসভার উত্তর বিজয় নগর গ্রামে স্লুইজ্ গেইট খানা কোন সালে তৈরী করা হয়েছিল এবং উহার দ্বারা উক্ত এলাকার কত একর ভূমি জলসেচের আওতায় এসেছে? এবং

২। উক্ত জলসেচের দ্বারা কত পরিবার উপকৃত হইয়াছেন?

৩। বর্তমানে উক্ত স্লুইজ্ গেইট দ্বারা জলসেচ্ করা হইতেছে কিনা?

৪। না হলে তার কারণ?

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকের বিজয় নগর গ্রামে ১৯৭৯-৮০ সালে স্লুইজ্ গেইট্টি তৈরী করা হইয়াছিল এবং উহার দ্বারা ১৫০ একর ভূমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২। উক্ত জলসেচের দ্বারা ৪৩টি পরিবার উপকৃত হইয়াছেন।

৪। স্লুইজ্ গেইট্ এর উপবিভাগে অস্থায়ী মরশুমী বাঁধ দেওয়ায় সেচ্ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়া যাইতেছে না।

Admited Starred Question No :-386
Name of the Member :- Shri Kali Kumar Deb Barma, M, L, A,
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আসাম ও অন্যান্য রাজ্য হইতে ত্রিপুরায় কিছু লোক প্রবেশ করে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতে আশ্রয় নিয়াছে?

২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি; এবং

৩। সেই সকল অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে সরকার হইতে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে তাহার বিবরণ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। ৩। প্রশ্ন উঠেনা।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 12.

Name of the Member :— Syed Basit Ali, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the A. R. (Vigilance) Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

ক) ১৯৮৩ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যান্ত ব্যুরো (ত্রিপুরা) সি, বি, আই কর্তৃক কতটি ঘটনা বা বিষয়েব তদন্তের প্রয়োজন হইয়াছে

খ) এবং কিকি ব্যাপারে এই তদন্তের প্রয়োজন হইয়াছে ?

গ) তদন্তের ফলাফল কি ?

উত্তর

ক) ১৯৮৩ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন ঘটনা বা বিষয়ের সি বি আই কর্তৃক তদন্তে প্রয়োজন হয় নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না,

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Admited Unstarred Question No, 48,

Name of Members :— Syed Basit Ali, M, L, A,
Shri Bhanu Lal Saha, M, L, A,
Shri Gopal Chandra Das, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister in Charge of A, R, (Vigilance) Deparament be pleased to state :—

প্রশ্ন।

১। ক) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কোন ভিজিলেন্স বিভাগ আছে কিনা এবং

খ) যদি থাকে তবে ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৪ সনের ১৪ই আগষ্ঠ পর্যান্ত উক্ত বিভাগে কতগুলি কেইস নথিভুক্ত করা হয়েছে ?

গ) এরমধ্যে কতগুলি কেইসের নিষ্পত্তি হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে এড্‌মিনিস্‌ট্রেটিভ্‌ রিফরমস্‌ বিভাগ ভিজিলেন্স

সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনা করে।

খ) ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৪ সনের ১৪ই আগষ্ট পর্যান্ত ১১৯৫টি কেইস এড্‌মিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস্‌ বিভাগে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ) এরমধ্যে ৬১১টি কেইসের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No, 78,

Name of Members :— (1) Shri Monoranjan Majumder, M, L, A,
(2) Shrimati, Gita Choudhury, M, L, A,
(3) Shri Kashiram Roang, M, L, A,
(4) Shri Dhirendra Deb Nath, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ইং সাল হইতে ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কতগুলি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে ;

২। উক্ত হামলায় মোট কয়টি বাজার লুট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে ও কত টাকার সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। কতজন সাধারণ মানুষ ও সরকারী কর্মচারী আহত ও নিহত হয়েছেন।

৪। উক্ত নিহত ও আহত ব্যাক্তিদের পরিবারকে এবং বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের মধ্যে কতজনকে কি কি সাহার্য্য দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব ?

উত্তর

Name of the Minister : — Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister Tripura

১নং হইতে ৪নং পর্য্যন্ত প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted unstarred Question No, 81

Name of Members :— (1) Shri Gopal Ch Das,
(2) ,, Monoranjan Majumder
(3) ,, Jawhar Saha
(4) ,, Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Home Department be Pleased to State :-

১। ১৯৮০ইং থেকে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কতগুলি চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই ও নারীধর্ষন ইত্যাদি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটেছে (বছর ভিত্তিক প্রত্যেকটি ঘটনার পৃথক পৃথক হিসাব)

ANNEXURE—"B"

২। উক্ত ঘটনাগুলির জন্য কোন কোন থানায় কতগুলি কেইস নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এরমধ্যে কতগুলি কেইস তদন্তক্রমে কতটুকু সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে (থানা ভিত্তিক কেইসের সময়ের ভিত্তিক হিসাব)

৩। ঐ সময়ে উক্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং এদের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনকরা হইয়াছে।

৪। এই সমস্ত অপরাধমূলক ঘটনায় কতজন আহত, নিহত ও নিখোঁজ হইয়াছে এবং

৫। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে কতজনকে পুনরায় উদ্ধার করা হইয়াছে ?

উত্তর

Name of Minister :—Shri Nripen Chakrabarti Chief Minister.

১নং হইতে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 87

Name of Member :- Shri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ছামনু টি, ডি, ব্লক এবং কমলপুর সি, ডি, ব্লক -এ ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে এস, টি, কর্পোরেশন থেকে মোট কত জন লোককে কি কি বাবদে লোন দেওয়া হয়েছে তার পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব।

২। উক্ত লোন এ কোন সাবসিডি দেওয়া হয়েছে কিনা,

৩। দেওয়া হয়ে থাকলে কোন ব্লকে কত পারসেন্ট করে সাবসিডি দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ সমবায় বৎসরে কমলপুর ব্লকে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ১১১টি পরিবারকে কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় ঋণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৯৮টি পরিবারকে

ভূমি উন্নয়ন ও কৃষি কজের জন্য, ১১টি পরিবারকে পশু পালন ও মাছের চাষের জন্য এবং ২টি পরিবারকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

১।	কুলাই গাঁও সভায়	...৬টি পরি,
২।	বলরাম গাঁও সভায়	...৭টি ,,
৩।	কমলাছড়া গাঁও সভায়	...৫টি ,,
৪।	পূর্ব নালিছড়া ,, ,,	...৫টি ,,
৫।	পশ্চিম নালিছড়া গাঁও সভায়	...৩টি ,,
৬।	লালছড়ি গাঁও সভায়	...৪টি ,,
৭।	মেন্দী গাঁও সভায়	...১১টি ,,
৮।	সালেমা গাঁও সভায়	...৮টি ,,
৯।	ডলু ছড়া গাঁও সভায়	...৬২টি ,,
	মোট	১১১টি পরিঃ--

ঐ সময়ে ছামনু টি,ডি, ব্লকে কর্পোরেশন থেকে কোন ঋণ দেওয়া সম্ভব হয় নি কারন ঐ ব্লকের এলাকাধীন দুটি ল্যাম্পস, এ ঋণ পরিশোধের অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় ব্যাংক ঐ দুটি ল্যাম্পসের মাধ্যমে ঋণ দিতে আগ্রহী নয়।

২। এস, টি, কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের উপর ভর্তুকী দেওয়ার কোন সংস্থান নাই। কাজেই ভতুকী দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করলে সুদের উপর ভতুকী দেওয়ার সংস্থান আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

—ঃ O ঃ—

Printed by
The Secretary, Tripura Press Owners Association
Agartala.